[১৮৩১—১৯৩০]

আনিসুজ্জামান

MUSLIM BANGLAR SAMAYIKPATRA : Journals of Muslim Bengal [1831–1930] by Dr. Anisuzzaman. Published by Bangla Academy, Dacca. Printed by Tajul Islam in Barna Michhil, Dacca, East Pakistan. Price Rs. 10·00. 1969.

বাএ ২৬৪

প্রকাশক

ফজলে রাব্বী

প্রকাশনাধ্যক্ষ

বাংলা একাডেমী

ঢাকা ২

প্রথম প্রকাশ

কার্তিক ১৩৭৬

[নভেম্বর ১৯৬৯]

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ

তাজুল ইসলাম

বর্ণমিছিল

৪২/এ, কাজী আবদুর রউফ রোড

ঢাকা ১

পূর্ব পাকিস্তান

মাকে

যে ছিল, নেই

মুখবন্ধ

বাংলা সাময়িকপত্র প্রথমে ছিল সংবাদাশ্রিত। ধর্ম ও সমাজ-প্রসঙ্গ ছিল তার সহচর, যদিও পরে এ প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক পত্রিকা প্রকাশলাভ করে। তারপর দেখা গেল সাময়িকপত্রে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস এবং শুদ্ধ সাহিত্যপত্রিকা-প্রকাশের আয়োজন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা-সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় বেশ আগে থেকেই, পরে দেখা দেয় রাজনৈতিক চেতনাবিকাশের উদ্যোগ। সংবাদপত্রের, বিশেষতঃ, দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাবের পর সংবাদ আর সাহিত্য-প্রসঙ্গ ভিন্ন মাধ্যম খুঁজে নিল। অবশ্য এখনো সংবাদপত্রের পাতায় সাহিত্যের আসর আর সাময়িক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন লক্ষ্য করা যায়।

দেড় শ' বছর ধরে সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা গদ্যের বিকাশে, সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক-প্রবর্তনে, সামাজিক ভাব-আন্দোলনের সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত রুচিনির্মাণে সাময়িকপত্রের দান অপরিসীম।

এই গুরুত্ব সত্ত্বেও, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস-রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। কেদারনাথ মজুমদারের 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' (ময়মনসিংহ, ১৯১৭) এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা দাবী করে। অবশ্য এর আগেও জেমস লঙ্ (১৮১৪-৮৭) বাংলা সাময়িকপত্রের তালিকা সংকলন করেছিলেন।[১] কিন্তু লঙ্ শুধু তালিকাই দিয়েছেন—

১ "Returns relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal" এবং "A Return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature, either as authors or translators of Printed works, chiefly during the last fifty years and a Catalogue of Bengali Newspapers and Periodicals which have been issued from the press from the year 1818 to 1855", *Selections from the Records*

পত্রিকাসমূহের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করেননি। বাংলা সাময়িকপত্রের বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহের গৌরব ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের দু খণ্ডে (কলিকাতা ১৩৪৬ ; দ্বি-স ; কলিকাতা, ১৩৫৯) তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাময়িকপত্রের ঈর্ষিতব্য ইতিহাস সংকলন করেন। এ ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ একটা বড় কাজ করেন পুরোনো সংবাদপত্রের (১৮১৮-৪০) পাতা থেকে সমসাময়িক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে। সংগ্রহের বিপুলতায়, পরিবেশনের নৈপুণ্যে ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-সংযোজনে তাঁর দু খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (কলিকাতা, ১৩৩৯-৪০ ; তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬) ঐতিহাসিকের পক্ষে অপরিহার্য এবং পাঠকের পক্ষে সুখপাঠ্য। এক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুসরণ করেছেন বিনয় ঘোষ। তিনি যে কালের (১৮৪০-১৯০৫) সাময়িকপত্রের উপর নির্ভর করে বাংলার সমাজচিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, তা ব্রজেন্দ্রনাথের নির্বাচিত কালের পরবর্তী, সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের পরিপূরক উদ্যোগরূপেই একে চিহ্নিত করতে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ অবলম্বন করেন প্রধানতঃ 'সমাচার দর্পণ', যদিও তিনি কিছু সংবাদ নির্বাচন করেছিলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত' ও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' থেকে। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রে' (পরিকল্পিত পাঁচ খণ্ডের ১-৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২-৬৪, আমরা দেখেছি) বিনয় ঘোষের অবলম্বন হয়েছে 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বিদ্যাদর্শন', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সর্বশুভকরী' ও 'সোমপ্রকাশ' (শেষোক্ত পত্রিকার রচনা-সংকলন চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হবার কথা)।[১] ব্রজেন্দ্রনাথের পথ লক্ষ্য করে বিনয় ঘোষও আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন।

---

of the Bengal Government (Calcutta, 1855). *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (Calcutta, 1855). *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets, forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867* (Calcutta, 1867).

১ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে প্রকাশিত ইংরেজি সাময়িকপত্রের রচনা-সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে সত্যজিৎ দাস-সংকলিত

বর্ণিত গবেষণায় কিন্তু বাঙালী মুসলমানের পত্র-পত্রিকার ধারা বা সমাজেতিহাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি। পত্রিকার রচনা সংকলনগুলিতে এসব পত্রিকার কোন উদ্ধৃতি নেই: সংকলকদের লক্ষ্যপূরণে তার কোন সুযোগও ছিল না। সাময়িক-পত্রের তালিকাসমূহে মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার যথেষ্ট পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়নি। ফলে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস-রচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাংলাভাষী জনসমষ্টির চিন্তা-জগতের পরিচয়ও কিছুটা খণ্ডিত ও একদেশদর্শী না হয়ে পারেনি।

গত কয়েক বছরে মুসলমান-সম্পাদিত বাংলা পত্র-পত্রিকার পরিচয়দানের প্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব আবদুল কাদির, জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলী, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইদরিস আলী, ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং অন্যান্য পণ্ডিতজনের চেষ্টায় বিচ্ছিন্নভাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুসলিম-সম্পাদিত অনেকগুলো সাময়িকপত্রের বিবরণ আমরা পেয়েছি।

এ সত্ত্বেও মুসলমান-সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক তালিকানির্মাণ কিংবা এসব সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর পূর্ণতর পরিচয়প্রদান অথবা সেসব রচনাংশ-সংকলনের প্রচেষ্টা হয়নি। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এই অভাব পূরণের একটা প্রয়াস আছে। বর্তমান গ্রন্থে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বাঙালী মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমানের উদ্যোগে প্রচারিত পত্র-পত্রিকার তালিকানির্মাণের চেষ্টা করেছি। যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের সূচী এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রচনাংশের উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। একই বইতে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য পূরণ করতে যেয়ে সাধ্যের তুলনায় ঝুঁকি নিয়েছি অনেক বেশী। এতে তাই অনেক অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। উপাদানের অভাবে পদে পদে বিড়ম্বিত হয়েছি,

Selections from the Indian Journal. আমরা শুধু এর প্রথম খণ্ড (***Calcutta Journal***-এর রচনাসংকলন; কলিকাতা, ১৯৬৩) দেখেছি।

তাই তথ্যগত ত্রুটি থাকাও সম্ভব। বহু সাময়িকী কালের গর্ভে কিংবা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেছে। সব পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে পাইনি, সব সংখ্যা অখণ্ডিতরূপে হাতে আসেনি। বিস্তৃত টীকা-সংযোজনের লোভও সামলাতে হয়েছে। এ ধরনের পূর্ণতর রচনার অভাবে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমাজেতিহাসের গবেষকের কাছে এই অসম্পূর্ণ প্রয়াসও কিছু কাজে আসতে পারে, এই মাত্র ভরসা।

এই বইয়ের উপাদান সংকলনের সুযোগ দিয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌গ্রন্থাগার, ঢাকার বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। জনাব আবদুল কাদিরের সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অধ্যাপিকা সেলিনা বাহার জামানের সৌজন্যে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। এজন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। 'হাফেজ' পত্রিকার দুটি সংখ্যা দেখেছি জনাব আফজাল-উল্-হকের সৌজন্যে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম কিছু তথ্য দিয়ে এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান গ্রন্থের কিছুটা অংশ 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (শীত সংখ্যা, ১৩৭০) প্রকাশিত হয়েছিল। পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে বাধিত করেছেন। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্‌সানের আগ্রহে বাংলা একাডেমী এই গ্রন্থের প্রকাশভার গ্রহণ করেছেন, সেকথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

চার বছর আগে বাংলা একাডেমী এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেছিলেন। তার এক বছর পর মুদ্রণের কাজ শুরু হয়ে কিছুকাল স্থগিত থাকে। সেই অবসরে পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা করার সুযোগ পাই। বৎসরাধিককাল পূর্বে গ্রন্থের মূল অংশের মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। সময়াভাবে যখন নির্ঘণ্ট তৈরী করতে দেরী হয়ে যাচ্ছিল, তখন কল্যাণীয়

ভূঁইয়া ইকবাল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এজন্যে আমার ধন্যবাদ তার প্রাপ্য। এরপরও নানা কারণে গ্রন্থের প্রকাশ এত বিলম্বিত হল।

এই বইয়ে মুদ্রিত সাময়িকপত্রের প্রচ্ছদগুলির চিত্র সংগৃহীত হয় বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং জনাব আফজাল্-উল্-হক ও মরহুম মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার)-এর সংগ্রহ থেকে। আলোকচিত্র-গ্রহণকারী স্নেহভাজন হারুন ফেরদৌসীকে শুভাশিস জানাই।

সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও বইটিতে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। এর মধ্যে কয়েকটি ভুল মারাত্মক। ৩৬২ পৃষ্ঠায় 'শিশু সওগাতে'র জায়গায় ছাপা হয়েছে 'শিশু সাথী'। ৩৭৮ পৃষ্ঠায় 'নাজাত' পত্রিকার যে বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে, সেটাকে উপেক্ষা করতে হবে। পরে যথাস্থানে এই পত্রিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে ৪৬৩ পৃষ্ঠায়। ৬৫ পৃষ্ঠায় 'সোলতানে'র পরিচয়-জ্ঞাপক প্রথম লাইনে "প্রকাশিত" শব্দের জায়গায় "মুদ্রিত" পড়তে হবে। ৬৬ পৃষ্ঠায় 'সোলতান'কে যেখানে "মাসিক" বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেখানে "সাপ্তাহিক ?" হবে। 'মোহাম্মদী'র প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যার স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আব্বাস আলীর নাম বিকৃত হয়েছে ১২১ পৃষ্ঠার শেষে। ৪৭৮ পৃষ্ঠায় "ভারতীয় ইতিহাসে মুসলমানের দান" প্রবন্ধের নাম ছাপতে গিয়ে "দান" হয়ে গেছে "গান"। অন্যান্য ভুল পাঠককে বিভ্রান্ত করবে না বলেই আশা করি।

বইয়ের নাম সম্পর্কে একটি কৈফিয়ত দেওয়া হয়তো প্রয়োজন। 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' বলতে আমি বাংলা দেশের মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা বুঝিয়েছি—ভাষাগত কোন বিশিষ্টতা জ্ঞাপনের চেষ্টা করিনি।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ ডিসেম্বর ১৯৬৮

আনিসুজ্জামান

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সংকেত-পরিচয়

ন্যায়রত্ন : রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (চতুর্থ-সংস্করণ ; চুঁচুড়া, ১৩৪১)।

ব. মু. সা. প : 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'।

বেঙ্গল লাইব্রেরী : "Bengal Library Catalogue of Books", *Calcutta Gazette*, Appendix. ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতি বছরে পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশ-সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণ এতে সংকলিত হয়েছে। পাদটীকায় উল্লিখিত মাস ও খ্রীস্টাব্দের পরিচয় থেকে কোন্ ত্রৈমাসিক বিবরণী থেকে তথ্য নেওয়া হল, তা জানানো হয়েছে। পরবর্তী এক-আধ মাসের পত্রিকার মধ্যেই সাধারণতঃ এসব ত্রৈমাসিক বিবরণ প্রকাশ পেত।

রেয়াজুদ্দীন : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'পাক-পাঞ্জতন' (কলিকাতা, ১৩৩৬), "ভূমিকা"।

Long : James Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (Calcutta, 1855). দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৫৬) গ্রন্থে গ্রথিত। নির্দেশিত পৃষ্ঠাসংখ্যা এই বইয়ের।

সা. প. প. : 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'।

সাময়িকপত্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', দু খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৫৯)।

সাময়িক সাহিত্য : কেদারনাথ মজুমদার, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' (ময়মনসিংহ, ১৯১৭)।

সাহিত্যপঞ্জিকা : যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, 'সাহিত্যপঞ্জিকা' (কলিকাতা, ১৩২২)।

সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দু খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৫৬)।

ভূমিকা

বাংলা দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যেই সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন উইলিয়ম বোল্টস (১৭৪০?—১৮০৮)। বোল্টস ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত বণিক, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আরো অনেকের মতো কোম্পানীর নামে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাবার দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। তখন চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরেজী ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে তো প্রয়োজনীয় অনুমতি দিলেনই না, উপরন্তু দুবছর পর ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।[১]

উইলিয়ম বোল্টস যখন পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস পান, বাংলা মদ্রণের কাজ তখনো শুরু হয়নি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ অক্ষরনির্মাতা জোসেফ জ্যাকস্‌নকে দিয়ে বোল্টসই প্রথম বাংলা হরফ তৈরী করিয়েছিলেন—অন্য একটি বইয়ের জন্যে। সে হরফ ভালো হয়নি, কাজেও লাগেনি।[২] মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহার হয় ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে, হুগলিতে ছাপা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের *A Grammar of Bengal Language* গ্রন্থে। এই হরফের নির্মাতা ছিলেন চার্লস উইলকিন্স।[৩] তারপর যদিও বাংলা মুদ্রণের গতি ত্বরান্বিত হয়, তবু পরবর্তী চল্লিশ বছরে বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের কোন চেষ্টা হয়নি।

এই চল্লিশ বছরে ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলো সংবাদপত্র বা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়, যদিও এর পরিচালকদের ভাগ্যে জোটে নানারকম বিড়ম্বনা। জেমস অগাস্টাস হিকি—যাঁর *Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser* (প্রকাশ: ২৯ জানুয়ারী ১৭৮০) ছিল এদেশের

১. Buckland, C. E., *Dictionary of Indian Biography* (London, 1906), p 48 ; Barns, Margarita, *The Indian Press* (London, 1940) p 45.
২. মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' (ঢাকা, ১৩৭৩), পৃ ৭ ও ২৭।
৩. ঐ, পৃ ১৭।

প্রথম সাময়িকপত্র, তিনি—একাধিকবার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করেন, পরে ভারত থেকে বহিষ্কৃত হন। *Bengal Journal, Bengal Harkaru* ও *Telegraph* প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকেরাও বহিষ্কৃত, দণ্ডিত ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন।[১]

এর কারণও ছিল। ইংরেজী সাময়িকপত্রগুলো ছিল বেসরকারী ইউরোপীয়দের মুখপত্র। এঁদের সঙ্গে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিরোধ ঘটে নানা কারণে। সে বিরোধ ছিল যত না নীতিগত, তার চেয়ে বেশী ব্যবসায়িক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত। সুতরাং বেসরকারী ইউরোপীয়েরা হয়ে পড়েন কোম্পানীর কঠোর সমালোচক। কোম্পানীর বিঘোষিত নীতি ও শাসনপদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে এঁরা ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেন। কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবহারও তাঁদেরকে বিচলিত করতে পারেনি; বিতাড়িত সম্পাদকেরা স্বদেশপ্রত্যাবর্তন করে কোম্পানীর কলঙ্কগাথা-রচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এ অবস্থায় "গোটা সম্পাদক-জাতকে" শাসনে আনার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে কঠোর সেন্সর-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। লর্ড হেস্টিংসের আমলে এই নিয়ম বাতিল হয়—যদিও সাময়িকপত্রে কর্তৃপক্ষ-বিরোধী সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়ে যায়। হেস্টিংসের এই ব্যবস্থা কার্যকর হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে।[২] তার চার মাস আগে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের উদ্যোগে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪—১৮৭৭)। পরের মাসে তাঁরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশলাভ করে। বিদেশীদের চেষ্টায় এভাবে বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা হয়। শ্রীরামপুর মিশন 'দিগদর্শনের' ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ এবং 'সমাচার দর্পণে'র ফারসী সংস্করণও প্রকাশ করেন। তারপর জুন মাসে কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের (মৃত্যু ১৮৩১) সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। বাঙালী-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্রের গৌরব এরই প্রাপ্য।[৩]

---

১. Barns, p 46-66.
২. ঐ, pp 75, 90-91.
৩. 'সাময়িকপত্র', ১: ৭-১৯।

যে পরিবেশে বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা হয়, তাতে এসব পত্রিকায় ইংরেজী পত্রিকার মতো কোম্পানীর সমালোচনা আশা করা যেত না। তাছাড়া, এসব পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যও ছিল স্বতন্ত্র। উল্লিখিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলোতে প্রধানতঃ সংবাদ-পরিবেশন এবং অংশতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পেত। এসব সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সরস ও সাধারণের পাঠোপযোগী করতে গিয়ে সাময়িকপত্রগুলোই বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ বাধামুক্ত করে।

'সমাচার দর্পণে'র একটি অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্মের প্রচার। ফলে, অনিবার্যভাবে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম সম্পর্কে কিছু নিন্দার কথাও তাঁরা পত্রস্থ করতেন। 'বাঙ্গাল গেজেটি'র পরবর্তী পত্রিকা—কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট অক্‌জিলিয়ারী মিশন সোসাইটির ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক মাসিক-পত্র—'গসপেল ম্যাগাজীন' (ডিসেম্বর ১৮১৯) প্রকাশিত হলে ধর্মপ্রচার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ঘটে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র '*Brahmunical Magazine* বা ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১) প্রকাশ করে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাদরীদের আক্রমণের নিন্দা করেন। সাপ্তাহিক 'সম্বাদ-কৌমুদী'[১] (ডিসেম্বর ১৮২১) হিন্দু সামাজিক বিষয়ে উদারনৈতিক ভাবের পরিচয় দেয়; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৪৮)-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাচার চন্দ্রিকা' (মার্চ ১৮২২) প্রকাশ পায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসেবে। ধর্মবিষয়ক আর দুটি পত্রিকাও কয়েক বছরের মধ্যে দেখা দেয়: শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' (মে ১৮২২) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'শাস্ত্রপ্রকাশঃ' (জুন ১৮৩০)।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাড়া ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আর মাত্র তিনটি পত্রিকা প্রকাশ পায়: কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 'পশ্বাবলী' (ফেব্রুয়ারী

১. তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর প্রথম তেরো সংখ্যার প্রকৃত সম্পাদক ভবানীচরণই ছিলেন। তিনি পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করলে তারাচাঁদের পুত্র হরিহর দত্তের নামে পত্রিকা চলতে থাকে, কিন্তু এর নেপথ্য-পরিচালক ছিলেন রামমোহন রায়। এভাবে আরো এগারো সংখ্যা বের হলে গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের সম্পাদনায় 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ পেতে থাকে।

১৮২২)—জীবজন্তুর বিবরণ-সংবলিত মাসিক পত্রিকা এবং দুটি সংবাদপত্র—কৃষ্ণমোহন দাস-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' (অক্টোবর ১৮২৩) ও নীলরত্ন হালদার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' (মে ১৮২৯)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—৫৯)-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' (জানুয়ারী ১৮৩১) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্রের আরেকটি ধারার সূচনা হয়। সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করে এখন থেকে সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস দেখা দেয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রভাবে শুধু বাংলা গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি; এই পত্রিকার পাতায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত এবং বাংলার বহু শ্রেষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটে।

'সংবাদ প্রভাকরে'র পর প্রকাশিত হয় প্রেমচাঁদ রায়ের সাপ্তাহিক 'সম্বাদ সুধাকর' (ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) এবং তারপরই দেখা দেয় সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (মার্চ ১৮৩১)—মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র।[১]

দুই

মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র বললে 'সমাচার সভারাজেন্দ্রে'র সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। বলা উচিত, পত্রিকাটি ছিল বাংলা-ফারসী দ্বিভাষিক পত্র। মুসলমান-সম্পাদিত ফারসী পত্রিকার আবির্ভাবও এই প্রথম ঘটল। এর আগে যেসব ফারসী পত্রিকা বাংলা দেশ থেকে প্রকাশ পায়—রামমোহন রায়ের 'মীরাৎ-উল্-আখবার'[২] (এপ্রিল ১৮২২), মণিরাম ঠাকুরের 'শাম্‌স-উল্-আখবার' (মে ১৮২৩) এবং শ্রীরামপুর মিশনের 'আখবারে শ্রীরামপুর' (মার্চ ১৮২৬)—সেগুলো ততদিনে অন্তর্হিত হয়েছে।[৩] মুসলমান সম্পাদক তাঁর স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে শুধু বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না—ফারসী পত্রিকার অভাবও দূর করতে চাইলেন।

কিন্তু এই অভাববোধও তাৎপর্যহীন নয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ফারসী রাজভাষার মর্যাদায় আসীন। শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান তখনো এই ভাষাকে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির বাহন মনে করতেন। 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'

১. পত্রিকাসমূহের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: 'সাময়িকপত্র', ১: ২০-৫৫।
২. নামটি যে 'সমাচার দর্পণে'র অবিকল ফারসী অনুবাদ, তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।
৩. 'সাময়িকপত্র', ১: ১২০-২২।

এবং আমাদের তালিকার দ্বিতীয় পত্রিকা 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'-সম্পাদকও সেই ধারণার বশবর্তী ছিলেন বলে মনে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগতভাবে নির্দেশ করেছেন যে, 'সভারাজেন্দ্র'-সম্পাদক প্রাচীনপন্থী ছিলেন।[১] এই প্রাচীনপন্থার সঙ্গে উপরোক্ত মনোভাব সম্পূর্ণ মিলে যায়।

তবু মনে হয়, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কেও তিনি অচেতন ছিলেন না। কোন্ রাজেন্দ্রসভার সমাচার দিতে চেয়েছিলেন তিনি? কলকাতা নগরীতে ইংরেজ বণিক যে-সভা সাজিয়েছে, তার—একথা মনে করা অসংগত নয় তাঁর পত্রিকার নাম থেকে। তবে সে সচেতনতা এমন পর্যায়ের নয়, যার জন্যে তিনি বাংলা-ফারসীর বদলে বাংলা-ইংরেজী পত্র বার করতে পারতেন।

প্রাচীনপন্থী মনোভাব এবং নবীন সম্পর্কে সচেতনতা—এই উভয় ধারার ছায়া 'জগদুদ্দীপক ভাস্করে'ও যেন প্রতিফলিত হয়েছে। 'সভারাজেন্দ্রে'র পর যেসব ফারসী পত্রিকা বাংলা দেশ থেকে প্রচারিত হয়—প্রকাশের ঠিকানা থেকে মনে হয় মুসলমানেরাই এগুলো বের করতেন—১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সেগুলোর তিরোভাব ঘটে।[২] ফারসী তার বিশিষ্ট আসন হারিয়েছে ১৮৩৫এ। এরপরে নতুন করে ফারসী পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করলেন 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'-কর্তৃপক্ষ। হয়তো মুসলমানের বিশিষ্টতা স্থাপনের এটাই ছিল বিবেচিত উপায়।

কিন্তু 'সভারাজেন্দ্রে'র পনেরো বছর পরে শুধু বাংলা-ফারসী দ্বিভাষিক পত্রই আর যথেষ্ট বিবেচিত হল না। হয়তো কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমান-দের জন্যে উর্দু, অমুসলমানদের জন্যে হিন্দী আর নতুন রাজভাষার মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ইংরেজীরও স্থান হল এই পত্রিকায়। পাঁচটি সমান্তরাল স্তম্ভে পাঁচ ভাষায় সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকল—ইংরেজী রইল মধ্যমণিরূপে মাঝের কলামে (তার দুপাশে ফারসী আর হিন্দী, বাংলা আর উর্দু রইল দুপ্রান্তে)।[৩] বোঝা গেল, কালের পরিবর্তন হয়েছে।

পরিবর্তন যে হয়েছে, সেটা আরো বেশী করে বোঝা গেল পরবর্তীকালে। উর্দু-বাংলা 'মহাম্মদী আখবার' (১৮৭৭) ছাড়া দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন না আর কোন বাঙালী মুসলমান সম্পাদক। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে তাঁদের তরী শুধু বাংলার ঘাটেই ভিড়ল।

---

১. 'সাময়িকপত্র', ১: ৫৫।
২. ঐ, ১: ১২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ, ১: ১৪৪ দ্রষ্টব্য।

কালভেদে অবশ্য এই বাংলা ভাষার কিছু রূপভেদ লক্ষ্য করা গেল। 'সভারাজেন্দ্রে'র ভাষা কেমন ছিল, তা আমাদের জানা নে । নাম থেকে মনে হয় এর ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ, পণ্ডিতী রীতির। 'জগদুদ্দীপক ভাস্করে'র ভাষা যে অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ ছিল, সে কথা নির্ভর-যোগ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে।[১] 'মহাম্মদী আখবারে'র বাংলা ছিল দোভাষী পুঁথির সগোত্র।[২] সাধু বাংলা গদ্যরীতির পরিচয় পাই 'মিহির' (১৮৯২) ও 'হাফেজ' (১৮৯৭) প্রভৃতিতে—হয়তো 'আজীজননেহারে'ই (১৮৭৪) এর সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এই ধারাই প্রবল হয়। কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে 'ধূমকেতু'তে (১৯২২): 'শিখা' (১৯২৭) এ ধারা পুষ্ট করেছিল। তবে আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার যে মুসলমান-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল না, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

আরবী-ফারসী-উর্দু'র সমাদর যে এঁদের কাছে ছিল না, তা নয়। উর্দু'কে কেউ কেউ মাতৃভাষার তুল্য করতে চেয়েছিলেন, জাতীয় ভাষার মর্যাদা অনেকে দিতে চান আরবীকে। ফারসী সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সাময়িক-পত্রের আলোচ্য বিষয়ে একাধিপত্য করে।[৩] পত্রিকার নামকরণের জন্যে আববী-ফারসী ভাষাব আশ্রয় নেওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

'সভারাজেন্দ্র' বা 'জগদুদ্দীপক'-প্রকাশের কালে এ রেওয়াজ ছিল না। সম্পাদকদের ফারসী-প্রীতি সত্ত্বেও এসব পত্রিকার নামকরণে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক কোন চিহ্ন নেই—এটাও লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে—যখন ওয়াহাবী বিচার শেষ হয়ে গেছে, যখন আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে মুসলমানের মিতালিবন্ধনের চেষ্টা করছেন মুসলমান সমাজ-নেতারা, তখন থেকে মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার আরবী-ফারসী নামকরণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে—এক কথায়, স্বতন্ত্র চিহ্ন বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর স্ত্রীর নামে পত্রিকার নাম রেখেছিলেন 'আজীজন-নেহার'।[৪] এর কথা বাদ দিলেও পর পর যেসব পত্রিকার নাম আমরা পাই, সেগুলো হচ্ছে: 'মহাম্মদী আখবার' (১৮৭৭ ও ১৮৭৮), 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৭৮ ও ১৮৯৫), 'মুসলমান' (১৮৮৪), 'মুসলমান-বন্ধু' (১৮৮৫) ও 'ইসলাম' (১৮৮৫)। তারপরেও আমরা পেয়েছি 'আহমদী'

---

১. 'সাময়িকপত্র', ১ : ১৪৪।
২. পরে পৃ ৪ দ্রষ্টব্য।
৩. এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।
৪. পরে পৃ ৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৮৮৬), 'ইসলাম-প্রচারক' (১৮৯১ ও ১৮৯৯), 'হাফেজ' (১৮৯২ ও ১৮৯৭), 'কোহিনুর' (১৮৯৮), 'ইসলাম' (১৮৯৯ ও ১৯০০), 'নুর-অল-ইমান' (১৯০০)। বিংশ শতাব্দীতেও এর জের চলেছে 'মোসলমান পত্রিকা' (১৯০১) থেকে শুরু করে 'মকতব' (১৯৩০) পর্যন্ত, সেই ঐতিহ্য আজও বহন করছে 'সওগাত' (১৯২৬) ও 'মোহাম্মদী' (১৯২৭)। পত্রিকার অবয়বকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করার প্রয়োজন যে তাঁরা অনুভব করেছিলেন, তা বোঝা যায় আমাদের তালিকাভুক্ত পত্রিকাসমূহের অর্ধাংশের নাম থেকে। আর নামকরণেই সে প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয়নি।

তিন

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কাজী ইমদাদুল হক লেখেনঃ ' হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ত শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে যে ভারতবাসী মুষ্টিমেয় মুসলমানের যাহা নাই, মুসলমান জাতিটাতেও তাহা নাই বলিয়া ধরিতে হইবে।" অর্থাৎ লেখক যখনই মুসলমান হিসেবে নিজের কথা চিন্তা করেন, তখনই তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে একটি সুবিশাল মানচিত্র, যেখানে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সীমানা মুছে যেয়ে ধর্মবোধের ভিত্তিতে সব এক হয়ে যায়। এ কথাটাই ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে 'আল এসলাম' পত্রে আরেকজন লেখক সুস্পষ্ট করে বলেনঃ "জাতীয়তার যে সীমারেখা এক দেশ হইতে অপর দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এছলামের সাম্যবাদ তাহা ধ্বংস করিয়াছে।" সাম্যবাদ কথাটা এখানে বড় নয়, তার বদলে সাম্রাজ্য হলেও ক্ষতি ছিল না। আসল কথা, ধর্মীয় পরিচয়ে যখন আমরা নিজেদের চিহ্নিত করি, স্বদেশ তখন খুব ছোট জায়গা হয়ে পড়ে আমাদের জন্যে।

এজন্যে বাংলা দেশের কিংবা ভারতবর্ষের বাইরে যে মুসলিম জগত, তা সব সময়েই আমাদের লেখকদেরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। অনেক সময়ে স্বদেশের তুলনায় বহির্ভারতীয় মুসলমান ও তাঁদের দেশ সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে বেশী। বাংলার মুসলমানের চেয়ে চীনের, রাশিয়ার বা তিব্বতের মুসলমানের আলোচনা কিছু কম হয়নি। ভারতের বিভিন্ন এলাকার ভ্রমণবৃত্তান্তের চেয়ে সিরিয়া, বসরা বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়তো জায়গা নিয়েছে বেশী।[১] ইতিহাস-আলোচনায় এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক।

১. শিবলী নোমানীর মিসর, তুরস্ক ও সিরিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'ইসলাম প্রচারকে' ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হয়।

অন্যান্য দেশের মধ্যে আরবভূমিই মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা। কিন্তু সাময়িকপত্রের পাতা উল্টে গেলে মনে হয় আমাদের কাছে তুরস্কের স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় মুসলমানেরা খলিফা হিসেবে তুরস্ক-সুলতানের দাবী মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা যখন তুরস্ককে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন, তখন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭—৯৮) মতো মুসলমান নেতারা তুরস্ক-সুলতানের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব থেকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে কিছুটা সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সফল হননি।[১]

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া যখন তুরস্ক আক্রমণ করে, তখন তুরস্কের বিপদকে বাঙালী মুসলমান নিজের বিপদ বলেই মনে করেছিল। যুদ্ধ শুরু হবার অল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'মহাম্মদী আখবার'—"এই সংবাদপত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উর্দু ও বাংলা-ভাষাভাষী সাধারণ মুসলমানগণের নিকট রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের বিস্তারিত খবর প্রচার।" পত্রিকাটি ছিল অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক; যুদ্ধ শেষ হবার অল্পকাল পরে তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।[২] অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে গেলে এর পাঠকেরা সংবাদপাঠের অত জরুরী প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বাঙালী মুসলমান সমাজে তুরস্কের প্রতি কত গভীর অনুরাগ সঞ্চিত ছিল, তা বোঝা যায় এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এবং তার পরিণতি থেকে।

তুর্কীদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিয়ে পত্রিকা-সম্পাদক সেই অনুরাগী চিত্তের কাছেই আবেদন জানিয়েছিলেন: "তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো, সওয়াব সস্তায় বিকাইতেছে। কিনে লহ। বেহেস্ত অল্প পয়সায় পাওয়া যাইতেছে। কদাচ ছাড়িও না।"[৩] বেহেশ্‌তের আশায় না হলেও খলিফার দেশকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে অর্থসাহায্য করেছিলেন মুসলমানেরা। ঐ পত্রিকার বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ভূপালের বেগম পাঠিয়েছিলেন দু লক্ষ টাকা, ঢাকার নবাবেরা পাঠান বিশ হাজার টাকা, নওয়াব আবদুল লতিফের উদ্যোগে প্রেরিত হয় দশ হাজার টাকা

১. Aziz Ahmed, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment* (Oxford, 1964), p 64.

২. আবদুল কাদির, "মহাম্মদী আখবার", 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র' (ঢাকা ১৯৬৬) পৃ ১৮, ১৯ ও ২২।

৩. ঐ।

এবং নওয়াব আমীর আলী খানের চেষ্টায় দশ সহস্রাধিক টাকা। তাছাড়া, নাখোদা মসজিদে চাঁদা সংগ্রহের সিন্দুক স্থাপন করে সকল মুসলমানকে মুক্তহস্তে দান করতে অনুরোধ জানানো হয়।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ বাঙালী মুসলমান লেখকদের মনে কতটা রেখাপাত করেছিল, তার পরিচয় পরবর্তীকালেও পাওয়া যায়। প্লেভনা-বীর ওসমান পাশার মৃত্যু হলে (১৮৯৯) 'কোহিনুরে' তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 'প্রচারকে' বের হয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং 'ইসলাম প্রচারক' পত্রস্থ করেন সম্পাদকীয় আলোচনা ও কবিতা। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দেও দেখছি রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের আলোচনা চলছে আমাদের পত্রিকায়।

উনিশ শতকের শেষে তুরস্কের সুলতান দামেস্ক থেকে হেজাজ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সারা পৃথিবীর মুসলমানের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। এই রেলপথের জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'হেজাজ ফণ্ড কমিটি' গঠিত হয়। এই চাঁদা-সংগ্রহের বিষয়ে 'ইসলাম-প্রচারক' বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রতি মাসেই তাঁরা আবেদন প্রকাশ করতেন এবং আমাদের দেশে সংগৃহীত চাঁদার হিসাব পত্রস্থ করতেন।

তুরস্কের সঙ্গে এভাবে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছিলেন বলেই সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের নামে বাঙালী মুসলমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভের মুখে সুলতানের সিংহাসনারোহণের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে 'ইসলাম প্রচারক' ও 'লহরী' প্রচার করেন বিশেষ সংখ্যা, 'প্রচারক' প্রকাশ করেন বিশেষ প্রবন্ধ ও কবিতা এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'তুরস্কের সুলতান আবদুল হমীদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী'। এই আবহাওয়াতেই শোনা গেল তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের গুণগান, প্রধানমন্ত্রী আলী পাশার জীবনকথা, তুরস্কের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সম্পর্ক-আলোচনা। এমন কি, পঞ্চদশ শতাব্দীর তুরস্ক-সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার-কাহিনীও স্মরণ করা হল সাড়ে চার শতাব্দীর পরে।

বাঙালী মুসলমানের কাছে যিনি এত জনপ্রিয় খলিফা, সেই সুলতান আবদুল হামিদকে তুরস্কের পার্লামেন্ট সিংহাসনচ্যুত করেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এ সত্ত্বেও তুরস্কের প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এই অনুরাগ যে সাময়িক নয়, স্থায়ী বন্ধনের দ্যোতক, তা বোঝা গেল বল্‌কান যুদ্ধের সময়ে। ডক্টর আনসারীর নেতৃত্বাধীন মেডিক্যাল মিশনের

সদস্যরূপে সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী তুরস্কে গেলেন তুর্কীদের সাহায্য করতে এবং ফিরে এসে তুর্কীদের প্রশংসায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করলেন।[১]

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে তুরস্ক যোগ দিলে এ দেশের মুসলমানদের মনে ইংরেজবিরোধী মনোভাব কিছুটা প্রবল হয়। যুদ্ধশেষে তুরস্কের ভাগ্যনির্ণয়ে মিত্রপক্ষের কঠোরতার প্রতিবাদে দেখা দিল খিলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতি বাঙালী মুসলমানের আন্তরিক সমর্থনের পরিচয় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ সময়ে 'আল-ইসলামে' লেখা হয়:

> ··· মিত্রপক্ষ তুরস্কের বিশাল রাজ্য আপোষে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে খলিফার পদমর্য্যাদা আর থাকে না, প্রকাশ্যভাবে মোছলমানগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে, তাহার ধর্ম্মের পবিত্র বিধানে হস্তক্ষেপ করা হয়।···
>
> ··· এজন্য আজ সমগ্র এছলাম জগৎ খলিফাতুল মোছলেমিন, আমিরুল মোমেনিনের পদগৌরব, তাঁহার রাজ্য রাজত্ব রক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সমগ্র এছলাম জগতে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।···

এই আন্দোলনে যে শিয়া-সুন্নীর কোন ভেদ নেই, সেকথাও লেখক আমাদের জানিয়েছেন। আরো দেখা গেল, খলিফার অমর্যাদার বেদনায় অংশগ্রহণ করতে হিন্দু লেখকও এগিয়ে এসেছেন।

'ইসলাম দর্শনে' এ সময়ে প্রকাশিত হয় ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের ভাষণ। সাধারণভাবে পীর সাহেব ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু খিলাফতের বিপর্যয়ে রুষ্টচিত্তে তিনি ইংরেজকে আহ্বান জানিয়ে বললেন:

> ··· যে সমস্ত স্থান পূর্ব্বে তুর্কী গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে ছিল এবং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিউন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।···

তবে তুরস্কের সুলতান যে খলিফার মর্যাদালাভের অধিকারী নন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা যে সার্বভৌম নয়, সে কথাও অনেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'আল-এসলাম' তাই কামাল পাশাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১. 'তুরস্ক ভ্রমণ' (কলিকাতা, ১৯১৩), 'তুর্কী নারী জীবন' (দ্বি-স; ত্রিপুরা, ১৩২৫)।

তবে কামাল পাশার ভূমিকাকে সর্বাধিক গৌরব দান করেন 'ধূমকেতু'— কামালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম নজরুলের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেছিল।

কামাল পাশার বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমে সুলতানের পদ এবং তারপর তাঁর খলিফার পদ রহিত করা হয়। যে খিলাফত রক্ষার জন্য এত আন্দোলন, এত আবেদন, তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তুরস্ককে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজালেন কামাল। তাঁর এসব আভ্যন্তরীণ সংস্কার অনেকের পছন্দ হয়নি—'মোহাম্মদী' ছিলেন তাঁদের মুখপত্রস্থানীয়। আফগান-আমীর আমানুল্লাহ্ আর তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান কামাল আতাতুর্ক উভয়কেই 'মোহাম্মদী' চিহ্নিত করেছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবোধের সর্বনাশ-সাধনকারীরূপে।[১] তবে নব্যতুরস্কের প্রশংসাও করেছিলেন অনেকে— এঁদের মধ্যে তরিকুল আলম, ফজলুল হক সেলবর্সী ও মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) উল্লেখযোগ্য। আর কামাল পাশা বাঙালী মুসলমানের চিত্তে যে একটা গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন, তার জন্যে নজরুলের কৃতিত্ব সর্বাধিক। কামালকে নায়ক করে ইব্রাহীম খাঁ একাধিক রচনা প্রকাশ করেন—তার একটি ছিল ধারাবাহিকভাবে (পরে গ্রন্থাকারে) প্রকাশিত নাটক।

খিলাফত আন্দোলনের সমসাময়িক কালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি আন্দোলন দেখা দেয়, যা হিজরত আন্দোলন বলে পরিচিত। ইংরেজের শাসনাধীন হয়ে ভারতবর্ষে আর মুসলমানদের থাকা উচিত নয়— কোন মুসলিম শাসনাধীন দেশে তাদের চলে যাওয়া উচিত—এই ছিল এ আন্দোলনের মূল কথা। বলা বাহুল্য, তুরস্কের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার এ আন্দোলনের মূল বক্তব্যের সমর্থন দান করে। ফলে, নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্থানে হিজরত শুরু হয়ে গেল। 'আল-এসলাম' এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। এ সময়ে আফগানিস্থান সম্পর্কেও কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশলাভ করে।

হিজরত আন্দোলন যদিও বাঙালী মুসলমানের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে নি, তবু এর ফলে আফগানিস্থান এক নতুন আশা নিয়ে ভারতীয় মুসলমানের কাছে দেখা দেয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে সেখানেই নির্বাসিত মুক্তি সরকার গঠিত হয়েছিল আর মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। হয়তো এই ধরনের প্রচেষ্টার কথা মনে

১. আমানুল্লাহ্ সিংহাসনচ্যুত হলে অবশ্য 'মোহাম্মদী' সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

রেখেই ১৯২৭ সালে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী সম্পূর্ণ একটি নতুন সুর ধ্বনিত করে বলেন:

> নব বলে বলীয়ান তরুণ তুর্কী বা আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ অধিকার করে, তবে তাহা তুর্কী বা আফগানেরই রাজত্ব হইবে, ভারতীয় মুসলমানের রাজত্ব হইবে না।

এরই জের টেনে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে 'জয়তী' লেখেন:

> ... প্যান-ইসলামিজমের স্বপ্ন মুসলমানরা বহুদিন দেখিয়াছে, আজও অনেকে দেখিতেছে। এ স্বপ্নমোহ কবে টুটিবে, কে জানে?

মনে হয়, খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেই যেন বাঙালী মুসলমানের এ মোহ ভাঙতে আরম্ভ করেছে। স্বদেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও পরিবেশের প্রতি কর্তব্যবোধ তার জেগেছে। এ ভাবধারার পশ্চাতে নজরুল ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। 'শিখা'-গোষ্ঠীর বুদ্ধিচর্চা ও 'সওগাতে'র উদারনৈতিকতাও এ ভাবনাকে গতি দিয়েছিল।

চার

যে মনোভাব থেকে মুসলমান লেখকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তুরস্ক-প্রীতি, সেই মনোভাব কার্যকর হয়েছিল ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চায়। যে ইতিহাসক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান নিজের ঐতিহ্য সন্ধান করেছিলেন, সে ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস অর্থাৎ মুসলিম শাসনাধীন দেশসমূহের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিজেরা জড়িত থেকেও তাঁরা পুরাকালের মুসলমানের দেশবিজয়ের স্মৃতিচর্চা করেছেন অসাধারণ আবেগময়তার সঙ্গে। 'মিহির' পত্রিকায় ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত (মোহাম্মদ রেয়াজ অল্ দীন আহমদ মশহাদীর) "সুরিয়া বিজয়" এ ধরনের রচনার আদি নমুনা। সেই সময় থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস-আলোচনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কী গভীর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে একাধিক লেখক বারবার একই প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন।

শুধু বিষয়গুলোর উল্লেখ করলেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ১৯১১ সালের দিকে সেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদ প্রকাশ করেন 'আরব জাতির ইতিহাস'—সৈয়দ আমীর আলীর *A History of the Saracens* (১৮৮৯; পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯) গ্রন্থের অনুবাদ। এ ইতিহাসের শুরু

হজরত মুহম্মদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় থেকে। বলা বাহুল্য, বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় আরো পূর্ববর্তী কাল সম্পর্কে তেমন উৎসাহের পরিচয় নেই। "আঁধার যুগের আরব" বা "ইয়মন ও হিজাজের পূর্ব ইতিহাস" বিষয়ে এক-আধটা রচনা চোখে পড়ে। সেগুলো লিখিত হয়েছিল হজরত মুহম্মদ বা আরব মুসলমান সম্পর্কিত অসংখ্য রচনার অনেকটা ভূমিকারূপে। সাময়িকপত্রে হজরত মুহম্মদের জীবন সম্পর্কিত আলোচনা গত শতকেই শুরু হয়েছিল: 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত (১৯১০) মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর রচনা তা নির্দেশ করে। পরে হজরত মুহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে হিন্দু লেখকেরাও যোগ দিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদের জীবনীই শুধু সাময়িকপত্রে আলোচিত হয়নি, তাঁর জীবদ্দশার বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যেমন, ওহোদের যুদ্ধ—নিয়েও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং রাজনীতি ও রণকৌশলে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে তাঁর অবদান আলোচিত হয়েছে। তাঁর বহুবিবাহ সমর্থনের পাশাপাশি তাঁর সহধর্মিণীদের জীবনী—বিশেষতঃ বিবি খাদিজার পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খলিফাদের নিয়েও আলোচনা হয়েছে যথেষ্ট। হজরত আবুবকর, হজরত উমর ও হজরত আলী সম্পর্কে পৃথক নিবন্ধ পাই—হজরত উসমান সম্পর্কে তেমন পাই না। এছাড়া, খলিফাদের ইতিহাস, তাঁদের শাসননীতি, তাঁদের শাসনাধীন মুসলিম রাষ্ট্রমণ্ডলের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইয়ার-মুকের যুদ্ধ, সিরিয়াবিজয়, মিসরবিজয়—খলিফাদের শাসনামলের এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোচনাও সাময়িকপত্রে পাওয়া যাবে।

ইয়াজিদের শাসনকালের কোন কোন ঘটনা ইতিহাসচর্চার বিষয় সরবরাহ করলেও উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছেন মুখ্যতঃ উমর ইবনে আবদুল আজিজ। ফ্রান্স ও স্পেনে মুসলিম অধিকার, সিসিলী, ফিলিপাইন্স ও আফ্রিকায় ইসলামের উপস্থিতি এবং স্পেনে মুসলিম সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সগৌরবে। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আল হারুন অবজ্ঞেয় হননি, তবে সর্বাধিক শ্রদ্ধালাভ করেছেন আল মামুন—খুব সম্ভব, শিবলী নোমানীর দৌত্যে।[১]

ইতিহাসে আরো পরবর্তীদের মধ্যে পাই সুলতান মাহমুদ, সুলায়মান ও সালাহউদ্দীনের পরিচয়। সেলজুক শাসনের বিবরণ, ক্রুসেডের ইতিহাস,

শিবলী নোমানীর 'আল মামুন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

বাগদাদের পতন ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত বিষয় থেকে বাদ যায় নি। এর পাশাপাশি পাই আরবদের বিজ্ঞানচর্চার পরিচয়, তাদের বাণিজ্যের বিবরণ এবং সভ্যতায় তাদের অবদানের কথা। বাগদাদ ও জেরুজালেমের ইতিহাস এবং ইরাকের তীর্থস্থানের স্মৃতি আমাদের লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। জামে আজহার ও আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার নিয়েও বিশেষ আলোচনা পত্রস্থ হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসচর্চা ইসলাম জগত-কেন্দ্রিক ছিল। এর বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহী। "ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", "জাভার বিবরণ", "মার্টিন লুথার" কিংবা "ফ্রেডারিক লিস্ট ও তৎকালীন জার্মানী" প্রভৃতি রচনার কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। বাঙালী মুসলমানের বর্ণিত ইতিহাস একদিকে ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও উপাখ্যানধর্মী ; অন্যদিকে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় মুসলমানের অবদান তাঁরা সন্ধান করেছিলেন, তবে সে অনুসন্ধান সর্বত্র বিশ্বপটভূমিকায় স্থাপিত হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার উৎকৃষ্টতায় তাঁদের আস্থা ছিল দ্বিধাহীন। তাই খুলাফায়ে রাশেদীনের গণতান্ত্রিকতা এবং উমাইয়া ও আব্বাসীদের ব্যক্তিগত শাসন—দুয়েরই অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁরা করতে পেরেছিলেন একই সঙ্গে।[১]

ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায়ও এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য লক্ষ্য করবার মতো। আরব-ইতিহাসের সূচনা তাঁরা যেমন ধরেছেন হজরত মুহম্মদের আবির্ভাবকাল থেকে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও তাঁদের পক্ষে সূচিত হয়েছে মুসলমান-অধিকারের সময় থেকে। "আর্য্যজাতির ভারতে আগমনে"র মতো দু-একটা রচনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আভাস দেয় বটে, তবে "ভারতের ইতিহাসে মুসলমানের দান", "ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা", "মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার" প্রভৃতি প্রবন্ধ ইতিহাসের নির্বাচিত যুগ সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ করে দেয়। "মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস" নামে 'নবনূরে' এক দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন কেশবচন্দ্র

১. আফগানিস্থান, ইরান ও তুরস্কের সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনায়ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা ও উপাখ্যানধর্ম লক্ষণীয়; তবে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতনতাও দেখা যায়। এই সচেতনতার তারতম্য লেখকদের মতদ্বৈধেরও কারণ।

গুপ্ত। মুসলমান লেখকেরা খণ্ড খণ্ড ভাবে সেই ইতিহাসেরই পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। অনিবার্যভাবে এ ইতিহাসচর্চার শুরু মুহম্মদ বিন কাসেম থেকে। আফগান শাসনামলে ভারতবাসীর অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ছাড়া পাই শাসকদের মধ্যে মুহম্মদ বিন তুঘলকের কথা; কীর্তির মধ্যে কুতুব মিনারের পরিচয়। সবটা জোরই পড়েছে মুঘল ইতিহাসের উপর। বাবর, আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে, আওরঙ্গজেব সম্পর্কেই হয়েছে খুব বেশী। তাঁর নানামুখী পরিচয় ছাড়াও পাই তাঁর আদর্শের বিশ্লেষণ, তাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা, তাঁর আমলের বিশেষ বিশেষ ঘটনার—যেমন গোলকুণ্ডা অধিকার বা সত্নরামী বিদ্রোহ কিংবা আফজল খাঁর হত্যা—বিবরণ, তাঁর পুত্র-কন্যাদের কথা। দারাশেকো, মুরাদ বা শাহ্‌জাদা মুহম্মদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সম্পর্কিত; জেবউন্নেসা ও জাহানারা সম্পর্কে আলোচনাও তাই। মুঘল বিদুষীদের নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমানেরাও লিখেছিলেন। জেবউন্নেসা ও জাহানারা ছাড়া এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গুলবদন বেগম ও নূরজাহান। তাজমহল সম্পর্কে একাধিক রচনা ছাড়াও "মোগল যুগের স্ত্রীশিক্ষা", "মোগল-যুগে চিত্র-চর্চা" ও "মোগল যুগের আগ্নেয়াস্ত্র" বিষয়ক প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিপু সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা চোখে পড়ে।

আওরঙ্গজেব সম্পর্কে রচনার আধিক্যের কথা বলেছি।[১] বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসচর্চায় বাঙালী মুসলমান যেমন বারবার হজরত মুহম্মদের জীবনীতে ফিরে গেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় তাঁদের লেখনী তেমনি আওরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করেছে। মনে হয়, আওরঙ্গজেব এ গুরুত্ব লাভ করেছেন বর্তমান শতকে—তার আগে নয়; এবং প্রচলিত ইতিহাস ও সাহিত্যে বর্ণিত আওরঙ্গজেব-চরিত্রের কলঙ্কভঞ্জনের প্রয়াসই এই অনুরাগের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। উনিশ শতকে 'হাফেজ' পত্রিকায় (১৮৯৭) যেমন আকবর সম্পর্কে সগৌরব আলোচনা দেখি, বিশ. শতকে তেমনি 'ইসলাম দর্শনে' (১৯২০) দেখি আকবরী ও আলমগীরী আদর্শের বিরুদ্ধতার উপর জোর দিতে। 'জয়ন্তী'-সম্পাদক যখন (১৯৩০) আকবর-প্রদর্শিত সমন্বয়পন্থা

১. 'আল এসলামে' (১৯১৮) শেখ হবিবর রহমান 'আলমগীর' নামে একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন।

অনুসরণের সুফলের কথা ইঙ্গিত করেছেন, ততদিনে মনে হয়, 'ইসলাম দর্শন'-কথিত আলমগীরী আদর্শেরই আকর্ষণ বেড়েছে মুসলমান সমাজে। তবু 'জয়ন্তী'র এই মন্তব্য ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীরও ইঙ্গিত দেয়।

বাঙালী মুসলমানের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে রূপই চিত্রিত হোক না কেন, বাংলার ইতিহাস তেমন ফুটে ওঠে নি। যে সামান্য আলোচনা হয়েছে, সেখানেও মুসলমান-আগমনের পূর্ববর্তী বাংলা দেশের ইতিহাসে তাঁদের অনাসক্তি বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসচর্চার সাধারণ ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে 'সওগাতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৯১৯) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের "ইসলামাবাদ" একটি ব্যতিক্রম; আঞ্চলিক ইতিহাসও এটা ছাড়া আর পাই না। যা পাই তা হচ্ছে, বাংলার মুসলমান ও তাঁদের কীর্তি সম্বন্ধে দু-চারটে সাধারণ আলোচনা; পাঠান আমলের বাংলা দেশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বাংলায় মুঘল-বিজয় কীর্তিত করে লেখা দু-একটি রচনা। অমুসলমান লেখক বাংলার নৌসাধনার পরিচয় দিয়েছেন; সন্দ্বীপের রাজা দিলওয়ারের পরিচয় দিয়েছেন যদুনাথ সরকার। ঈসা খাঁ, শমশের গাজী, খান জাহান আলী খান এবং সিরাজউদ্‌দৌলা সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনাও লক্ষ্য করা যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে যে আবেগপ্রবণতা ও জাতীয় গৌরবেচ্ছা তথ্যানুসন্ধানের পরিপন্থী হয়েছে, তা বোঝা যায় 'নবনূরে'র একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। রাজা রাজবল্লভের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সিরাজউদ্‌দৌলা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে "স্তাবক" আখ্যা দিয়ে 'নবনূর' সম্পাদক কামনা করেছেন, "রাজবল্লভের ন্যায় পাপীর জীবনকাহিনী অন্ধকারে ডুবিয়া যাউক...।"

আসলে ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে আমাদের লেখকেরা মুসলমানের গৌরবগাথা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই গৌরবগানের প্রবৃত্তির সঙ্গে বহির্মুখী মানসিকতার সংযোগ ছিল তীব্র। আরব-ইরান মিসর-তুরস্কের পুরাকাহিনী তাই তাঁদের কল্পনাকে যতটা উদ্দীপিত করেছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাস অতটা পারেনি; আবার বহির্বাংলার ইতিহাস-আলোচনায় যতটুকু আগ্রহ সঞ্চার হয়েছিল, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে তার অনেকটাই গিয়েছিল হারিয়ে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা নিজেদের চেতনা থেকেই তাঁরা আহরণ করেছিলেন; প্রমাণগুলো শুধু তুলে ধরা হয়েছিল সাময়িকপত্রের পাতায়।

পাঁচ

মুসলমান লেখকদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, বাংলা দেশের নানা দোষ ধরা পড়েছিল। গত শতাব্দীর শেষে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০০) ইসমাইল হোসেন সিরাজী তার কয়েকটা তালিকাভুক্ত করেছিলেন:

> ভারতবর্ষে নানাজাতীয় বিধর্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা, পুরুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানোচিত নহে; তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিৎ বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা এবং লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। পরিচ্ছদ আদিও মুসলমান সভ্যতানুযায়ী নহে।

এর আগে 'ভ্রমনিবারিণী' (১৮৮৯) লক্ষ্য করেছিলেন যে, এদেশে ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে; 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১) বাঙালী মুসলমানের ধর্মভাবের অভাব দেখে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপে 'মিহির' (১৮৯২) বিলাপ করেছেন; বাঙালী মুসলমানের আলস্যকে তিরস্কার করেছেন 'হাফেজ' (১৮৯৭)। 'আল-এসলাম' (১৯১৫) বাঙালী মুসলমান সমাজকে অভিহিত করেছেন "নানা পাপ-তাপ-জর্জ্জরিত" বলে; 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) মুসলমানের "বর্ত্তমান সঙ্কটে"র কথা বলেছেন; 'ইসলাম দর্শনে'র (১৯২০) লেখকেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, ধর্ম ও পুণ্যের নামে মুসলমান সমাজে শেরেক ও বেদাত প্রবেশ করেছে।[১] সমাজব্যাধির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না; তবে মতভেদ দেখা দিয়েছিল রোগলক্ষণে ও তার প্রতিকারনির্ণয়ে।

সাধারণভাবে একটা উপায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল: তা হচ্ছে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা এবং ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তন। অনেকটা এই উদ্দেশ্যেই ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস-আলোচনার পাশাপাশি 'হাফেজ', 'কোহিনুর' প্রভৃতি প্রথম যুগের সাময়িকপত্রিকায় সুফীদের জীবনালেখ্য-রচনার প্রয়াস দেখা যায়। এ ধারা পরবর্তীকালেও নিঃশেষিত হয় নি, তবে 'আল-

১. শুধু তাই নয়। 'ইসলাম দর্শনে'র লেখকেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, গুম্ফ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে এ দেশের মুসলমান হারাম কাজ করছেন, নতুন ফ্যাশনে চুল ছেঁটে বেদাতের ভাগী হচ্ছেন এবং কেউ কেউ যে স্ত্রীলোকের মতো দীর্ঘ কেশবিন্যাস করছেন, তা হারাম না হলেও বেদাত ও মকরুহ্ তো বটে।

এসলাম' প্রভৃতি পত্রিকায় আবার সুফীবাদ ও পীরবাদের প্রবল বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। 'আল এসলামে' সিরাজী লেখেন (শ্রাবণ ১৩২৬):

> সুফী ও দরবেশগণ প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ এছলামের যে বিকৃত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দিয়া শত শত হাজার হাজার কেতাব লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত কেতাব পড়া বিদ্যায় ভূষিত তথাকথিত পীর ও আলেমগণ এছলামের মস্তক একেবারেই চর্ব্বণ করিয়া মোছলমান জাতিকে অধঃপতন [ও] ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন।

সম্পাদকীয় টীকায় এই বক্তব্যের মোটামুটি সমর্থনও দেখতে পাই।

এর আগে মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী পীববাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সংস্কারকামী চিত্ত কবর-দরগাহে মানসিক করা কিংবা বাতি দেওয়াব নিন্দা না করে পারে নি। এমন কি, ফুরফুরার পীর আবুবকর-পৃষ্ঠপোষিত 'ইসলাম দর্শনে'ও "পীর-পূজা, গোর-পূজা ও বৃক্ষ-পূজা"র নিন্দা দেখা যায়।

সুতরাং সুফীবাদ ও পীরবাদবিরোধীরা ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তন বলতে বুঝিয়েছিলেন শরিয়তের একনিষ্ঠ অনুসরণ। কিন্তু শরিয়তের ব্যাখ্যা নিয়েও একই ধরনের মতান্তরের অবকাশ ছিল। যেমন, 'ইসলাম-দর্শনে' মওলানা রুহুল আমিন কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা দিয়ে সঙ্গীতচর্চাকে স্পষ্টতঃ হারাম বলে অভিহিত করেন। একই সময়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় মোহাম্মদ কে. চাঁদ বলেন যে, শাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক "পরস্পর প্রতিবাদকারী উক্তি" দেখা যায়। যেসব আয়াতের ভিত্তিতে মওলানা রুহুল আমিন এবং তাঁর সমর্থকেরা সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেছিলেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সেগুলোর আলোচনা করে 'মোহাম্মদী'তে (১৯২৮) বলেন যে, সঙ্গীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই এবং অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়ে তিনি সঙ্গীতচর্চাকে জায়েজ বলে আখ্যা দেন। সুদ-সমস্যা সম্পর্কেও এরকম দীর্ঘ বিতর্ক দেখা দিয়েছিল: যদিও অধিকাংশ লেখকই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বা সুদ ব্যবসা সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিশেষ বিশেষ সমস্যার ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর তো ছিলই, উপরন্তু মজহাবী দ্বন্দ্বও ইসলাম-ব্যাখ্যার বিষয়টাকে জটিল করে তুলেছিল। 'আহলে হাদিস' সম্পর্কে 'ইসলাম-দর্শন' মন্তব্য করেছিলেন: "ইহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও উৎকট হানিফী-বিদ্বেষ বড়ই মারাত্মক।" অন্যের সঙ্কীর্ণতার

নিন্দা করেও 'ইসলাম-দর্শন' কেশগুম্ফশ্মশ্রু সম্পর্কে বিধান দিতে পেরেছিলেন। আবার, মোল্লাদের সম্পর্কে 'সওগাতে'র অভিযোগ ছিল আরো মারাত্মক : "মোল্লারা শ্রেণীগতভাবে কখনও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মতভেদ সম্বন্ধে উদার মনোভাব স্থষ্টির প্রয়াস পান নাই...তাঁহারা তুচ্ছ মতভেদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্বপ্রদানপূর্ব্বক, মুসলমান সমাজকে শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।"

এই পরিবেশে 'শিখা'র (১৯২৭) লেখকেরা আরো একটা বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তাঁদের মতে, "শরিয়ত যদিও সাধারণভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়।" শুধু তাই নয়, "যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে।" যেমন, আরেকজন বললেন, "ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।" এই সাহসিক চিন্তার অভিব্যক্তি অচলায়তন সমাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল—প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাই মুসলমান সমাজের পরিধির মধ্যেই দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি। 'মাসিক মোহাম্মদী'র প্রথম সম্পাদকীয়তে এই দুই ধারাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সঙ্কীর্ণচিত্ত প্রাচীনপন্থী ও মোহমুগ্ধ আধুনিক হিসেবে। 'মোহাম্মদী' তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, তবে দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গেই তাঁদের বিরোধ স্পষ্টতর হয়েছিল।

ব্যাপক মতৈক্য দেখা দিয়েছিল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নে। শিক্ষাবিস্তার ছাড়া মুসলমান সমাজের যে কোন ভবিষ্যত নেই, এ কথাটা নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী উভয় পক্ষই নানাভাবে বলেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মতানৈক্য ছিল না। তবে পর্দা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী গত শতকের শেষে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রে পর্দাপ্রথার সমর্থন করেছিলেন। 'নবনূরে' নওশের আলী খান ইউসফজী প্রকারান্তরে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তবে 'নবনূরে'র লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন "অন্যায় পর্দা"র বিরুদ্ধে এবং "আবশ্যকীয় পর্দা"র পক্ষে যে মতপ্রকাশ করেছিলেন, সেটাই সমর্থিত হয়েছিল বেশী।

বাল্যবিবাহ, বরপণ-প্রথা ও কৌলীন্যবাদের বিরুদ্ধেও জনমতসৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল সাময়িকপত্রের পাতায়। 'নবনূর' ও 'আল-এসলাম' থেকে 'সওগাত' পর্যন্ত এর একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাবে। বহুবিবাহ সম্পর্কে মানসিক বাধা সত্ত্বেও অনেক লেখক এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেননি। ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন যে, একবিবাহই এসব অনুশাসনের মূল লক্ষ্য---শুধু ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ সিদ্ধ।

সমাজসংস্কারের এসব ভাবনার মূলে দুটি শক্তিই ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মসংস্কারের যে পিউরিট্যানিক আন্দোলন এ দেশে দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব আর ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামের সঙ্গতিস্থাপনের যে চেষ্টা দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব। সমাজব্যাধি আর তার প্রতিকারনির্ণয়ের আলোচনায় তাই কোথাও কোথাও তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার প্রতিধ্বনি, কোথাও কোথাও সৈয়দ আহমদ-আমীর আলীর ভাবনার প্রকাশ। ধর্মনিরপেক্ষ মানববাদী চিন্তার প্রকাশও দেখা গেছে—'সওগাত', 'শিখা,' 'সাম্যবাদী,' 'জয়তী'তে। তবে এই ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়েও ইসলামের সঙ্গে একটা সঙ্গতি সন্ধানের চেষ্টা দেখা যায়ঃ কেননা শুধু ওভাবেই বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে তাঁদের কথা পৌঁছে দেওয়া যেত। অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হলেও এই জনসমাজের কাছে ধর্মের নামটুকুও প্রেরণা-স্বরূপ ছিল। এই সত্য সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু'তেও দেখা যায়। শুধু 'গণবাণী'ই চেষ্টা করেছিলেন ধর্মবন্ধনের বাইরে শ্রেণীসত্তার ভিত্তিতে চেতনা বিকাশ করার। তবে যে ব্যাপক সংস্কার 'ধূমকেতু' বা 'গণবাণী'র লক্ষ্য ছিল, তাকে সমাজসংস্কার বলা চলে না।

শ্রেণীচেতনা-বিকাশের প্রায় এই নিঃসঙ্গ প্রয়াস দেখা দিয়েছিল অনেক পরে। তার আগে পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক চিন্তারই একাধিপত্য। যে চেতনা ইতিহাসচর্চার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, সমাজসংস্কার-চেষ্টার মূলে প্রেরণাস্বরূপ ছিল, তুরস্কের প্রতি অসামান্য প্রীতির উদ্বোধন করেছিল, সে-চেতনা স্বভাবতঃই এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের বিরূপ সমালোচনা ও আংশিক ব্রাহ্মধর্মপ্রীতি এই

চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কখনো কখনো উগ্ররূপেও দেখা দিয়েছিল। 'গো জীবন' পুস্তিকায় গোহত্যানিবারণের চেষ্টা করেছিলেন বলে মশাররফ হোসেনকে 'আখবারে এসলামীয়া' ধর্মচ্যুত করেছিলেন। গো কোরবাণী থেকে স্বেচ্ছায় যে বিরত থাকবে, তাকে "মহাপাপী ও ধর্মচ্যুত" বিবেচিত করার বিধান 'মোসলেম হিতৈষী'তে প্রকাশ পেয়েছিল। অন্য কারণে নজরুল ইসলামকে "ধর্মদ্রোহী" ঘোষণা করা হয়েছিল 'ইসলাম-দর্শনে'।

ধর্ম ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান সমাজের এই স্বাতন্ত্র্য-বাদী চেতনা আমরা উনিশ শতক থেকেই লক্ষ্য করি। তবু এই চেতনা সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের সন্ধান করে নি বলে মনে হয়। গত শতকের 'আহমদী' (১৮৮৬), 'হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭), 'হিতকরী' (১৮৯০), 'কোহিনুর' (১৮৯৮) এবং এই শতকের 'নবনূর' (১৯০৩), 'মোসলেম ভারত' (১৯২০), 'ধূমকেতু' (১৯২২), 'সহচর' (১৯২২), 'গণবাণী' (১৯২৬), 'শিখা' (১৯২৭) ও 'জয়তী' (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। 'আল-এসলামে'র (১৯১৫) মতো ধর্মসচেতন পত্রিকায় সেখ হবিবর রহমান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকে "সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য" বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘটানোকে "পাপকার্য্য" বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে 'মোহাম্মদী'তে এস. ওয়াজেদ আলী হিন্দু-মুসলমানের এক স্বার্থের উপর জোর দিয়ে মিলনের আদর্শ প্রচার করেছেন। 'জয়তী' প্রচার করেছিলেন যে, "নানক-কবীর-আকবর-দাদু-রামমোহন" প্রমুখ সাধক-নির্দিষ্ট ভারতীয় জাতিত্বের ভাবধারাই দেশের সমস্যা-সমাধানের একমাত্র পথ।

এই ভাবধারা রাজনৈতিক কর্মপন্থার আলোচনায়ও প্রভাব বিস্তার করেছিল যথেষ্ট। 'হাফেজ' (১৮৯৭) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সেখ ওসমান আলী মুসলমানদেরকে কংগ্রেস-সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯২৬এও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছিলেন 'সওগাত'। 'নবনূরে' বঙ্গভঙ্গের সমর্থনের চেয়ে বিরোধিতা করা হয়েছিল বেশী। খিলাফত আন্দোলনের কালে এই আন্দোলনের সমর্থক অমুসলমানদের সঙ্গে মিলন ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছিল। 'আল-এসলাম' ও 'ইসলাম দর্শন' (১৯২০) পত্রিকাও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৩ সালে 'সহচর' পত্রিকা স্বতন্ত্রনির্বাচন পদ্ধতির

বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদকে 'শিখা' পত্রিকায় আকবরউদ্দীন "ভয়ের দাবী" বলে এবং 'জয়তী'তে আবুল হুসেন "দুর্ব্বলের নীতি" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় (১৯১৮) গান্ধীজীর চরকা-আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) "ভারতবর্ষের নেতা" এবং 'শিখা' (১৯২৭) "প্রকৃত দেশসেবক" বলে অভিহিত করেছিলেন। লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুতে 'মাসিক মোহাম্মদী' (১৯২৭) সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে 'সাম্যবাদী'র লেখক তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন "ভারতমায়ের যোগ্যতম সন্তান" বলে।

এই মিলনপন্থা কাম্য হলেও তা যে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করছিল না, সে কথাটিও আমাদের লেখকদের অগোচর ছিল না। কেউ কেউ এ জন্যে দায়ী করেছিলেন মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবকে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দেই এ ধরনের দুটি রচনা চোখে পড়ে। 'সওগাতে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বলেছিলেন: "ভারতীয় মুসলমানগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রকাশে একান্ত সাম্প্রদায়িক, ইহা অতি বড় সত্য কথা।"[১] আর 'শিখা'য় আনোয়ারুল কাদির লিখেছিলেন: "আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর একটা গলদ।" একই পত্রিকায় আবুল হুসেন অভিযোগ করেন যে, "হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।"

তবে এ ধরনের মনোভাব সাধারণভাবে আমাদের সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নি। মিলনের আদর্শ প্রচারের পাশাপাশি বরঞ্চ দেখা দিয়েছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ। মিলনপন্থী সেখ ওসমান আলিই 'কোহিনূরে' লিখেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে একটা প্রধান অন্তরায় হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তার পুনরুত্থান। সমাজের একটা বৃহত্তর অংশে এই সন্দেহ প্রবল হবার সুযোগ পায় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে। 'ইসলাম-প্রচারক' প্রচার করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানের কিছু সুবিধে হয়েছে এবং হিন্দুর স্বার্থে কিছু আঘাত লেগেছে বলেই হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন। মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষের

১. অবশ্য এই মনোভাবকে তিনি মুসলমানের "আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক ক্রিয়া" বলে অভিহিত করেছিলেন।

উল্লেখও করা হয়েছিল সেই সঙ্গে। 'নবনূরে'র একজন লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মুসলমানকে কাছে টানবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনশেষে হয়তো আবার তাদেরকে দূরে ঠেলবেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনসাধনে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় 'আল-এসলাম দুঃখপ্রকাশ করেন ১৯১৫ সালেই। শুদ্ধি-আন্দোলন ও হিন্দু মহাসভার কর্মপন্থা উল্লেখ করে 'সওগাতে'র লেখক আশঙ্কাপ্রকাশ কবেছিলেন যে, মুসলমান-বর্জিত হিন্দুস্থানই হিন্দু সমাজের লক্ষ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর কারাবরণের পরে স্বরাজ্য দলও যে মুসলমানের স্বার্থ বিস্মৃত হয়েছে, এ অভিযোগ করেছিলেন 'সওগাত'-সম্পাদক। ''বন্দেমাতরম্'' সঙ্গীত সম্পর্কেও 'সওগাত' আপত্তি জানিয়েছিলেন। অপর সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতাই যে মুসলমানকে স্বাতন্ত্র্যের পথে পরিচালিত করছে, সে সম্পর্কে 'নওরোজে'র (১৯২৭) উক্তি সমকালীন মুসলিম লেখকদের ভাবধারাকে প্রকাশ করেছিল:

> প্রবল অংশ যদি দুর্ব্বল অংশকে পর বলে মনে করে এবং এদেশ ''হিন্দু''রই দেশ আর কারো নয় এই কথা সাহিত্যে ও বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, এক কথায় দুর্ব্বল অংশকে বাড়ী ছাড়া করে দেয়, তবে দুর্ব্বল অংশ ত একটা কোথাও তাদের বাড়ী ঠিক করতে চাইবে।...এবং অনেক সময়ে লাচার ও হতাশ হয়েই যারা তাদের পর বলতে চায় তাদের পর ভাবতে বাধ্য হয়।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার যে অভিযোগ 'নওরোজ' এখানে করেছেন, তা নতুন ছিল না। বস্তুতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে মুসলমান লেখকদের চিত্তে ক্ষোভ জমেছিল। যেসব পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রচার করেছেন, সেসব পত্রিকায়ও অমুসলমানের রচনায় মুসলমানের পক্ষে অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, বিহারীলাল সরকার ও যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টিধর্মী লেখক যেমন তাঁদের উদারতার জন্যে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদ-প্রসাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত আহরিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকে মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌র চরিত্রাঙ্কন ও তাঁদের অন্তঃপুরের কাল্পনিক চিত্রনির্মাণ মুসলমান সমাজকে আঘাত করেছিল। হিন্দু নায়ক ও

মুসলমান নায়িকার প্রণয়কাহিনীও তাঁরা অপমানজনক মনে করেছেন এবং মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দু লেখকের অজ্ঞতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বারবার। হিন্দু নায়িকা ও মুসলমান নায়ক নিয়ে সমান্তরাল কাহিনী সৃষ্টি করে অনেকে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা হিন্দু লেখকদের দ্বারাই শুধু নিন্দিত হয় নি, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদেরও ভর্ৎসনা লাভ করেছে।

এই পরিবেশে সরাসরি মিলনের বাণী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে না মনে করেই অনেকে একটা নতুন ধ্বনি উত্থাপন করেছিলেন। তা হচ্ছে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবিকাশের সুযোগের ভিত্তিতে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলন। এই ভিত্তিভূমি থেকে শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ দূরে ছিল না।

তাই বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলমানের ক্রমবর্ধমান সংশয় আর নিজের স্বাতন্ত্র্য-উপলব্ধি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ সৃষ্টি করেছিল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন থেমে গেলে আবার এই স্বাতন্ত্র্যবাদ সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মনোভাবও এই স্বাতন্ত্র্যবাদ বা মিলনপন্থা নির্বাচনে ক্রিয়াশীল ছিল। ইংরেজবিরোধী চেতনা পরিব্যাপ্ত হলে মিলনের কথা প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছিল; অন্যথায় ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের চেয়ে গুরুত্বলাভ করেছিল সাম্প্রদায়িক স্বার্থচেতনা। 'মিহির ও সুধাকর' কি 'আখবারে এসলামীয়া' বা 'ইসলাম-প্রচারকে'র মতো পত্রিকা সাধারণভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রীতিই প্রকাশ করেছিলেন। 'ইসলাম দর্শনে'র পৃষ্ঠপোষক ফুরফুরার পীর আবুবকর নিজেকে "বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হিতাকাঙ্ক্ষী" বলে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে 'কোহিনুর' পত্রে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কালে ইংরেজের ভেদনীতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দেন ওসমান আলি। আর 'মোসলেম ভারতে' মোহাম্মদ লুৎফর রহমান লেখেন:

> যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়,— সেও মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র।...
>
> স্বাধীনতার জন্য, সত্য ও মঙ্গলের জন্য যে অস্ত্র ধারণ করে, তাহাকে কেমন করিয়া ছোট বলিব?... বর্ব্বর রাজশক্তিই স্বাধীনতাকামীকে চূর্ণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে।...
>
> হে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান! মৃত্যু ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও।

এ অবশ্য ১৯২১এর সময়ে লেখা। পর বছর নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' ইংরেজবিরোধী ভাবধারার প্রবল স্বাক্ষর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'ধূমকেতু'র এই সুস্পষ্ট ভূমিকাকে অতুলনীয় বললে অতুক্তি হবে না। এই চেতনার স্বাক্ষর অবশ্য 'সওগাতে' প্রকাশিত (১৯২৭) 'দি মুসলমান'-সম্পাদক মুজীবর রহমানের রচনাতেও পাই: "যে পর্য্যন্ত কোন জাতি রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে, সে পর্যন্ত তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না।" 'ধূমকেতু'র পথ অনুসরণ করে 'গণবাণী' (১৯২৬) বলেছিলেন: "আমরা চাই ভারতবর্ষ পর-শাসন-কবল হতে পূর্ণ বিমুক্ত হোক্, কিন্তু সে বিমুক্তির ভিত্তি ভারতের জনসাধারণের মতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে— বিশিষ্ট শ্রেণীসমূহের মতের উপরে নয়।"

ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, মনে হয়, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংরেজবিরোধী চেতনা পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করে। এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলার অসুবিধা এই যে, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আমাদের সাময়িকপত্রে দেখা যায় না। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মাঝে মাঝে—তার অতিরিক্ত নয়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক-আলোচনার তুলনায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে বেশী; স্বাধীনতালাভের কল্পনার চাইতে সমাজসংস্কারের পরিকল্পনার ঘটেছে আধিক্য। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন-পরিক্রমার অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনবীক্ষার পরিচয় পাই বেশী। আর সেই পরিচয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে নানা মতান্তরের ইতিহাস, নিজেদের স্বরূপনির্ণয়ের দুরূহ ও জরুরী প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত।

সাত

নিজেদের স্বরূপ সন্ধান করতে যেয়ে বাঙালী মুসলমান ভাষাসমস্যায় পীড়িত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। আমাদের সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাগুলোতে তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে "হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মুসলমানের ঔদাসীন্যে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৩ সালে 'ইসলাম-প্রচারক' বলেন যে, বাঙালী মুসলমান লেখকের সংখ্যা তখনো এক শ' পূর্ণ হয়নি এবং মুসলমান পাঠকের সংখ্যা দু হাজারেরও কম। এই পরিস্থিতির একটা কারণ বোঝা যায় একই বছরে 'নবনূরে' প্রকাশিত

একটি রচনার দুটি বাক্য থেকে : "বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। সুতরাং হিন্দুগণই যে বঙ্গসাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।" ১৯১৫ সালে 'আল এসলামে'র লেখক এই ধরনের মনোভাবকেই নিন্দা করে বলছেন :

> মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি', এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়।

কিন্তু ইনিই আবার আরবী হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করে বলেছিলেন :

> উর্দ্দু, ফারসী ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়াই মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমন কি অনেক বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন।...আমাদের মাতৃভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশী হইবে।

এই ধরনের আপোসরফার আরেকটা পরিচয় পাওয়া যায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মধ্যে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারকে' তিনি লিখেছিলেন : "বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।" ১৯১৬ সালে এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই 'আল-এসলামে' : "আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।" বহির্মুখী মানসিকতার সন্তুষ্টিবিধান করে বাংলা ভাষাকে মুসলমানের গ্রহণ-যোগ্য করে তোলাই সম্ভবতঃ এঁদের লক্ষ্য ছিল।

বাংলাকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলে ঘোষণা করতে গিয়ে অনেকে আবার এ ধরনের কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। উনিশ শতক থেকেই এ মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে : 'মিহির ও সুধাকরে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য তার প্রমাণ। যাঁরা উর্দুকে বাঙালী মুসল-মানেরও মাতৃভাষা বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী, তাঁদের বিরোধিতাও করা হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর সূচনা থেকে। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে 'নবনূরে' বলা হয় :

> বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।

১৯১৫ সালে 'কোহিনুরে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন:

> বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারত ব্যাপী জাতীয়তাসৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।

পর বছর 'আল-এসলামে' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন:

> জীবিতা বাঙলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দ্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিবার যতই চেষ্টা হোক না, বাঙলা উর্দ্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না।

১৯১৮তে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন:

> দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও কতকগুলো সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে গেল। বাংলা মাতৃভাষারূপে গৃহীত হলে উর্দুর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক নির্ণীত হবে? বাংলাকে মাতৃভাষা বলা হলে জাতীয় ভাষার মর্যাদা পাবে কোন্ ভাষা?

'মিহির ও সুধাকরে'র সম্পাদকীয়তেই মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে উর্দু ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৮তে 'আল এসলামে'র কোন প্রবন্ধ-লেখক ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতবাসী হিসাবে ও মুসলমান হিসাবে উর্দ্দু না শিখিবার উপায় নাই।" আঞ্জুমনে ওলামার তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতির মতে, "জাতির হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উর্দ্দু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।" 'আল এসলামে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যও উর্দু শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিয়েছিল। মওলানা আকরম খাঁও বলেছিলেন: "ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দ্দুর দরকার।" এই সময়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উর্দুকে "ভারতীয় আন্তর্জনীন ভাষা" বলে অভিহিত

করে বলেন যে, "দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই সত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।"

কিন্তু কেউ কেউ এতেও সম্মত হন নি। 'আল-এসলামে'ই ১৯১৯এ শেখ আবদুল গফুর জালালী লেখেন: "পারসী ও উর্দ্দু ভাষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই।" 'আল-এসলাম'-সম্পাদক এই উক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন: "লেখক যেভাবে উর্দ্দুর প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদাস্যভাব দেখাইয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।" আরো দু বছর পর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের রচনা পড়ে তিনি কি ভেবেছিলেন, তা জানার উপায় নেই। লুৎফর রহমান লিখেছিলেন:

> গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না।...যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব।

১৯২৮এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে উর্দু বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 'মোহাম্মদী' প্রতিবাদ করেছিলেন। 'শিখা'য় প্রকাশিত (১৯২৮) ডক্টর মাহমুদ হাসানের বক্তব্যের মর্মকথা ছিল এই যে, "বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।" মনে হয়, এরই কাছাকাছি সময়ে এই বিতর্কের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। 'মোহাম্মদী'তে এস. ওয়াজেদ আলি লিখেছিলেন: "বাঙ্গলা দেশে উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতার কথা বুঝতে পেরে, নিজেদের সংযত করে নিয়েছেন।"

উর্দু শিক্ষার অপরিহার্যতার ধারণা এভাবে নস্যাৎ হয়ে গেলেও আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বরাবরই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছিল। সাধারণতঃ আরবীকে ধর্মভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে, কখনো কখনো জাতীয় ভাষা বলেও। এই পরিবেশে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 'আল এসলামে' লেখেন: "মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে বরণ করা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে

পারে না।" কয়েক মাসের মধ্যেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রতিবাদ উত্থাপন করলেন 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা'য়। তিনি বললেন:

> বাঙলার অতি ভক্ত কেহ কেহ বাঙলাকে মাত্র মাতৃভাষার আসনে বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুসলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষাও বটে।...জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙালী মুসলমান জাতির ভাষা ধরিয়া লইলে মুসলমানের বিশ্বানুভূতিকে হত্যা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবন নামক পদার্থটি স্বপ্নরাজ্য ছাড়াইয়াও দূরে... বহু দূরে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরবী ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করা হল না; বিশ্বভাষার মর্যাদা আরবীকে দিয়ে বাংলার জন্যে জাতীয় ভাষার মর্যাদাই দাবী করা হল। ওয়াজেদ আলী বিতর্কের জের টানলেন 'আল-এসলাম' পত্রিকায়।

বিতর্কের রূপ যাই হোক না কেন, বাংলা ভাষার অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিচয় দিলেন মুসলমান লেখকেরা। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে পাঁচটি ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা 'মিহির ও সুধাকর' বলেছিলেন: আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ১৯১৮তে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ও তাই বলেন। তবে এর মধ্যে ফারসী ও উর্দু ক্রমেই স্থানচ্যুত হয়েছে। ইংরেজীশিক্ষার আবশ্যকতার উপরে জোর পড়েছে ধীরে ধীরে, কিন্তু মাতৃভাষাকে কার্যকররূপে দেখার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। ১৯১৮তে সাহিত্যবিশারদ দাবী করেন যে, মাতৃভাষাই আমাদের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এ সময়ে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর দাবীও ছিল তাই। বাংলাভাষী ছাত্রদেরকে উর্দু মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাদানের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 'সওগাত' প্রতিবাদ করেন ১৯২৬এ। মাতৃভাষাকে সকল স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করার জন্যে 'শিখা'-গোষ্ঠী সংগঠিত আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

ভাষার রূপ সম্পর্কেও কিছু বিতর্ক হয়েছিল। মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার মেয়ে নিয়ে—যাকে বলা হত "বিশুদ্ধ ভাষা"—তারই ব্যবহারের পক্ষে অধিকাংশই মতপ্রকাশ করেছিলেন।

আট

বাঙালী মুসলমানের একালের সাহিত্যচিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফারসী সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ। ফারসী সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুসরণ, ফারসী কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা এ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত একই ধরনের মুগ্ধভাবোধের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সে তুলনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনা হয়েছে নিতান্ত কম। আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষ দিকে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছে চসার ও গ্যেটে সম্পর্কে আলোচনা, রোমান্টিক যুগের ইংরেজি সাহিত্য ও এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মতো আধুনিক লেখকের পরিচিতি এবং টুর্গেনিভ ও টলস্টয়, ওয়ার্ডসওয়র্থ ও শেলী-অবলম্বনে বাংলা রচনা। আরবী সাহিত্য সম্পর্কেও হয়তো এই পরিমাণ আলোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে সাময়িকপত্রে, এই পরিমাণ আরবীর অনুবাদও। উর্দুর আলোচনা ও অনুসরণ পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশী। কিন্তু একাধিপত্য নিশ্চিতভাবে ছিল ফারসীরই। অথচ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ফারসীর সৃজনশীল প্রভাব উনিশ শতকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল; আর বিশ শতকেও ফারসী সাহিত্য অতিক্রম করে আর কিছু চোখে পড়ে নি অনেক লেখকেরই।

ফারসী নীতিকবিতার প্রভাবে কি না জানি না, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের লেখকেরা পাঠ্যপুস্তকী নীতিশাসিত জগতে বাস করেছেন এবং অন্যের কাছ থেকেও নীতিকথা প্রত্যাশা করেছেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দেও 'ইসলাম-প্রচারক' প্রণয়কাহিনী (এ ক্ষেত্রে 'লায়লী-মজনু'-উপাখ্যান)-রচনার বিরোধিতা করেছেন শিক্ষার্থীদের যুবকদের ''মাথা খাওয়ার'' আশঙ্কায়। একই সময়ে 'নবনূরে' ইসমাইল হোসেন সিরাজী আবেদন জানিয়েছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমানের ''মৃতদেহকে বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি-সিঞ্চনে পচাইও না।'' তাঁর মতে উপন্যাসের চেয়ে ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবনী, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনায় উপকার বেশী; অতএব, লেখকের দায়িত্ব সহজেই বোধগম্য। চুম্বন-আলিঙ্গন ও মিলন-বিরহ-পরিপূর্ণ কবিতাকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। ১৯২০তে 'আল-এসলামে' এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। নজির আহমদের মতে, উপন্যাসে ''কল্পিত ও অমূলক'' আখ্যান বর্ণিত হয় বলে তা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং মাদকদ্রব্যসদৃশ এই সাহিত্য পড়ে মানুষের রুচি বিকৃত হয়। আর মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ বলেন যে, ''উপন্যাস পাঠে মানবহৃদয় স্বভাবতঃ

দুর্ব্বল কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য অলস ও অকর্ম্মণ্য অস্বাভাবিক ভাব প্রবল (ভাবপ্রবণ?) ও কলুষিত হইয়া পড়ে।"

উপন্যাসের পক্ষসমর্থন করতে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ছিলেন প্রধান। তাঁর মতে, "উপন্যাস দ্বারা রুষিয়ার জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হইয়াছে। উপন্যাস দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনস্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, এখানেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে লেখকের জীবনদর্শন ও রচনার সামাজিক ভূমিকার উপরে। 'সওগাতে' আবুল কালাম শামসুদ্দীন যথার্থই অভিযোগ করেছিলেন যে, "এখনো বাঙ্গালী মুসলমান কাব্য রসাস্বাদনে অভ্যস্ত নহেন, নৈতিক উপদেশের গভীর নিনাদে তাঁহাদের কর্ণ বধির হইয়া আছে, কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশলাভ করে নাই।"

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়েছিল বলেই অমুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্যের শিল্পমূল্যের আলোচনায় প্রবেশ না করে সাধারণভাবে আমাদের সমালোচকেরা মুসলমান সমাজের সঙ্গে সেই সাহিত্যের সম্পর্কনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেইজন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ রচনা তাঁদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এইসব রচনার চিত্র ও চরিত্র মুসলমানের মর্যাদাহানি করেছে, এই ছিল তাঁদের অভিযোগ। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার উল্লেখ করে মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা দেখান যে, তাঁরা মুসলমানের গুণকীর্তনও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—"ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ"—লেখেন গোলাম মোস্তফা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। এখানে তিনি বলেন যে, 'গীতাঞ্জলি'তে ইসলামী ভাবধারা এত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে যা মুসলমান কবিদের রচনায়ও দেখা যায় না। তাঁর মতে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতাতেই "ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে" এবং জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণায়, সাম্যবোধে ও বিশ্বপ্রেমে রবীন্দ্রনাথ ইসলামের বাণীই প্রকাশ করেছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রবন্ধপাঠে আনন্দপ্রকাশ করে সম্পাদককে পত্র দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে 'মোহাম্মদী'র অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য:

"পার্সী ও উর্দ্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেক কবি গীতাঞ্জলীর সাধ্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচচ স্তরের জ্ঞান ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এবং মধুরতর রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

মুসলমান লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সমালোচকেরা মুসলমানী ভাব ও জাতীয় উন্নতির প্রেরণা সন্ধান করেছিলেন। কমবেশী সকল মুসলমান লেখকই এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমালোচকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন প্রায় সবাই। 'আখবারে এসলামীয়া' সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, মীর মশাররফ হোসেন "মুসলমান নহে"; আবার তিনি যখন নিশ্চিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 'মৌলুদ শরীফ' লিখলেন, তখন 'নবনূর' তাকে আখ্যা দিলেন "সাহিত্য রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত" বলে এবং এর ভাষাকে বললেন অদ্ভুত খিচুড়িবিশেষ। ইতিহাসের সত্য ও ইসলামের মহিমা সম্বন্ধে অতি সচেতন ছিলেন কায়কোবাদ। তবু তাঁর 'মহাশ্মশানে'র বিরুদ্ধে অনৈতিহাসিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হল 'নবনূরে' আর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় অনৈসলামিকতা ও অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। তাঁর পক্ষসমর্থনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন—আবুল কালাম শামসুদ্দীন বা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—তাঁরাও এর ভাব ও রচনারীতির ত্রুটির কথা স্বীকার না করে পারেন নি। কিন্তু মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'ইসলাম দর্শনে'র পৃষ্ঠায় এ কাব্যকে একেবারে ধর্মবিরোধী ও ইসলামের অবমাননাকারী বলে নির্ণয় করেন। মোজাম্মেল হক সম্পর্কে 'বঙ্গনূর' অভিযোগ করেন যে, "মহর্ষি মনসুর, জোহরা প্রভৃতি পুস্তকে এসলামের দিক দিয়া" "মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন" এবং তাঁর যে-কোন গ্রন্থেই "বিজাতীয় ও বিকৃত ভাবের দুর্গন্ধ" পাওয়া যায়। প্রেমোপাখ্যান ও হজরত মুহম্মদের জীবনীমূলক কাব্যরচনার জন্যে শেখ ফজলল করিমকে তিরস্কৃত করেছিলেন 'ইসলাম-প্রচারক'; 'নবনূর'ও তাঁর একাধিক রচনার প্রশংসা করেন নি। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'নূর' পত্রিকার সমালোচনা করতে যেয়ে 'বঙ্গনূর' বলেছিলেন যে, এ পত্রিকা "শয়তানী এবং কোফরী নূরের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত" এবং 'ইসলাম-দর্শন' বলেছিলেন যে, "কবি ইসমাইল হোসেন সাহেবের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় শরিয়তের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রোহের ভাব তাঁহার সম্পাদিত কাগজখানিরও সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে।" 'বঙ্গনূর' সম্পাদনা করতেন শেখ হবিবর রহমান। তাঁর 'আলমগীর' উপন্যাস সম্পর্কে 'আল-এসলামে'র লেখক দুঃখিতচিত্তে অভিযোগ করেন যে, তিনি "আলমগীরের উপর ভিত্তিহীন দোষারোপ করিয়াছেন।" 'নবনূর' সৈয়দ আবুল হোসেন এবং

আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন সাহিত্যিক কারণে এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রতিধ্বনি করার জন্যে ও সমাজকে আঘাত করার জন্যে। আবার ডক্টর মুহমদ শহীদুল্লাহ্-সম্পাদিত 'আঙ্গুরে'র বিরুদ্ধে 'বঙ্গনূর' ও 'ইসলাম-দর্শনে'র অভিযোগ ছিল ইসলামী নীতি ও মুসলমানী আদর্শের অভাবের। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর আমপারার তরজমা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'সওগাতে'র লেখক বলেন যে, "তিনি এ কাজ করতে গিয়ে ইসলামী পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছেন।" 'ইসলাম-দর্শনে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের প্রবন্ধে নজরুল ইসলামকে "ধর্ম্মদ্রোহী", "মোসলেম-শত্রু", "শয়তানের পূর্ণাবতার", "ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্ব্বর", "অকাট মূর্খ পাষণ্ড" এবং "ফেরাউন বা নমরুদ" বলে অভিহিত করা হয়েছিল। 'মোহাম্মদী'র লেখকও ১৯২৯ সালে নজরুলের বিরুদ্ধে "খোদাদ্রোহিতা", "পয়গম্বরদ্রোহিতা" এবং "প্রতিমা ও দেব-দেবী-পূজা"র অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন।

এই মনোভাবের বিরুদ্ধেই 'সওগাতে' আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন :

> এই বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধ হয় কাব্যকে ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই।...
>
> কাজেই নজরুল ইসলামের কাব্য-স্থষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধোঁয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবুদ্ধ কাব্য-উপভোগের ফল বলিয়া মনে করি না, বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়াই ধরিয়া লইতে বাধ্য হই।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ধর্মনিরপেক্ষ রসগ্রাহী সাহিত্য-সমালোচনার একটা ক্ষীণ ধারাও প্রবলতর ধর্মবোধমূলক সাহিত্য-সমালোচনার পাশাপাশি বয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান একজন পথিকৃৎ। 'মিহির' ও 'নবনূরে' প্রকাশিত তাঁর বঙ্কিম-সমালোচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সাহিত্য-সমালোচনার এই পদ্ধতিকে 'নবনূর' গতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী-কালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মোসলেম ভারতে' রস-সমীক্ষণের এই ধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; তবে 'সওগাত'ই সে

ধারাকে পুষ্ট করেছিলেন। 'সওগাতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৯২৬) আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "কাব্যসাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান" সাহিত্যরসবোধ ও পক্ষপাতহীন বিচারের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছিলেন যে, সমাজহিতৈষণা আমাদের কবিদের মধ্যে যতটা প্রকাশ পেয়েছে, প্রকৃত কাব্যসৃষ্টি ততটা হয় নি। প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে কায়কোবাদ এবং পরবর্তীদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীনকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। মুসলমান লেখকদের উপন্যাস সম্পর্কে অবাস্তবতার অভিযোগ আনেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র লেখক এম. আনসারী: "এ দেশের বালক-বালিকাদের physical development না হইতেই Metaphysical development আরম্ভ হয়; ইহারা তখন প্রেমের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ১৯১৬ সালে 'কোহিনূরে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর মন্তব্য: "আমাদের মধ্যে এখনও প্রকৃত সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই।" আর ১৯২০ সালে মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর উক্তি: "মোছলমান বাঙ্গালা সাহিত্য মন্দিরটি নিতান্ত দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। এচিরে তাহার পতন হওয়া স্বাভাবিক।"

এই বিতর্কিত পটভূমিতেই মুসলমানের "স্বতন্ত্র সাহিত্য" সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। স্বতন্ত্র বলতে বোঝানো হয়েছিল মুসলমানের জীবন-সংবলিত আখ্যান আর ইসলামসম্মত ভাবধারা-প্রকাশক রচনা। তবু অপর সম্প্রদায়সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে একটা সংযোগরক্ষার কথাও বলা হয়েছিল। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছিলেন: "মুসলমান সাহিত্যই হউক, আর হিন্দু সাহিত্যই হউক, সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালী সাহিত্য হওয়া উচিত।" সৈয়দ এমদাদ আলী কামনা করেছিলেন: "বঙ্গসাহিত্যের দুই ধারা—হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করুক।" 'মোসলেম ভারত' বাংলার হিন্দু-মুসলমান লেখকবৃন্দকে "মহামিলনের ক্ষেত্র" রচনার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তবু স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনও তাঁদের কাছে সত্য ছিল। জীবনের ধারা একটা চিহ্নিত সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে তাঁদেরকে যেভাবে স্পর্শ করেছে, তার প্রতিক্রিয়া জানাবার যথার্থ প্রয়োজন তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের ভাবনা—তা ইতিহাস সম্পর্কে হোক, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে

হোক, দেশীয় রাজনীতি সম্পর্কে হোক, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে হোক, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে হোক—তা প্রকাশের একটা মাধ্যম, একটা ক্ষেত্র তাঁরা সন্ধান করেছিলেন। মুসলমান-সম্পাদিত সাময়িকপত্রগুলো তাঁদেরকে সে সুযোগ দিয়েছিল। এসব সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তাই আমাদের সমাজ-জীবন ও সাহিত্যধারার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৮৩১ (মার্চ ৭) সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : শেখ আলীমুল্লাহ্[১]

কলকাতার কলিঙ্গা লেন থেকে ফারসী ও বাংলা ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। এই পত্রিকা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায়।[২] পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, তবে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেও যে তার প্রকাশ অব্যাহত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ সময়ে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :

> ঐ [১২৩৭] ফাল্গুন মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয়, তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম্মপক্ষে আছেন।[৩]

১৮৩৫-এ 'সমাচার দর্পণ' এর তিরোভাবের খবর দিয়েছেন :

> কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্নগরে...সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কয়েক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে ২ লুপ্ত হইয়াছে...।[৪]

'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে 'সভারাজেন্দ্রে'র প্রকৃতি অনুভব করা যেতে পারে :

> সভারাজেন্দ্র পত্রের বিষয় আমরা গতবার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখি তিনি যদ্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির

১ Long, পৃ ৪৪৫ : "Moulvi Ali Mola." ন্যায়রত্ন, পৃ ৩৩৪-তেও তাই আছে।

২ সমাচার চন্দ্রিকা, ১০ মার্চ ১৮৩১। সাময়িকপত্র, ১ : ৫৫-এ উদ্ধৃত।

৩ সমাচার দর্পণ, ২১ জানুয়ারী ১৮৩২। সেকালের কথা, ২ : ১৮৬।

৪ সমাচার দর্পণ, ৯ মে ১৮৩৫। ঐ, ২ : ১৯৩।

ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক স্বধর্ম্মনাশেচ্ছুক হিন্দুসন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা ...।[১]

পাদরী জেমস লঙের একটি তালিকায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্রে'র সম্পাদক হিসেবে দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে।[২] অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম জানিয়েছেন যে, শেখ আলীমুল্লাহ এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন, কিন্তু সরকারী নথিপত্রে সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায় না।[৩]

১৮৪৬[৪] (জুন ১১) জগদুদ্দীপক ভাস্কর (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মৌলভী রজব আলী[৫]

কলকাতার বৈঠকখানা স্ট্রীট থেকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় এটি প্রকাশিত হত। এর অনুষ্ঠান পত্রের প্রচারক ছিলেন ফরীদউদ্দীন খাঁ এবং প্রকাশক ছিলেন মৌলভী নাসিরউদ্দীন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'র আলোচনা থেকে পত্রিকাটি সম্পর্কে এই তথ্য পাওয়া যায় :

১ সাময়িকপত্র, ১ : ৫৫-এ উদ্ধৃত।

২ Long, J. "A Catalogue of Bengali Newspapers and Periodicals...1818 to 1855", *Selections from the Records of the Bengal Government* (*no xxii*) (Calcutta, 1855).

৩ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "সমাচার সভারাজেন্দ্র", বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ৭৬।

৪ কেদারনাথ মজুমদার এর প্রকাশকাল বলেছেন ১৮৪৭ (সাময়িক সাহিত্য, পৃ ১০৯), কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের দেওয়া তারিখ সন্দেহাতীত।

৫ ন্যায়রত্ন (পৃ ৩৩৭) ও সাহিত্যপঞ্জিকা (পৃ ১১৭) অনুযায়ী ১৮৪৬ সালে মৌলভী আলীর সম্পাদনায় ইংরাজি, বাংলা, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় 'জ্ঞানদীপক' প্রকাশিত হয়। লঙ এই চতুর্ভাষিক পত্রের নাম দিয়েছেন Jayadipak (পৃ ৪৪৫)। সাময়িক সাহিত্যে মৌলভী আলীর সম্পাদনায় দ্বিভাষিক 'জ্ঞানদীপিকা'র নাম আছে। অনুমান করি, লঙের ভুলে এঁরাও বিভ্রান্ত হয়ে 'জগদুদ্দীপকে'র কথা বলতে গিয়েই 'জ্ঞানদীপক' বা '—দীপিকা'র উল্লেখ করেছেন।

> It is a polyglott Newspaper, consisting at present of *ten* folio pages of ample breadth and length, and intended ere long to be enlarged to *sixteen* pages. Each page consists of five parallel columns in five different languages, viz, Persian, Hindi, English, Bengali and Urdu or Hindustani.....
>
> ...His Persian is too much Arabicized, his Urdu too much Persianized, and his Bengali too much Sanskritized, to be easily, if at all, intelligible to the great mass of readers.[১]

পত্রিকাটি কিন্তু খুবই স্বল্পায়ু ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "তিন মাস যাইতে না যাইতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রচার রহিত হয়।" কিন্তু এরপরই তিনি ৩০শে জুলাই ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র যে সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে দেখা যায় যে, ২৭শে জুলাইয়ের পূর্বেই—অর্থাৎ প্রথম প্রকাশের দেড় মাস পরই—পত্রিকাটির তিরোভাব ঘটে।[২] লঙের মতে, পত্রিকাটি "shone only for a month",[৩] আর 'ক্যালকাটা রিভিউ' বলেন যে, এর মাত্র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।[৪]

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'এর ইংরেজী সংস্করণ *The Indian Sun* বাঙালী মুসলমান-প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সাময়িকপত্র।

১ *Calcutta Review*, January-June, 1846. সাময়িক পত্র, ২: ১৪৪-এ উদ্ধৃত।

২ ঐ।

৩ Long, পৃ ৪৪৫।

৪ "A Musalman, a few years ago, started a paper in five different languages in parallel columns, but it only reached the second number." —*Calcutta Review*, July-December, 1850.

১৮৬১ **ফরিদপুর দর্পণ** (পাক্ষিক)

সম্পাদক : আলাহেদাদ খাঁ

ফরিদপুর জেলার ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স "শ্রীআলাহেদাদ খাঁ" এই পত্রিকা প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেন। প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানা যায় না।[১]

১৮৭৪ (এপ্রিল) **আজীজন নেহার** (মাসিক)

সম্পাদক : মীর মশাররফ হোসেন

"হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে চুঁচুঁড়া হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়।"[২]

১৮৭৪ **পারিল বার্ত্তাবহ** (পাক্ষিক)

সম্পাদক : আনিছুউদ্দীন আহমদ

ঢাকা জেলার পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হত।[৩]

১৮৭৭ (জুন ৪) **মহাম্মদি আখবার** (অর্ধ-সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : কাজী আবদুল খালেক

কলকাতার উত্তর শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংলা-উর্দু দ্বিভাষিক পত্রিকা। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে নিয়মিত প্রকাশ পেত। তারপরে তা সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে [১৮৭৮ দ্র°]। 'মহাম্মদি আখবারে'র ভাষা ছিল অনেকটা দোভাষী পুঁথির ধরনের।[৪]

---

১ সাময়িকপত্র, ১ : ২৭১।

২ সাময়িকপত্র ২ : ১৪। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের কন্যা আজীজননেগার সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের বিবাহ হয়। ১৮৭৩-এ তিনি বিবি কুলসুমকে বিবাহ করেন। মশাররফ হোসেনের মতে, প্রথম স্ত্রী তাঁকে সুখী করেন নি এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর তিনি আরও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান (দ্রষ্টব্য : মীর মশাররফ হোসেন, বিবি কুলসুম, কলিকাতা, ১৯১০)। কৌতূহলের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় বিবাহের পরও কিন্তু তিনি প্রথম স্ত্রীর নামেই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন।

৩ সাময়িকপত্র, ২ : ১৭।

৪ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : আবদুল কাদির, "মহাম্মদি আখবার", মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃ ১৮।

এসলাগীয়া ।

১৮৭৮ (মার্চ ২৯) মহাম্মদি আখবার (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : কাজী আবদুল খালেক

উত্তর শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত বাংলা-উর্দু দ্বিভাষিক পত্রিকা। সম্ভবতঃ স্বল্পায়ু।[১]

১৮৮৪ আখবারে এসলামীয়া (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ নঈমউদ্দীন

মাহমুদীয়া প্রেস, করটীয়া, টাঙ্গাইল থেকে মীর আতাহার আলী কর্তৃক মুদ্রিত।[২]

১২৯৫ বঙ্গাব্দের 'আহমদী' পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' (টাঙ্গাইল, ১২৯৫) পুস্তিকার 'প্রথম প্রস্তাব'—"গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা"—প্রকাশিত হলে 'আখবারে এসলামীয়া'র ৫ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১২৯৫) তিনটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই তিনটি প্রতিবাদই 'গো-জীবনে'র ৩১-৬৩ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এর একটিতে বলা হয় যে, মশাররফ হোসেন "মুসলমান নহেন"। এ নিয়ে মশাররফ হোসেন পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন, পরে অবশ্য আপোষরফা হয়েছিল।

সম্ভবতঃ দশম বর্ষে (১৮৯৩) পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়। একাদশ বর্ষের পত্রিকা বের হতে শুরু করে দু বছর পরে [১৮৯৫ দ্রং]।

১৮৮৪ মুসলমান (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ[৩]

১ আবদুল কাদির, "মহাম্মদি আখবার", মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃ ১৮। কাদির সাহেবের দেখা শেষ সংখ্যার তারিখ ১২ এপ্রিল ১৮৭৮।

২ মীর মশাররফ হোসেন, গো-জীবন, (টাঙ্গাইল, ১২৯৫), পৃ ৩১ দ্রষ্টব্য।

৩ সাময়িকপত্র ২ : ৪২-এ এই পত্রিকার নাম ও তারিখ দেওয়া আছে, সম্পাদকের নাম নেই। তুলনীয় : রেয়াজুদ্দীন, পৃ ৷৶০ : "আমি ১ম বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর [১২৯০] রাইট অনারেবল ছৈয়দ আমীর আলী মরহুমের (তখনও তিনি ব্যারিষ্টার) কেরানী আবদুল হাকীম নামে বিজ্ঞাপিত ও "ইণ্ডিয়ান একো" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের পরিচালক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিচালিত "মুসলমান" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম।"

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। "কাগজখানি ১০।১২ সপ্তাহের অধিককাল জীবিত ছিল না।"[১]

১৮৮৫ (?) মুসলমান-বন্ধু (মাসিক)

সম্পাদক : অজ্ঞাত[২]

১৮৮৫ (?) ইসলাম (মাসিক)

সম্পাদক : একিনউদ্দীন আহমদ

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। "২।৩ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গেল।"[৩]

১৮৮৬ (?) নব-সুধাকর (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। "কিন্তু ৫/৬ সপ্তাহের মধ্যেই ইহার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়াছিল।"[৪]

১৮৮৬ (জুলাই) আহ্‌মদী (পাক্ষিক)

সম্পাদক : আবদল হামিদ খান ইউসফজয়ী

টাঙ্গাইল থেকে করিমন্নেসা খানম চৌধুরাণীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। " 'আহ্‌মদী'র অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সুপরিচিত ছিল। ১২৯৬ সালে ইহার নাম 'আহমদী ও নবরত্ন' পাইতেছি। সম্ভবতঃ 'নবরত্ন' নামে স্থানীয় কোন পত্র ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম

---

১ রেয়াজুদ্দীন, পৃ ‌।৵০

২ ন্যায়রত্ন, পৃ ৩৪৬; রাজবিহারী দাস, "বঙ্গীয় সংবাদপত্র", সা. প. প., ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প ১১১; সাহিত্যপঞ্জিকা, পৃ ১২৬।

৩ রেয়াজুদ্দীন, পৃ ৸০। সাহিত্যপঞ্জিকায় মৌলভী একিনউদ্দীনের পরিচিতিতে কিংবা অন্য কোন তালিকায় এই পত্রিকার উল্লেখ নেই।

৪ ঐ, পৃ ৸০।

ধারণ করে।"[১] দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণে স্থানীয় 'আখবারে এসলামীয়া'র সঙ্গে 'আহ্‌মদী' পত্রিকার দ্বন্দ্ব ছিল।

১৮৮৭ (আগস্ট ১৭) হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী (মাসিক)

সম্পাদক : মুনশী গোলাম কাদের

শাহানশাহ্‌ এ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক ৮০ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং যাদবচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। স্বত্বাধিকারী: মুনশী গোলাম কাদের, মাগুরা [যশোর]। ডিমাই ১/৮ মাপের ৩২ পৃষ্ঠা, দাম দু আনা, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০। প্রথম সংখ্যা [আষাঢ় ১২৯৪] আসলে প্রকাশ পায় ১৭ই আগস্টে। এতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মুসলমানের উদাসীনতা সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে।[২] পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল বলে মনে হয়।

১৮৮৯ (নভেম্বর) সুধাকর (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম

৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। পরে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর সম্পাদক হন।[৩] কিঞ্চিদধিক দু বৎসর চলে বলে অনুমান করা যায়।

১ সাময়িক পত্র, ২ : ৪৯।

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৮৮৭। তুলনীয়, সাহিত্যপঞ্জিকা, পৃ ১৩৩ : "মাগুরা হইতে প্রকাশিত"।

৩ প্রথম প্রকাশকালে 'সুধাকর'-সম্পাদক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। 'সুধাকর'-এর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আছে বোধহয় ন্যায়রত্নে (পৃ ৩৪৭): সেই তালিকা-অনুযায়ী পত্রিকার সম্পাদকের নাম আবদুর রহিম। সাহিত্যপঞ্জিকা (পৃ ১২৭) ও রাজবিহারী দাস "বঙ্গীয় সংবাদপত্র", সা. প. প ১৩০৪ (পৃ ১১৫) এও তাই পাই। আমি এই মতের অনুসরণ করেছি। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা, ১৯৫৬), পৃ ১৩২ ও মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৫৬), পৃ ৩১১ এ এই মত অনুসৃত হয়েছে।

১৮৮৯ (ডিসেম্বর ২) ভারতের ভ্রম নিবারিণী ত্রৈমাসিক পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : মুহম্মদ আবেদীন

পি. এন. বিশ্বাস কর্তৃক ১৪ মীর জাফরের লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী : মুহম্মদ আবেদীন, খানপুকুরী, জলপাইগুড়ি। ডিমাই ১/৮ মাপের ছয় পৃষ্ঠা, দাম দু আনা, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০। "ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করায় ভারতবর্ষ পরাধীন হয়েছে"—এই বক্তব্য দিয়ে প্রথম সংখ্যার সূচনা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায় ২ ডিসেম্বর ১৮৯৯তে। এর পরে আর বেরিয়েছিল কিনা, জানা যায় না।[১]

১৮৯০ (এপ্রিল ?) হিতকরী (পাক্ষিক)

সম্পাদক : মীর মশাররফ হোসেন

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত। "হিতকরী পত্রিকাটিও ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। এর লেখক এবং গ্রাহকের মধ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।"[২]

পরবর্তী বৎসরে[৩] মশাররফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইল থেকে কয়েক সংখ্যা (কিছুদিন মোসলেমউদ্দীন খাঁর সম্পাদনায়) প্রকাশিত হবার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৯তে 'হিতকরী'র নবপর্যায় আত্মপ্রকাশ করে। [১৮৯৯ দ্র০]

অন্যপক্ষে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের পূর্বোক্ত রচনায়, সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত রওশন আলী চৌধুরীর প্রবন্ধে (পৃ ১১২), মোহাম্মদ ইদরিস আলীর মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (ঢাকা, ১৯৫৯)-এ এবং আবদুল কাদিরের "মিহির", মাহে-নও, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২-তে 'সুধাকর' সম্পাদকরূপে রেয়াজুদ্দীনের নাম পাই। এঁরা সকলেই অবশ্য বলেছেন যে, পরে আবদুর রহিম সম্পাদক হন।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৮৯০।

২ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা (রাজশাহী, ১৯৬১) পৃ ২৫৩।

৩ মতান্তরে ১৮৯২। আশরাফ সিদ্দিকী, "হিতকরী", মাহে নও, ডিসেম্বর ১৯৬০ দ্র।

১৮৯১ (জুলাই ২৯) ভিষক-দর্পণ (মাসিক)

সম্পাদক : এম. জহিরুদ্দীন আহমদ

শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক ৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬, প্রকাশকাল ২৯শে জুলাই। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশ ও মুদ্রক মুনীন্দ্রমোহন বসু, ৪ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলকাতা। রয়্যাল ১/৮; পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায়ই ৪৪। দাম বারো আনা ও মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০।[১] কোন কোন সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষসমর্থন আছে।[২] লেখকদের মধ্যে ডাক্তার নীলরতন অধিকারী ও ডাক্তার নীলরতন সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩] নবম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা (জানুয়ারী ১৯০০) পর্যন্ত জহিরুদ্দীন আহ্মদের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়, তিনিই স্বত্বাধিকারী ছিলেন। দশম বর্ষ থেকে কালীমোহন বাগচী ও গিরিশচন্দ্র বাগচীর সম্পাদনায় প্রকাশ পেতে থাকে।[৪]

১৮৯১ (সেপ্টেম্বর ১৬) ইসলাম-প্রচারক[৫] (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

আবদুস সামাদ কর্তৃক ১ গোরস্থান রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও ৪ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক মুদ্রিত। রয়্যাল ১/৮ মাপের পৃ ৩২, দাম দু আনা, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। স্বত্বাধিকারী সম্পাদক স্বয়ং, প্রকাশকাল ১৬ই সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ পায় নভেম্বরে, পৃ ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ১৫০০, দাম তিন আনা। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকার মন্তব্য সম্পাদকের বক্তব্যের অনুসারী :

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৮৯১।
২ ঐ, ডিসেম্বর ১৮৯১।
৩ ঐ, মার্চ ১৮৯২ ও ডিসেম্বর ১৮৯২।
৪ ঐ, মার্চ ১৯০০।
৫ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ ইদরিস আলী, "ইসলাম-প্রচারক", মোহাম্মদী, মাঘ ও চৈত্র ১৩৬১, শ্রাবণ ১৩৬২।

The object of the periodical is the spread and reformation of Muhammadanism. The Christians and Brahmos are making their influence felt among the lower class Musalmans of Bengal, whose priests, owing to their ignorance cannot cope with the intelligent aud educated preachers of other religions, and the fakirs of Bengal have brought Islam into contempt. The editor wants to counteract the influence of these men by making the vernacular the medium of transmitting instructions to Musalmans.[১]

এই পর্যায়ে 'ইসলাম-প্রচারক' কতদিন চলেছিল বলা দুষ্কর, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, "দুই বৎসর চলিবার পর ইহা কিছুকাল বন্ধ থাকে।" নব পর্যায়ে প্রকাশের কাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ। [১৮৯৯ দ্র°]

১৮৯২ (জানুয়ারী ২৭) মিহির[২] (মাসিক)

সম্পাদক: শেখ আবদুর রহিম

৭ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক মিলন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী: শেখ আবদুর রহিম। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৭শে জানুয়ারী, ডিমাই ১/৮, পৃষ্ঠা৫৬, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০।[৩] পরে পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়েছে ও কমেছে। দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ থেকে সপ্তম সংখ্যা সংযুক্ত হয়ে প্রকাশ পায় ১৭ই আগষ্ট ১৮৯৩তে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় বলা হয়েছে যে, এই সংখ্যায় মুসলিম শাসনকালে ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিস্তার সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪] সম্ভবত: এটিই পত্রিকার শেষ সংখ্যা। পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত ছিল।

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৮৯১।

২ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: আবদুল কাদির, "মিহির" মাহে-নও, ফেব্রুয়ারী ১৯৬২। তু° সাহিত্যপত্রিকা, পৃ ৯২: "মিহির কয়েক বৎসর জীবিত থাকিয়া মোসলেম সমাজে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিল।"

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জানুয়ারী ১৮৯২।

৪ ঐ, ডিসেম্বর ১৮৯৩।

১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা : মার্চ ১৮৯২

সুরিয়া বিজয়

রোগী ও চিকিৎসকের সম্বন্ধ : ডাক্তার আবদুল অজেদ খাঁ চৌধুরী

কোকিল [কবিতা]

জড়জগৎ ও মনুষ্য সমাজ : তবিলল কামৎ

চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম

পুরাতত্ত্ব [হাওড়া, নারিকেল বাড়িয়া, কাজীপাড়া, বাসরা]

আরবীয় দর্শন শাস্ত্র

শাহ্‌নামা [অবতরণিকা ; ফেরদৌসীর জীবনবৃত্তান্ত] : মোজাম্মেল হক

মানবচরিত্র

এমাম আবু হানিফা

শিক্ষা

সমালোচন :

আমরা "সুলভ" দৈনিক নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি, সুবিজ্ঞ বহুদর্শী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর রায় ইহার সম্পাদক। বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাতী পেনী পেপারের ন্যায় এদেশে প্রথমে "সুলভ" সংবাদপত্রের প্রচলন করেন...।

মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী সম্বলিত ধারাপাত। শ্রী আবেদ আলী খাঁ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা মাত্র।..

মিহির সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মত :

মিহির—বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট মিলন যন্ত্রে শ্রীমুনীন্দ্রমোহন বসুর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শেখ আবদুর রহিম এই পত্রের সম্পাদক। মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় ক্রমশঃ বিশেষ অধিকার লাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি।... মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ।... সময়।

...প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ মাত্র।... ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এই পত্রিকার নূতনত্ব।... হিতবাদী।

১৮৯২ (নভেম্বর ২) হাফেজ (পাক্ষিক)

সম্পাদক: [শেখ] আবদুর রহিম

মুনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক ৪ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলকাতা থেকে [মিলন যন্ত্রে] মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ-কাল ২রা নভেম্বর। ডিমাই ১/৪ মাপের চার পৃষ্ঠা, দাম দু পয়সা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০। স্বত্বাধিকারী: শেখ আবদুর রহিম। "The poetical pieces are in Musalmani Bengali, and the prose pieces in Bengali."[১] নিতান্তই স্বল্পায়ু পত্রিকা।

১৮৯২ টাঙ্গাইল হিতকরী (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক: মোসলেমউদ্দীন খাঁ

টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত।[২]

১৮৯৫ মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক: শেখ আবদুর রহিম

২৫, রায়বাগান স্ট্রীট [পরে ৪২, মেটকাফ স্ট্রীট], কলকাতা থেকে প্রকাশিত। সম্ভবতঃ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। শেষ বছর সৈয়দ ওসমান আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৮ই পৌষ ১৩০৬

[সংবাদ:]

...লর্ড কিচনারের অসাধারণ সমর কৌশলে বুয়র জাতি অচিরে

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৮৯২।

২ দ্র: আশরাফ সিদ্দিকী, "হিতকরী", মাহে-নও, ডিসেম্বর ১৯৬০। পত্রিকাটির অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয়।

বিধ্বস্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বৃটিশ পতাকার বিজয় কামনা করিতেছি।

[সংবাদ]

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতে আমাদের বৃটিশরাজ্যে যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশবাহিনীর সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ...কিন্তু বিশ্ববিজয়ী বৃটিশবাহিনীর অনলপ্রতাপে ভারতীয় বিদ্রোহীগণ যেমন সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমাদের ভরসা এই যে, এবার সেইরূপ সমরকুশল বহুদর্শী রণপণ্ডিতগণের সৈন্যচালনায় অচিরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইবে।

[ঐ]

নিতান্ত পরিতাপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী মুসলমান বন্ধু, সমাজের পরম প্রীতি ও ভক্তি-ভাজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব আজ কঠিন পীড়াগ্রস্থ।

[ঐ]

...আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, আমাদের অন্যতম প্রিয় সুহৃদ কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জলন্ত মূর্ত্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছেন।...

[ঐ]

গত ১১ই ডিসেম্বর মালদাহ ইংরাজাবাদে খুব ধূমধামের সহিত [মহামেডান এডুকেশনেল] কনফারেন্সের এক সভা হইয়া গিয়াছে।...

[প্রাপ্তি স্বীকার :]

ইসলাম প্রচারক। আমরা ২য় সংখ্যা ইসলাম প্রচারক প্রাপ্ত হইয়াছি।...

[প্রেরিত পত্র :]

কি কারণে মুসলমান জাতি রাজভাষা শিখিতে এত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যাত্নিক হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য, তবে আমার অতি ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বিবেচিত হইল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে, কৃতবিদ্যগণ পরিহাস না করিলেই আপনাকে বাধিত জ্ঞান করিব। ১। রাজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যরূপ কুসংস্কার মনে করা, ২। অভিভাবকের অবহেলা ও অদূরদর্শিতা, ৩। অর্থের অনটন, ৪। রাজভাষা-শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম্মকার্য্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ৫। হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, ৬। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহের অভাব, ৭। বিলাসিতা, ৮। শ্রমবিমুখতা, ৯। শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্ম্মচারীর অল্পতা, ১০। কর্ম্মচারীর নিয়োগের ভার হিন্দুদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকা।...বশম্বদ—শ্রীসৈয়দ আবদুল আগফার।

[সম্পাদকীয় : "আমাদের নিম্নশিক্ষার সংস্কার"]

...যেস্থলে হিন্দুদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই দুইটি মাত্র ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন; ...সেই স্থলে বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না। ধর্ম্মভাষা আরবী, তৎসহ পারসী, এবং উর্দ্দু এই দুইটি ; আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা।

১৮৯৫ (এপ্রিল) আখবারে এসলামীয়া (মাসিক) [নবপর্যায়]

সম্পাদক : মোহাম্মদ নইমুদ্দীন

"উপদেশ, ধর্ম্ম, মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত, প্রেরিত পত্র [,] বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি স লিত মাসিক পত্রিকা"। একাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০২) প্রকাশিত "নিয়মাবলী"তে বলা হয়েছে :

১। এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত প্রেরিত পত্র, নূতন সংবাদ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হইলে প্রকাশ হইবে।

২। খোদাতালার ফজলে ১৩০২ সনের বৈশাখ হইতে আখবারে এসলামীয়া পূর্ব্বাকারে পুনঃ বাহির হইয়াছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য এক টাকা।...

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ম সপ্তাহে এই পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে।...

এ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায়ও "ঘটনাক্রমে আখবারে এসলামীয়া বন্ধে"র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কবে বন্ধ হয়, তার উল্লেখ নেই। নবপর্যায়ে কতদিন চলেছিল, তাও জানা যাচ্ছে না।

একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যার 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত "সংবাদ" পর্যায় থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই :

...আমাদের মহারানী দীর্ঘায়ু লাভ করেন ইহাই কামনা করি।

...আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের মাননীয় বগুড়ার নবাব আবদস সোবহান চৌধুরী সাহেব বগুড়ার উকীল ঘরের জন্য ৫০০ শত টাকা দিয়াছেন। নবাব. বাহাদুর টাঙ্গাইল পদার্পণ কালে টাঙ্গাইলের অধিবাসী গরিব লোকেরা একটী পাকা মস্‌জিদের জন্য প্রার্থী হন তাহাতে নবাব বাহাদুর নাকি একটী মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাহাতে তাঁহার একটী পয়সাও খরচ না হয়। যদি কথা সত্য হয় তবে মসজিদ হইতে উকীল ঘরের মূল্যই বেশী।...

মিহির ও সুধাকর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, "যে সকল মুসলমান যুবক এণ্ট্রান্স; এল, এ; বি, এ, কি বি, এল; পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর ওমেদারী করিতেছেন, অথচ উপযুক্তরূপ চাকুরী পাইতেছেন না, অনুগ্রহপূর্বক তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম আমাদের আফিসে প্রেরণ করুন, আর যাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া অল্প বেতনের চাকুরী করিতেছেন, তাঁহারাও কত বেতনে কোন আফিসে কি কাজ করিতেছেন, তাহাও আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমাদের মন্তব্যসহ মিহির ও সুধাকরে প্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি পাঠাইয়া দিব কেননা কমিশনেরা রিপোর্ট করেন যে, কর্ম্ম খালী হইলে উপযুক্ত মুসলমান পাওয়া যায় না। তাই তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মুসলমানের তালিকা দিব। দেখি, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কি করেন।..."

১৮৯৭ (জানুয়ারী) হাফেজ (মাসিক)

সম্পাদক: শেখ আবদুর রহিম

কেদারনাথ রায় কর্তৃক ১৯, মীরজাফরের লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৬ই জানুয়ারী; ডিমাই ১/৮; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, দাম ছ আনা, মুদ্রণসংখ্যা ১১০০।[১] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ১৪, জিকজ্যাক লেন (পরে মেটকাফ স্ট্রীট) লতিফ যন্ত্রে মুদ্রিত। স্বত্বাধিকারী: শেখ আবদুর রহিম, ৬৮, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলকাতা। "জুন মাস পর্যন্ত হাফেজের ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর "হাফেজ" লুপ্ত হয়।"[২]

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৮৯৭

২ সাহিত্যপত্রিকা, পৃ ৯২।

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারী ১৮৯৭

আভাষ :

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপালক করুণাময়ের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক আজ আমরা আমাদের বহুদিনের সঙ্কল্পিত "হাফেজ"কে বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম।...হে দয়াময়! আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চ্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।...হাফেজ সেই ভোগবিলাসসুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয় ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।...

...আমাদের মধ্যে এই একখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা, ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে বঙ্গীয় প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার প্রাণপণে সাহায্য করা কি উচিত নহে?...

সম্রাট জালালউদ্দীন মহম্মদ আকবর : মৌলবী বদিয়ল আলম।

সভ্যতার এক পৃষ্ঠা : টি, ইউ, আহমদ

অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবনলাভ — মহাত্মা বশর হাফি : কবিবর মোজাম্মেল হক

শাহনামা : কবিবর মোজাম্মেল হক

কোরাণ তত্ত্ব : মৌলবী আবদুর রহমান

মুসলমানগণের গতকালীন শিক্ষা : মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব

তহমিনা (উপন্যাস) : মীর মশাররফ হোসেন

এমাম আবু হানিফা

বাঙ্গালার মুসলমান : সম্পাদক

> ...মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালায় এত অধিক কেন, তাহার প্রকৃত কারণ না জানিয়া অনেকে অনেক প্রকার স্বকপোলকল্পিত কারণ নির্দ্দেশ করিতেন। পরিশেষে...দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রব্বি খান বাহাদুর মহোদয়...বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনেক ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া ..."হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালা" নামে পশ্চাতে ইংরাজী ভাষায় "The Origin of the Musalmans of Bengal" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।
>
> ..."মিহির ও সুধাকর" সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরুভার মস্তকোপরি রক্ষা করিয়া...উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাহিত্যে মুসলমানগণের আধিপত্য
মুসলমান সমাজের একটি চিত্র

প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭

অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন লাভ—নসুহা : মোজাম্মেল হক
তহমিনা : মীর মশাররফ হোসেন
কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি : সেখ ওসমান আলি, বি, এল

> ...সমগ্র ইংরেজ জাতিকে অনুরোধ করিতে পারিলে ও তাহাদিগকে আমাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা অবগত করাইতে পারিলে আমাদের অভাব যত বড় হউক না কেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যত উচচ হউক না কেন, নিশ্চয় পূরণ হইবে। ...এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে আমরা বৃটিশদের বিবেকশক্তি উত্তেজিত ও পরিচালিত করাইতে পারিব। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা প্রধানতম উপায়।...এই রূপেই বর্ত্তমান কংগ্রেসের সৃষ্টি।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে মহৎ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপ কংগ্রেসে মুসলমানেরা যোগ দেন নাই কেন?...

...প্রথমতঃ কংগ্রেস যেরূপভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলীর সমালোচনা প্রতিবাদ আদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধহয় কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিত নহে। কিন্তু প্রকৃত কি তাই?...

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ত নহে বরং যাহাতে বৃটিশ রাজত্ব আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে... তাহারই আলোচনা হইয়া থাকে। কংগ্রেস কখনই গবর্ণমেণ্ট বিরোধী নহে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা কোন ফল লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই পাইবেন না। কেন, কংগ্রেস কি এমন কোন অধিকার প্রার্থনা করে, যাহা কেবল হিন্দুগণই পাইবেন আর মুসলমানগণ তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন?

প্রকৃত কথা এই যে, অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস কি জানেন না। আলস্যই তাহার প্রধান কারণ।

ভাই মুসলমানগণ। আলস্য পরিহার কর আর বৃথা কালক্ষয় করিও না। তোমাদের দুঃখনিশা প্রভাত হইতে চলিল। ক্রমে মুসলমানগণ নয়ন উন্মীলন করিতেছেন, তাই এবার কংগ্রেসে চল্লিশজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।...

বাঙ্গালার মুসলমান

খয়বর: সৈয়দ সখয়ত হোসেন

খলিফা মামুনের সময়ে বিজ্ঞানচর্চা : মহম্মদ ইয়াকুব

সম্রাট জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর : মহম্মদ বদিয়ল আলম

শাহনামা (পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস) : মোজাম্মেল হক

ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কর্ম্ম (১ম পরিচ্ছেদ)

মুসলমান জাতির সাহিত্যে আধিপত্য

ইসলামে বিদ্যার গৌরব

শেরেক ও বেদান্ত

ভারতে "রমজান" [কবিতা] : শ্রীকায়কোবাদ

১৮৯৮ (জুলাই ১৪) কোহিনুর (মাসিক)

সম্পাদক : এস, কে, এম, মহম্মদ রওশন আলী

কুঞ্জলাল দাস কর্তৃক মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালি, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী : এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী, পাংশা, ফরিদপুর। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩০৫) প্রকাশকাল ১৪ই জুলাই, ডিমাই ১/৮, পৃ ৩৬, দাম চার আনা, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয় ৩০০০, তৃতীয় সংখ্যা থেকে ৫০০। চতুর্থ সংখ্যার মূল্য হ্রাস করে দু আনা করা হয়, পরে তিন আনায় দাঁড়ায়।[১]

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যার পরে ১৩০৬ সালের বৈশাখে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় (আসলে জুলাই ১৮৯৯তে)।[২] জ্যৈষ্ঠ থেকে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩০৬ সংখ্যা সেভাবেই বের হয়। প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ফরিদপুরের পাংশা গ্রাম থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। এরপর 'কোহিনুর' আর কতদিন প্রকাশিত হয়, জানা যায় না।[৩] "২য় কল্প" প্রকাশের কাল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করি [১৯০৩ দ্র°]।

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৮৯৯।

৩ বিস্তৃত আলোচনার জন্য আবদুল কাদির, "কোহিনুর", পূবালী, পৌষ ১৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩০৫

আমাদের নিবেদন :

হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থ "কোহিনুর" প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।...

সভ্যতালোকে দেশ আলোকিত হইবার পর কত পত্র কত পত্রিকাই না প্রকাশিত হইল, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখকগণকে একত্রিত ও একসূত্রে গ্রথিত করিয়া কখন কোন পত্র বা পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে? —তাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে নূতন নহে কি?...

আমাদের কথা

আবাহন [কবিতা] : [সম্পাদক]
সংস্কার ও সংস্কারক : শ্রীগোপালচন্দ্র সাহিত্যবিশারদ
রূপের পূজা : শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কাব্যে অরুচি : শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী
দোষ কার? : শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার
গ্লাডস্টোন ও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
হিন্দু প্যাথলজি বা দোষ সংপ্রাপ্তি : ঐ
মোসলেম সমাজ-সংস্কার (বিধবাবিবাহ) : মহঃ রেয়াজউদ্দিন আহমদ
কবিতাকুঞ্জ :

কোহিনুর : মোজাম্মেল হক
কে : শ্রীকায়কোবাদ
জননী জনক ও জগদীশ : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
খুকুরানী : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার
চুম্বন : শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

চোক গেল : শ্রীললিতমোহন বিশ্বাস

বালকের বিলাপ : ওসমান আলি, বি, এল,

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩০৫ *

মহর্ষি আবু হেফস : মোজাম্মেল হক

মোসলেম সমাজ-সংস্কার : মহঃ রেযাজউদ্দীন আহমদ

মহাশ্মশান [কাব্য] : শ্রীকায়কোবাদ

কবিতাকুঞ্জ : কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সেখ ওসমান আলি

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : ভাদ্র ১৩০৫

সৎপ্রসঙ্গ : মীর মশাররফ হোসেন

"হিন্দু মুসলমানে বিবাদ" কি লইয়া বিবাদ? কিসের জন্য বিবাদ?... সামান্য চৌকিদারের চক্ষু রাঙ্গানী পর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান একইভাবে থতমত, অগ্রের পদ পশ্চাতে স্থাপিত। লালপাগড়ি নয়নে পড়িলেই আড়ষ্ট। দারোগার নাম শুনিলে হয়ত পেটের ভাত চা'লে পরিণত। গোরা-পল্টনের নামে প্রায় জ্ঞানহত। বঙ্গে সাহস ও বলবীর্য্যে উভয় জাতিই প্রায় সমান। এ অবস্থায় বিবাদ-বিসম্বাদ, মনান্তর কথাটা, খোসগল্পের এক অঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যায়? ..হিন্দু মুসলমান উভয়ে ব্রিটিশ সিংহের পদপ্রসাদ ভিখারী। উভয়েই নতশিরে, ভক্তিসহকারে চির আজ্ঞাকারী [আজ্ঞাবাহী]।...

যেমন ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া-প্রতিবাসীর সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া। যেমন এ পাড়ায় দলাদলি, হরিসভা ব্রাহ্মসভায় বচসা। যেমন সাহিত্য সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্ম্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনোমালিন্য। যেমন শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব, লিবারেল কনযারবেটিভে মনান্তর। বিচারগৃহে বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের মোক্তারদলের কর্কশভাব,

* এই সংখ্যা থেকে নির্বাচিত রচনার তালিকা দেওয়া হল।

রোষের লক্ষণ। যেরূপ চির ভালবাসা স্বামী স্ত্রীর সামান্য কোন কথায় মনোভঙ্গ; — অভিমানের সমাবেশ!...

এই ত বিবাদ! তুমি কলাপাতার যে দিক পরিশুদ্ধ জ্ঞান কর, আমি সেদিক ঘৃণা করি। আমি তোমার তক্তাপোষের নিকট যেই গিয়াছি, অমনি তোমার হুঁকোব জল ।ক যেন হইয়াছে!...

কথাতেই কথা আইসে। আমাদের মধ্যে আজকাল একদল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন। ইঁহারা রাজপ্রসাদভোগী নূতন চাকুরীয়া। ইঁহাদের আক্ষেপ এই যে কাচারীময় সকলেই হিন্দু। উপার্জ্জন, উন্নতি আমাদের একেবারেই নাই। সকলেই আপন জাতীয় টান টানিযা থাকেন। কথা মিথ্যা নহে।...

...সবে ধন এক নীলমণি "সুধাকর"[১] পত্রিকা, যাহা আজকাল বহুবাজার মেটকাফ ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেছে, তাহার সহকারী সম্পাদক বা প্রবন্ধ লিখক বেতনভোগী হিন্দু। হিসাব-রক্ষক বা কেরাণী, তিনিও হিন্দু। মুসলমান জমীদারদের কার্য্য-কারকগণের প্রায় সকলেই হিন্দু।...

কি বলিয়া স্বীকার করিব, এ অবস্থায় কোন্ মুখে বলিব যে, হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিবাদ?

তপস্বী ফজিল আয়াজ: মোজাম্মেল হক

প্লেভনা-ক্ষেত্রে মহাবীর মার্শাল (মশির) গাজী ওসমান পাশা:
মহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

মহাশ্মশান [কাব্য]: কায়কোবাদ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩০৫

প্লেভনা-ক্ষেত্রে ... ওসমান পাশা: মহঃ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

১ মিহির ও সুধাকর।

মহাশ্মশান : কায়কোবাদ

কবিতাকুঞ্জ : নিশীথে—শ্রীজমিরুদ্দীন সেখ, এইচ, জি, আর[১]

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩০৫

নীতিবার্ত্তা : সম্পাদক

মহাশ্মশান : কায়কোবাদ

কবিতাকুঞ্জ :

প্রেম : মোজাম্মেল হক

কেন মরে! : মহম্মদ আবুল হোসেন

মতামত :

১। অভিনয়

২। তৈল

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩০৫

অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবনলাভ : মোজাম্মেল হক

যুবরাজ মহম্মদ আজিমের প্রতি আরেযা : সৈয়দ এমদাদ আলী

নিয়তি কি অবনতি। [বা] নানা ও নাতি : মীর মশাররফ হোসেন

(সম্পূর্ণ সত্যঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস।)

...নানা অতি বিচক্ষণ; বিদ্যাবুদ্ধিতেও দেশের মধ্যে অদ্বিতীয়। বয়সেও প্রাচিন, সংসার লীলাতেও পরিপক্ক সোল আনা, এ অবস্থায়, —এ বয়সে ঐরূপ আমোদই বা কেন? নাতী যাহা বলে তাহাই করেন, কে বলিবে তাঁহার মনে কি জাগে? —তিনি বালক নহেন—তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর। তিনি জমিদারী বিষয়কার্য্য এত বোঝেন যে, আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি—সে সময় তাহার মত একজন শিক্ষিত জমিদার বঙ্গদেশে অতি

১ ইসলাম প্রচারক মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন (গাঁড়াডোব, নদীয়া)।

কমই দেখা যাইত, নিজ ক্ষমতায়—নিজে জমিদারী হস্তে লইয়া কম হইলেও এক কোটী টাকা মজুদ করিয়াছেন।...

মহাশ্মশান : কায়কোবাদ

১৮৯৯ (ফেব্রুয়ারী) **প্রচারক** (মাসিক)

সম্পাদক : মধু মিয়া[১]

এই ''মাসিক পত্র ও সমালোচনা''র প্রথম সংখ্যা "মাঘ ১৩০৫" বলে চিহ্নিত ছিল।[২] এ পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশের স্থান ঘন ঘন বদল হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এর প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ ও সপ্তম যুগ্মসংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংযুক্ত সংখ্যার বিবরণ আছে। তাতে দেখা যায়, 'প্রচারক' প্রথমে কেদারনাথ রায় কর্তৃক ১৪, মেটকাফ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও মানখালি, হাওড়া থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মধু মিয়াই স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন।[৩] প্রথম বর্ষের অষ্টম-নবম যুক্তসংখ্যা থেকে পত্রিকাটি ৫/১ হরসি স্ট্রীট, কলকাতায় সাইদুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হতে থাকে।[৪] দ্বিতীয় বর্ষের সূচনায় মুদ্রাকর শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলকাতা এবং প্রকাশক মধু মিয়া, ৩৫/১ ক্যানাল ইস্ট রোড, কলকাতা।[৪] কিছুকাল ৩৯ বলদেও পাড়া লেন থেকে আবদুর রশীদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়,[৫] তারপর সম্পাদক নিজেই ঐ ঠিকানা থেকে প্রকাশ করতে থাকেন।[৬] পত্রিকার প্রকাশ নিয়মিত ছিল না, প্রায়ই যুক্ত-

১ সম্পাদকের পুরো নাম : ময়েজউদ্দীন আহ্‌মদ। তিনি সুফী মধু মিয়া নামে বিখ্যাত ছিলেন।

২ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "মুসলিম সাংবাদিকতা ও প্রচারক পত্রিকা", সাহিত্যপত্র, ১৩৬৩।

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৮৯৯।

৪ ঐ, মার্চ ১৯০০।

৫ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯০০।

৬ ঐ, মার্চ ১৯০১।

সংখ্যা বের হত। মাপ ডিমাই ১/৮; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮ থেকে ৮০-র মধ্যে ওঠানামা করেছে, মুদ্রণসংখ্যা ২৫০ থেকে ৪০০র মধ্যে, দাম তিন থেকে ন আনার ভেতর। প্রাধান্যলাভে করেছে ধর্মবিষয়ক আলোচনা। চতুর্থ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংযুক্ত সংখ্যাব প্রকাশকাল ২৫শে জুলাই ১৯০২।[১] এটিই সম্ভবতঃ শেষ সংখ্যা।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা 'প্রচারকে' (পৌষ ১৩০৭) ঐ বর্ষের সূচীপত্র দেওয়া আছে। এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

২য় বর্ষের সূচী

অদ্বিতীয় বীর ওসমান পাশা
আরব [কবিতা]: মুনশী [মোহাম্মদ] এসমাইল হোসেন [সিরাজী]
আপত্তি খণ্ডন: পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার
আয়ুব নবীর স্ত্রী: মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন
আশুরা (কবিতা): মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন
ইসলাম ও বিজ্ঞান: মওলানা মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন
উল্কা
একটি উপদেশ (কবিতা): শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভঞ্জ
কুসুম (কবিতা): এস, ও, আলী বি, এল
খোদাতায়ালাব সৃষ্টিরহস্য: মুনশী মহম্মদ মেহেরউল্লা
খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মনীতি: পাদরি চন্দ্রনাথ সবকার
গঙ্গারাম টাটারু: মুনশী আবদুল লতিফ
চোখ গেল (কবিতা): মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন
তফসীর আজিজিয়ার বঙ্গানুবাদ: মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জামান
তুরস্কের সোলতান: মুনশী সৈয়দ ফজলে হক
দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিবরণ: মাখনলাল ভঞ্জ

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯০২।

দিল্লী (কবিতা) : মুনশী মতিয়র রহমান
ধর্ম্মযুদ্ধের মহাভয়
নিদাঘ চাতক (কবিতা) : আবদুল লতিফ
নববর্ষের উদ্বোধন (কবিতা) : মহম্মদ এসমাইল হোসেন
নব-কুমুদ : মৌলবি মতিয়র রহমান
পথভ্রান্ত সূর্যরশ্মি : এস, ও, আলী বি, এল
প্লেভনা-কেশরী (কবিতা) : মুনশী গোলাম মওলা
বসন্ত-সহচর (কবিতা) : কাজি গোলাম মওলা
বর্ষ সমালোচনা
বিলাপ (কবিতা) : মৌলবি সৈয়দ লোতফর রহমান
বিবাদ : মৌলভী রেয়াজ অল দিন আহম্মদ
বিবিধ বিষয়
ভারতে মোসলেম এবে (কবিতা) : মৌলবি নওসের আলি খাঁ ইউসফজি
ভুলি (কবিতা)
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত
মজহাবের সত্যতা : মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জামান
রাজর্ষি এবরাহিম : মুনশী আবদুল লতিফ
রৌপ্য জুবিলী : মুনশী এসমাইল হোসেন
রমণী : এস, ও, আলী বি, এল
লা-মজহাবিগণের ধর্ম্মরহস্যভেদ : মওলানা মহম্মদ মনিরজ্জামান
শাহ্‌নামা : মুনশী মোজাম্মেল হক[১]
শিক্ষা : মাখনলাল ভঞ্জ
সত্যের জয়ে দুঃখ কেন ?
সোলতান মাহমুদ : মুনশী এসমাইল হোসেন
সেই ভাববাদী

১ দ্র. সংখ্যায় অংশতঃ প্রকাশিত।

সমালোচনা
স্পেনের ইতিহাস : মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জামান
হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনী : মওলানা মহম্মদ মনিরুজ্জামান
হজরত মহম্মদের
তফসির হাক্কানির বঙ্গানুবাদ

১৮৯৯ (এপ্রিল ?) হিতকরী (পাক্ষিক) [নব পর্যায়]
সম্পাদক : মীর মশাররফ হোসেন ও
এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী

১৮, হলওয়েল্স লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ নেই।[১]

১৮৯৯ ইসলাম (মাসিক)
ম্যানেজার : আবদর রসিদ[২]

১৮৯৯ (অক্টোবর ১৬) ইসলাম প্রচারক (মাসিক) [নব পর্যায়]
সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

"ইসলাম ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" স্বত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক [রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস,] ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও মুনশী আজিজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত। তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (জুলাই ১৮৯৯) বলে চিহ্নিত পত্রিকাটি থেকে নবপর্যায় শুরু। এ সংখ্যার প্রকৃত প্রকাশকাল ১৬ অক্টোবর ১৮৯৯ : পৃষ্ঠা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম তিন আনা।[৩] বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় সর্বশেষে উল্লেখিত সংখ্যাটি সম্ভবতঃ নবম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : যার প্রকাশকাল ১২ এপ্রিল ১৯১০।[৪]

১ আবদুল কাদির, "কোহিনূর", পূবালী, পৌষ ১৩৬৮, পৃ ২৫৬।
২ সাহিত্যপঞ্জিকা, পৃ ১৪১ ; ন্যায়রত্ন, পৃ ৩৫৯।
৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯০০।
৪ ঐ, জুন ১৯১০।

হিসেবমতো, এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল জানুয়ারী ১৯০৬এ। এ থেকে বোঝা যাবে, 'ইসলাম-প্রচারকে'র প্রকাশ কত অনিয়মিত ছিল। সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার বানান বদলে 'ইছলাম প্রচারক' লেখা হয়। মুদ্রণসংখ্যা সাধারণতঃ এক হাজার, পৃষ্ঠাসংখ্যা সাধারণতঃ ৪০ (যুক্ত-সংখ্যা হলে বেশী)। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে দাম চার আনা, পরে সাধারণতঃ আট আনা। সপ্তম বর্ষ থেকে মুদ্রণের ঠিকানা দেখছি ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলকাতা।

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জুলাই ১৮৯৯

আত্ম-নিবেদন : সম্পাদক :

> ...আজ আমরা পুনরায় "ইসলাম প্রচারক" প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। কতকগুলি গুরুতর কারণ পরম্পরায়, এই সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকাখানি এতদিন বন্ধ ছিল।...এক শ্রেণীর লোক ভাল বাঙ্গালা জানা, আর এক শ্রেণীর লোক সাধারণ বাঙ্গালা জানা। সাধারণ বাঙ্গালা জানা লোকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া, বিশুদ্ধ ভাষার পত্রিকাদি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। এই শ্রেণীর উদ্যোগী পুরুষগণ "ইসলামী বাঙ্গালা" অর্থাৎ মুসলমানী পুথিগুলির ভাষা খুব বুঝিতে পারেন ও পসন্দ করেন।...

জাতীয় উন্নতি বিধানের উপায় : সম্পাদক

আল্-মামন : মুন্সী আবদুল আলা

কেয়ামত বৃত্তান্ত : মোহাম্মদ এব্‌রার আন্‌সারী

দিল্লীর কুতুব মিনার : মৌলভী মোখলেছুর রহমান চৌধুরী বি, এ,

বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে : শেখ জমিরুদ্দীন

একটী মহাকাব্য : তবিলল কামৎ

নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

এব্‌নে হাজর আস্কোলানী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান : সম্পাদক

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : আগষ্ট ১৮৯৯

আল্-মামুন : মুন্সী আবদুল আলা

নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওসাবউদ্দীন আহমদ

গোলেস্তাঁর বঙ্গানুবাদ : মুন্সী আবদুল লতিফ

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে ? : মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন

দেবাসুরের যুদ্ধ : মুন্সী দেরাজউদ্দীন আহমদ

বঙ্গ ও বিহার বিজয় : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান : সম্পাদক

মহাত্মা জোননুন মিসরী : কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক

বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

প্যারিসে বিশ্বপ্রদর্শনী : মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : সেপ্টেম্বর ১৮৯৯

বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

বঙ্গ ও বিহার বিজয় : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

কেয়ামত বৃত্তান্ত : মোঃ এবরার আনসারী

মহর্ষি জোননুন মিসরী : কবিবর মোজাম্মেল হক

বাইবেলে বহুবিবাহ : মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন [১]

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত : সম্পাদক

আল-মামুন : মুন্সী আবদুল আলা

জাতীয় ও ধর্ম্ম-সংবাদ : সম্পাদক [২]

---

১ লেখকের মতে, বাইবেলে বহুবিবাহের অনুমতি পাওয়া যায়।

২ অধিকাংশ সময়েই এই বিভাগে তুরস্কের সংবাদ পরিবেশিত হত।

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : অক্টোবর ১৮৯৯

আল-মামুন : মুন্সী আবদুল আলা

নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

মহর্ষি জোননুন মিসরী : কবিবর মোজাম্মেল হক

বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

কাজীর বিচার : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

মহাবীর দওলতুল গাজী ওসমান পাশা : সম্পাদক

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

জাতীয় বিবিধ সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

এহ্ইয়া অল অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদা

গোলেস্তাঁর বঙ্গানুবাদ : মুন্সী আবদুল লতীফ

জেরুজেলেম বা বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

কাজীর বিচার : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

মহর্ষি জোননুন মিসরী : মোজাম্মেল হক

বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা : মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন[১]

চীনে মুসলমান : মুন্সী এমদাদ আলী খান ও সম্পাদক

প্রচারের প্রগলভতা : এবনে মাআজ[২]

শোকোচ্ছ্বাস [কবিতা] : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী[৩]

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক

১ লেখকের মতে, বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যার বহু ঘটনা আছে এবং এ কাজে নিযুক্ত হবার আদেশ আছে।

২ শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত খৃষ্টধর্মপ্রচারকমূলক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার প্রতিবাদ।

৩ গাজী ওসমান পাশার মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা : সম্পাদক

হজরত ঈসা কে? শেখ জমিরুদ্দীন প্রণীত। "এই পুস্তকের কিয়দংশ "প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে?" শীর্ষ প্রবন্ধাকারে ইতিপূর্বে "ইসলাম প্রচারকে" বাহির হইয়াছিল।"...

লহরী - মোজাম্মেল হক [সম্পাদিত]। "...লহরীর কবিতাগুলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী। দুঃখের বিষয় মুসলমানদিগের কবিতা ইহাতে অতি অল্পই দৃষ্ট হইতেছে।...আমরা সাহিত্যানুরাগী হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতা মাত্রকেই ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।..."

জাতীয় বিবিধ সংবাদ : সম্পাদক

তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা : নভেম্বর-ডিসেম্বর
[জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী] ১৯০০

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
জেরুজেলেম বা বয়েতুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত : সম্পাদক
আল-মামুন : মুন্সী আবদুল আলা
বঙ্গ ও বিহার বিজয় : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন
নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ
এহ্ইয়া অল্ অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদা
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা : শেখ জমিরুদ্দীন
অতীত কাহিনী [সটীক কবিতা] : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

[৩০ স্তবকের টীকা :] ভারতবর্ষে নানাজাতীয় বিধর্ম্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা, পুরুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানোচিত নহে; তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিৎ বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা এবং লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। অধিকন্তু

পরিচ্ছদ আদিও মুসলমান সভ্যতানুযায়ী নহে। এজন্য পর্দ্দার একান্ত আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।[১]

কনষ্টাণ্টিনোপলে মহামান্য সুলতানের রৌপ্যজুবিলী উৎসব : সম্পাদক

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক

জাতীয় বিবিধ সংবাদ : সম্পাদক

তৃতীয় বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা : মার্চ্চ-এপ্রেল ১৯০০

তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত : সম্পাদক

মুসলমান শিক্ষার পূর্ব্বতন নিদর্শন : মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মিহির ও সুধাকরের রুচিবিকার : এবনে মাআজ

মিহির ও সুধাকর মুসলমানদিগের একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।... বলা বাহুল্য, কাগজখানি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র।... স্বর্গীয় মৌলভী মেয়রাজউদ্দীন আহ্মদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের উপরোক্তরূপ দুর্গতি অনুভব করিয়া, মুসলমানদিগকে ধর্ম্মপথের পান্থ করণোদ্দেশে, এই কাগজখানি বাহির করেন। যদিও এই কাগজখানির মালিকি স্বত্ত্ব পুনঃ পুনঃ হস্তান্তরিত হয়, তবু ইহা কখনও স্বীয় পবিত্র উদ্দেশ্য বিস্মৃত কিম্বা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় নাই। পূর্ব্ব স্বত্ত্বাধিকারিদিগের হস্ত হইতে হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত উকীল মৌলভী সেরাজুল ইসলাম খান বাহাদুরের হস্তে ইহার কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইলেও, মূল উদ্দেশ্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকে। হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল মৌলভী সৈয়দ সামসুল হোদা এম-এ, বি-এল সাহেব ইহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও, ইহার মূল নীতির কোন পরিবর্ত্তন

১ সম্পাদকের টীকা : "অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনার প্রয়োজন।"

হয় না। তৎপর আর একজন ভদ্রলোক ৩।৪ বৎসর কাল ইহার স্বত্বাধিকারীরূপে বিরাজ করেন ; তৎকালেও পূর্ব্বনীতির অনুসরণ করা হয়। অবশেষে বঙ্গ-বিখ্যাত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সাহিত্যানুরাগী জমীদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব "মিহির ও সুধাকর" নাম দিয়া, ইহা নূতনভাবে বাহির করেন। তখনও আমরা সেই মূল উদ্দেশ্যের কোনও রূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। তিনি মিহির ও সুধাকরের জন্য এ পর্য্যন্ত কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন।...

সুধাকরের উৎপত্তিকাল হইতে এতাবৎকাল মুসলমান সম্পাদক কর্ত্তৃকই ইহা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।...সুধাকর সৃষ্টির সময় হইতে বেশ্যাদিগের দ্বারা অভিনীত থিয়েটারের ঘোর প্রতিবাদী। এজন্য এই কাগজে কখনও থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নাই।...

আজ আমরা নিতান্ত আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র "মিহির ও সুধাকর" আপনার চিরন্তন পবিত্র প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া থিয়েটারের কলুষিত বিজ্ঞাপন বক্ষে ধারণপূর্ব্বক, আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, থিয়েটারের 'লম্বা চওড়া' সমালোচনা বাহির করিয়া, মুসলমান গ্রাহক পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে। . সম্পাদক একজন বঙ্গ-বিদিত স্বধর্ম্মানুরাগী সুযোগ্য মুসলমান। .. এরূপ ঘটনার জন্য কে দায়ী, কাহার দোষে মিহির ও সুধাকর এরূপ ঘৃণিত আবর্জ্জনা বক্ষে ধারণ করিয়া, মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে ইহা জানিবার জন্য অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত। আমরা ত স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদককে ইহার জন্য দায়ী করিতেছি।...বিজ্ঞ সম্পাদক সাহেব ইহার কি কৈফিয়ৎ দেন, দেখা যাউক।

মালাবারে ইসলাম প্রচার : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
শুভ রাজ-সম্মিলন : সম্পাদক
জেরুজেলেম বা বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
উদ্‌গাথা [কবিতা] : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
প্রচারকদিগের প্রচার সংবাদ : সম্পাদক[১]
আল-মামুন : সম্পাদক
"সোবহান তেরা কোদরত" : মুনশী আবদুল লতীফ
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা : শেখ জমিরুদ্দীন
দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : [সম্পাদক]
প্রচারকের অপূর্ব্ব প্রলাপ : এবনে মাঔজ
জাতীয় বিবিধ সংবাদ : [সম্পাদক]

তৃতীয় বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা : মে-জুন ১৯০০

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
এহ্‌ইয়া-অল্‌-অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদা
বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা : শেখ জমিরুদ্দীন
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত : সম্পাদক
তাম্বুতে তিন দিন : সম্পাদক
নূরজাহান বেগম : মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ
বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
গুরু-মাহাত্ম্য : মুনশী আবদুল লতীফ
শোক-লহরী [কবিতা] : মুনশী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী[২]
ইসলাম-দর্শন : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
মালাবারে ইসলাম-প্রচার : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

১ ২৮শে আশ্বিন থেকে ৮ই পৌষ পর্যন্ত নদীয়া ও যশোরের বিভিন্ন জায়গায় মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীনের ধর্মপ্রচারের বিবরণ।

২ মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা : জুলাই-আগষ্ট ১৯০১[১]

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১

১ প্রচ্ছদে : জুলাই-আগস্ট ১৯০১ ; ভেতরে : জুন ১৯০০—জুলাই-আগস্ট ১৯০১।

২ মুনশী নঈমুদ্দীন। পিতা খোন্দকার রোকানুদ্দীন। জন্ম ১২৪৪ বঙ্গাব্দ।

আবুল ফজল আল্লামা : মুন্সী শেখ ফজলল করিম

পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ : মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন[১]

আমি কি পাগল [কবিতা] : মৌলবী ওসমান আলী, বি-এল

জেবন্নেসা বেগম : মুন্সী আবদুল আলা

জেরুজেলেম বা বয়তুল মোকাদ্দস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

স্বাধীন চিন্তাশীলতা : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী[২]

আনন্দিকা [কবিতা] : মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে ? : মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন

অল অজহহ : 'ভারতী' হইতে উদ্ধৃত

মরতজা-চরিত : মুন্সী আবদুল লতিফ

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক

সায়ং চিন্তা : মৌলবী নওসের আলী খান ইউসফজী

ধর্ম্ম ও জাতীয় সংবাদ : সম্পাদক

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা : সম্পাদক ও পারিলী

তুরস্কের সুলতান মহামান্য আবদুল হামীদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সঙ্কলিত।... তৃষ্ণা—সেখ ফজলল করিম। "...প্রতি ছত্রে নবীন কবির প্রতিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে।..."

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

শিশুর আত্মসম্মান : মুন্সী আবদুল আলা

ইঞ্জীল কেতাব : শাহ আবদুল্লা[৩]

---

১ হাফেজ ও সাদী সম্পর্কে আলোচনা।

২ "কনিষ্ঠ ভ্রাতার রচনা সংশোধনপূর্ব্বক"।

৩ 'ইঞ্জীল কেতাব' নামক Christian tract এর প্রতিবাদ।

ইসলামের ভবিষ্যত : আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

বোধন গীতি [কবিতা] : আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

বাবু গিরীশচন্দ্র সেনের জীবনী : মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন

মানবের প্রতি ঈশ্বরের অসামান্য দয়া : মুনশী আবদুল আলা

ইতিহাসের শিরে ঘাত : নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক[১]

[অতিরিক্ত পত্র :

সম্পাদকের স্ত্রীবিয়োগে "পারলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে"র বিবরণ]

চতুর্থ বর্ষ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি ১৯০২

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

জোবেদা খাতুনের রোজনামচা : এবনে মাআজ

আর্য্যজাতির ভারতে আগমন : মুন্‌শী দেরাজউদ্দীন আহমদ

মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ

মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি : এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী

ভাষা মানবজাতির উন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। পৃথিবীতে যখন যে জাতি গৌরবের পতাকা উড়াইয়াছেন, তখনই দেখিতে পাইবেন, সে জাতি আপনার মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট সমলঙ্কৃত পরিপূর্ণ এবং সমুজ্জ্বল ও সুমার্জ্জিত করিয়াছেন। ...মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা—ইহা পবিত্র এবং পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।...ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান। আর নিদ্রিত থাকিও না। বাঙ্গালা ভাষাকে অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা না করিয়া ইহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হও।[২]

১ এই রেলপথের জন্য আমাদের দেশে সংগৃহীত চাঁদার হিসাব।

২ ৭ই বৈশাখ সিরাজগঞ্জ বি, এল স্কুলের ছাত্র সমিতিতে প্রদত্ত "জলন্ত বক্তৃতা"র সারাংশ।

জেবন্নেসা বেগম : মুনশী আবদুল আলা
মহাকবি সেখ সাদীর জীবনী : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
এমাম শহিদ : আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ
ইঞ্জীল কেতাব : শাহ্ আবদুল্লাহ্
বোধন-গীতি : আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
হাম্‌দ অর্থাৎ ঈশ্বর-স্তুতি : আজিজন্নেসা খাতুন[১]
প্রচার-সংবাদ : জনৈক পর্য্যটক

> ...২৮শে বৈশাখ [১৩০৯] রবিবার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাস্থ ছাত্র সমিতির ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ১ম মুন্সেফ বাবু সারদাপ্রসাদ সেন বি-এল মহোদয়, মীর মোহছেন আলি সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব যথাক্রমে প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রিতে সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব, শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব, কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব, [প্রচারক-সম্পাদক ?] মুনশী ময়জুদ্দীন আহমদ সাহেব, মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, মৌলভী সাবের আলী সাহেব, মৌলভী সৈয়দ মর্ত্তুজা হোসেন সাহেব, মৌলভী খবীরুদ্দীন আহমদ সাহেব, কোহিনুর-সম্পাদক এস্, কে, এম, মোহাম্মদ রওশন আলী সাহেব, কুষ্টিয়া স্কুলের পার্শিয়ান টীচার মৌলভী ফজলুর রহমান সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম সাহেব প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১ সম্ভবতঃ ইনিই পার্ণেলের *Hermit* অনুবাদ করেছিলেন 'হারমিট' বা 'উদাসীন' (কলিকাতা, ১৯০৬) নামে।

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক[১]

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ : সম্পাদক

প্রভু সমীপে সন্তাপিতের কাতর প্রার্থনা : সম্পাদক

চতুর্থ বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা : মার্চ্চ-এপ্রেল ১৯০২

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

এহ্ইয়া-অল্-অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদা

ইসাই ও ইসলাম-শাস্ত্র সংঘর্ষ : মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা

মৃত্যুর ডাক : এস, এম, আবদুল জব্বার

মহর্ষি জোননুন মিসরী : কবিবর মোজাম্মেল হক

মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস : এবনে মাআজ

এমাম শহিদ : আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

বিলাপ : মৌলবী ওসমান আলী বি-এল

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

জ্বলন্ত প্রাণ : আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

আহমদী সঙ্গীত : আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

ঈদল আজহা : মুন্সী মোহাম্মদ আসাদ আলী

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : এবনে তাজ

প্রচার সংবাদ : জনৈক পর্য্যটক

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ : সম্পাদক

---

১ কলিকাতা হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ড কমিটি গঠনের সংবাদ আছে। কমিটিতে ছিলেন : সভাপতি—প্রিন্স মোঃ বখতিয়ার শাহ্, সি. আই. ই (মহিশূরবংশীয়); সহ-সভাপতি—প্রিন্স মির্জা আসমান জাং বাহাদুর (অযোধ্যাবংশীয়) ; সৈয়দ আমীর হোসেন প্রভৃতি ; সেক্রেটারী—খান বাহাদুর মির্জা সোজাআত আলী সাহেব ; মেম্বার—আবদুর রহিম (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট), সৈয়দ শামসোল হোদা, মোহাম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি।

চতুর্থ বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা : মে-জুন ১৯০২

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
এহ্ইয়া-অল্-অলুমের বঙ্গানুবাদ : কাজী নওয়াজ খোদা
ইসলাম দর্শন : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিক্ষা : শাহ আবদুল্লা
আল মামুন : সম্পাদক
বাঙ্গালী জাতি ও শিবাজী : মৌলবী ওসমান আলী বি, এল
যীশুখ্রীষ্টের জীবনী সমালোচনা : মুন্সী শেখ ফজলল করিম
চাঁদ সুলতানা : আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
মহর্ষি জোননুন মিসরী : মোজাম্মেল হক
ভগ্নবীণা : মুন্সী শেখ ফজলল করিম[১]
মহম্মদ (দঃ) : মুন্সী আফেরউদ্দীন আহমদ
নাআত : আজিজন্নেসা খাতুন
অনল প্রবাহ : শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল বসু
প্রচারে "মক্কায় বেগম" : মুন্সী মোহাম্মদ আসাদ আলী
নির্জীব বাঙ্গালী : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
উত্থান ও পতন : মোহাম্মদ নুরল হক
স্তোত্র : মোহাম্মদ এসমাইল সিদ্দিকী
দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক
প্রচার-সংবাদ : জনৈক পর্য্যটক
জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ : সম্পাদক

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

১ 'ভগ্নবীণা' কাব্যের অবতরণিকা [গদ্য]।

ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

বিলাপ : সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত : সম্পাদক

যোগ-কালন্দর : আবদুল করিম [সাহিত্যবিশারদ][১]

সিপাহী যুদ্ধের বীর গাথা : শেখ ফজলল করিম[২]

বঙ্গ-সাহিত্যের মুণ্ডপাত : সমাজ-সেবক উচিত বক্তা

"প্রচারক"[৩] নামক একখানি মাসিক-পত্র আছে। ...বোধহয় কোন অর্বাচীন প্রতারক লোক-সমাজ-সেবার ভাণ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার করতঃ, দু পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।... এক শেখ ফজলল করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলাম বিরোধী কোরাণ অবিশ্বাসী হিন্দু।... সেখ ফজলল করিম সাহেবেরও যে দুইটা প্রবন্ধ প্রচারকে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটি লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান, অপরটি কবির কল্পনাপ্রসূত "পবিত্রাণ কাব্য"। ঐ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাৎপদ বর্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে ?...লায়লীর রূপমাধুরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়নভঙ্গী, বিলোল কটাক্ষ, প্রেমকথন ও প্রেমচাতুর্য্য —মজনুর প্রেমাসক্তি ও প্রেমোন্মত্ততা দ্বারা আমাদের পতিত সমাজে কি উপকার হইবে?... অধুনা আমাদের যে দুই চারিজন নব্য যুবক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, ঐরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা তাহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে না কি ?...তারপর

---

১ এই রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের টীকা : "লেখক সাহেব আমাদের প্রিয় ব্যক্তি, তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা অতি মহৎ কার্য্য ; ইহা দ্বারা বঙ্গীয় মুসলমানগণের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশে লেখককে একটু ধীর ভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। কারণ ইহা অতি কঠিন ও গুরুতর বিষয়।"

২ কুমার সিংহ সম্পর্কিত হিন্দী ছড়া-সংগ্রহ।

৩ ১৮৯৯ দ্র°।

পরিত্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাব্য, প্রকৃতপক্ষে কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করি, যে বিষয় অবলম্বনে উহা লিখিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে[১] অসার কল্পনা-প্রসূত কাব্যাকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার কোন মুসলমানের আছে কি?... বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদকের যেমন অগাধ জ্ঞান, ইংরাজীতেও তেমনি বি ়দিগ্‌গজ মহাপুরুষ।...

ধর্ম্মাত্মা হজরত মহম্মদ মস্তফা : জনৈক মহিলা

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা : এবনে তাজ

বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান : আফেরউদ্দীন আহমদ

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ফেব্রুয়ারী ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

ইসলাম-দর্শন : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

ইতিহাসক্ষেত্রে মুসলমান : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদা

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

কোন্‌টি আশ্চর্য্যতর? : ও, আলি বি, এল

যোগ-কালন্দর : আবদুল করিম

রেভঃ ডবলিউ, ডি, মনরো সাহেবের প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : শাহ আবদুল্লা

ভগ্নবীণা : শেখ ফজলল করিম[২]

সভ্যতা-শিরষে যে ইসলাম বিরাজে
সে বাদশা-জাতি ফকির সাজে
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে
গোলামী হয়েছে জীবনে সার।

১ হজরত মুহম্মদের জীবনী।

২ আট চরণের স্তবকে লেখা কবিতা; মোট স্তবক সংখ্যা ৫৯।

রুদ্রমন্ত্রে নেচে হুহুঙ্কার রবে
আয় আয় তোরা চল্ যাই তবে
ইসলাম-পতন কেমনে দেখিরে
কেন রে বসিয়া রয়েছ আর।

প্রচার-সংবাদ : মোঃ রহমতুল্লা তালুকদার[১]

জাতীয় ও ধর্ম্ম-সংবাদ : সম্পাদক

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা : মার্চ্চ-এপ্রেল ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমেদ

ইসলাম দর্শন : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব : সৈয়দ এমদাদ আলী

...কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমাদের Muhammedan Literary Society, Central Muhammedan Association প্রভৃতি আছে, এই সভাসমূহের যাঁহারা নেতা তাঁহারা যদি একযোগ হইয়া কার্য্য করেন, তবেই ত আমাদের নেতার অভাব পূর্ণ হয়। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পুরোভাগে যেরূপ আদর্শ নেতার কথা বলিয়াছি [সবাই যার নেতৃত্ব স্বীকার করে], এই সমুদয় সমিতিতে কি তেমন কোন নেতা আছেন? যদি তেমন কেহ থাকিয়া থাকেন, তিনি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হউন এবং সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নেতার আসন গ্রহণ করুন। ...সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে যে নেতা প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারেন না, তিনি আবার কিসের নেতা? আমরা সমগ্র বঙ্গদেশে[র] জন্য একজন Recognised Leader চাই। সকলেই আজ্ঞাকারী, কেহই আজ্ঞাধীন নহেন, এমন বহু নেতার আমাদের বিন্দুমাত্র আবশ্যক নাই।...

---

১ সিরাজী ও ইসলামাবাদীর বক্তৃতার বিবরণ।

মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

টমাস কার্লাইল ও ইসলাম : শেখ জমিরউদ্দীন

বোগদাদ-চিত্র : মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী

প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : শাহ আবদুল্লা

নহরে জোবেদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন লাভ : শ্রীমোজাম্মেল হক

সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সত্নরামী বিদ্রোহ : ওসমান আলী বি, এল

উন্নতির উপায় কি ? : শেখ ফজলল করিম

> ..."পতিত মুসলমান" নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাজীতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটাও জন্মিয়া গিয়াছে কিন্তু কথা হইতেছে, —এ "পতিত" নামটা আর কতদিন থাকিবে ?—এখন কেমন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে,— তাই।...

বঙ্গ-সাহিত্যের মুণ্ডপাত : সমাজ-সেবক উচিত বক্তা

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে : সম্পাদক

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা : মে জুন ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ

বজ্রধ্বনি [কবিতা] : সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী

খলিফাদিগের ইতিহাস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

একটি সমাজ-চিত্র : এবনে মাআজ

ইতিহাসক্ষেত্রে মুসলমান : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

উন্নতির উপায় কি ? : শেখ ফজলল করিম

নির্জ্জনতা [কবিতা] : ও, আলি

প্রচার-সংবাদ : জনৈক পর্য্যটক

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

বিগত ২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা সিন্দূরিয়া পটীর সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা হাজী মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ... পরলোক গমন করিয়াছেন। গত বৎসর হাজী সাহেবের মধ্যমা কন্যার সহিত শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের শুভবিবাহ হইয়াছিল।...

পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা : জুলাই-আগষ্ট ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

তুরস্ক, ইংলণ্ড ও রুশিয়া : সম্পাদক

আল-মামুন : সম্পাদক

আমাদের কর্ত্তব্য : আব্দুল করিম

প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : শাহ আবদুল্লা

মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার : শেখ জমিরুদ্দীন

প্রার্থনা ; শারদ-পূর্ণিমা [কবিতা] : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী

প্রাথমিক মুসলমানদের জ্ঞানচর্চ্চা ও মুসলমান সুধীমণ্ডলী : সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী

ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার উজ্জ্বল চিত্র : এবনে হামিদ

বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা সর্ব্বশ্রেণীর মিলাইয়া এখনও বোধহয় একশত পূর্ণ হয় নাই। এইরূপ পাঠকের

সংখ্যাও দ্বিসহস্রাধিক আছে কিনা সন্দেহ। তবুও দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে, মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছেন বলিতে হইবে।...

আমাদের মধ্যে কোনও কোনও লেখকের ইচ্ছা যে, তাঁহারাই চিরদিন লেখকের প্রধান আসন অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রধান সাহিত্য-বিদ, তাঁহারাই প্রধান কবি, তাঁহারাই প্রধান ঐতিহাসিক; আর যত নূতন লেখক—তাঁহারা কিছুই নয়, সুতরাং তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। ...উপরোক্ত লেখকগণ নবীন লেখকদিগকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "মিহির ও সুধাকর" তাঁহাদের সহায় হইয়া, ঐ সকল অন্যায় প্রতিবাদে স্বীয় বিশাল দেহ অলঙ্কৃত (?) করিতেছেন।[১]

১ ১৩১০ সালের ১১ই ও ২৫শে ভাদ্র তারিখের 'মিহির ও সুধাকরে' যথাক্রমে "স্পষ্টবাদী" ও "ক্ষুদ্রকায় উল্কা" ছদ্মনামে কেউ এসমাইল হোসেন সিরাজীর "বজ্রধ্বনি" কবিতার (ইসলাম প্রচারক, মে-জুন ১৯০৩) বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। এবনে হামিদ এখানে তারই প্রতিবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মিহির ও সুধাকরে'র সমালোচনা থেকে তিনি যেসব অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক। 'মিহির ও সুধাকরে' বলা হয়:

> অনুন্নত ইসলাম সমাজের উন্নতি সাধিত হয়, ইহা সকলেরই আন্তরিক কামনা। সেই উন্নতি কবিতে গিয়া যিনি প্রকৃত আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হন, তিনি সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। পরন্তু তিনি যদি প্রকৃত আদর্শ না হইয়া কুআদর্শে পরিণত হইয়া পড়েন, তখে তাঁহাকে লোকে দুই চক্ষের বিষ বলিয়া মনে করেন। কারণ শিব গড়িতে বলায় তিনি যদি ক্ষমতার অভাব-বশতঃ বানর গড়িতে আরম্ভ করেন, তবে তাহা সর্ব্বাংশে বর্জ্জনীয়।...
>
> উর্ব্বরমস্তিক স্বাধীন চিন্তাশীল কবিপ্রবর আর একস্থানে লিখিয়াছেন—
>
> "প্রভু মহাম্মদ প্রেরিত তপন,
> একাকী করিয়া জনম গ্রহণ"
>
> ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আবহমান কাল হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন সমাজ সংস্কারক, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা অন্য কোন শ্রেণীর পুরুষধন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি : এস, ডব্লিউ, হোসেন, বি-এল
আমাদের জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

পঞ্চম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি : এস, ডব্লিউ, হোসেন
খলিফাদিগের ইতিহাস : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
হিন্দু-সাহিত্য : শ্রীতঃ[১]
প্রাথমিক মুসলমানদের জ্ঞানচর্চ্চা ও মুসলমান সুধীমণ্ডলী : সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী
কি করিস তোরা ? [কবিতা] : সৈয়দ এমদাদ আলী
ইসলাম ও মিশন : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
মোল্লা-চিত্র [কবিতা] : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী
মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ
খালেদ ; জ্ঞাপন [কবিতা] : সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী
ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : এবনে হামিদ
প্রাপ্ত পুস্তকাদির সমালোচনা

> ভ্রাতৃবিলাপ (কাব্য)। এ. এম. এইচ. আলী প্রণীত।... গ্রন্থকারের নামে এতগুলি ইংরেজী বর্ণমালার সংযোজনা বড়ই শ্রুতিকটু বোধ হইতেছে। ...স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

> কেহই "একাকী" ভিন্ন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই, তাহা আপামর সকলেরই বিদিত, অতএব এতৎসম্বন্ধে বিশেষ টীকা টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন।

এম. সেরাজুল হক তাঁর 'সিরাজী-চরিতে' (কলিকাতা, ১৯৩৫) জানিয়েছেন যে, 'ইসলাম-প্রচারকে' প্রকাশিত এই প্রবন্ধ সিরাজীর রচনা।

১ দুর্গেশনন্দিনী, রশিনারা ও মাধবীকঙ্কণে হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলিম তরুণীর প্রণয়চিত্রে আপত্তি। লেখক সম্ভবতঃ তসলিমউদ্দীন আহমদ।

অশ্রুকণা। লেখকের নাম নাই।...

হজ-বিধি। মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াকুব নূরী এবং মিহির ও সুধাকর সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম প্রণীত।...

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ জীবন্ত পুরুষদিগের উদ্যোগে রেঙ্গুন শহর হইতে হেজাজ রেলওয়ের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা গিয়াছে।...

...নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী সাহেব গত আশ্বিন মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। "সুধাকর" ও "ইসলাম-প্রচারক" তাঁহার নিকট অনেক টাকা সাহায্য পাইয়াছেন।

পঞ্চম বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা: নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ: মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

জেহাদের নামে প্রতারণা: বশিরউদ্দীন আহমদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি: এস, ডব্লিউ, হোসেন[১]

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার: শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

ফারাক্লিত (ইংরাজী হইতে অনুদিত): শেখ জমিরুদ্দীন

---

১ এই প্রবন্ধে "কলিকাতা মহাম্মাদান ইউনিয়ন" গঠন এবং তার কর্মকর্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

পৃষ্ঠপোষক: হার হাইনেস মুরশিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহাল সাহেবা
প্রিন্স বখতিয়ার শাহ্
ওয়াজেদ আলি খান পন্নী

সভাপতি: মির্জ্জা শুজাত আলী বেগ

সেক্রেটারী: মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, বি-এল

সভ্যগণ:... সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী
আবদুল হামিদ (Moslem Chronicle)
আবদুর রহিম (এডিটর সুধাকর)
রেয়াজুদ্দীন আহমদ (এডিটর ইসলাম প্রচারক)
মহম্মদ আকরম খাঁ (এডিটর মহম্মদী)

ইস্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ? : মোহাম্মদ মেহেরউল্লা

সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা ও সুধীমণ্ডলী : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী

মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক : সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী

নবনূর ও জেহাদ : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী[১]

মৌলনা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত : সম্পাদক

আমাদের কি করা উচিত? : এবনে মাআজ

প্রচার-সংবাদ : জনৈক পর্যটক

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা : মে-জুন ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি : মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী

দিল্লী [সটীক কবিতা] : মৌলভী আশরাফ মতিয়র রহমান

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তাকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

মহাকবি সাদীর জীবনী : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

জেহাদের নামে প্রতারণা : বসিরউদ্দীন আহমদ

মহাশিক্ষা কাব্য : এস, এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী

নবাব সেরাজোদ্দওলার কলঙ্কমোচন : এবনে রেয়াজ

ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা : মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত : সম্পাদক

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি : সম্পাদক

১ ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'নবনূরে' লেখা হয় যে, মুসলমানেরা কখনো ধর্মের জন্য জেহাদ করেনি। সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছে এখানে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

দেমেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে

ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : জুলাই ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

নবাব মোজাফফর খাঁ : এবনে রেয়াজ

যমুনা : এ, মতিয়র রহমান[১]

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ : সম্পাদক

ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : আগষ্ট ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

সিদী মাওলা : মৌলভী ওসমান আলি

মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী : শেখ ফজলল করিম

যমুনা : এ, মতিয়র রহমান

মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত : সম্পাদক

মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ

যবন ও কাফের : মিলন প্রার্থী

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : সেপ্টেম্বর ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : মৌলবী আফতাবউদ্দীন আহমদ

জমীদার-পুত্র হাসন আলীর শিক্ষা-প্রণালী : এবনে মাঔজ

১ উপন্যাস (ক্রমশঃ প্রকাশিত)।

নুনের রাজা ফখরুদ্দিন : আবদুর রশিদ খাঁ
মহাশিক্ষা কাব্য : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী
ইসলাম সম্বন্ধে লিট্নার সাহেবের বক্তৃতা : মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : অক্টোবর ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলবী আলাউদ্দীন আহমদ
যমুনা : এ, মতিয়র রহমান
ইস্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ ? : মোহাম্মদ মেহেরউল্লা
মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ : মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন
কল্য ও অদ্য [কবিতা] : আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ
সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : নভেম্বর ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
অপূর্ব প্রেম : মৌলভী আফসারউদ্দীন আহমদ
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য :
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন

জমীদারপুত্র হাসন আলীর শিক্ষাপ্রণালী : এবনে মাআজ
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : ডিসেম্বর ১৯০৪

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : মৌলভী আফতাবউদ্দীন আহমদ
মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ
মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী :
শেখ ফজলল করিম
কবিতা-কুঞ্জ : এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী
মহাশিক্ষা-কাব্য : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা : জানুয়ারী ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
চট্টলের শাসনকর্ত্তা দেওয়ান মহাসিংহ : মুনশী মতেছমবিল্লা চৌধুরী
মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ সানী :
শেখ ফজলল করিম
মহাশিক্ষা কাব্য : এস, এসমাইল হোসেন সিরাজী[১]
নব্য ভারতে চেহলম : মোহাম্মদ এবরার আনসারী
মোরতজা-চরিত : মুনশী আবদুল লতিফ
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য :
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

১ তিন সর্গ প্রকাশের পর কাব্যটি আর মুদ্রিত হয় নি। পরে 'আল-এসলামে' প্রকাশিত হতে থাকে (আষাঢ়-আশ্বিন ১৩২৫)।

ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যা : ফেব্রুয়ারী ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য :

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :

মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : আবদুল করিম

সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র : মৌলভী ওসমান আলী, বি, এল :

বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্ত্তমান সময় একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত ...একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়।...

...হিন্দু মাত্রেই সাধারণতঃ মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন।...

যমুনা : এ, মতিয়র রহমান

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : মার্চ্চ ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

বাণিজ্যক্ষেত্রে আরব জাতি : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

হজরত মওলানা লুৎফল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ :

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন

দেবাঙ্গনা : মৌলভী আবদুল লতীফ

নব্য ভারতে চেহলম : মোহাম্মদ এবরার আনসারী

ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : আবদুল করিম

ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা : মুনশী শেখ জমীরুদ্দীন
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : এপ্রিল ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
'তসওফ' এবং Theosophy (ঐশিক জ্ঞান) : শ্রীতঃ
ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা : মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন
ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : আবদুল করিম
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য : শেখ জমিরুদ্দীন
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : মে ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী : ওহাজুদ্দীন আহমদ
দেবাঙ্গনা : মৌলভী আবদুল লতীফ
অপূর্ব্ব প্রেম : মৌলভী আসফারউদ্দীন আহমদ
ইংরেজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
কবিতাকুঞ্জ : এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী
সমালোচনা : এসমাইল হোসেন সিরাজী
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জুন ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
বার্নবার ইঞ্জিল : শেখ জমিরুদ্দীন

নব্যভারতে মুসলমান চিত্র : একিনউদ্দীন আহমদ

পবিত্র কোরাণের প্রথম পঞ্চ আয়াত : শ্রীতঃ, বি, এল,

ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী : ওহাজুদ্দীন আহমদ

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

অন্ধের খেদ : শেখ ফজলল করিম

কবিতাকুঞ্জ : এসমাইল হোসেন সিরাজী

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : জুলাই ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

আল মামুন : সম্পাদক

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

কোরাণের অনুবাদ : শ্রীতঃ, বি, এল

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :
মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী : ওহাজুদ্দীন আহমদ

মুসলমান শিক্ষা সমিতি : নওশের আলী খাঁ ইউছুফজী

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : আগষ্ট ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের রাজ্যাভিষেকোৎসব

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী : ওহাজুদ্দীন আহমদ

আল-মামুন : সম্পাদক

সুফী কবি হাফেজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : তঃ আহমদ, বি, এল

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

১৮ মাস বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বে-আদবি ও সোলতান প্রতিপালকের কৈফিয়ৎ : ভূতপূর্ব সোলতান প্রতিপালক[১]

> তুমি হিন্দু কর্ত্তৃক লালিত ও পরিচালিত হইয়া "সোলতান" নামে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, মুসলমান সমাজের সর্ব্বনাশ করিও না—ইহাই তোমার পূর্ব্বতন প্রতিপালকের একান্ত অনুরোধ।

সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : সেপ্টেম্বর ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

কোরাণের অনুবাদ : শ্রীতঃ, বি, এল

নব্যভারতে চেহ্‌লম : মোহাম্মদ এবরার আনসারী

বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন : এবনে মাজীজ

> ইংরেজ শাসনাধীনে যে আমরা পরম সুখশান্তিতে বাস করিতেছি, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। বিদেশীয় শক্তির

১ রেয়াজুদ্দীন, পৃ ৮৶০—১৲ : "সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে 'সোলতান' সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়...বাহির হয়। ...প্রায় দুই বৎসর পরে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিপ্লবে কাগজখানির ছাপাখানা ও দফতর প্রথমে কড়েয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া...কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়। তদনন্তর নূতন পলিসিতে (কংগ্রেসী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছ্‌লামাবাদী ছাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে......।" 'ইসলাম-প্রচারকে'র বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্যস্থল এই নবপর্যায়ের 'সোলতান'। রেয়াজুদ্দীন সাহেবের দেওয়া 'সোলতানের' প্রথম প্রকাশকাল, বলা বাহুল্য, ভ্রান্ত। তিনি "১৩১২ সালেই" এই সমালোচনা করছেন।

অধীনে এরূপ সুখ শান্তি কোনও দেশের অধিবাসীদিগের ভাগ্যেই ঘটে না। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।...

...গভর্ণমেণ্ট রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশে দুই জন বা তিন জন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিলে তাহাতে তোমার আমার কি?...

যদি কাশিমবাজারের মহারাজা এবং হিন্দু সংবাদপত্রসমূহের উক্তি সত্য হয়, তবে নূতন বঙ্গে মুসলমানগণ অধিক পরিমাণে চাকরী লাভ করিবেন, এবং হিন্দুগণের সেই স্বার্থে আঘাত পড়িবে বলিয়াই তাঁহারা এতাধিক বিচলিত হইয়াছেন এবং গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছেন, আমরা কেন একথা মনে করিব না?...

যে সকল বিকৃতমনাঃ ও অদূরদর্শী মুসলমান এই গোলমালে হিন্দুদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন তাহারা হয় ভণ্ড কাপুরুষ, নয় ঘোর মূর্খ।...

মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, তাঁহারা রাজভক্ত না হইয়া পারে না। মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত না পড়িলে তাঁহারা কদাচ রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় না। সিপাহি বিদ্রোহ প্রভৃতি যে সকল ঘটনায় মুসলমানগণ রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, সে সমস্তই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অবশ্য রাজার দ্বারা কোনও অন্যায় অনুষ্ঠান হইলে, আমরা ধীরভাবে তৎপ্রতিকারের প্রার্থনা জানাইব; বিনীত ভাবে — কাতরভাবে নিজেদের অভাব অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিব। ইংরেজ রাজ্যে আমাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না।

১৮ মাস বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বে-আদবি ও সোলতান-প্রতিপালকের কৈফিয়ৎ : ভূতপূর্ব্ব সোলতান-প্রতিপালক

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা :

কাসেমবধ কাব্য — মৌলবী এ, এম, এম, হামিদ আলী প্রণীত।... পুস্তকখানির স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পুস্তকখানি ঐতিহাসিক ভ্রম-প্রমাদ শূন্য নহে। ব্যাকরণঘটিত ভুলও বিস্তর ;...।

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : অক্টোবর ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

কোরাণের অনুবাদ : শ্রীতঃ, বি, এল

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আবদুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি :

মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

নব্যভারতে চেহ্‌লম : মোহাম্মদ এবরার আনসারী

বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন : এবনে মাআজ

অভিধানে এমন কোনও গালির শব্দ নাই, যাহা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ প্রয়োগ না করিয়াছেন।...

বঙ্গের মুসলমান স্বাধীনতা-রবি কাহাদের কল্যাণে অস্তমিত হইয়াছিল ?...

হিন্দুদের সংস্রবে ভারতীয় — বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমান-দিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।[১]

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

১ এই প্রসঙ্গে লেখক বাউলদের উৎপত্তি, মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যভিচার, আতশবাজি পোড়ানো, চৈত্র-সংক্রান্তি বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব, হিন্দুয়ানী নামকরণ,

সপ্তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : নভেম্বর ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহম্মদ

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

আল-হারুণ : শেখ ফজলল করিম[১]

আমাদের অধঃপতন : সম্পাদক ও মোজাম্মেল হক

দেবাঙ্গনা : মৌলভী আবদুল লতীফ

বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন : এবনে মাআজ

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : ডিসেম্বর ১৯০৫

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ

পবিত্র লহরী : তঃ আহমদ বি, এল,

সজ্ঘর্ষণানন্ত (এসিয়াতে ও ইউরোপে) : তঃ আহমদ, বি, এল

বাইবেলের পরিবর্ত্তন : শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন

ধন্য ইসলাম-প্রচারক : শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল[২]

আল-হারুণ : শেখ ফজলল করিম

চিতোরের পদ্মিনী [কবিতা] : শ্রীঃ

জাগরণ [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম

গোমাংস গ্রহণে বিমুখতা, বেপর্দা ও অসতীত্ব, কবরে বাতি, ফুল, চেরাগ ও সিজদা দান প্রভৃতি আচারের উল্লেখ করেছেন।

১ ই, এইচ, পামির [পামার ?] রচিত হারুণ-অর-রশীদ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ-অবলম্বনে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক আলোচনা। তাছাড়া, "সন্দিগ্ধ স্থানের সত্যোদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অন্যান্য ইতিহাস-নিচয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।" রচনাটি 'ইসলাম-প্রচারকে' শেষ হতে পারে নি।

২ 'ইসলাম প্রচারকে' (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯০৫) প্রকাশিত "বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন" প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে 'মহাজন-বন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক রাজকৃষ্ণ পালের আলোচনা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

সপ্তম বর্ষ, নবম সংখ্যা : জানুয়ারী ১৯০৬

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
পবিত্র লহরী : তসলিমুদ্দীন আহমদ, বি, এল
আল-হারুণ : শেখ ফজলল করিম
আল-মামুন : সম্পাদক
মৌলানা শিবলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত : সম্পাদক
বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন : এবনে মাআজ
সুমধুর সুমধুর মোহাম্মদ নাম : শ্রী **
জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ

সপ্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা : ফেব্রুয়ারী ১৯০৬

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
সম্রাট জাহাঁগীর এবং মথুরার দরবেশ : তঃ আহমদ
ত্রিপুররাজ-বিজয়ী মহাবীর নবাব শমসের গাজী : ওহাজুদ্দীন আহমদ
মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
পবিত্র লহরী : তসলিমুদ্দীন আহমদ
আল-হারুণ : শেখ ফজলল করিম
জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

সপ্তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : মার্চ্চ ১৯০৬

তফসীর হক্কানীর বঙ্গানুবাদ : মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ
পবিত্র লহরী : তসলিমুদ্দীন আহমদ, বি, এল
আমার সংসার জীবন : এবনে মাআজ

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

সপ্তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : এপ্রিল ১৯০৬

কোরাণের অনুবাদ : তসলিমুদ্দীন আহমদ

আমাদের আত্মনিবেদন : স্বত্ত্বাধিকারী

আমার সংসার জীবন : এবনে মাআজ

আল–হারুণ : শেখ ফজলল করিম

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গীয় মুসলমানের অভ্যুত্থান

জাতীয় ও ধর্ম্মসংবাদ

১৯০০ (এপ্রিল) ইসলাম[১] (মাসিক)

সম্পাদক : মধু মিয়া

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। স্বল্পায়ু।

১৯০০ (মে ২৬) লহরী (মাসিক)

সম্পাদক : মোজাম্মেল হক

"নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা"। স্বত্ত্বাধিকারী মোজাম্মেল হক কর্তৃক মহম্মদীয় লাইব্রেরী, শান্তিপুর (নদীয়া) থেকে প্রকাশিত এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক কালিকা যন্ত্র, ১৭, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলকাতায় মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩০৭"–চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৬ মে ১৯০০। রয়াল ১/১২ মাপের ২৪ পৃষ্ঠা, মুদ্রণসংখ্যা

১ সাময়িক পত্র, ২ : ৮৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রকাশকাল বলেছেন, "বৈশাখ ১৩০৭"। অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম জানিয়েছেন যে, মধু মিয়া-সম্পাদিত 'প্রচারক' পত্রিকায় তিনি ১৩০৬ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ইসলাম' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেছেন। দ্রষ্টব্য মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "মুসলিম সাংবাদিকতা ও প্রচারক পত্রিকা", সাহিত্যপত্র, ১৩৬৩। তবে কি ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'ইসলাম' আর এটি একই পত্রিকা ?

২৫০, দাম তিন আনা, বার্ষিক সডাক ২।৵।[১] তৃতীয়-চতুর্থ যুক্ত সংখ্যা, রয়্যাল ১/৮ মাপের ৩৬ পৃষ্ঠা, এ, এল, ঘোষ কর্তৃক ৪, উইলিয়ম্‌স লেন, কলকাতায় মুদ্রিত। এক বছরে আট সংখ্যা প্রকাশ পায় (চার সংখ্যা যুক্তভাবে) । প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যার প্রকাশকাল ২ জুন ১৯০১, দাম দু আনা।[২] এরপর আর প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, জানবার উপায় নেই।

প্রথম খণ্ড, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা : কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩০৭

রজত জুবিলী (মহামান্য তুরস্ক স্থলতানের পঞ্চবিংশ বর্ষ শুভ রাজত্ব উপলক্ষে)

অভিযোগ

একটী ফুল

অনন্ত যাতনা

স্তাম্বল : মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

ঘৃণ্য কে ? : শ্রীজীবনকৃষ্ণ দত্ত

যবনে তাহারা দেখিলে নয়নে
ছুঁও না ছুঁও না বদনে বলি,
অতি সাবধানে ডিঙ্গি মারি ধীরে
যায় সাত হাত তফাতে চলি।

অশ্রুমালা : শ্রীভোলানাথ মজুমদার (কুমারখালি)

ও কি সেই ? : শ্রীস্থরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

অভাগা-বিলাপ : শ্রীমহাম্মদ মোজাম্মেল হক

মোবারক

জেবউন্নেসা : শ্রীছক্কনলাল ঘোষ

বর্ষার নদী : শ্রীমহাম্মদ মীর আলী

উদ্বাহ-গাথা : শ্রীনঃ

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯০০।
২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯০১।

ভ্রষ্ট লগ্ন : শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

আঘাত : শ্রীতোফাজ্জল হোসেন

স্বর্গীয় বরদাকান্ত : শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

১৯০০ (জুলাই ?) নুর-অল-ইমান (মাসিক)

সম্পাদক : মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী

রাজশাহী বোয়ালিয়ার নুর-অল-ইমান সমাজের মুখপত্র। পত্রিকার স্বত্বাধিকার ছিল এই সমাজেরই। সমাজ কর্তৃক "সম্পাদিত" এবং মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী কর্তৃক "শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত"। প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩০৫ বলে চিহ্নিত।[১] মোহাম্মদ সেরাজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক রেয়াজ- উল-ইসলাম প্রেস, ৪, কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলকাতায় মুদ্রিত এবং ঐ ঠিকানা থেকে প্রকাশিত। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ-কাল বলা হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০। ডিমাই ১/৮, পৃষ্ঠা ৩২, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০।[২] দামের উল্লেখ নেই ; সমাজের সদস্যদের মধ্যে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। দ্বিতীয় বর্ষ (?) চতুর্থ সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ জুলাই ১৯০১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০।[৩] এটাই সম্ভবতঃ শেষ সংখ্যা।

১৯০১ (জানুয়ারী ১৬) মোসলমান পত্রিকা (মাসিক)

সম্পাদক : মাহাতাবউদ্দীন

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক যশোর থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৬ জানুয়ারী ১৯০১। ডিমাই ১/৪ মাপের চার পৃষ্ঠা, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০, দাম এক আনা। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় দ্বিতীয় সংখ্যা (প্রকাশ ৪ মার্চ ১৯০১) পর্যন্তই উল্লেখ আছে।[৪]

১ কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (রাজশাহী, ১৯৬১), পৃ ২৬৬।

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯০১।

৩ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯০১।

৪ ঐ, মার্চ ১৯০১।

সমূদ্র

১৯০১ (মে ১৪) সোলতান (মাসিক)

সম্পাদক : এম, নাজিরুদ্দীন আহ্‌মদ

কুঞ্জলাল দাস কর্তৃক কুমারখালি (কুষ্টিয়া) থেকে প্রকাশিত এবং সম্পাদক কর্তৃক সিরাজগঞ্জ (পাবনা) থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ মে ১৯০১। ডিমাই ১/১২, পৃষ্ঠা ৩২। মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম তিন আনা। স্বত্বাধিকারী সম্পাদক নিজেই।[১] কতদিন চলেছিল, তা জানার উপায় নেই।

১৯০১ নূরল ইসলাম (বার্ষিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ মেহেরুল্লা

বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এই বার্ষিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) উল্লেখ আছে। সে সংখ্যা স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল দাঁ কর্তৃক যশোরে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক যশোর থেকে প্রকাশিত। এর প্রকাশকাল ১৩ জানুয়ারী ১৯০৩। ডিমাই ১/৮, পৃষ্ঠা ৬৪। মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০, দাম দু আনা।[২] আর কোন সংখ্যার উল্লেখ কোথাও পাই নি।

১৯০১ (?) বালক[৩] (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : এ, কে, ফজলুল হক

বরিশাল থেকে প্রকাশিত।

১৯০২ ভারত-সুহৃদ[৩] (মাসিক)

সম্পাদক : এ, কে, ফজলুল হক ও
নিবারণচন্দ্র দাস

বরিশাল থেকে প্রকাশিত।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯০১।
২ ঐ, মার্চ ১৯০৩।
৩ আশ্বিন ১৩০৯ এর 'ভারত-সুহৃদ' পত্রিকায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের রচনা প্রকাশিত হয়।—আহ্‌মদ শরীফ (সম্পাদিত), পুথি-পরিচিতি (ঢাকা, ১৯৫৮), পৃ ৬৮৩ দ্রষ্টব্য। 'বালক' পত্রিকা নাকি তার আগে প্রকাশিত হয়।—বি, ডি, হাবিবুল্লাহ্, শেরে বাংলা (ঢাকা, ১৯৬২), পৃ ৯ দ্রষ্টব্য।

১৯০২ (?) **সোলতান** (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

কলকাতা থেকে প্রকাশিত।[১]

১৯০৩ (মে ১৫) **নবনূর** (মাসিক)

সম্পাদক : সৈয়দ এমদাদ আলী

"মাসিকপত্র ও সমালোচন"। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ১১৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক ১৪৩, কড়েয়া রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ মে ১৯০৩। ডিমাই ১/৮ মাপের ৪০ পৃষ্ঠা, মুদ্রণসংখ্যা ৮০০, দাম চার আনা [বার্ষিক দু টাকা]।[২] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশক মোহাম্মদ আসাদ আলী,

---

১ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ লিখেছেন: "সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে "সোলতান" সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, রংপুর-মহীপুরের বিখ্যাত জমীদার খান বাহাদুর চৌধুরী আবদুল মজীদ মরহুম ও মৌলভী মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউছুফ আলী সাব্ রেজিষ্ট্রার মরহুমের অর্থানুকূল্যে বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মরহুম, এছলাম প্রচারক মুন্‌শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশেষ সাহায্যে বাহির হয়। ...প্রায় দুই বৎসর পরে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিপ্লবে কাগজখানির ছাপাখানা ও দফ্‌তর প্রথমে কড়েয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া সিমুরিয়া পট্টিতে...যায় এবং কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়; তদনন্তর নূতন পলিসীতে (কংগ্রেসীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে; অবশেষে নানা পরিবর্ত্তনাদির পর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া বন্ধ হয়।" (রেয়াজুদ্দীন, ৮৶—১৲)

স্মৃতি থেকে লেখা বলে এই বিবরণে কিছু গোলযোগ আছে। রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ স্ব-সম্পাদিত 'ইসলাম-প্রচারকে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯০৫) "১৮-মাস বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেআদবি" শীর্ষক প্রবন্ধে নিজেকে "ভূতপূর্ব্ব সোলতান প্রতিপালক" বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং উপরোল্লিখিত "কংগ্রেসীমন্ত্রে"র কথাটা পরোক্ষভাবে বলেছেন। 'ইসলাম প্রচারকে'র উক্ত সংখ্যা প্রকাশ পায় ১ নভেম্বর ১৯০৫এ (বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯০৬ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় 'সোলতানে'র প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯০৪। এর দু বছর আগে হয়তো 'সোলতান' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯০৩।

মুদ্রণসংখ্যা সাধারণতঃ ৫০০[১], দ্বিতীয় বর্ষে তা ১০০০ হয়েছে।[২] পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকত না। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা এবং ঐ বছরের একাদশম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আসাদ আলীর নাম পাচ্ছি।[৩] দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম, নবম ও দশম সংখ্যার সম্পাদক হিসেবে নাম আছে [কাজী] ইমদাদুল হকের।[৪] দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশম সংখ্যা থেকে মুদ্রক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এবং প্রকাশক উমিদ আলী।[৫] পত্রিকাটি চার বছর ন মাস চলেছিল। শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল ২২ মে ১৯০৭।[৬]

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রকাশক

আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, মৌলভী সৈয়দ শামসুল হুদা এম-এ, বি-এল উকীল সাহেব, "ইসলাম-প্রচারক" সম্পাদক মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন সাহেব, "মিহির ও সুধাকর" সম্পাদক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম সাহেব, মৌলভী ইম্‌দাদুল হক বি-এ সাহেব প্রভৃতি সমাজহিতৈষী মহাত্মাগণ আমাকে নবনূর প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। সুহৃদ্বর মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবও নবনূরের সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯০৩।
২ ঐ, জুন ১৯০৪ এবং পরবর্তী।
৩ ঐ, ডিসেম্বর ১৯০৪ এবং পরবর্তী।
৪ ঐ, মার্চ ১৯০৫।
৫ ঐ, জুন ১৯০৫।
৬ ঐ, জুন ১৯০৭।

সূচনা : সম্পাদক

...আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ...পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার, একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।...

আজ আমরা বঙ্গভাষার প্রত্যেক মুসলমান সেবককে সাদরে আমাদের এই পুণ্যব্রতে সাহায্যার্থে আহ্বান করিতেছি। ...ভারতবর্ষের অদৃষ্টফলকে হিন্দু মুসলমানের সুখদুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত; বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।...

আজ আমাদের অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে 'নবনূরে'র উজ্জ্বলতাবৃদ্ধির জন্য সাদরে সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি।...

ফুল : নিশিকান্ত চক্রবর্তী বি-এল

হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা : মৌলভী ইমদাদুল হক[১]

.. স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের ভারতীয় মুসলমান সমাজে আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে কোন মুসলমান সমাজকে তাহার অভাবে হাহাকার করিতে হয় না। হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ত শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে, যে ভারতবাসী মুষ্টিমেয় মুসলমানের যাহা নাই, মুসলমান জাতি-টাতেও তাহা নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অধুনা অধঃ-পতিত ভারতবর্ষের সাধারণ মুসলমান নারীবৃন্দ পুস্তকগত শিক্ষা না পাইলেও তাঁহারা সগৌরবে আপনাপন সম্মান, ধর্ম্ম ও অধিকার রক্ষা করিয়া নিষ্কলঙ্কচিত্তে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে উপযুক্তমত

১ 'সাবিত্রী প্রবন্ধাবলী'তে শ্যামসুন্দরী দেবী-রচিত "বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইস্‌লামের সরল নীতির উদ্দেশ্যও তাহাই।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে শুধু রাস্তায় বাহির হইয়া পাউডার বিলোপিত মুখশ্রী এবং আটসাঁট অঙ্গরাখা দ্বারা কঠিনরূপে আবদ্ধ দেহযষ্টির ভঙ্গিমা দেখাইয়া বেড়ানই যে স্বাধীনতা, কোন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি একথা মনেও করিবেন না।...

স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, এবং নারীজাতিকে চিরদাসীত্বে পরিণত যদি করিতে কোন জাতি করিয়া থাকে, ত সে হিন্দু।...

উত্থান-পতন: শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ[১]

খলিফার ন্যায়পরায়ণতা

গান: ৺ বিহারীলাল দেবনাথ

আয়েষার পরিণাম (ক্ষুদ্র গল্প)

কবিতাগুচ্ছ: কায়কোবাদ, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আজিজন্নেসা খাতুন, ও. আলি বি-এল

মাসিক সাহিত্য[২]

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

প্রার্থনা [কবিতা]: কায়কোবাদ

আমাদের শিক্ষা: মৌলভী ইমদাদুল হক[৩]

পূজনীয়া খদিজা দেবী [কবিতা]: [সৈয়দ এমদাদ আলী]

১ মুসদ্দস-ই-হালীর অনুবাদ।

২ ভারতী, চৈত্র ১৩০৯।

৩ লেখক বলতে চেয়েছেন, হিন্দুরা শিক্ষা পেয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করছে। আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই আমাদের পতন হয়েছে। হিন্দুদের দেখে এখন অল্প কয়েকজন শিক্ষায় উৎসাহী হয়েছেন।

অঙ্গুলের পথে [ভ্রমণকাহিনী]: শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রায়

সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন: সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

...সাহিত্যের মূল্য জগতের সমুদয় রাজকোষের ধনরত্নের অপেক্ষাও অধিক।...

...বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বাস্তবিকই সমাজ-হিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণকে অনুতাপের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে হয়।... সাপ্তাহিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নায়ক-নায়িকাব উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়প্রসঙ্গের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ।...

...আজকাল আমাদের দেশের একটা প্রবাদ বাক্য হইয়াছে "কবিতা, কোমল বণিতা।" অনেকের ধারণা কবিতা কেবল 'চুম্বন' 'আলিঙ্গন' 'মিলন' ও 'বিরহ' বর্ণনা করিবার জন্য।...যদি কবিদ্বারা জাতিসংগঠন এবং পবিচালনার সহায়তাই না হইল, তবে তাহাকে 'কবি' না বলিয়া 'কপি' উপাধি দেওয়াই সঙ্গত।... উপন্যাস পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবনী, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনায় কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই?...

সন্ধ্যায় (ক্ষুদ্র গল্প)

শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা[১]

উত্থান-পতন: শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

কবিতাগুচ্ছ: নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, চারুবালা দেবী, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম

গ্রন্থ-সমালোচনা[২]

১ মনোমোহন গোস্বামী-রচিত 'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা' (কলিকাতা, ১৯০১) নাটকে অনৈতিহাসিক উপাখ্যান-যোজনার সমালোচনা।

২ কাব্যানন্দ-প্রণীত 'উত্থান' এবং দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ-রচিত 'পুষ্পহার' বই দুটির আলোচনা। শেষটিতে হাফেজ, সাদী প্রমুখ কবির কবিতার অনুবাদ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১০

প্রেমের কোকিল [কবিতা] : কায়কোবাদ [১]

মুসলমান সমাজে ইতিহাসচর্চ্চা

...অক্ষয়বাবু, নিখিল বাবু আর বিহারীবাবুকে বাদ দিলে এরূপ আর একজন হিন্দু ঐতিহাসিকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যিনি মুসলমানকে প্রকৃত ভাইয়ের মত দেখিয়া তাহাদের যশঃ অপযশের আলোচনা করিয়াছেন।...

প্রতিবাদের অনুরোধ

আমাদের শিক্ষা : মৌলভী ইমদাদুল হক

...এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার বিস্তার না হইলে আমাদের কোন ক্রমে উন্নতিলাভ করিবার আশা নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সত্ত্বর না হইলে আর উপায় নাই।...

আলি পাশা (জীবনী) : মোজাম্মেল হক

শিক্ষিত মুসলমানের ফটো : আজিজ মেছের

...আজ প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ "সুধাকর" সমাজের সেবা করিয়াও প্রতিপত্তিশালী হইতে পারে নাই,—"মসলেম ক্রনিকল"ও মৃত প্রায়।...

শোক-স্মৃতি [কবিতা] : সৈয়দ এমদাদ আলী [১]

ছিলাম বিজাতি আমরা ভারতে [কবিতা] : নওশের আলি খান ইউসফজী

স্বর্ণরেণু [উপদেশমালা] : আবদুল করিম [সাহিত্যবিশারদ]

সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন : সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

...বঙ্গীয় মুসলমানগণ পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর মৃত দেহকে বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি সিঞ্চনে পচাইও না।...

---

১ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত।

জাতীয় ভাষা আরবী, পারসী ও উর্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমানে জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রাদির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক।... যেসমস্ত দোষে আমরা প্রকৃত মুসলমানের প্রভাব ও জীবন হইতে সহস্র যোজন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি; তৎসমুদয়ের মূলোৎপাটনে অগ্নিময়ী লেখনী এবং বজ্রনাদিনী রসনা পরিচালনা কর।...

বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য: আবদুল করিম
কবিতাগুচ্ছ: চারুবালা দেবী, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
মাসিক সাহিত্য[১]

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩১০

নবনূর [কবিতা]: কায়কোবাদ
প্রাচীন মুসলমানী গীতমালা: আবদুল করিম
দাতুনে দিন দুই: অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বণিক ও শুকপক্ষী [অনূদিত কবিতা]: মোহাম্মদ এবরার আনসারী
রণজিত সিংহের মুসলমান মন্ত্রী: সম্পাদক
ভক্তি-উপহার [কবিতা]: সৈয়দ এমদাদ আলী[২]
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ: ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল
স্বর্ণরেণু: আবদুল করিম
সিরাজুদ্দৌলা: জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত
কেন্দ্রে [কবিতা]: কাব্যানন্দ
ঘুড়ি: ও. আলি

১ বঙ্গভাষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; আরতি, পৌষ-মাঘ ১৩০৯; উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০; সুধা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১০।

২ মাইকেল মধুসূদন-স্মরণে।

প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি: মীর্জা আবুল ফজল

কবিতাগুচ্ছ: নিশিকান্ত চক্রবর্তী, ইমদাদুল হক, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চারুবালা দেবী, ওয়াহেদ হোসেন, আফতাবউদ্দীন আহমদ, অটলবিহারী দাস, মোছারত আলী খান

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩১০

আরবীয় দর্শনালোচনা: আবদুল্লা আল মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী

মুসলমানের প্রতি হিন্দু-লেখকের অত্যাচার:

কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা

> বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। সুতরাং হিন্দুগণই যে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।... সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎসমাজকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াস হইয়াছেন এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা?

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ: ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল

দাঁতুনে দিন দুই: অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একটি পরিব্রাজক বন্ধুর প্রতি [কবিতা]: কায়কোবাদ

বিধবা [উপন্যাসিকা]: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কার দোষ? [কবিতা]: কে, এ, সিদ্দিকী

কবিতাগুচ্ছ: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নিশিকান্ত চক্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, চারুবালা দেবী, হবিবউল্লা

মাসিক সাহিত্য[১]

১ সোপান, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; আরতি, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৯, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০; ভারতী, ভাদ্র ১৩১০।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বঙ্গীয় মুসলমান, শৈশব কুসুম—নওশের আলী খাঁ ইউসফজী।...

মোহাম্মদীয় ধর্ম্মসোপান—মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সাহায্যে ছমিরউদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।...

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা : আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০

আরবীয় দর্শনালোচনা : আবদুল্লা আল মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী

মোগল শাসনের দুটী কথা : পঞ্চানন ঘোষ

দৌলত উজীর ও লায়লা মজনু : আবদুল করিম[১]

হিন্দু লেখক ও মুসলমান সমাজ : আফতাবউদ্দীন আহমদ

প্রেম-ডোর [কবিতা] : নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

একখানি পত্র : রামপ্রাণ গুপ্ত

বিধবা : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুদিনের হিমালয়-ভ্রমণ : ইমদাদুল হক

অস্তলাব দুর্গাধিকার : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

বিমলা [গল্প] : [সৈয়দ এমদাদ আলী][২]

আলি পাশা : মোজাম্মেল হক

রুচি-বিকৃতি : ইমদাদুল হক[৩]

কবিতাগুচ্ছ : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মোছারত আলী খান, চারুবালা দেবী, কে, এ, সিদ্দিকী,

মাসিক সাহিত্য[৪]

১ দৌলত-উজীর বাহরাম খান-রচিত 'লায়লী মজনু' কাব্যের আলোচনা। লেখকের মতে, কাব্যে উল্লিখিত 'নিজাম' হচ্ছেন চট্টগ্রামের নবাব আকা মোহাম্মদ নেজাম বাহাদুর (১৭৫৮-৫৯)। সে-হিসেবে এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে লেখা হয়।

২ হিন্দু বালিকা ও মুসলমান যুবকের প্রণয়চিত্র। গল্পটি নিয়ে পরে বাদানুবাদ চলে।

৩ 'নবনূরে' [শ্রাবণ ১৩১০] প্রকাশিত 'খুড়ি' রচনাটি সম্পর্কে আপত্তি।

৪ 'বঙ্গভাষা'।

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩১০

দুদিনের হিমালয়-ভ্রমণ : ইমদাদুল হক

মুসলমানের শিক্ষা : পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্রাট আওরঙ্গজেব : এস, এম, এ, আহাদ

বিচারক বিচারাধীনে ('বান্ধব' ও সমালোচনা) : কোন 'বান্ধব'-ভক্ত

ধর্ম্মযুদ্ধ, গাজী ও জেহাদ : সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ : কায়কোবাদ, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চারুবালা দেবী, আফতাবউদ্দীন আহমদ, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল

মাসিক সাহিত্য[১]

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩১০

আরবীয় দর্শনালোচনা : আবদুল্লা আল মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী

সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী : আবদুল করিম

বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান : আফতাবউদ্দীন আহমদ

তুলসী বাঈ : ইমদাদুল হক[২]

মিলন [কবিতা] : চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

...এক মহাবৃক্ষে যেন
ফুটিল দুইটি ফুল
কাফের-যবন...

খন্দদিগের নরবলি-নিবারণ : ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল

মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "মাতৃভাষা" শিরস্ক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।[৩]...

১ ভারতী, আশ্বিন ১৩১০।
২ "ইংরাজী হইতে সংগৃহীত"।
৩ দীনেশবাবুর চিঠিতে 'বিমলা' গল্পটি [নবনূর, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০] সম্পর্কে

বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।...

বঙ্কিমবাবু সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান সমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহা সত্য।...কিন্তু এখন যাঁহারা সেই পথে চলিতেছেন তাঁহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য? বাঙ্গালার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে বাদ পড়েন না।...

মাসিক সাহিত্য[১]

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩১০

কবি আলাওলের প্রতি [কবিতা] : মসীম
দু দিনের হিমালয়-ভ্রমণ : ইমদাদুল হক
গোটা দুই কথা : নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ
নিরীহ বাঙ্গালী : মিসেস আর, এস, হোসেন
"বিমলা" ও হিন্দুসমাজ : ইমদাদুল হক[২]
সম্রাট আওরঙ্গজেব : এস, এম, এ, আহাদ
কবিতাগুচ্ছ : ইমদাদুল হক, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, এস, মোহসেন আলী

আপত্তি ছিল। ওতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাকে অপমান করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

১ প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১০; আরতি, কার্ত্তিক ১৩১০; অতিথি, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১০।

২ "বিমলা" [নবনূর, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১০] নিয়ে আপত্তি উঠেছে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বাবুর 'মিলন' গল্প (নবাবপুত্রী ফাতিমা ও বিক্রমসিংহের প্রণয়কাহিনী) বা রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্প সম্পর্কে আপত্তি হয় না কেন—এটাই লেখকের জিজ্ঞাসা।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভ্রাতৃবিলাপ কাব্য—এ, এম, এম, এইচ, আলী প্রণীত।...

গ্রন্থকারের নাম দেখিয়া 'রাধাকৃষ্ণ-সেবাদাস ধুরধন্ধর বাবাজী'র কথা মনে পড়িয়া গেল। মুসলমান সমাজও ক্রমে সাহেবীয়ানার দিকে ছুটিলেন!

...গ্রন্থকারের কতকটা শক্তি আছে কিন্তু তিনি তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হজরত মহাম্মদ—শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত।...

এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী নূতনে-পুরাতনে মিশ্রিত। ...চেষ্টা করিলে তিনি রচনার আরো উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতেন।...ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।...

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩১০

১ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১০; প্রদীপ, কার্ত্তিক ১৩১০।

গ্রন্থ সমালোচনা

অর্ঘ্য—বিপিন নন্দী প্রণীত।...

মানসিংহ—ঐতিহাসিক চিত্র। সেখ ফজলল করিম প্রণীত।

...এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই।...তাঁহার ভাষাও অনেক স্থানে জটিল ও ইতিহাসের অনুপযুক্ত বোধ হইল।...

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩১০

আরবীয় দর্শনালোচনা : আবদুল্লা আল মামুন সোহরাওয়ার্দী

সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী : আবদুল করিম

আলি পাশা : মোজাম্মেল হক

আওরঙ্গজেব কি সত্যই দোষী ? : গোপালচরণ স্মৃতিভূষণ

আয় আয় [কবিতা] : ভূপেন্দ্রনাথ দাস

ত্রিকূটেশ্বর : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গোরস্থান [কবিতা] : ওয়াহেদ হোসেন

মধ্য এসিয়ার জ্ঞানসাম্রাজ্য : সম্পাদক

নিবেদন : সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ : মিসেস আর. এস, হোসেন, সতীশচন্দ্র রায়, আজিজর রহমান, কায়কোবাদ

হজরত মহাম্মদ গ্রন্থ ও নবনূরের সমালোচনা[১]

মাসিক সাহিত্য :

ভারতী—ফাল্গুন [১৩১০]

"মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা" এই সংখ্যায় শেষ হইল। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক মৌলভী ইমদাদুল হক দেখাইতে চেষ্টা

১ পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনার জবাব।

করিয়াছেন যে মুসলমানগণই আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা।...

অন্তঃপুর—অগ্রহায়ণ, ১৩১০।...

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১১

মাঙ্গলিক [কবিতা] : [সৈয়দ এমদাদ আলী]

নববর্ষে : সম্পাদক

নববর্ষে নবনূর [কবিতা] : কায়কোবাদ

আকা বাকের ও আকা সাদেক : মোহাম্মদ মহতস্‌ম বিল্লা চৌধুরী

বোরকা : মিসেস আর, এস, হোসেন

...অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই।...

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক।...

...মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন না কোনরূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধপ্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে?...

...যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা moderate করিতে হইবে।...

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।...

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক।...

নূতন বাসা [কবিতা] : চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসের স্মৃতি : মতীয়র রহমান [খান]

গ্রীষ্ম বর্ণন : সতীশচন্দ্র রায়[১]

ফকীর খায়ের উদ্দীন : ব্রজসুন্দর সান্যাল

বিদেশীয় বীর (গল্প) : ইমদাদুল হক[২]

১ "মহাকবি কালিদাস-প্রণীত "ঋতুসংহার" হইতে অনূদিত"।

২ "ইংরাজী হইতে সংগৃহীত"।

কবিতাগুচ্ছ: নিশিকান্ত চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, আজিজর রহমান, আজিজন্নেসা, শেখ ফজলল করিম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গ্রন্থ-সমালোচনা

সহানুভূতি—শ্রীযুক্ত তারিনীচরণ সেন প্রণীত।...

নয়নাম্বু—শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর ভট্টাচার্য প্রণীত...।

ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য—মুনশী সেখ জমির উদ্দীন সঙ্কলিত।

...পরধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারিলে এতৎগ্রন্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইত...।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

ধর্ম্মযুদ্ধ: চারুচন্দ্র মিত্র

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব: আবদুল করিম[১]

...বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের দুহিতা হইলেও মুসলমান-ধাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।...

রথযাত্রা [কবিতা]: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রবাসের স্মৃতি: মতীয়র রহমান [খান]

সম্রাট আওরঙ্গজেব: এস, এম, এ, আহাদ

রাজা ও প্রহরী: চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়[২]

সাধ্বী রাবেয়া: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত[৩]

কবির প্রকৃতি [কবিতা]: [সৈয়দ এমদাদ আলী]

---

১ সম্পাদকের টীকা: ''লেখক মহাশয়...''ইসলাম-ইতিবৃত্ত'' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধহয় পুস্তকখানি পরম উপাদেয় ও মূল্যবান হইবে।''

২ ''ডড্‌সলী''র অনুবাদ।

৩ ''তাপসমালা অবলম্বনে লিখিত''।

ডাক্তার সরকার : কুমুদরঞ্জন মল্লিক[১]

কবিতা-গুচ্ছ : [ইমদাদুল হক], অতুলচন্দ্র সিংহ, চারুবালা দেবী

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১১

ধর্ম্মযুদ্ধ : চারুচন্দ্র মিত্র

প্রাচীন মুসলমানী গীতমালা : আবদুল করিম

প্রবাসের স্মৃতি : মতীয়র রহমান [খান]

বিশ্বকোষে বসুজ : মোহাম্মদ ইসহাক[২]

বর্ষাবর্ণন [কবিতা] : সতীশচন্দ্র রায়[৩]

দু-মুখো : ওসমান আলী

নলিনী ও কুমুদ [কবিতা] : মিসেস আর, এস, হোসেন

ডাক্তার সরকার : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

> ...তাঁহার [মহেন্দ্রলাল সরকারের] মুসলমান বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। মাননীয় মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সহিত তাঁহার আজীবন সখ্য ছিল, পরলোকগত মহাত্মা নবাব আবদুল লতীফ সাহেবের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।...[৪] অন্য একজন শ্রদ্ধেয় মুসলমান লেখক আমাকে লিখিয়াছেন,—"ডাক্তার সরকারের উৎসাহে ও মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন সাহেবের বিশেষ যত্নেই মুন্‌শী আবদুর রহিম ও মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন প্রভৃতির দ্বারা "সুধাকরের" সৃষ্টি হয়...।"

সম্রাট আওরঙ্গজেব : এস, এম, এ, আহাদ

১ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী।

২ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষে' লিখিত "মুসলমান" সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতিবাদ।

৩ 'ঋতুসংহারে'র অনুবাদ।

৪ লেখক আরো জানিয়েছেন যে, ডাক্তার সরকার মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহ্‌মদের কাছে আরবী ও ফারসী শিক্ষা করতেন এবং সেই সূত্রে তাঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

কবিতাগুচ্ছ : কায়কোবাদ, ইমদাদুল হক, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, লাবণ্যপ্রভা গুহ

মাসিক সাহিত্য

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩১১

ধর্ম্মযুদ্ধ : চারুচন্দ্র মিত্র

চিকিৎসা সম্বন্ধে মুসলমান জাতি : ফজলর রহমান খাঁ

আমার অনুরোধ : কে, এ, সিদ্দিকী

নূরজাহান : রামপ্রাণ গুপ্ত

জাগাও আমারে স্বামী [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

প্রবাসের স্মৃতি : মতীয়র রহমান [খান]

সম্রাট আওরঙ্গজেব : এস, এম, এ, আহাদ

হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পত্র : নগেন্দ্রনাথ বসু[১]

জাপানী কবিতা : ওসমান আলী

কবিতাগুচ্ছ : [সৈয়দ এমদাদ আলী], অতুল সিংহ, জিতেন্দ্রলাল রায়, লাবণ্যপ্রভা গুহ

গ্রন্থ-সমালোচনা

অশ্রুমালা—খণ্ডকাব্য। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত ও জামুর্কী গরীব লাইব্রেরী হইতে শ্রীহরনারায়ণ তেওয়ারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০২ সন। মূল্য ।৵০ আনা ও ॥০ আনা। আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি।... তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কবি! তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।...

১ "বিশ্বকোষে বসুজ" [নবনূর, আষাঢ় ১৩১০] প্রবন্ধ পড়ে নগেন্দ্রনাথ বসু এই পত্র লেখেন। ত্রুটির জন্যে লজ্জাস্বীকার করে তিনি বলেন যে, "মুসলমান" সম্পর্কে কোন মুসলমান লিখে দিলে তা 'বিশ্বকোষে' গৃহীত হবে।

মৌলুদ শরিফ—শ্রীমীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।... দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১০ সাল।...এই গ্রন্থ সাধারণ সাহিত্য-রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত।...অনুবাদে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার ভাষা অদ্ভুত খিচুড়িবিশেষ।

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩১১

ধর্ম্মযুদ্ধ : চারুচন্দ্র মিত্র

চিকিৎসা সম্বন্ধে মুসলমান জাতি : ফজলর রহমান খাঁ

আমাদের অবনতি : মিসেস আর, এস, হোসেন

...এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনাক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলতে Galileoকে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধু লোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্ত্তমানে আদর হয় না।...

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলমাল বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। (এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।...

ঝঞ্ঝা-শেষে [কবিতা] : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

বাঙ্গালীর চরিত্র-চিত্র : আবদুল করিম

১৩০৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে আমি 'আর একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর' নামধেয় একটি প্রবন্ধ... 'সাহিত্য-সংহিতা'য় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেই।...

সম্প্রতি গত বর্ষের পৌষ মাসের 'প্রদীপ' পত্রে উক্ত ['সাহিত্য-সংহিতা'র কর্মাধ্যক্ষ মহেন্দ্রনাথ] বিদ্যানিধি মহাশয় 'নবাবিষ্কৃত একখানি বিদ্যাসুন্দর' নামক যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন...আমারই সেই প্রবন্ধ।...[১]

বিপত্নীকের প্রেম [গল্প] : ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ : সতীশচন্দ্র রায়, বেনওয়ারীলাল গোস্বামী, কায়কোবাদ, মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, সরলাবালা দেবী

অলোক সভা—'দেবলা' প্রভৃতি প্রণেতা মৌলবী ওসমান আলী বি, এল, কর্ত্তৃক বিরচিত। সন ১৯০৪। মূল্য চারি আনা মাত্র।...সমালোচ্য কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল। ইহার স্থানে স্থানে লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।...

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩১১

গৃহ : মিসেস আর, এস, হোসেন

...ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিচাশরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়।...কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—।...

জাতীয় সমস্যা : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

...আমাদের প্রধান সংস্কারের বিষয় 'শিক্ষা'। একমাত্র শিক্ষার দোষেই হিন্দু-মুসলমানাদি কাহারও অন্তরে জাতীয় ভাবের বীজ উপ্ত হইতে পারিতেছে না।...

১ লেখকের টীকা : "এই অদ্ভুত বিষয়ের আমূল ও সবিস্তার বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে পাঠক মহাশয় গত ১৪ই ও ২৮শে শ্রাবণের 'মিহির ও সুধাকরে' মল্লিখিত 'একটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।"

প্রবাসের স্মৃতি: মতীয়র রহমান [খান]

শরদ্বর্ণন [কবিতা]: সতীশচন্দ্র রায়[১]

স্বর্ণ-রেণু: আবদুল করিম

অবনতি-প্রসঙ্গ: এস, এ, আল মুসাভী

ভগ্নী মিসেস আর, এস, হোসেন "নবনূরের" একজন সুযোগ্য লেখিকা।...লেখিকাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে হয়।

...নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধতাচরণ করা হইবে।...

অর্দ্ধাঙ্গী: মিসেস আর, এস, হোসেন

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। "গোলামী"তে অবিশ্বাস করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টানী ছাড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে বাস্তবিক গোলাম নই, তবু আলস্যবশতঃ দাসী হইয়া আছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।...

কবিতাগুচ্ছ: কায়কোবাদ, ইমদাদুল হক, লাবণ্যপ্রভা গুহ

গ্রন্থ-সমালোচনা

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—সৈয়দ মর্ত্তুজা। —শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সম্পাদিত।...

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩১১

ক্রুসেড্ বা খৃষ্টান-ধর্ম্মযুদ্ধ: দলিলউদ্দীন আহমদ

আধুনিক শিক্ষা: খয়রখাহ্ মুনসী[২]

১ "মহাকবি কালিদাস-কৃত ঋতুসংহারের অনুবাদ"।

২ পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত "অবনতি-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধের জবাব।

...বর্তমান যুগের স্কন্ধে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ আরোপ না করিয়া অন্য স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যতদিন সে কারণের অনুসন্ধান করিয়া সমাজ তাহা দূর না করে, ততদিন তাহার পৃষ্ঠে মিসেস [আর, এস,] হোসেনের ন্যায় সবল হস্তের কষাঘাত পড়িতে থাকুক।

বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান: মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা

...সাময়িক সাহিত্যে মুসলমানের গুণাবলীর উপযুক্ত সমাদরের অভাব যে সর্ব্বত্র দেখা যাইবে, তাহা নয়।...[হিন্দু লেখকগণ মুসলমানের] গুণকীর্ত্তন করিতেন না এই যা দুঃখ। সুখের বিষয়, তাঁহারা এখন সে বিষয়েও পরাঙমুখ নহেন। আমাদের এ উক্তির সমর্থনে এখানে একবার রবীন্দ্র বাবুর 'কাহিনী'র উদ্‌ঘাটন করা যাউক। ...ক্ষুদ্র নাটিকা 'সতী''।...

...তাঁহার [আকবরের] সময় এই প্রকার [হিন্দু-মুসলিম] পরিণয় বহুল সংঘটিত হইয়াছিল ; —এমন কি তাঁহার মত আর দু'একটি মুসলমান নরপতি ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিলে হয়তঃ হিন্দু-মুসলমান বিবাহ এক প্রকার চলিত প্রথাই হইয়া যাইত,—কিন্তু তাহা হয় নাই। বুঝি ভারতের ভাগ্যে দাসত্ব লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়াই তাহা হয় নাই।...

...ক্ষীরোদ বাবুর ''রঘুবীর'' নাটকখানি একবার সংলগ্নচিত্তে পাঠ করিতে অনুরোধ কবি।...কি সুন্দব, কি স্বাভাবিক রমণীয় চিত্র।

শাহ্‌জাদা মোহাম্মদ: কমলহরি মুখোপাধ্যায়

গোকুল-গাথা: বেনোয়ারীলাল গোস্বামী

একেই কি বলে অবনতি ?: নওশের আলী খান ইউসফজী

...মিসেস্ আর, এস, হোসেন সাহেবার লিখিত ''আমাদের অবনতি''...পড়িয়া সুখী হইলাম ; কিন্তু সকল বিষয়ে একমত হইতে পাবিলাম না।

...অলঙ্কারগুলি যেন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু...[মেয়েলী] পোষাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নত হইতে পারিবে না ?...

...স্বর্গোদ্যানে আপনারাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলেন, ট্রয়-সমরের আপনারাই নায়িকা ছিলেন, লঙ্কাকাণ্ড আপনাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও আপনারাই অভিনেত্রী ছিলেন। তাই ভয় হয়, আপনারা আবার জাগিলে না জানি কি কাণ্ড সংঘটিত হয়।...

আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

কবিতাগুচ্ছ: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ইমদাদুল হক, রাধিকাচরণ বরাট, সরলাবালা দেবী, বামাচরণ রায় চৌধুরী, নূর রহমান খাঁ

গ্রন্থ-সমালোচনা:

পরিত্রাণ কাব্য—সেখ ফজলল করিম প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। ১৩১০ সাল। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

...অল্পদিনের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দং) সম্বন্ধে আমাদের দুইখানি কাব্য হইল,...একখানিও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য নহে।

...সমালোচ্য কাব্যখানি বাহ্যদৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও কবি মোজাম্মেল হকের গ্রন্থাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট।...কেবল ব্যবহার-বিরল আভিধানিক-শব্দ-সমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এ কাব্যখানিও উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরে বর্ণনা প্রাণহীন ও শ্রীভ্রষ্ট না হইলে অন্ততঃ বিষয়-গৌরবেও লেখকের সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জিত হইতে পারিত। লেখক সংযমের অভাবেই স্বীয়

স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। নূতন শিল্পীর কাব্যরচনার চেষ্টায় এতটা অসংযম, আড়ম্বর ও ধৃষ্টতা ঘোর বিগর্হিত।...

...বস্তুতঃ ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমত্তায় আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম ; তিনি আমাদিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন?...

দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩১১

ক্রুসেড বা খৃষ্টান ধর্ম্মযুদ্ধ : দলিলউদ্দীন আহমদ

হারুণ-উর-রসিদ : খোন্দকার গোলাম আহ্‌মদ

কোরাণ শরীফের ইতিবৃত্ত : চারুচন্দ্র মিত্র

রসনা-পূজা : মিসেস আর, এস, হোসেন

...ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনাপূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইঁহাদিগকে "রসনা-পরস্ত" (রসনা-উপাসক) বলি, তবে বোধহয় অন্যায় হইবে না। এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে "বুৎপরস্তি"ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহলাভের নিমিত্ত "নজর ও নেয়াজ" দিতে হয়।...

হেমন্ত-বর্ণন [কবিতা] : সতীশচন্দ্র রায়[১]

ফটো-চিত্র : রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় : খায়রন্নেসা

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব? : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সক্ষম ভিক্ষুক : হামেদ আলী

১ 'ঋতুসংহারে'র অনুবাদ।

কবিতাগুচ্ছ: ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, সরলাবালা দেবী, কৃষ্ণদাস চন্দ্র, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, যোগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত

গ্রন্থ-সমালোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা: পৌষ ১৩১১

ঈদ [কবিতা]: কায়কোবাদ

ঋষিকল্প ফজিল আয়াজ: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

তরুলতা [গাথা]: ইমদাদুল হক

মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত: আবদুল করিম

কাঞ্চনজঙ্ঘা [কবিতা]: মিসেস আর, এস, হোসেন

বাঁদী ও ঝি [গল্প]: মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা

জুলী [গাথা]: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

সতরঞ্জ-ক্রীড়া: মোজাম্মেল হক

গান: সতীশচন্দ্র রায়

দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা: মাঘ ১৩১১

সার্দ্ধ সপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত: মোহাম্মদ মহ্‌তসম বিল্লা চৌধুরী

মহারাজ রাজবল্লবভ সেনের জীবন-চরিত: আবদুল করিম

শিশির-বর্ণন [কবিতা]: সতীশচন্দ্র রায়[১]

ঐসলামিক যৎকিঞ্চিৎ: [ইমদাদুল হক]

> ...বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে "মুসলমান" লইয়া একটু অপ্রীতিকর আলোচনা না করিলে তাঁহার ["পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী"র] প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয় না।...

১ 'ঋতুসংহারে'র অনুবাদ।

গান : অনঙ্গচন্দ্র দত্ত

দুইখানি নূতন গ্রন্থ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার[১]

অভ্যর্থনা [কবিতা] : শশাঙ্কমোহন সেন

সুকৃতি : নওশের আলী খাঁ ইউসফজী

মেথরানীর আবেদন : "শ্রীমতী চন্দ্রাননী মেথরানী"

কবিতাগুচ্ছ : [সৈয়দ এমদাদ আলী], লাবণ্যপ্রভা গুহ, সরলাবালা দেবী, মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, ও. আলী, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩১১

আবাহন [কবিতা] : কায়কোবাদ

মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত : আবদুল করিম

দুইখানি নূতন গ্রন্থ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

মাসিক সাহিত্য

আমাদের ইতিহাসপাঠের আবশ্যকতা : কাজী মফিজউদ্দীন আহমদ

লাভের হিসাব [কবিতা] : শশাঙ্কমোহন সেন

ঈদুজ্জোহা : রামপ্রাণ গুপ্ত

নায়াকর সাম্রাজ্য : ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল

পীর শাহ্ শাহী : মতীয়র রহমান [খান]

কবিতাগুচ্ছ : আজিজুর রহমান, অজ্ঞাত, সরলাবালা দেবী, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, লাবণ্যপ্রভা গুহ

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩১১

পীর শাহ্ শাহী : মতীয়র রহমান [খান]

আশীর্ব্বাদ [গল্প] : মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা

১ রামপ্রাণ গুপ্তের 'হজরত মোহাম্মদ' ও ইমদাদুল হকের 'মোসলেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা' বইদুটির আলোচনা।

নায়াকর-সাম্রাজ্য : ব্রজসুন্দর সান্যাল

বসন্ত-বর্ণন : সতীশচন্দ্র রায়[১]

মহাবাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত : আবদুল করিম[২]

সাহিত্য ও সাহিত্যসমিতি : নওশের আলী খাঁ ইউসফজী

কবিতাগুচ্ছ : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত,[৩] সরলাবালা দেবী, ফাতেমা, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শেখ ফজলল করিম

গ্রন্থ সমালোচনা

মোগলবংশ—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।...

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১২

প্রার্থনা [কবিতা] : [সৈয়দ এমদাদ আলী]

আলিগড় কলেজ : তসদ্দুক আহ্‌মদ

খলিফাগণের শাসননীতি : রামপ্রাণ গুপ্ত

ওসমান ও জগৎসিংহ : ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান

...ওসমান জগৎসিংহ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন না। জগৎসিংহের চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।...

আনার-কলি : কমলহরি মুখোপাধ্যায়

আওরঙ্গজেবের পুত্রকন্যাগণ : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

১ 'ঋতুসংহারে'র অনুবাদ

২ সম্পাদকের টীকা : "...ইতিহাসের হিসাবে ইহার [এই রচনার] যৎসামান্য মূল্যও নাই। যে চরিতাখ্যায়ক 'সেরাজদ্দৌলার কঠিন ক্রূর স্বভাব, অসদাচার ও অবিচারের কথা স্মরণ' করিয়া 'কোন মতেই মীরণের' নবাব-হত্যারূপ 'নিষ্ঠুরতা দোষের প্রতি দোষার্পণ করিতে ইচ্ছা' করেন নাই, রাজা রাজবল্লভের জীবনকীর্তনচ্ছলে তিনি যে ন্যায়ের সমর্থন না করিয়া স্তাবকরূপেই স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।...রাজবল্লভের ন্যায় পাপীর জীবন কাহিনী অন্ধকারে ডুবিয়া যাউক, তাহাতেই তাহার আত্মা শান্তিলাভ করিবে।"

৩ "মন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত" "শোক-গাথা"।

কবিতাগুচ্ছ: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ফাতেমা, লাবণ্যপ্রভা গুহ, অজ্ঞাত, ফজলর রহমান খাঁ, কায়কোবাদ

মাসিক সাহিত্য

গান: সবলাবালা দেবী

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

মুছে ফেল [কবিতা]: [সৈয়দ এমদাদ আলী]

ভ্রাতা-ভগ্নী [কথোপকথন]: মিসেস আর, এস, হোসেন

খলিফাগণের শাসননীতি: রামপ্রাণ গুপ্ত

আলিগড় কলেজ: তসদ্দুক আহমদ

দীক্ষা [গল্প]: কেশবচন্দ্র গুপ্ত

ওসমান ও জগৎসিংহ: ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান

কবিতাগুচ্ছ: সতীশচন্দ্র রায়, অজ্ঞাত, চারুবালা দেবী,

মাসিক সাহিত্য

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩১২

মিঃ আমীর আলী, এম, এ, সি, আই, ই:

বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে নেটিভলভ্য শ্রেষ্ঠ রাজকার্য্যে থাকিয়া যে কয়জন মুসলমান যশস্বী ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন, মিঃ আমীর আলী তাঁহাদের অন্যতম। তিনিই বঙ্গদেশের প্রথম মুসলমান ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম মুসলমান এম, এ, এবং বঙ্গীয় হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি।...

...১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উজ্জ্বল রত্ন আমীর আলী [চুঁচুড়ায়] জন্মগ্রহণ করেন।...

...হুগলী কলেজেই শিক্ষা...।...শ্রদ্ধাস্পদ লেখক অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।... উভয়ে একত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আমীর আলীও প্রথম দ্বাদশ জনের মধ্যে একজন হইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন।...

মিঃ আমীর আলী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রশংসার সহিত হুগলী কলেজ হইতে ইতিহাস ও অর্থনীতি শাস্ত্রে এম, এ, ও তৎপর বি, এল, পাশ করেন।...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ মিঃ আমীর আলীকে ১৮৬৮ সালের Government of India Scholar মনোনীত করেন। তিনি পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন। ... ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Inner Temple এ ব্যারিষ্টাররূপে গৃহীত হন এবং সেই বৎসরই...কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন।...

...প্রায় পাঁচ বৎসর...পর তিনি...প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। ...সেই বৎসরই বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে তদীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করেন, এবং ১৮৮৩ সনে... সুপ্রিম কাউন্সিলে স্থান ...।

...১৮৮১ সনে ...আবার হাইকোর্টে Practice...।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।...১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলে পর লর্ড ডাফারিন...সি, আই, ই, উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

১৮৯০ সনে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় হাইকোর্টের জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।...গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই

উক্ত গৌরবজনক পদে নিযুক্ত করেন।... তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল অতি প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যদিও মিঃ মাহ্‌মুদের ন্যায় তিনি অতি বিচক্ষণ বিচারপতি ছিলেন না, তথাপিও বিচার বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রমাণিত।

...তিনিই Central Muhammedan Association এর স্থাপয়িতা। যে ত্রয়োদশ বর্ষকাল তিনি এই সমিতির সম্পাদক পদে ব্রতী ছিলেন, ...।

মিঃ আমীর আলী স্বধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ...।

১৮৮৬ সনে কংগ্রেসের নেতাগণ তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য ...আহ্বান করিলে...তিনি... উক্ত মহাসমিতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন।...

মিঃ আমীর আলী...আজ ইংলণ্ডবাসী হইয়াছেন।...

সাধু-বচন: যদুনাথ সরকার[১]

খলিফাগণের শাসননীতি: ফজলর রহমান খাঁ।

রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান: লেহাজউদ্দীন আহমদ

...যে সমস্ত মুসলমান বর্ত্তমানের দুই একটি কার্য্যের দোহাই দিয়া হিন্দুদের সহিত কংগ্রেস প্রভৃতিতে যোগ দিবার জন্য মুসলমানদিগকে সজোরে আহ্বান করিতেছেন, আমরা তাঁহা-দিগকে কূটবুদ্ধি, স্বার্থপর, উচচাকাঙক্ষী প্রভৃতি অযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত করিতে চাহি না। ...তাঁহারা বর্ত্তমান

---

১ "ফার্সি হইতে"। টীকা: "রাজা আয়ামল "দস্তুর্-উল্-আমল্-এ-আগহী" নাম দিয়া আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্রের এক সংগ্রহ বাহির করেন। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে ঐ বহির যে হস্তলিপি আছে, তাহার শেষে..."মহাত্মা সাধু উপদেষ্টাগণের বচন ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ" করিয়াছেন।... তৎসমুদয়ের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।"

দেখিয়া ভবিষ্যত না ভাবিয়া সম্পূর্ণ প্রতারিত হইতে যাইতেছেন। ...কিন্তু যখন The survival of the fittestএর সময় আসিবে, তখন রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের অস্তিত্বও দৃষ্টিগোচর হইবে কিনা ঘোর সন্দেহের কথা।...মুসলমানকে হয়ত তখন মুখনিঃসৃত পিয়াজের দুর্গন্ধাপরাধে সভা হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।...

অতএব ভাই হিন্দু, অগ্রে আমাদিগকে মুসলমান হইতে অবসরটুকু দাও, এবং পার যদি গিরিশ বাবুর ন্যায় পুস্তকাদির অনুবাদ কার্য্যে আমাদের সহায় হও, তারপর রাজনীতিক্ষেত্রে এক হইতে ডাকিও।

দীক্ষা [ঐতিহাসিক উপন্যাস]: কেশবচন্দ্র গুপ্ত

'বেলী' [কবিতা]: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

নব্যভারতে 'গুরু গোরক্ষনাথ': সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ: সরলাবালা দেবী, ঊষাপ্রমোদিনী দাসী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সতীশচন্দ্র রায়

গ্রন্থ-সমালোচনা

চণ্ডীদাস-চরিত...শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রণীত।...

সচিত্র বাঙ্গালা-শিক্ষা...শ্রীআবিদ আলী খাঁ কর্ত্তৃক প্রণীত।...

মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-সোপান...মুনসী ছমিরউদ্দীন আহম্মদ প্রণীত।...

বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩১২

মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুৎসব [কবিতা]: কায়কোবাদ[১]

ত্রিপুরা জাতি: সতীশচন্দ্র ঘোষ

ভাষাবিচ্ছেদ: একিন্‌উদ্দীন আহ্‌মদ

১ "মহাকবি মধুসূদনের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক মৃত্যুৎসব উপলক্ষে তদীয় সমাধি-প্রাঙ্গনে পঠিত।"

> ...এবারকার মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন পশ্চিম গাঁও—লাকসামে হইয়াছে। "সোলতান" নামক সাপ্তাহিক পত্রে উক্ত সমিতির যথাযথ রিপোর্ট পাইব আশা করিয়াছিলাম...।[১]

খলিফাগণের শাসননীতি : ফজলর রহমান খাঁ

মোগল স্মৃতি : এস, এম, সফিয়র রহমান

আমেনা-কুমার : চারুচন্দ্র মিত্র

বঙ্গসাহিত্যে গীতিকাব্য : রমেশচন্দ্র বসু

দীক্ষা : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

কবিতাগুচ্ছ : বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশাঙ্কমোহন সেন, সরলাবালা দেবী, আজিজর রহমান, চারুবালা দেবী

গ্রন্থ-সমালোচনা

দেশের কথা। ১ম ভাগ। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।...

তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩১২

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান : মোহাম্মদ মনিরজ্জামান [ইসলামাবাদী]

> ...ইসলাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি 'কোরান' ও 'হাদিস' শরীফের প্রতি নির্ভর করে। "কোরান শরীফের" কোন সুরা, কোন আয়ত, কোন শব্দ, কোন বর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের প্রতিকূল নহে। হাদিসের মধ্যে যে সকল প্রকৃত হাদিস, অর্থাৎ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের পবিত্র বাণী বলিয়া ঠিক জানা গিয়াছে, তাহার কোন অংশ যুক্তি ও বিবেকের বিপরীত নাই। শত সহস্র হাদিস এইরূপ আছে, যাহাকে হজরতের পবিত্র বাণীর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে; কিন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে

১ সম্পাদকের টীকা : "শিক্ষাসমিতি জিনিষটা মোটের উপর খুবই ভাল। কিন্তু... এই সমিতিতে এমন অনেক লোককে অবলীলাক্রমে পরিচালকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাঁহাদিগের উপর সমাজ কোন রকমেই আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। ...আমরা এই সমিতির অন্ধ স্তাবক নহি।"

তাঁহার বাক্য নহে। ইহা মনে রাখা আবশ্যক, যেসকল হাদিস জ্ঞান ও যুক্তির প্রতিকূল সেই সকল প্রকৃত প্রস্তাবে হজরতের পবিত্র বাণী নহে।..

ত্রিপুরা জাতি: সতীশচন্দ্র ঘোষ

স্পেন স্মরণে [কবিতা]: সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

দীক্ষা: কেশবচন্দ্র গুপ্ত

খলিফাগণের শাসননীতি: ফজলর রহমান খাঁ

রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান: খয়েরখাহ মুনশী[১]

...গবর্ণমেণ্টের মনোহর বাক্যের প্রলেপ মুসলমানের চক্ষু দীর্ঘকাল বন্ধ রাখিতে পারে নাই। ইংরাজের কর্ম্মশালার বহু দ্বার এদেশীয়ের পক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মুসলমান প্রীতির বশে তাহার এক-টাও খুলিয়া দেন নাই।...গবর্ণমেণ্টের নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিজাতি; উভয়েব ক্ষমতা লাভই ইংরাজের সমান স্বার্থবিরোধী।..

ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এজন্যই দেখা যাইতেছে যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।...মুসলমানগণ এক যুগ ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন। তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে?

রাজনীতিক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন আবশ্যক, সুখের বিষয় তাহা দেখাও যাইতেছে।...

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুসলমানের অবনতি চরমে উঠিয়াছে। এখন আর বাক্ বিতণ্ডার সময় নাই। প্রকৃত কার্য্যের সময় আসিয়াছে; সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতিসাধন জন্য যত্নশীল হইতে হইবে।...

১ লেহাজউদ্দীন আহমদ-রচিত 'রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান' (নবনূর, আষাঢ়, ১৩১২) প্রবন্ধের জবাব।

আগ্রা-কাহিনী : মতীয়র রহমান

স্থলতান ২য় মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার : হামেদ আলী

কবিতাগুচ্ছ : অনুপমা দেবী, তারাপ্রসন্ন ঘোষ, আজিজর রহমান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী

গ্রন্থ-সমালোচনা

মতীচূর,—মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ...কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা শ্লাঘার বিষয়।...তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।...

মতীচূর-রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ মান্দ্রাজের Christian Tract Societyর প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।...

সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা।...মতীচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন স্থফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।...

এসলামের প্রভাব ও ধর্ম্মনীতি—মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ প্রণীত।...

তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩১২

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ : একিনুউদ্দীন আহমদ

বড়লাট লর্ড কর্জ্জন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাঙ্গলা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন।...

লাট সাহেব ইঙ্গিত ইসারায় বলিয়াছেন যে, নূতন বাঙ্গলা প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হইবে; তাহাতে কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্ট নহে। মুসলমানগণ একমত হইয়া লাট বাহাদুরের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে।...

...দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। গবর্নমেণ্ট নূতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন।...

...লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বিনা কারণে হঠাৎ এই সৃষ্টি-ছাড়া প্রস্তাবের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের শান্তি অপহরণ করিয়াছেন।...

নব-উদাসীন [গল্প]: ফাতেমা

খলিফাগণের শাসননীতি: ফজলর রহমান খান

গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে "প্রতাপাদিত্য": [ইমদাদুল হক]

...মুসলমানের কোন হীন চরিত্র যখন হিন্দুরা অঙ্কিত করেন, অথবা হিন্দুর কোন হীন চরিত্র মুসলমানে অঙ্কিত করেন, তখন এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, একের হীন আদর্শ শুধু অন্যের আদর্শের উচ্চতা প্রদর্শন করিবার জন্যই অঙ্কিত না হইয়া পড়ে।...

...যখন এত বড় বড় রাজনৈতিক বজ্র আমাদের উভয়ের মাথার উপর পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য অতীত ইতিহাসের ভাল অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ যাহাতে উভয়ের নিকট যথারীতি সম্মান লাভ করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কি কর্ত্তব্য নহে?

সুলতান ২য় মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার: হামেদ আলী

বিপদ-মঙ্গল [কবিতা]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

স্বদেশানুরাগ: খায়রন্নেসা

এই মহা [বঙ্গভঙ্গ] আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়।...

ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী সাড়ী পরিত্যাগ করি; বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ইত্যাদি ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেণ্ডারের পরিবর্ত্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী-সু পায়ে দিয়া হুচট্ খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই।...

পূর্ব্বরাগ [কবিতা]: বেনোয়ারীলাল গোস্বামী

আগ্রা-কাহিনী: মতীয়র রহমান

কবিতাগুচ্ছ: চারুবালা দেবী, আজিজর রহমান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সরলাবালা দেবী, মনীন্দ্রকুমার রায়[১]

তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩১২

উত্থান-গীতি [কবিতা]: [সৈয়দ এমদাদ আলী]

স্বদেশী আন্দোলন: [মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা]

...এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একত্রাবস্থান-জনিত যে একটা সাম্য সংস্থাপিত হইয়া গেছে তাহার উচ্ছেদন বা উৎপাটন সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় যত কিছু যেরূপ ভাবেই আমাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন এ সাম্য এ ঐক্য এ সামঞ্জস্য যাইবার নহে। তবে, এ সাম্য যে এখন অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কারণ প্রীতির অভাব।...

ইংরাজ আমাদের উন্নয়ন কার্য্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাঁহার ভেদনীতিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।...

১ 'কবিতাগুচ্ছে'র পর "বিশেষ দ্রষ্টব্য" শিরোনামায় বিজ্ঞপ্তি আছে: "এই সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"
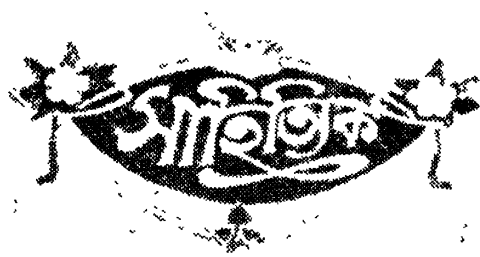
এখানে রাজ্যস্থাপন করিতে আসিয়া ইংরাজ সহজেই বুঝিয়া ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে এক মহাশক্তি গঠিত হইয়াছিল তাহার অভ্যন্তরে বৈষম্য উৎপাদিত করিয়া প্রতিহত করিতে না পারিলে তাঁহার রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে পারিবেন না।...

...আমরা লেখাপড়া শিখি ইহাতে হয়ত তিনি আপত্তি করিতেন না—যদি আমরা আমাদের শিক্ষার শক্তিটুকুকে শুধু দপ্তরের হিসাব নিকাসের কার্য্যে ব্যয়িত করিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইতাম। দেশের শাসনকার্য্যে ন্যায্য দখল পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন ...অতঃপর আমাদের উচ্চ-শিক্ষার পথ রোধ করিতেও তাঁহাকে পথ দেখিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বিধান এই পথের একটা চাল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।... কিন্তু এরূপ প্রভুত্বের ভিত্তি কখন সুদৃঢ় হইতে পারে না।... আমরাও অন্য পথ লইব। ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করা একেবারে অসম্ভব নহে।...

ভারতের নষ্ট মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাঙ্গালী অগ্রগামী হইয়াছে—তাই আজ সমস্ত ভারত বাঙ্গালীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে।...

...বলিতে কি আজ আমরা ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি লার্ড কর্জ্জনেরও স্তুতি গাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

মৃণালিনী [ঐতিহাসিক গল্প]: সরলাবালা দেবী
সুলতান ২য় মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার: হামেদ আলী
মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস: কেশবচন্দ্র গুপ্ত
ঋষিকল্প বশর হাফী: আফসর উদ্দীন আহ্‌মদ
আগ্রাকাহিনী: মতীয়র রহমান
কবিতাগুচ্ছ: ইমদাদুল হক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, উষাপ্রমোদিনী বসু

তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩১২

বহুবিবাহ : ইমদাদুল হক

...এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বিবাহের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ৩টি ; সন্তানোৎপাদন, সংযম ও জগতের কর্ত্তব্য-সাধন।... বহুবিবাহ দ্বারা বহু সন্তান জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু সংযম সাধনে যে ব্যাঘাত ঘটে, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন ; সুতরাং মানুষের কর্ত্তব্যপরায়ণতাও শিথিল হইয়া পড়ে।...

...সমান ব্যবহার যে একাধিক স্ত্রীর প্রত্যেকের সহিত করা মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, ইহা আমরা স্ব স্ব হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারি। অধিকাংশ মোসলেম শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে ইসলামের গূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে একাধিক বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ইহার নীতিবিরুদ্ধ।...

আমাদের দেশে যে স্ত্রী-সংখ্যাতিশয্য আছে অবস্থা বিশেষে লোকে বহুবিবাহ করিয়া তাহার উপায় বিধান করে।...

...মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ প্রথা যেরূপ অবস্থাভেদে বর্ত্তমান, তাহাতে ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় বেশ্যাশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব ও জারজ সন্তান সম্ভাবনার চিহ্নমাত্রেরও আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

ইসলাম চারিটি বিবাহের অনুমতি দিয়া থাকিলেও যে বস্তুতঃ এক বিবাহের পক্ষপাতি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।...

মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) যে বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন সমাজের ব্যবস্থানুসারে সম্যক অনুমোদিতই ছিল।...,

মাইকেলের স্বরচনায় স্বীয় ছায়া : রমেশচন্দ্র বসু

মুসলমানের সর্ব্বনাশ : মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা [১]

> ...ইংরাজী শিক্ষা-গ্রহণ ধর্ম্ম-বিগর্হিত মনে করিয়া, মুসলমানগণ ইহার অমৃতময় ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অনেকে হয়ত এরূপও মনে করেন; কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে।... অধিকাংশ স্থলে মুসলমান শিক্ষার্থীগণকে অর্থাভাবে অকালে ছাত্রজীবনের অবসান করিতে হয়।...
>
> ...আপনাকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে রাখিয়া মুসলমান আপনার মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে।...

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

কবিতাগুচ্ছ : চারুবালা দেবী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সরলাবালা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থ-সমালোচনা :

> গুঞ্জন,— জনৈক জননী রচিত।...
>
> কাসেম-বধ কাব্য বা শাহাদতে-ইমাম-কাসেম (আঃ)। আবুল মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী প্রণীত...। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।
>
> নবীবংশের সেই শোচনীয় 'কারবালা' যুদ্ধের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া এ কাব্যখানি বিরচিত। কাব্যের নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। কবি কিন্তু কবিত্বের রসোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রতিপাদ্য বিস্মৃত হইয়া কতকটা বিপথে চলিয়া গিয়াছেন। 'কাসেম-বধ' কাব্যে হোসেন-বধের অবতারণা করার আবশ্যকতা

[১] "শ্রদ্ধেয় জাষ্টিস্ সৈয়দ আমীর আলী সাহেব ১৮০২ সালের আগষ্ট এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের "Nineteenth Century" পত্রিকায় "A Cry from Indian Mussalmans" এবং "An Indian Retrospect; and Comments" শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানের সর্ব্বনাশের কথা অতি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল।"

আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমাদের মতে প্রতিপাদ্য কথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন, গ্রন্থের রচনাংশে লেখক অনেক স্থানে অন্য কবির ভাবাদি অনুকরণ বা অপহরণ (যাহাই বলুন) করিয়াছেন। তবে সুখের বিষয় যে, তাহাতে তাঁহার গুণপণার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইল না। মধ্যে মধ্যে 'হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনী'কে লইয়া মধুপূর্ণ ভাবে মধুচক্র গড়িয়া বঙ্গের পাঠককে মধু বিতরণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলে তাঁহার এই কাব্যখানি উপাদেয় না হইবার কোন কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পারি যে, যেখানে যেখানে তিনি সংযতভাবে ও বিনা উল্লম্ফনে স্বাধীনপথে বিচরণ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার সহজ বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বশক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইযাছে। উপরে যে সমস্ত ত্রুটির কথা লিখিত হইল, তাহার কথা বিস্মৃত হইযা বলিতে গেলে, কাব্যখানি বেশ সুন্দর হইযাছে।...

...আমাদের এই কাব্যকার স্বীয় রচনায় original thoughtএর অভাব নাই বলিয়া নিজেই অহংজ্ঞানে মত্ত। যাঁহার কাব্যে বঙ্গভাষার এমন আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা থাকে, তাঁহার original thoughtএর কি করা কর্ত্তব্য পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। লেখকের মতিগতি সুপথে পরিচালিত হউক, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আমরা দুঃখের সহিত এই সমালোচনার উপসংহার করিলাম।

তৃতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩১২

ঈদ [কবিতা] : [সৈয়দ এমদাদ আলী]

অভিভাবক [গল্প] : [মৌলভী হেদায়েতউল্লা]

ভাঙ্গা-মসজিদ [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

খাদেম [গল্প]: কেশবচন্দ্র গুপ্ত

মায়াবালিকা [গাথা]: ইমদাদুল হক

ঈদ-সম্মিলন [কবিতা]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

হাফেজা [গল্প]: [সৈয়দ এমদাদ আলী]

নির্ম্মলা [গল্প]: ভূপেন্দ্রনাথ দাস

কবিতাগুচ্ছ: বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কায়কোবাদ, আজিজর রহমান

ঈদ-সম্মিলন: মিসেস আর, এস, হোসেন

তৃতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা: মাঘ ১৩১২

একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর: যদুনাথ সরকার[১]

সুলতান সালাদিন: রামপ্রাণ গুপ্ত

'মহাশ্মশান কাব্য': ফজলর রহমান খাঁ

...কবি কায়কোবাদের প্রতিভা আছে; "মহাশ্মশান" তাহারই স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র।...

...গ্রন্থকার যেরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় নানা বীর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়...।

ভুলেছ কি সেই দিন? যে ধর্ম্ম-গৌরব?...
... মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডের মত
যাহার পবিত্রধ্বজা ধ্বংসিয়া য়ুরোপ...[২]

...স্বভাববর্ণনে কবি কায়কোবাদ সিদ্ধহস্ত।...প্রকৃতির প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত দোষে তাহার কাব্যের মূল বিষয়

১ সপ্তদশ শতাব্দীর সোনদ্বীপের রাজা দিলাওয়ার।

২ লেখকের টীকা: "আমরা কেন, কোন ঐতিহাসিকই এই মত সমর্থন করিবেন না।...অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে ইস্‌লাম গৌরবের আসনে সমাসীন করিয়াছিল মাত্র, কখনও তাহার ধ্বংস সাধন করে নাই। কবি এস্থলে এই কয়টি লাইনের মধ্যে দুই বিসংবাদী মতের একত্র সমাবেশ করিয়া হাস্যাস্পদ কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। কেবল বীরোচিত ভাষাই কাব্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করে না, তৎসঙ্গে ভাবের সঙ্গতি থাকাও একান্ত দরকার।"

অনেক স্থানে বর্ণনা-চাপা পড়িয়াছে। ...অনেক স্থানের বর্ণনা প্রদান করিতে যাইয়া তিনি একঘেয়েমির (monotony) চূড়ান্ত করিয়াছেন। মহাকাব্য-লেখকের পক্ষে এ ক্রটী অমার্জ্জনীয়।...

গান অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এমন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পূর্ণ প্রাণ মাতানো গান আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা।...

...গ্রন্থকার ভারতীয় মুসলমানদিগকে যে রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে...লজ্জায় বদন আপনি নত হইয়া পড়ে।...আমরা চাই নৈতিক আদর্শ, আমরা চাই কর্ত্তব্যে প্রাণ উৎসর্গ করিবাব প্রেরণা। বড়ই পরিতাপের বিষয় মুসলমান কবি এ বিষযে মুসলমান সমাজকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়াছেন।...কবি আসুরিক শক্তি ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহাব কাব্য এ দুর্দ্দিনে প্রকাশ না হওয়াই ছিল ভাল।...
...যতটুকু ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার দরকার, গ্রন্থকারের তাহা নাই...। তাঁহার সহানুভূতির সমস্তই তিনি হিন্দু চরিত্র-চিত্রণকালে ব্যয় করিয়াছেন, স্বজাতীয়ের জন্য তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ট রাখিবার অবসর পান নাই।...

...একজন মহামনা হিন্দু ["অধ্যাপক যদুনাথ সরকার"] আওরঙ্গজেবের কলঙ্ককালিমা ক্ষালন করিতে চেষ্টিত, আর একজন মুসলমান তাহাতে নূতন [কলঙ্ক] রঙ্গ লাগাইতে ব্যস্ত।...

...কোন কাব্যকারকে স্বীয় গ্রন্থোক্ত কোন রমণীর মুখে আপনার ও ভগ্নীর সতীত্বনাশের কথা বলাইতে দেখিয়াছেন?... যে রমণীবৃন্দের মধ্যে তাঁহার [কবির] জননী-ভগিনী, বনিতা-দুহিতাও আছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল না?...[১]

১ এরপর প্রকৃত ইতিহাস ও 'মহাশ্মশানে' তার রূপান্তর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

"মহাশ্মশানের" ভূমিকা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা উচিত। প্রকৃত সাহিত্যসেবীর যতটুকু বিনয় থাকা কর্ত্তব্য আমরা কায়কোবাদ সাহেবের ভূমিকায় তাঁহার অভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম।...

শপ্ত ভবন [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

"প্রবাসী"র মক্কাযাত্রা [প্রতিবাদ]: ওসমান আলী

আগ্রাকাহিনী: মতীয়র রহমান খান

কবিতাগুচ্ছ: তারাপ্রসন্ন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন

গ্রন্থ-সমালোচনা

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত।...

মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আল্‌ফসানী (কদঃ)। জীবনচরিত। শেখ ফজলল করিম সঙ্কলিত।...

...এই মহাপুরুষের মহনীয় স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও প্রবল ধর্ম্মানুরাগ মোসলেম জগতের অবশ্য অনুকরণীয়। শেখ সাহেব বঙ্গভাষায় তাঁহার জীবন-কথা প্রচারিত করিয়া আমাদিগকে পরম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিলেন। এই গ্রন্থখানি ঠিক জীবন-চরিতের ধরনে লিখিত না হইলেও মোটের উপর তাহা সুখপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উপক্রমণিকাংশে 'তরিকা'গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিলে গ্রন্থের উপকারিতা বৃদ্ধির সহিত সাধারণের বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইত, বোধহয়।...

নামাজ শিক্ষা—আবদুল জব্বার প্রকাশিত।...

অশ্রুহার। শ্রীআবদুর রহমান প্রণীত ও প্রকাশিত।...

...ইহা একখানি কবিতাপুস্তক।... মহরম... প্রভৃতি কবিতাগুলির ভাবনিচয় অতি মনোরম; কিন্তু লেখক এ কবিতাগুলিও ভালরূপে পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। তবে

আমাদের আশা আছে, এই নবীন লেখক কবিতা লেখার চর্চা রাখিলে সময়ে একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন।

তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩১২

কোরানের ৩১ সুরা, লোকমান : তস্‌লিমউদ্দীন আহ্‌মদ

সুলতান সালাদিন : রামপ্রাণ গুপ্ত

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

সৌরজগৎ [গল্প] : মিসেস আর, এস, হোসেন

দেওয়ালী : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতাগুচ্ছ : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন, বীরেশ্বর গোস্বামী, আজিজর রহমান

গ্রন্থ-সমালোচনা

অশোকা, একখানি কাব্যগ্রন্থ, শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী বিরচিত।...

কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প, উপরোক্ত গ্রন্থকর্ত্রী প্রণীত।...

আর্য্যধর্ম্ম, ১ম ও ২য় খণ্ড। শেখ আবদোস্‌ সোবহান কর্ত্তৃক প্রণীত ও ঢাকা এস্‌লাম কুটীর হইতে প্রকাশিত। সন ১৩১১। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি ধর্ম্ম-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ।...কোন্‌টি প্রকৃত 'আর্য্যধর্ম্ম', তাহার বিনিশ্চয়ার্থ এই গ্রন্থের প্রচার।... লেখক কেবল হিন্দু, ব্রাহ্ম, য়িহুদী, খ্রীষ্ট ও ইস্‌লাম—এই ধর্ম্ম-পঞ্চকের আলোচনা করিয়াছেন;...এখানেই একটা প্রধান খটকা দাঁড়াইল।

এরূপ গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ পাণ্ডিত্য, যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞান, যেরূপ গবেষণা, সর্ব্বোপরি যেরূপ নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতার প্রয়োজন, বর্ত্তমান গ্রন্থ-প্রণেতার নিকট

তাহার কোন অভাব পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ধীরতা ও সংযমের অভাবে তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও স্বীয় উদ্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।...

এস্‌লামই যে প্রকৃত 'আর্য্যধর্ম্ম' নামের উপযুক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যখন যুক্তিতর্কে তাহার 'আর্য্যধর্ম্মত্ব' প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি, যুক্তিতর্কেই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতে না পারিলে চলিবে কেন ?...

তৃতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩১২

স্থলতান সালাদিন : রামপ্রাণ গুপ্ত

মালাবার উপকূলে ইস্‌লাম : এস, এম, আবদুল আহাদ

সৌরজগৎ [গল্প] : মিসেস আর, এস, হোসেন

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

বলদ (পবিত্র) নগরী : তসলিমউদ্দীন আহমদ

রসিক বাগ্দী [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নাম-শতক : মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা

কবিতাগুচ্ছ : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, আমীর হোসেন খাঁ, মনীন্দ্রকুমার রায়, আজিজর রহমান, নিরূপমা দেবী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বীরপূজা—শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইহা একখানি উপন্যাস। ...তিনি [লেখক] বঙ্কিমবাবুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং দামোদর বাবুর জামাতৃপদে বরিত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। তাঁহার এরূপ নিষ্ফল প্রয়াসে কোন লাভ নাই।

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৩

বর্ষ-আবাহন [কবিতা] : [সৈয়দ এমদাদ আলী]

কোরানের উনবিংশ সুরা, মরীয়ম : তসলিমউদ্দীন আহমদ

টিলাকুঠি [উপন্যাস] : অনুপমা দেবী

মহাকবি মসলেহউদ্দীন সাদী : মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা

আমগাছ [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

হাই এবনে ইয়কজান : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

প্রতিকার [গল্প] : যতীন্দ্রনাথ মজুমদার

কবিতাগুচ্ছ : বিজয়চন্দ্র মজুমদার, আজিজর রহমান, সরোজকুমারী দেবী, সরলাবালা দেবী, শেখ দেলওয়ার হোসেন

গ্রন্থ-সমালোচনা

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩[১]

কোরাণের উনবিংশ সুরা, মরীয়ম : তসলিমউদ্দীন আহ্মদ

আশা-জ্যোতিঃ : মিসেস আর, এস, হোসেন

হাই এবনে ইয়কজান : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১৩

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : তসলিমউদ্দীন আহ্মদ

মসলেহউদ্দীন সাদী : মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩১৩

পর্ব্বত গহ্বর সঙ্গী (আসহাব কহফ নামক পবিত্র কোরাণের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) : তসলিমউদ্দীন আহমদ

খিচুড়ী [পুস্তক-আলোচনা] : নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১ এই সংখ্যা থেকে নির্বাচিত রচনার তালিকা দেওয়া হল।

টিলাকুঠি : অনুপমা দেবী

ভিখারী : আফসরউদ্দীন আহমদ

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

তূতিনামা

কবিতাগুচ্ছ : শশাঙ্কমোহন সেন, মোঃ মোজাম্মেল হক, ঊষাপ্রমোদিনী বসু, নূরর রহমান খান

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩১৩

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : তসলিমউদ্দীন আহমদ

স্বদেশী-মঙ্গল : খয়েরখাহ মুনশী

টিলাকুঠি : অনুপমা দেবী

হাই এবনে ইয়কজান : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

আত্ম-দান [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সৎসাহস : মোহাম্মদ ইব্রাহীম

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩১৩

পর্ব্বত গহ্বর সঙ্গী : তসলিমউদ্দীন আহ্‌মদ

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস : কেশবচন্দ্র গুপ্ত

কোর্দ্দ জাতি : মোজাম্মেল হক

টিলাকুঠি : অনুপমা দেবী

স্বর্গীয় জাষ্টিস বদরুদ্দীন তায়েবজী

মোগল রাজবংশ : রামপ্রাণ গুপ্ত

বন্ধুবিয়োগ [কবিতা] : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ : আজিজর রহমান, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রন্থ-সমালোচনা

চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩১৩

পর্ব্বত গহ্বর সঙ্গী : তসলিমউদ্দীন আহমদ

আমীর আলী সাহেবের নূতন প্রবন্ধ

হাই এবনে ইয়কজান : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

"যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজোদ্দৌলা উপন্যাস" : [সম্পাদক]

এইরূপ অভিনব নামযুক্ত একখানি গ্রন্থ লইয়া ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম, ডি, বিরস চিকিৎসাচর্চ্চা হইতে সরস সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন।... ডাক্তার সাহেবকৃত এই কেতাবখানির রসাস্বাদন করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্ন হইতেই রুগ্ন হইতে হইবে কি না, গ্রন্থ পড়িবার নিয়মাবলীর মধ্যে এরূপ কোন কথা দেখা গেল না। আমরা কিন্তু সুস্থ অবস্থায় ইহা হইতে এক বিন্দুও রস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না।...

...পদ্যরূপ মৃত্তিকার গদ্যরূপ প্রতিমা —যেন সুবর্ণনির্ম্মিত প্রস্তর-পাত্র।...রচনামাত্রই হয় পদ্য নতুবা গদ্য। ইহা ভাষা ও সাহিত্যরাজ্যের চিরন্তন নিয়ম। যিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাঁহার স্থান ভাষা ও সাহিত্যজগতের বহির্ভাগে। যমজভগিনী রচয়িতার স্থান কোথায় তাহা বোধহয় এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন।...বঙ্গভাষা আপনার পরিপুষ্টিকল্পে মুসলমান-সাধনা প্রত্যাশা করে সত্য কিন্তু সেই সাধনার পথে এইরূপ সাহিত্যিক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে মুসলমান সমাজকেই মস্তক নত করিতে হয়।...

...ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন সাহেব ঔপন্যাসিক কবি। তাঁহার রচনা যেমন যুগপৎ গদ্য ও পদ্য তেমনি একাকারে কাব্য ও উপন্যাস। সৌন্দর্য্য এবং কল্পনামাধুর্য্য যদি কাব্য ও উপন্যাসের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজোদ্দৌলা উপন্যাস কাব্য বা

উপন্যাস কোন নামের যোগ্য হইবে না। গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ তৃতীয় সর্গে সহোদর-সহোদরা লইয়া তিনি যে চতুর কৌতুক-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অমার্জ্জিতরুচি বর্ব্বর সমাজেরও কেহ কল্পনায় আনিতে পারে কিনা সন্দেহ।... গ্রন্থমধ্যে যে সকল কুরুচির বিকাশ দেখা গেল, তাহাতে ভুবন-ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস করা দূরে থাক, গ্রন্থকার যে কলিঙ্গা-বাজার ব্যতীত কলিকাতার অন্য কোথাও ভ্রমণ করিয়াছেন এরূপ প্রতীতি হয় না।...

...উপন্যাসের অনন্যোপায় প্রেমিকগণকে প্রণয়িনী-লাভকল্পে বিভিন্ন উপায় ও পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাঘ্র-ছদ্ম ধারণপূর্ব্বক সরোবর তীরস্থ ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অবসরমত প্রেমিক আপনার স্নানরতা প্রেয়সী লইয়া পলায়ন করিয়াছে এরূপ কল্পনা ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাসপাঠকের নিকট বস্তুতই বিচিত্র।...

...যমজভগিনীর পদ ও বাক্য-প্রকরণ গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত।...মনে হয় বাঙ্গালা ভাষায় অচিরেই সৈয়দ আবুল হোসেন-রচিত একখানি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের আবির্ভাব হইবে।...

...যমজভগিনী কাব্য বহুলরূপে সটীক। আরও জ্ঞাতব্য এই যে, টীকাকার গ্রন্থকার স্বয়ং। রচনা অদ্ভুতরকমে দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই গ্রন্থকার টীকার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন কিনা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।...গেঁড়া দেওয়ার অর্থ যে চুরি করা টীকার মধ্যে তাহাও প্রাপ্তব্য। একস্থানে দেখা গেল, টীকাকার ব্যাখ্যা করিতেছেন, "বডি—Body. ইংরাজ রমনীদিগের পরিচ্ছদ।" Body—অর্থ অঙ্গ, ইংরাজ রমনীগণ যে পরিচ্ছদ-

বিশেষে অঙ্গ আবৃত করেন এবং আমরা সাধারণ কথায় যাহাকে বডি বলি তাহা Bodice; Body নহে। এটুকুও যাঁহার জ্ঞান নাই, তাঁহার "ইংলণ্ড ইউরোপ" অপিচ ভুবন-ভ্রমণ কথা সত্য হইলেও সংগুপ্ত থাকা ভাল। ..

.. এই পুস্তকের প্রশংসাপত্রের অধিকাংশ আমাদিগকে একটু বিস্মিত করিয়াছে। সেগুলি—অন্ততঃ কতকগুলি পড়িলে বোধ হয়—যেন সবগুলি একই লেখনী-প্রসূত। ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই পত্রগুলি যে ডাক্তার সাহেবের নিজের লিখিত, অথচ বিভিন্ন বন্ধুজন-নাম-চিহ্নিত, আমরা এরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি।...

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩১৩

বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব: [সম্পাদক][১]
আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ: তসলিমউদ্দীন আহমদ
টিলাকুঠি: অনুপমা দেবী
হাই এবনে ইয়কজান: মোহাম্মদ কে, চাঁদ
ইসলাম নূর [কবিতা]: চারুচন্দ্র মিত্র
ভুল-সংশোধন [কবিতা]

চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা: পৌষ ১৩১৩

"দুর্গাদাসে" আওরঙ্গজেব: [সম্পাদক]
হাই এবনে ইয়কজান: মোহাম্মদ কে. চাঁদ

১ প্রবাসীতে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কাব্যের অভিব্যক্তি" প্রবন্ধের সমালোচনা। এতে বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট কবি নন। 'সোনার তরী' শ্রেষ্ঠ না হোক, ভাল কবিতা। দ্বিজেন্দ্রবাবু রাগান্ধ ও prejudiced হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করছেন।

১৯০৩ **কোহিনুর** (মাসিক) ["২য় কল্প"]

সম্পাদক : এস, কে, এম, মহম্মদ রওশন আলী

'কোহিনুর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় জুলাই ১৮৯৮এ। দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (প্রকৃত প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯00) বের হবার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় বর্ষ কবে প্রকাশ পায়, জানা যাচ্ছে না। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল বলা হয়েছে ১২ ডিসেম্বর ১৯0৩। সে সংখ্যা কোহিনুর-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক পাংশা, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ১১৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতায় মুদ্রিত। ডিমাই ১/৮, পৃষ্ঠা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ১000, দাম তিন আনা।[১] পরের এপ্রিলেই এ বর্ষের শেষ সংখ্যা বেরিয়েছে।[২] এই অনিয়মের জন্যেই — তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকলে — তার কাল ১৯0৩ ধরছি। 'নবনূর' প্রথম প্রকাশের সময়ে 'কোহিনুরে'র দ্বিতীয় কল্প যে বের হয়নি, তা বোঝা যায় 'নবনূরে'র সূচনা থেকে।

দ্বিতীয় কল্পে 'কোহিনুর' পত্রিকার আখ্যাপত্রে লেখা থাকত: "হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মাসিকপত্র ও সমালোচনা"। পত্রিকার "অগ্রিম বার্ষিক মূল্য" দু টাকা ধার্য করা হলেও "অসমর্থ পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র"। এবারে পত্রিকার মুদ্রাকর অনেকবার বদলেছে। পঞ্চম বর্ষ থেকে সম্পাদক নিজেই প্রকাশ করেছেন পাংশা, ফরিদপুর থেকে। দ্বিতীয় কল্প চলতে চলতে তাঁর নামের প্রথমাংশ বাদ পড়ে "মোহাম্মদ রওশন আলী" হয়ে দাঁড়ায়। অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার পর এ পর্যায়ে আর পত্রিকা বেরিয়েছিল কিনা, জানি না। ১৯১১ সালে 'কোহিনুর' আবার নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে [১৯১১ দ্রষ্টব্য]।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯0৪।

২ ঐ, জুন ১৯0৪।

ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১২[১]

বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি বিতরণ সভা ও লর্ড কর্জ্জন : শ্রীজানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী[২]

কেন ? : ও, আলি, বি, এল[৩]

প্রাচীন কবি হাসিম পণ্ডিত : আবদুল করিম

বঙ্গভাষার মুসলমান লেখক ও মুসলমান সাহিত্য : আবদুল করিম

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

হিন্দু-মুসলমান [কবিতা] : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

সোলতান মাহমুদ : মোজাম্মেল হক

উচ্ছ্বাস [কাব্য] : শেখ ফজলল করিম

"মোসাদ্দসে হালী" উর্দ্দু ভাষার একখানি সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।...এই অমৃতোপম কাব্যের ফলে যুক্ত প্রদেশে মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটিয়াছে। বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই কষ্টসাধ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।...

বঙ্গভাষায় "মোসাদ্দস" ছন্দের অনুকরণ কষ্টকর, তবে করিতে পারিলে কিছু স্থায়ী লাভ হইত। আমি তাহা করিতে না পারিয়াই আপন পথে চলিয়াছি।...

...পশুর সমান হায়! তোমাদের নিদারুণ দশা,
অপমানে ঘৃণা নাই, সম্মানের নাহি কর আশা।
মুখর শ্যামল কুঞ্জে প্রেম-মুগ্ধ হয়ে দিবানিশি
কাটালে অমূল্য কাল, ডুবে গেল সৌভাগ্যের শশী।

১ নির্বাচিত রচনার তালিকা দেওয়া হল।
২ কার্জনের সমাবর্তন-ভাষণের সমালোচনা।
৩ জাপানের দৃষ্টান্ত-অনুসরণে জাগরণের আহ্বান।

নরকে নাহিক ভয়, স্বর্গসুখ কর না কামনা,
জ্ঞানধর্ম্ম বিসর্জ্জিলে, বিসর্জ্জিলে মুক্তির সাধনা।
পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে ঢেলে দিলে পাপের কালিমা,
তোমাদেব সে পাপের কেহ কিরে দিতে পারে সীমা।...

[বিজ্ঞাপন]ঃ

৫ম বর্ষের 'কোহিনুরে' বঙ্গসাহিত্যের উদীয়মান নবীন মুসলমান কবি শেখ ফজলল করিম সাহেব প্রণীত বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার বিষাদ-কাহিনীপূর্ণ "প্রেমের স্মৃতি" দৃশ্যকাব্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩১২

ইসলাম-মহিমা [কবিতা]ঃ মোজাম্মেল হক
মধ্যী সন ও বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার: আবদুল করিম
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন: সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
বড় ভালবাসি [কবিতা]ঃ মোহাম্মদ এবরার আনসারী
আমাদের সমাজ: আফতাবউদ্দীন আহাম্মদ

কবিতাকুঞ্জ:

ক্ষোভ—ইসমাইল হোসেন সিরাজী
দ্বন্দ্ব [নাট্যিক সংলাপ]—শেখ ফজলল করিম

ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩১২

চিত্র দর্শন: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ: আবদুল করিম ও আবদুর রহমান
আমার কর্ত্তব্য: ও, আলি

কবিতাকুঞ্জ:

বন্ধু-বিরহে—আবদুল করিম

ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩১২

আফগান শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা : রামপ্রাণ গুপ্ত

উচ্ছ্বাস : শেখ ফজলল করিম

দু'টী কথা : ফাতেমা

ভগিনী হোসেন 'নবনূরে'র একজন উল্লেখযোগ্য লেখিকা। অনেক দিন হইতেই তাঁহার প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি। তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদীয় লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধগুলি পাঠে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঘোর সন্দেহ হয়। বোধহয় যেন তিনি "ভ্রাতৃ-নির্য্যাতন" মূলমন্ত্র লইয়াই লেখিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।...

আমার কর্ত্তব্য : ও, আলি

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩১২

'মিলন কথা'র আলোচনা : ও, আলি

মহাকবি আলাওল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : আবদুল করিম

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৩

ভারতীয় পারস্য কবিগণ : সৈয়দ নূরুল হোসেন

'মতীচূর'-সমালোচনা : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

কবিতাকুঞ্জ : শশাংকমোহন সেন, মোজাম্মেল হক

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

হজরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : শেখ জমিরুদ্দীন

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১৩

সোলতান মাহমুদ : মোজাম্মেল হক

কবিতাকুঞ্জ : ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সাদত আলী

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩১৩

স্ত্রীশিক্ষা : শেখ আবদুস সামাদ

সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩১৩

শিবাজী-উৎসব ও মুসলমান জাতি : ও, আলি

সোলতান মাহ্‌মুদ : মোজাম্মেল হক

সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩১৩

'মতীচূর'-সমালোচনা : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

সপ্তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩১৩

জমজম-প্রসঙ্গ : মোহাম্মদ এবরার আনসারী

ভারতীয় পারস্য কবিগণ : সৈয়দ নূরুল হোসেন

শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া : আলাউদ্দীন আহ্‌মদ

সপ্তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩১৩

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায় : ও, আলি

সপ্তম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩১৩

জবিহ আবদুল্লা : মোহাম্মদ এবরার আনসারী

হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : শেখ জমিরুদ্দীন

উচ্ছ্বাস : শেখ ফজলল করিম

কবিতাকুঞ্জ : শেখ ফজলল করিম

সপ্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩১৩

দুশ্চিন্তা [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায় : ও, আলি

...ইংরাজ দেখিল যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতি। অল্পদিন হইল, মুসলমানদের রাজ্য বিনষ্ট ও অধিকৃত হইয়াছে। সুযোগ পাইলেই হয়ত তাহারা আবার নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। ওদিকে মোগল বাদশাহগণের শেষ রাজত্বকালে শিখ মারহাট্টা প্রভৃতি বলশালী জাতি সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে হইল। Divide and rule এই রাজনীতি মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া ইংরাজ দেশশাসন করিতে লগিল। ইহার ফলে ইংরাজগণ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল।...

অতএব হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের প্রধান প্রধান পাঁচটি কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ১ম, ভারতবর্ষে মুসলমান গণের আগমন; ২য়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য; ৩য়, ইংরাজজাতির ভেদনীতি; ৪র্থ, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও অপব্যবহার এবং ৫ম, হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান।

এক্ষণে উল্লিখিত কারণগুলি নিরাকরণ নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, দেখা যাউক।

প্রথমতঃ — ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমনজনিত বিরোধের কারণ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না।...

...দ্বিতীয়তঃ — হিন্দু মুসলমানে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিবেই রহিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।...

এক্ষেত্রে চাই কি? চাই কেবল toleration...

উচ্ছ্বাস: শেখ ফজলল করিম

'মতীচুর'-সমালোচনা: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

সপ্তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩১৩

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায় : ও, আলি

...তৃতীয়তঃ—ইংরাজরাজের ভেদনীতি। ...যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইংরাজ জাতি মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করিতেছেন বা উত্তেজিত করণ জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অথবা যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তখনই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে যে, ইংরাজ জাতির কথা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির কথা বলিয়া বিবেচনা করিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হওয়া।...

...চতুর্থত : — ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজী শিক্ষা কখনই আমাদের অমঙ্গলের হেতু নহে।...

সপ্তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩১৩

উচ্ছ্বাস : শেখ ফজলল করিম

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৪

উদ্বোধন [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম

খেলাফত : শেখ আহাম্মদ সোবাহান

শেখ নিজামুদ্দীন আওলিয়া : আলাউদ্দীন আহমদ

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায় : ও, আলি

...মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কিরিতে নিরস্ত হও; মুসলমানের উপর অযথা অন্যায়, গালিবর্ষণ বন্ধ কর; তাহাদের মিথ্যা গ্লানি কুৎসা হইতে বিরত হও।...

১৯০৩ (আগস্ট ১৮) মোহাম্মদী (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মুনশী করিম বক্‌শ কর্তৃক ১ হক লেন, তাঁতিবাগান, কলকাতায় মুদ্রিত এবং **স্বত্বাধিকারী** মোহাম্মদ আব্বাস আলী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম

সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ আগস্ট ১৯০৩। ডিমাই ১/১২, পৃষ্ঠা ৩০, মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০, দাম চার আনা।[১] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন হাজী আবদুল্লা, ২৬ হক লেন, কলকাতা।[১] এ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে হয় ৩৬ (চতুর্থ সংখ্যার পৃষ্ঠা ৬৭), কিন্তু পত্রিকা ভাল চলে নি বলে মনে হয়। তৃতীয় সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয়েছে ৪০০ কপি, চতুর্থ সংখ্যা থেকে দাম কমিয়ে তিন আনা করা হয়েছে। পঞ্চম সংখ্যার (১৯ জানুয়ারী ১৯০৪) পর আর বেরিয়েছিল কিনা জানি না।[২] ১৯২৭ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে [১৯২৭ দ্রষ্টব্য]।

১৯০৩ (ডিসেম্বর ১৬) হানিফি (মাসিক)

সম্পাদক : এম, এস, নূরুল হোসেন কাসিমপুরী

ময়মনসিংহ থেকে রামচন্দ্র অনন্ত কর্তৃক মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। হানাফী মজহবের মুখপত্র বলে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৩। ডিমাই ১/৮, পৃষ্ঠা ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম তিন আনা।[৩] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতায় মুদ্রিত।[৪] মাঝে মাঝে ময়মনসিংহেও ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ১০০০ কপি ছাপানো হয়, পবে কমিয়ে করা হয় ৭০০। প্রথম বর্ষ, দশম-দ্বাদশ যুক্তসংখ্যার (১ সেপ্টেম্বব ১৯০৫) পর আর বেরিয়েছিল কিনা, জানা যাচ্ছে না।

১৯০৪ সুহৃদ (মাসিক)

সম্পাদক : এ, ডি, খান

সুহৃদ কার্য্যালয়, কটক থেকে প্রকাশিত এবং এ, সি, সরকার কর্তৃক কটকের ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়র্কস থেকে মুদ্রিত। বেঙ্গল লাইব্রেরীর

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯০৩।
২ ঐ, মার্চ ১৯০৪।
৩ ঐ, মার্চ ১৯০৪।
৪ ঐ, জুন ১৯০৪।

তালিকায় তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার বিবরণ আছে। তার প্রকাশকাল ৪ জুন ১৯০৬। ডবল ক্রাউন ১/৮ মাপের ষোল পৃষ্ঠার পত্রিকা। দাম দু আনা।[১]

১৯০৬ (মার্চ ১৬) ইসলাম সুহৃদ (মাসিক)

সম্পাদক : সেখ আবদুস সোবহান

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং তারকনাথ দে সরকার কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল ১৬ মার্চ ১৯০৬এ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম বার্ষিক দু টাকা।[২] দ্বিতীয় বর্ষ [?], চতুর্থ-অষ্টম যুক্তসংখ্যা প্রকাশিত হয় ২২ মার্চ ১৯০৭এ।[৩] সম্ভবতঃ এটিই শেষ সংখ্যা।

১৯০৭ (ডিসেম্বর ২০) মোসলেম-প্রতিভা (মাসিক)

সম্পাদক : শেখ আবদুব রহিম ও মোজাম্মেল হক

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক কালিকা প্রেস, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলকাতায় মুদ্রিত ও পত্রিকার ম্যানেজার কর্তৃক ৩০, মুসলমান-পাড়া লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী : আফতাবউদ্দীন আহ্মদ, ৩০ মুসলমানপাড়া লেন। প্রথম সংখ্যার (অগ্রহায়ণ ১৩০৭) প্রকাশকাল ২০ ডিসেম্বর ১৯০৭। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৩, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০।[৪] বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকার বাইরে সর্বত্রই সম্পাদক হিসেবে শুধু শেখ আবদুর রহিমের নাম উল্লেখ আছে। "সূতিকা ঘর হইতে বাহির হইবার পর এক মাসও জীবিত ছিল না।"[৫]

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯০৬।
২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯০৬।
৩ ঐ, জুন ১৯০৭।
৪ ঐ, মার্চ ১৯০৮।
৫ সাহিত্যপত্রিকা, পৃ ১০৬।

১৯০৮ বাসনা (মাসিক)

সম্পাদক : শেখ ফজলল করিম

"মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী"। জীবনকৃষ্ণ দাস কর্তৃক শাহাবিয়া প্রিণ্টিং প্রেস, কাকিনা, রংপুর থেকে মুদ্রিত এবং বাসনা কার্যালয়, কাকিনা, রংপুর থেকে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দু টাকা। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩১৫" বলে চিহ্নিত। পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত ছিল, তিন মাসের পত্রিকা সংযুক্ত হয়েও বেরিয়েছে।[১] পত্রিকাটি "প্রায় দুই বৎসরকাল" চলেছিল।[২]

১৯০৮ মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

২৯, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে নাজির আহ্‌মদ চৌধুরী এবং আরো পরে মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পাকিস্তান-সৃষ্টির পরও কলকাতায় এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

১৯১১ মোসলেম হিতৈষী (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম

১৮ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মোজাম্মেল হক লিখেছেন :

> "মিহির ও সুধাকর" বন্ধ হওয়াব পর বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সমাজে জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব হইয়া পড়ে, এবং তদ্ধেতু জাতীয় অভাব-অভিযোগ বা অপর কোন সামাজিক কথা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা এবং সমাজের সহানুভূতি লাভ করিবার উপায় ছিল না।... অবশেষে সেই দারুণ অভাবের কথা জনাব মাওলানা

১ কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৮-৯৫ দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্যপঞ্জিকা, পৃ ১০৬।

[ফুরফুরার পীর আবুবকর] সাহেবের কর্ণগোচর করা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে সমাজহিতৈষী মাননীয় মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল, উকিল সাহেব, সৎসাহিত্যিক মুন্‌শী শেখ আবদুব রহিম ও অপরাপর কতিপয় সমাজসেবকদের প্রযত্নে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভা... একখানি জাতীয় সংবাদপত্র প্রচার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করেন...। তিনি সহর্ষে সেই সঙ্কল্প অনুমোদন করেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হয়েন। তাঁহার সেই সম্মতির ফল, আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র এই মোসলেম হিতৈষী।...তাঁহার পবিত্র নাম ললাটে স্থাপন করিয়া মোসলেম হিতৈষী আজ সমাজের কুশল-সাধনে ব্যাপৃত আছেন।[১]

সম্ভবতঃ ১৯১৬ সালে 'মোসলেম-হিতৈষী'র প্রেস অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। কিছুকাল প্রকাশ বন্ধ থাকার পর মোল্লা আতাউল হক ও মোল্লা এনামুল হকের অর্থসাহায্যে 'মোসলেম হিতৈষী' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। তখন এর ঠিকানা হয় ৭ মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলকাতা। খুব সম্ভব ১৯২০/২১ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

১৯১১ (এপ্রিল ১৩) কোহিনূর (মাসিক) (নবপর্যায়)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী

সম্পাদক কর্তৃক পাংশা, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত এবং হরিচরণ দে কর্তৃক ৫১-২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। নবপর্যায় প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ ১৩১৮) প্রকাশকাল ১৩ এপ্রিল। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম চার আনা।[২] পৃষ্ঠাসংখ্যা সাধারণতঃ ৩৬ বা ৪০; মুদ্রণসংখ্যা প্রায়ই ৮০০।[৩] দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকা বন্ধ

১ মোজাম্মেল হক, মাওলানা-পরিচয় (কলিকাতা, ১৩২১), পৃ ৩৫-৩৬।

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯১১।

৩ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯১২।

হয়ে যায়। তিন বছর পর তা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তারপরেও বেশীদিন চলে নি। "চৈত্র ১৩২২"-চিহ্নিত 'কোহিনূর' সম্ভবতঃ এর শেষ সংখ্যা।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৮

নির্ভর [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

মহর্ষি নেজামউদ্দিন : সেখ আবদুল জব্বার

প্রাচীন ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা : সতীশচন্দ্র ঘোষ

দুর্য্যোগ [গল্প] : কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়

আরব জাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদ

খাজা হাসেন নিজামোল মোল্‌ক : হামেদ আলী

ঐতিহাসিক সংগ্রহ : আবদুল করিম

রত্ন-চয়ন : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

কবিতাগুচ্ছ :

সখা—মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বকুল ফুল—শশাঙ্কমোহন সেন

জীবনের সাধ—আজিজর রহমান

মিনতি—লোৎফর রহমান

পূর্ণিমা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আহ্বান-গীতি : নূরন্নেসা খাতুন

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮[১]

প্রার্থনা [কবিতা] : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মোসলেম গণিতজ্ঞগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : মহম্মদ কে, চাঁদ

খক্কড় শাহ্ : মোজাম্মেল হক

১ এ সংখ্যা থেকে নির্বাচিত রচনার তালিকা দেওয়া হল।

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১৮

হিন্দু-মুসলমান : মহম্মদ মোজাম্মেল হক

আজি ভাই, শুভ লগ্নে ভুলে যাও মম
অতীতের শত অপরাধ
আমিও তোমারে ক্ষমি, প্রীতিভরে আজি
ভাঙ্গিতেছি ভিন্নতার বাঁধ!
তোমার যে দেশ সে যে আমারো স্বদেশ,
—উভয়ের এক জন্মভূমি,
এক গঙ্গাজলে তোষে দোঁহে চিরদিন
হিমাদ্রির পাদদেশ চুমি'।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

কুক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-গগণের ভাস্কর "নবনূরের" জীবন-দায়িনী হৈমচ্ছটা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে! সেই হইতে এই যে দিনে দিনে "একে একে নিবিছে দেউটা" আর তাহা জ্বলিল না! তারপর হাস্য-প্রভাসিত "সুধাকর" পুঞ্জ পুঞ্জ কাদম্বিনীর অন্তরালে লুকায়িত হইয়াছে, শক্তি-শেখর "সোলতান" নির্ব্বাসিত ও সমাহিত হইয়াছে, বাস-বিলসিত "বাসনার" কোমল মধুর দাম আতপতাপে শুকাইয়া পড়িয়াছে।[১]

আরব জাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

প্রাথমিক মুসলমানগণের বিদ্যানুরাগ : মহম্মদ কে, চাঁদ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩১৮

আরব জাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

আমীর খসরু (মর্ম্মানুবাদ) : সৈয়দ এমদাদ আলী

মোসলেম বৈজ্ঞানিক অল হাজেন : মহম্মদ কে, চাঁদ

১ "'মোহাম্মদী' হইতে পরিবর্দ্ধিতভাবে এখানে উদ্ধৃত হইল।"

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩১৮

রমজানের চাঁদ [কবিতা]: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্
মোসলেম বৈজ্ঞানিক অল্ হাজেন: মহম্মদ কে, চাঁদ
ফরাসী রাজ্যে মোসলেম অধিকার: কাজী ইমদাদুল হক
পুরস্কারে বিপদ [গল্প]: ও, আলি
বিজনে বাঁধিব ঘর [কবিতা]: মহম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩১৮

রমজান: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী
ঈদ-আবহন [কবিতা]: কায়কোবাদ
ফরাসী-রাজ্যে মোসলেম অধিকার: কাজী ইমদাদুল হক
মর্দ্দ-ই-খুদা (ঈশ্বরভক্ত) [কবিতা]: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[১]
পুরস্কারে বিপদ [গল্প]: ও, আলী
আরব জাতির ইতিহাস: সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ
দস্যুর কাণ্ড: পাচকড়ি দে

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা: কার্তিক ১৩১৮

মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা: মোহাম্মদ কে, চাঁদ
আমীর খসরু: সৈয়দ এমদাদ আলী
আরব জাতির ইতিহাস: সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩১৮

চেতনা [কবিতা]: মহম্মদ মোজাম্মেল হক
মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা: মোহাম্মদ কে, চাঁদ
বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

---

১ রুমীর কাব্যানুবাদ।

চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ [কবিতা]: শ্রীকালিদাস রায়

মোসলেম নারীর প্রতি [কবিতা]: সৈয়দ এমদাদ আলী

...বিশ্বে আরবার
দেখাও এরমুক দৃশ্য।...
আজ মোরা নাহি চাহি অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
আজ লক্ষ্য আমাদের জ্ঞানের সাধনা।
দুরূহ, কঠোর ব্রত সম্মুখে দেখিয়া
যে অভাগা ভয়াতুর আসিবে ফিরিয়া
তার লাগি রচি রেখ অনন্ত ধিক্কার,
ফিরাইয়া দিও তারে যুদ্ধে আরবার।
সেই জনা জয় লভি আসিবে যখন,
পরাইয়া দিও কণ্ঠে বিজয়-ভূষণ।

বাসনা [কবিতা]: মোজাম্মেল হক

তখন ও এখন [কবিতা]: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

তখন নিকুঞ্জ ছিল কুসুম পূরিত,
মৃদুল মলয়ানিল মধুরে বহিত,
কোকিল কূজন আর ভ্রমর গুঞ্জনে
ঢালিত অমিয় ধারা সবার শ্রবণে।
এখন সে কুঞ্জে আর ফুটে না ক' ফুল,
আর না কুহরে পিক গুঞ্জে অলিকুল,
আর না মলয় বায় বিলায় সুবাস,
তাহার বিরহে একি সকলি উদাস।

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা: পৌষ ১৩১৮

আবাহন [কবিতা]: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা: মোহাম্মদ কে, চাঁদ

নিয়তির খেলা : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী[১]

অভিষেকানন্দ [কবিতা] : মোজাম্মেল হক

আজি এ ভারতভূমে কি সুখ হিল্লোল বয়,
হর্ষ মুখরিত কিবা মেদিনী গগন।...
"জয় বৃটনের জয়, জয় রাজ্যেশ্বর"
অযুত অযুত কণ্ঠে উঠে নিরন্তর।

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩১৮

মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

আরব জাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত পতাকা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

জানিনা [কবিতা] : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বীরহৃদয় [কবিতা] : কালিদাস রায়

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩১৮

বাঙ্গালী জীবনে কোল ও মুসলমানের প্রভাব : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

বাসনা [কবিতা] : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

সম্রাট শাহ্ আলমের কবিতা : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী[২]

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩১৮

মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

কবির সমাধি [কবিতা] : কায়কোবাদ

আরব জাতির ইতিহাস : শেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

প্রতিবাসী-প্রেম [কবিতা] : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

মীর মশাররফ হোসেন [কবিতা] : সৈয়দ এমদাদ আলী

১ ঐতিহাসিক ঘটনা-অবলম্বনে।

২ ভূমিকা, বঙ্গাক্ষরে মূল ও অনুবাদ।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৯

ইসলামের স্বরূপ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

বিশ্বাসীর পুরস্কার [কবিতা] : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক[১]

সম্মিলন [কবিতা] : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

প্রার্থনা [কবিতা] : কায়কোবাদ

গরল পান : শেখ হবিবর রহমান

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শান্তিজল [কবিতা] : অক্ষয়কুমার বড়াল

ইসলামের স্বরূপ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

কবি [কবিতা] : কায়কোবাদ

আরব জাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

জামে অল-অজহারের ইতিহাস : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

কামিনীফুল [কবিতা] : মোজাম্মেল হক

গ্রন্থ-সমালোচনা[২]

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩১৯

কোরাণ শরীফের নীতি : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

আরবজাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

জামে অল-অজহারের ইতিহাস : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩১৯

কোরাণ শরীফের নীতি : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

আরবজাতির ইতিহাস : সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ

১ "সার এডউইন আর্ণল্ড-কৃত "দি পার্লস অভ ফেথ" হইতে"।

২ বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান। মোহাম্মদ গোলাম হোসেন প্রণীত। ২৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য এক টাকা।

...১৩১৯ সালের ৭ম ও ৮ম সংখ্যাদ্বয় নবপর্যায়ের "কোহিনূর" অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল।... "কোহিনূর" আবার প্রকাশিত হইল।

১ "কলিকাতা University Institute হইতে ১৯১৯ সালের Mazumdar Memorial Prize প্রাপ্ত"।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারত ব্যাপী জাতীয়তাসৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলভী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দ্দু পত্রিকার বিফলতা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।— সুতরাং জন-সমাজকে উর্দ্দু শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না।

...ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসা [কবিতা]: শেখ ফজলল করিম

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কি?: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী[1]

ফাল্গুন ১৩২২

বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

...রসাত্মক ও মৌলিক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য,...।

আমরা বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে এখনও প্রকৃত সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই। আমাদের মধ্যে এমন বহু শিক্ষিত ও ধীমান ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই উৎকৃষ্ট মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু করিতেছেন না।...

গ্রন্থ যাহা রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আরবী বা উর্দ্দু গ্রন্থের অনুবাদ; কাব্যসমূহ ধর্ম্মহীনতার আক্ষেপ ও সমাজের দুর্দ্দশার আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। উদার মৌলিক বিশ্বজনীন ভাবের একান্ত অভাব।

ফলতঃ আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অলসতা, উদাসীনতা ও প্রাণহীনতাই আমাদের সাহিত্যচর্চ্চার পঙ্গুতার কারণ। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও নিরাশার বিষয়।

---

১ অনূদিত।

সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি [কবিতা]ঃ শেখ ফজলল করিম

ইসলাম বিস্তারে মুসলমানের অপবাদঃ মোহাম্মদ কে, চাঁদ

চৈত্র, ১৩২২

সাহিত্য সেবাঃ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী

১৯১২ (জানুয়ারী) প্রভাকর। মসলেম-সহচর বা এসলাম-চেরাগ (মাসিক)

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আইয়ুব খান

সম্পাদক কর্তৃক গুরাপ, শঙ্করপুর, হুগলী থেকে প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কর্তৃক ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলকাতায় মুদ্রিত। মুদ্রণ-সংখ্যা ১০০, বার্ষিক চাঁদার হার দু টাকা।[১] প্রথম সংখ্যা "পৌষ ১৩১৮"-চিহ্নিত ছিল বলে অনুমান করি; কেননা বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় চতুর্থ ও পঞ্চম যুগ্মসংখ্যাকে মার্চ-এপ্রিল ও এপ্রিল-মে সংখ্যারূপে দেখানো হয়েছে, যার প্রকাশকাল ৫ জুন ১৯১২। ধর্মবিষয়ক এই পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত ছিলঃ চতুর্থ-পঞ্চম, ষষ্ঠ-অষ্টম এবং নবম-একাদশ যুগ্ম সংখ্যাগুলি তার প্রমাণ।[২] দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (দ্বিভাষিক ?) প্রকাশ পায় ১৪ জুলাই ১৯১৩, এর মুদ্রণসংখ্যা ৫০০।[৩] এর পরে আর বেরিয়েছিল কিনা, জানা যাচ্ছে না।

১৯১২ (?) হাবলুল মতিন (সাপ্তাহিক)

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী

বল্‌কান যুদ্ধের সময়ে পারস্য থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসে আগা মঈদুল ইসলাম এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা, ফারসী ও ইংরেজীতে এর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফারসী সংস্করণ

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯১২।

২ ঐ, ডিসেম্বর ১৯১২।

৩ ঐ, জুন ১৯১৩।

সম্পাদনা করতেন আগা মঈদুল ইসলাম নিজে, ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন স্যার আবদুল্লাহ্ আল মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলে বলে শোনা যায়, তবে বাংলা সংস্করণ কতদিন চলেছিল, তা বলবার উপায় নাই।

১৯১৩ (ফেব্রুয়ারী ১) হাকিম (মাসিক)

সম্পাদক: হাকিম মসিহর রহমান

ইউনানী চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক কর্তৃক ১১৪-১১৫ মেছুয়া-বাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং গোবর্দ্ধন প্রেস, ৮০-১ মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "জানুয়ারী ১৯১৩"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫, দাম দু আনা। মুদ্রণসংখ্যা ১৫,০০০।[১] এত অধিক সংখ্যক মুদ্রণ বিস্ময়ের কথা। দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১০ আগস্ট ১৯১৪য়। এর মধ্যে মুদ্রণসংখ্যা ১,০০০ থেকে ১০,০০০এর মধ্যে ওঠানামা করেছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬ থেকে ৩২ এর মধ্যে, দাম দু আনাই রয়ে গেছে।[২]

১৯১৩ (ফেব্রুয়ারী ৬) ইসলাম-আভা (মাসিক)

সম্পাদক: সেখ আবদুল মজিদ

ময়মনসিংহ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুনশী মোহাম্মদ পানা-উল্লাহ্ কর্তৃক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। "মাঘ ১৩১৯"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম দু আনা।[৩] কতদিন চলেছিল, জানা যাচ্ছে না।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯১৩।
২ ঐ, জুন ১৯১৩-ডিসেম্বর ১৯১৪।
৩ ঐ, মার্চ ১৯১৩।

১৯১৫ (মে ৩) **আল-এসলাম** (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্র। ৩৩, ফুলবাগান রোড, কলকাতা থেকে মোহাম্মদ মুজাফ্ফরউদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং এম. আজিজুর রহমান কর্তৃক নিউ এজ প্রেস, ৪ এলিয়ট লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩ মে ১৯১৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট ৬৮, মুদ্রণসংখ্যা ১৫০০, দাম তিন আনা।[১] অষ্টম সংখ্যা থেকে পত্রিকা প্রকাশের ঠিকানা : ২৯ অপার সার্কুলার রোড। দ্বিতীয় বর্ষে পত্রিকার মুদ্রক মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ অপার সার্কুলার রোড। ষষ্ঠ বর্ষের সূচনায় পত্রিকার কার্যালয় উঠে যায় ৪৭/১ মীর্জাপুর স্ট্রীটে; তখন প্রকাশক মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মুদ্রাকর কে. এম. হেলাল, ক্রিসেণ্ট প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৫৮ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতা। পত্রিকার নামের বানানও তখন থেকে বদলে হয় 'আল-এছলাম'। পত্রিকার মুদ্রণসংখ্যা বরাবর একই থেকেছে, তৃতীয় বর্ষ থেকে দাম হয়েছে চার আনা। ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যার পর আর 'আল এছলাম' বের হয়েছিল বলে মনে হয় না। ১৩২৮এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় এর প্রচার রহিত হবার সংবাদ আছে।

'আল এসলামে' সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হত না। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আকরম খাঁর নাম পাই দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা পর্যন্ত।[২] তিনি আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গালার সম্পাদক ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী পত্রিকা-সম্পাদনায় মওলানা আকরাম খাঁকে সাহায্য করতেন।[৩] দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্ভবত: সম্পাদনার দায়িত্ব মওলানা মনিরুজ্জামানের স্কন্ধেই আরোপিত হয়।

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯১৫।

২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

৩ সাহিত্যপত্রিকা, পৃ ১০৮ : "আল এসলাম নামক মাসিকপত্রের ইনি সহযোগী সম্পাদক"।

শ্রাবণ, ১৩২২

ان الدين عند الله

الاسلام

আল্‌-এস্‌লাম

মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২২

আভাষ :

যে বিশ্ববিপদহন্তা রহমানুর রহিম, আপনার মঙ্গল-করাঙ্গুলি-সঙ্কেতে অধঃপতিত ও নানা পাপ-তাপ-জর্জ্জরিত বঙ্গীয় মোসলেম সমাজকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন,— যাঁহার শুভাশীর্ব্বাদসিক্ত হইয়া, এসলামের কয়েকটি নগণ্য সেবক, সমাজকে সেই মুক্তির পথে চালিত করিবার জন্য, আঞ্জমানে ওলামার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, — এবং, — যাঁহার প্রদত্ত শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতঃ, সেই জাতীয়-সৌধের কল্যাণভিত্তির উপর, আজ "আল-এস্‌লাম" রূপ আর একখানি ইষ্টক স্থাপিত হইল, সেই কল্যাণময় সর্ব্বশক্তিমানকে আমরা কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ করিতেছি — তাঁহার উদ্দেশ্যে সহস্র সজ্‌দ।...

স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্তই "আল্‌-এস্‌লামের" প্রচার। পান্থ — অনভিজ্ঞ ও অশক্ত, পথ — অতিশয় বন্ধুর, সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ অবস্থায়, "সিনা" গিরিশিখরের সেই বিদ্যুৎবহ্নিরই একমাত্র ভরসা। সেই মহাবহ্নির একটি শিখা আবার চমকিয়া দমকিয়া উঠুক, আমরা আমাদের ভগ্ন প্রদীপটী জ্বালাইয়া লই।

অভিনন্দন : সিরাজী

কোরআন (নাম সম্বন্ধে আলোচনা) : মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী

কোরআনের দুইটি আদর্শ : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

পুণ্য কথা (হজরত মহম্মদের জীবনের ঘটনাবলী) : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

এসলাম-প্রচার : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মূল বাইবেল কোথায়? : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

...মথি যীশুর কতকগুলি কথা ও তাঁহার কার্য্যের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই কথাটা অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।...

পারস্য-সাহিত্য

বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান রমনীর স্থান : আব্দুল মালেক চৌধুরী

...কতিপয় বঙ্গ-সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক মুসলমান-রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইতে হয়। প্রথমে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুর কথাই ধরা যাক্। তিনি দয়া করিয়া তাঁহাব উপন্যাসে যে সকল মুসলমান রমণীকে স্থান দান করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়াছেন, আমাদের দুরদৃষ্ট নিবন্ধন তাহার একটিকেও আমরা আমাদের কুলরমণীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারি না। তাঁহার আয়েশা, তাঁহার দলনী বেগম, তাঁহার বোশেনাবা, জাহানারা, সর্ব্বোপরি তাঁহার জেবুন্নিসা ; মোটকথা তাঁহাব অমর লেখনীপ্রসূত উদ্ভট কল্পনা-বিজৃম্ভিত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই বাঙ্গালাব আবহাওয়ার গুণে এমনই কিম্ভুতকিমাকাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিযা বাহিব করা অতীব দুঃসাধ্য।...

...একমাত্র বাঙ্গালীর কল্প-লেখনীতেই এই [জেবউন্নেসার] প্রকাব বীভৎস পশুভাবনিচযের পরিস্ফুটন সম্ভবপর।...

[আযেষা-চরিত্রে নিম্বিত] Love knows no bounds and love obeys no laws, এই শ্রুতিসুখকব অথচ বিপ্লববাদী মতবাদ প্রচারের আমরা পক্ষপাতী নহি।...

...অধুনা উদ্ভাবিত উপায়ে কেরাসিন তৈল সাহায্যে শরীরে অগ্নি ধরাইয়া স্নেহলতার সহমরণে[১] নহে — অগ্রমরণে, আমরা আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না।

১ বেশ কিছুকাল আগে স্নেহলতা নামে এক ভদ্রমহিলা কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা সমসাময়িক কালে বেশ

সাহিত্যশক্তি ও জাতিসংগঠন: সিরাজী

...দেশের সমস্ত পাঠকই যেন উপন্যাস এবং প্রণয়কাহিনী পড়িবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।...

...বঙ্গীয় মুসলমানগণ পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর সেই মৃতদেহকে বিষাক্ত প্রেমরস-সিঞ্চনে পচাইও না। মনে রাখিও — তোমরা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। পরন্তু তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। মনে রাখিও, — ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তোমরা মনের মূল ও আত্মার তেজ হারাইয়াছ, জাতীয় আচার ব্যবহার ও সভ্যতা-শূন্য হইয়া মুসলমান জগতের বাহিরে পড়িয়াছ।

আল-এসলাম [কবিতা]: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব: শ্রীমোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন

প্রার্থনা [কবিতা]: শেখ হবিবর রহমান

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব: মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন

অমর কবি হাফেজ: মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

ধর্ম ও নীতি: মুজিবর রহমান

বাঙ্গালায় মুসলমান জাতির জনবহুলতা: আব্দুল কাছেম আমিনুল্লাহ্

মিষ্টার গেট কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিভাগ চতুষ্টয়ের আদম শুমারীর ধারাবাহিক তালিকা।[1]

আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। "স্ত্রীর পত্র" (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১) গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের মনে এই ঘটনার স্মৃতি হয়তো ক্রিয়াশীল ছিল। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৫২), পৃ ২৩২।

১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকাটা দেওয়া হল। হিঃ = হিন্দু, মুঃ = মুসলমান।

খৃষ্টাব্দ	১৮৭২		১৮৮১		১৮৯১		১৯০১		১৯১১	
প্রদেশের নাম	হিঃ	মুঃ	হিঃ	মুঃ	হিঃ	মুঃ	হিঃ	মুঃ	হিঃ	মুঃ
পশ্চিমবঙ্গ	৬২১৬০৫০	৯২৯৩৯১	৬২০৭৪০৯	৯৫৮৪২৯	৬৪০০৩৪০	৯৯৯১৯১	৬৮৫৫১৬৪	১০৮৪৮২০	৬৯৭১১৬০	১১৩৮০৫২
মধ্যবঙ্গ	৩৩৩৪৭২৬	৩১৫৭০২৬	৩৫৬৪৫৮৪	৩৫১২৮৯৩	৩৬৭৮৭৯২	৩৬১০১৬৬	৩৮৮৩৩৬৭	৩৭৭৩৩২১	৪০৮৪৬১৭	৩৮৮৪৯৫৭
উত্তরবঙ্গ	৩৬৭৯৯১১	৫৫৭২১৮৮	৩৬২৩৬৪৪	৫৩৮৩৩৮৯	৩৭৩৯৮৭২	৫৫৭৯৪৪৫	৩৯৩৮৫২৬	৫৮৭৬৪০৮	৪০১১৬৩৩	৬৩৬০০৩৭
পূর্ববঙ্গ	৪৮৬৯৭৩৪	৭৯৫০৫৩০	৪৬৭৩৭১৫	৮৫৪১৪০৬	৫১৫৬৯৮৪	৯৯৮৫৭৮১	৫৫১৪০২৫	১১২২০৪২৭	৫৪৭৭৯৬৯	১২৮৫৪১৮০
একুন	১৮১০০৪৩১	১৭৬০৯১৭১	১৮০৬৯৩৫২	১৮৩৯৬১১৭	১৮৯৭৫৯৮৮	২০১৭৪৫৮৩	২০১৯১০৮২	২১৯৫৪৯৭৬	২০৫৪৫৩৭৯	২৪২৩৭২২৬

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান: এস্‌লামাবাদী

মোহাম্মদ: শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

মোস্তফা চরিতালোচনা: আব্দুল লতিফ

পুণ্যকথা: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

নূর-ইসলাম: মিসেস আর, এস, হোসেন

হাদিসের বিশ্বস্ততা

এসলাম প্রচার: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাসনা: শেখ হবিবর রহমান

বিবিধ প্রসঙ্গ।

> কেবল "সাহিত্য" আলোচনার জন্যই 'আল এসলাম' প্রচারিত হয় নাই। মতামত প্রকাশের সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "আল এসলাম" আঞ্জমনে ওলামার মুখপত্র এবং এসলাম মিশনের প্রধানতম অবলম্বন। সুতরাং "কোহিনূর" "নবনূর" বা "বাসনা"র অভাব তাহা দ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব।

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩২২

উত্থান-সঙ্গীত [কবিতা]: কায়কোবাদ

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম

মহাশিক্ষা-কাব্য: সিরাজী

জাহান-আরা বেগম: আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান: ইস্‌লামাবাদী

আরব ও ভূগোল শাস্ত্র: আবু এহিয়া মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রোকনী

সাধনা ও সিদ্ধি [কবিতা]: মোজাম্মেল হক্ (শান্তিপুর)

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব: মোহাম্মদ মুজাফ্‌ফরউদ্দীন

এসলাম-প্রচার: এস্‌লামাবাদী

নূর-ইসলাম: মিসেস আর, এস, হোসেন

কোরআন : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

রোজা : মোহাম্মদ মুজাফ্‌ফরউদ্দীন

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২২

কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান : মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ

কোরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও, ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কোরআনে আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য প্রাসঙ্গিকরূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্য্য-রূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতাবশতঃই।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব : মোহাম্মদ মুজাফ্‌ফরউদ্দীন

মহাশিক্ষা কাব্য : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

মোস্তফা চরিতালোচনা : আব্দুল লতিফ

কোরআন : মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী

অস্ত্র-চিকিৎসায় মুসলমান : এসলামাবাদী

বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের অবস্থা বিপর্য্যয় : এ, কে, আমিনুল্লাহ্

এসলাম-প্রচার : এসলামাবাদী

সংকল্প [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

তাছাওয়াফ : ডাঃ এস, এম, হোসেন

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২২

তাছাওয়াফ : ডাঃ এস, এম, হোসেন

মহাশিক্ষা কাব্য : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

হাদিস ও চিকিৎসাশাস্ত্র : আবু এহিয়া মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রোকনী, সিরাজগঞ্জী

কোরআন ও জ্যোতির্বিদ্যা : মইনুদ্দীন হোসেন

আকবর শাহের ধর্ম্মমত: মোজাম্মেল হক
দাস-প্রথা: আব্দুল মালেক চৌধুরী
শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান: এসলামাবাদী
প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব: মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন
গণিত শাস্ত্রে মুসলমান: আবু এহিয়া মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রোকনী, সিরাজগঞ্জী
মোস্তফা চরিতালোচনা: আব্দুল লতিফ
রুশীয় মুসলমান: আবুল ফয়েজ মহাম্মদ নূরউদ্দীন রোকনী, সিরাজগঞ্জী
"কোথা পাব তারে?" [কবিতা]: কায়কোবাদ

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩২২

মোসলেম-বীরাঙ্গনা: এস্লামাবাদী
মোস্তফা-চরিতালোচনা: আবদুল লতিফ
আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম: আহমদ আলী
শ্রীহট্টে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার: আবদুল মালেক চৌধুরী
ডাঃ মিঙ্গানা ও কোরআন: মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী
কোরআনের আদর্শ: এস্লামাবাদী
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম-ধর্ম্ম[১]
মোসলেম জগতে নৌ-বহর: আব্দুল ফয়েজ মহাম্মদ নূরউদ্দীন রোকনী, সিরাজগঞ্জী
মহাকবি খাকানী: কাজী নওয়াজ খোদা (মঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান)
তাছাওয়াফ: ডাঃ এস, এম, হোসেন
মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার: [এস্লামাবাদী]

হিন্দু ও মুসলমান, ভারতমাতার যুগল সন্তান। তাঁহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখ সম্পদ ও সমৃদ্ধি

১ "ভারত মহিলা হইতে উদ্ধৃত"।

গৌরব যে এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা, পরস্পর একতা ও সম্প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলোক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই উভয় ভ্রাতার পরস্পর মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের উপায় কি, তদ্বিষয় অতি অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকেন। সভাসমিতির..., কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জনাকীর্ণ অধিবেশনের আন্দোলন আলোচনা বা প্রস্তাব নির্দ্ধারণে কখনও এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বিগত ৩০ বৎসর ব্যাপিয়া ঈদৃশ চেষ্টার পরিণামফল আমাদের উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

...দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও চিন্তাশীল লোকগণের মতে, বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারতের অলীক ও ভিত্তিহীন ইতিহাস, এবং তাঁহাদের আদর্শ-অবলম্বনে রচিত এতদ্দেশীয় অনুকরণ-প্রিয় লোকগণের কল্পনাকাহিনী বনামে ভারতের ইতিবৃত্ত, এ সকলই হিন্দু মুসলমানের পরস্পরমধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।...

ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্য-সেবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। এরূপ সাধু চেষ্টার কিরূপ শুভময় মধুর ফল ফলিতে পারে, তাহার আদর্শ দৃষ্টান্ত বঙ্গের সুসন্তান ঐতিহাসিক বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও অসাধারণ অধ্যবসায়ী শ্রদ্ধেয় বাবু যদুনাথ সরকার আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছেন।... বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মুসলমানগণের শাসনযুগে, হিন্দুগণের কিরূপ ধর্ম্মগত ও সামাজিক এবং রাজনীতিক অধিকার ছিল, তাহাই আলোচিত হইবে।...

মহাশিক্ষা কাব্য: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী[১]

১ তৃতীয় কিস্তির পর প্রকাশিত হয় নি।

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২২

জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি [কবিতা] : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এসলামাবাদী

…রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দায়ে পড়িয়া মুসলমানগণ যে কেবল হিন্দুদের দেবালয় ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং আবশ্যকমতে তাঁহারা পরস্পরে যুদ্ধকালে মস্‌জেদ ও সমাধি-মন্দির বিধস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।…

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা : খাদেমোল এস্‌লাম বঙ্গবাসী

বাঙ্গলা, ইংরেজী, উর্দ্দু ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন্ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জা-জনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতিসাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।…

বাঙ্গালা এই দেশে বহুকালপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এদেশের লোকের মাতৃভাষা।

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২২

আরবী ভাষা নিজ দেশী ও প্রতিবাসী জাতিদের মধ্যে চল থাকায় তাহা হইতে শব্দ ইত্যাদি লইলে এবং পূর্ব্ব লওয়া সব শব্দ বহাল রাখিলে আমাদের অনেক সুবিধা।... ভবিষ্যতে এশিয়াবাসীদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও প্রণয় ভাবের অতি আবশ্যক। ভাষার ঐক্যতা ইহার এক প্রধান উপায়।...

...উর্দ্দু, ফারসী ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়াই মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমন কি অনেক বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন।...

...আমাদের ভাষা আরবী অক্ষরে কায়দা মতে লেখা হইলে আরব ও পারস্যের লোক অতি সহজে আমাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিবে এবং আমরাও তাহাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিব। আমাদের মাতৃভাষা আরবী

অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশী হইবে।... তাহাতে ইসলামের সহিত এশিয়া দেশে আরবী ভাষা ও আরবী অক্ষর প্রবল হওয়ার খুব সম্ভাবনা।... এশিয়াবাসীগণের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে।

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এসলামাবাদী

আমিরুল মোমেনিন ওমর বিন আব্দুল আজীজ : মোহাম্মদ এব্‌রার আনসারী

কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

মোসলেম বীরাঙ্গনা : এস্‌লামাবাদী

এসলামে নারীজাতির স্বত্বাধিকার : আহমদ আলী

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩২২

মোসলেম বীরাঙ্গনা : এস্‌লামাবাদী

জাহান-আরা বেগম : ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

কোরআনই উন্নতির সোপান : এস্‌লামাবাদী

মোস্তফা চরিতালোচনা : আবদুল লতিফ

ইসলামের ধারা : [মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী]

এসলামে নারীজাতির স্বত্বাধিকার : আহমদ আলী

সাহিত্য ও ইতিহাস : আবুল মান্নান, এম, এ

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এস্‌লামাবাদী

নারীর দান [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

কোরআন : মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২২

এস্‌লাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা : আহমদ আলী

এসলামের ধারা : [মোহাম্মদ] এয়াকুব আলী চৌধুরী

আমাদের সাহিত্য : শামসুদ্দিন আহ্‌মদ

মোসলেম বীরাঙ্গনা : এসলামাবাদী

লর্ড হেডলীর এসলাম গ্রহণ : মইনুদ্দীন হোসেন

জীবন-দায়িনী শক্তি : মোহাম্মদ মুজাফ্‌ফরউদ্দীন

মহাকবি শেখ সাদী : কাজী নওয়াজ খোদা

নাছের খসরু : মহম্মদ খলিলোল্লা

ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত : আহমদ আলী

নাত্তাত [কবিতা] : সিরাজী

জয় মোহাম্মদ নবি বরম
বাল ভানু বিনিন্দিত কান্তিধরম্...

যাত্রা [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

মোস্তফা চরিতালোচনা : আব্দুল লতীফ

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এসলামাবাদী

আহ্বান [কবিতা] : কায়কোবাদ

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২২

এসলাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা : আহমদ আলী

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এসলামাবাদী

ধর্ম্মের অধঃপতন : আব্দুল গফুর, শ্রীহট্ট

আরবীয় সভ্যতা : আবুল ফয়েজ মহাম্মদ নূরউদ্দীন রোকনী, সিরাজগঞ্জী

কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

কবি : এস, এম, আকবরউদ্দীন

তাবাকাতে এব্‌নে সায়াদ : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী

মোসলেম বীরাঙ্গনা : এসলামাবাদী

ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত : আহমদ আলী

মোস্তফা চরিতালোচনা : আব্দুল লতীফ
জাহান-আরা বেগম : আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
জাগরণ [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান
হজরত ওমর [কবিতা] : সিরাজী

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২২

এসলাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা : আহমদ আলী
প্রার্থনা [কবিতা] : তালেবর রহমান
বাবি ধর্ম্মের ইতিহাস : খলিলুল্লাহ্
হজরত রাবিয়া বসরী : মিসেস এম, আহমদ
জন্মান্তরবাদ : মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন
সেই ভাববাদী কে ? : মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন
শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা : দেওয়ান আহ্মদ আলী[১]
জাহান-আরা বেগম : আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
খোদাতাআলার অস্তিত্ব : আহমদ আলী
মোস্তফা চরিতালোচনা : আব্দুল লতীফ
আজান [কবিতা] : রয়হানউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৩

নব-বর্ষে [কবিতা] : মোহাম্মদ ফকিরউদ্দীন সরকার
এসলাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা : আহমদ আলী
সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী
সে ভাববাদী কে ? : মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন
মোস্তফা চরিতালোচনা : আবদুল লতীফ

১ মুদ্রণ প্রমাদ। লেখক : মতিউর রহমান। পরবর্তী সংখ্যায় ত্রুটি স্বীকার দ্রষ্টব্য।

জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান : সেখ হবিবর রহমান

যে জাতি বড় হইয়াছে, সাহিত্যের সাহায্যেই হইয়াছে; সাহিত্যই সমস্ত জাতিটাকে দাঁড়াইয়া একদিকে এক লক্ষ্যে পরিচালিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় মুসলমানগণের এই জাতীয় সাহিত্য নাই — বা যাহা আছে, তাহা এত দুর্ব্বল যে, তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা সুদূর পরাহত।...

বঙ্গীয় হিন্দুগণের সাহিত্য এ হিসাবে অনেকটা উন্নত।... হিন্দুয়ানী বাঙ্গলা ও মুসলমানী বাঙ্গলার মধ্যে বেশ পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ...যদিও বর্ত্তমানে একদল মুসলমান আরবী পারসী বর্জ্জিত বিশুদ্ধ-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, তথাপি আরবী পারসী মিশ্রিত বাঙ্গালাই প্রায় সমগ্র মুসলমানের লিখিত ও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুথি সাহিত্যই মুসলমান সমাজের পনের আনা লোকের প্রকৃত সাহিত্য।...

...হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি কেবল নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উভয় জাতি মিশিয়া যাহাতে একটি বিরাট জাতীয়তার পত্তন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হিন্দু হিন্দুকে, মুসলমান মুসলমানকে আপন মনে করুন, তাহাতে আপত্তি করা শোভা পায় না। কিন্তু আর এক স্তর অগ্রসর হইলে যে হিন্দু মুসলমান সবই আপন, একথা ভুলিয়া গেলে ত ভাল দেখায় না।...

বাঙ্গালার অর্দ্ধেকের অধিক অধিবাসী মুসলমান। তাহারা কথিত ভাষায় নিত্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদের লিখিত সাহিত্যে তাহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে কোন্ যুক্তি বলে? বাঙ্গালা যদি তাহাদের নিজের ভাষা হয়, তবে তাহাদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চয়ই তাহাতে স্থান পাইবে।...

কথা উঠিতে পারে, কথিত ভাষা সাহিত্যে চালাইতে গেলে সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতার ব্যাঘাত হইতে পারে।...

কোরআনে যোগ: এস, এম, আকবরউদ্দীন

...যোগ তিন প্রকার— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। ...কোরআনে তিনপ্রকার যোগেরই আলোচনা আছে, কিন্তু কর্ম্মযোগের প্রতি অধিক টান।

জন্মান্তরবাদ: মোহাম্মদ মুজাফফরউদ্দীন

মৌলানা ভ্রান্ত নহেন: আবদুল্লাহ্

এসলাম মিশনের ১নং ট্রক্ট "যীশু কি নিষ্পাপ?" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া জনৈক 'খ্রীষ্টদাস', মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব সম্বন্ধে বলেন, "লেখক সরলতা পরিত্যাগ করিয়া, এবং পবিত্র বাইবেলের বাক্যের মধ্যে নিজের মনস্কল্পিত অনেক বাক্য প্রক্ষেপ করিয়া কেবল পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"...

কবিতাগুচ্ছ:

মম প্রিয়তম— শহীদ

পাগল করে— শেখ হবিবর রহমান

মরণ-সঙ্গীত— কায়কোবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী: মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

...আমাদিগকে বড় হইতে হইবে। বড় হইতে হইলে আমাদের সাহিত্য চাই।

কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা: মোহাম্মদ কে, চাঁদ

নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

হজরত মোহাম্মদ ও রাজা রামচন্দ্র: মোজাম্মেল হক, বি, এ (বগুড়া)

মোস্তফা চরিতালোচনা : আব্দুল লতীফ

মৌলানা ভ্রান্ত নহেন : আবদুল্লাহ্ আবু জাফর

হজরত রাবিয়া বসরী : মিসেস এম, আহমদ

তুমি [কবিতা] : তালেবব রহমান

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৩

এসলামের রাজ্যশাসন নীতি : আহমদ আলী

কামনা [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন : সিরাজী

> ...হিন্দু সাহিত্য আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মনেও আত্মসম্মানের ভাব এমনি করিয়া কমাইয়া দিয়াছে ও মুসলমানের হীনতা এমনি করিয়া মনের মধ্যে জমাট করিয়া গাঁথিয়া দিয়াছে যে, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বীর পুরুষদিগের, বাদ্‌শাহ এবং বেগম ও শাহজাদী-দিগের কল্পিত ও অতি জঘন্য, অতি জুগুপ্সিত চরিত্রের নাটক থিয়েটাব ও অভিনয় দেখিয়াও ইহাদের ধমনী পর্যন্ত স্পন্দিত হয় না।

এসলাম বা মানবধর্ম্ম : শাহ আবদুল্লা (এসলাম মিশনরী)

আসতে হবে [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

"বেহেশত মাতার চরণপ্রান্তে" : জনৈক শ্রীহট্টবাসী

নৈরাশ্য (আধ্যাত্মিক) [কবিতা] : সিরাজী

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

মোস্তফা চরিতালোচনা : আবদুল লতীফ

হাফেজ [কবিতা] : চৌধুরী আলী মহাম্মদ

কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

কোরআন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

নূর-ইসলাম : মিসেস আর, এস, হোসেন[1]

১ "মিসেস এনি বেশান্তের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ"। টীকায় সম্পাদক তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৩

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের ইতিহাস : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

চীন দেশীয় মুসলমান : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরউদ্দীন রোকনী

আদর্শ সেবক : আহমদ আলি

মিছে চাওয়া [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার : [কাজী] ইম্‌দাদ-উল-হক

এসলামের রাজ্য-শাসন নীতি : আহমদ আলী

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

করুণা-নির্ভর [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

মোস্তফা-চরিতালোচনা : আবদুল লতিফ

আমাদের সাহিত্যিক অবসাদ : শেখ হবিবর রহমান

> ...“আল-এস্‌লাম” সে ত মিশন-পত্রিকা ; দুই চারিজন মৌলানা এবং মোসলেম মিশনারী ব্যতীত সাধারণ সাহিত্যিকগণ ইহাতে লিখিবার মত বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাইবেন না।[১]

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৩

ইতিহাস চর্চ্চার আবশ্যকতা : সিরাজী

একখানি উপাদেয় প্রাচীন গ্রন্থ : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী

মহাত্মা এমাম বোখারী (রাঃ) : এম, আবদুল জব্বার

মোস্তফা চরিতালোচনা : আবদুল লতীফ

নারীর প্রতি [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

---

১ সম্পাদকের টীকা : " "আল-এসলামে" কেবল ধর্ম্ম বিষয় আলোচিত হয়, সাধারণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় না, এরূপ ভিত্তিহীন ধারণা সমাজে কিরূপে এবং কি কারণে প্রচারিত হইয়াছে তাহা আমরা ভাবিয়া আকুল।...সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি...কবিতাদিও স্থানলাভ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য গল্প, রঙ্গরসের কবিতা এবং উপন্যাসাদি প্রকাশিত হয় না...।...রোগী রুচিকর ঔষধ চাহিলেও চিকিৎসকের পক্ষে উপকারী তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া উপায়ান্তর নাই।"

যাত্রা [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

প্রতিজ্ঞার সন্তান : শাহ আবদুল্লা

মৌলানা ভ্রান্ত নহেন : আবদুল্লাহ আবু জাফর

কোরআন ও বিজ্ঞান : এসলামাবাদী

> ...কোরআন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নহে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করা কোরআনের উদ্দেশ্য নহে, কোরআন ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্র, তাহাতে ধর্ম্মাদেশ, উপদেশ, নৈতিক শিক্ষা, পূর্ব্বযুগের ইতিহাস বা লোকচরিতালোচনা ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত। তবে কোরআনেব একটা বিচিত্রজনক বিশেষত্ব এই যে, কোরআন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ না হইলেও খোদাতাআলার অস্তিত্ব, একত্ব, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, শিল্পচাতুর্য ও পয়গম্বরগণের আবশ্যকতা ইত্যাদি এসলাম ধর্ম্মনীতিসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাতে যে সকল প্রমাণ এবং নৈসর্গিক বর্ণনা প্রযোজিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক গুপ্তরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।...

আমিরুল মোমেনিন ওমর বিন আব্দুল আজিজ : ডাঃ মোহাম্মদ এব্‌রার আনসারী

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল[১]

ত্রুটী স্বীকার : খগেন্দ্রনাথ মিত্র

> "মানসী ও মর্ম্মবানী"তে প্রকাশিত আমার "সেতার শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে, একটি উক্তি সম্বন্ধে শ্রাবণের "আল এসলাম" পত্রে (২০৭ পৃঃ) যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে,[২] তৎপ্রতি আমার একজন মুসলমান বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

১ "গৃহস্থ" থেকে উদ্ধৃত।

২ ইমদাদ্ উল হক, "আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার"।

"পর্ব্বত মহম্মদের নিকট কি হেতু যাইবে?" এই বাক্যের দ্বারা ঐ স্থানে বক্তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা ব্যতীত মুসলমানদিগের মনে আঘাত দেওয়া আমার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।... জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমি ঐরূপ লিখিয়াছিলাম।—

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের লোকশিক্ষক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের সহিত একমত হইতে না পারিলেও, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়।... পাঠ্য পুস্তক সমিতির Syllabus-এ মহম্মদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার নির্দেশ ছিল না। তাহা হইলেও, মহম্মদ জীবনচরিত জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট শিক্ষাপ্রদ বলিয়া তাহা আমার [ক্ষুদ্র ইতিহাস] পুস্তকে নিবেশিত করিয়াছি।...[১]

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৩

ইতিহাস চর্চ্চার আবশ্যকতা : সিরাজী
খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের ইতিহাস : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্
কবি ও ভ্রান্ত মানব [কবিতা] : শহীদ
বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান : আবদুল মালেক চৌধুরী

...আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।... আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় — এমন অনেক 'রওশন খেয়াল' মুসলমান আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা তথা শ্রীহট্টের বাঁশবন ও আম্রকানন মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বাগদাদ,

১ সম্পাদকের টীকা : "সুযোগ্য পত্রপ্রেরক মহাশয়ের ঈদৃশ ত্রুটিস্বীকার দ্বারা তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ মহৎজনোচিত ব্যবহারের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।"

বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও ইরাণ তুরাণের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

কোরআন ও বিজ্ঞান : এসলামাবাদী

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান : আবদুর রহমান

[নিউটনের] বহুকাল পূর্ব্বেই... মোসলেম বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়।... জালালুদ্দীন রুমী...তাঁহার জ্ঞানগর্ভ লেখনী দ্বারাও উক্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় বিশদরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

খলিফাগণের আদর্শ : এ, এম, আবদুস সামাদ

কেন ডাক আমারে গো [কবিতা] : মোজাম্মেল হক

সৎসাহস : শ্রী মনমোহন বিশ্বাস

হিজরী নববর্ষ [কবিতা] : সিরাজী

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল

আমিরুল মোমেনিন ওমর বিন আবদুল আজিজ : মোহাম্মদ এব্‌রার আনসারী

পাড়ির কথা [কবিতা] : জানে আলম চৌধুরী

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৩

অচেনা দেশ [কবিতা] : কায়কোবাদ

বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান : আবদুল মালেক চৌধুরী

কেমনে করিব গান? [কবিতা] : মোজাম্মেল হক

নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বীণার তান [কবিতা] : আবদুর রহমান

কোরআনের তাফ্‌ছির : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

কোরআন ও বিজ্ঞান : এসলামাবাদী

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল

দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৩

এসলাম [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

এমাম মালেক : কাজী নওয়াজ খোদা

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের ইতিহাস : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান : এস, এম, আকবরউদ্দীন, বি-এ[১]

> আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য হিন্দুমুসলমানের একতা। ভারতের এই দুইটি মহাজাতির যদি একতা না হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেশের উন্নতি অসম্ভব।...
>
> এই যে আমাদের নূতন ভাব, ইহা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব নহে। ইহা আমাদের আত্মসম্মানের স্ফূরণ।...

এসলাম [কবিতা] : ফজলার রহিম চৌধুরী

আরবদিগের বীরত্ব : আহমদ আলী

আওরঙ্গজেব : এস্‌লামাবাদী

সিন্ধুতীরে [কবিতা] : তালেবর রহমান

মানবজীবন [কবিতা] : আবদুল ওয়াহেদ

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল

আলোচনা (কৈফিয়ৎ)

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৩

প্রয়াণে [কবিতা] : ফজ্‌লুল্‌ হক

কবীন্দ্র ফের্দ্দৌসী : ফর্‌রোখ আহমদ

অদৃষ্টবাদ : আব্দুল্লাহিল কাফী

১ ডি. এল. রায়ের 'রাণাপ্রতাপ' ও প্রফুল্লকুমার বসুর 'রোশেনা'— এ দুই নাটকে মুসলিম ঐতিহাসিক-চরিত্রের উপরে আরোপিত কলঙ্কের সমালোচনা।

...অতএব এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের ধর্ম্মগুরু মাথার মণি রাসূলুল্লাহ (সঃ) অদৃষ্ট ও বিধির ব্যবস্থা এরূপ বর্ণনা করেন নাই যেমত আমাদের সামাজের সর্ব্বসাধারণ বুঝিতেছেন, অর্থাৎ লাভ বা ক্ষতি যাহা হইবার তাহা সাধিত হইবে উদ্যম ও তদ্বিরে তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে না এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মোসলেম সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ : শেখ আবদুর রহমান
সাহিত্য সমালোচনা : শেখ হবিবর রহমান
মুক্তির আহ্বান [কবিতা] : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান : এস, এম, আকবরউদ্দীন, বি-এ[১]
আওরঙ্গজেব : এস্‌লামাবাদী
আমিরুল মোমেনিন ওমর বিন আবদুল আজিজ : মোহাম্মদ এব্‌রার আনসারী
জেবউন্নিসার চরিত্রে কলঙ্কারোপ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২]
ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল,
প্রার্থনা [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৩

আজান [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং বুদ্ধদেব : মোজাম্মেল হক বি, এ (বগুড়া)
বাঙ্গালার মুসলমানদিগের অতীত জীবনের যৎকিঞ্চিৎ : এ, কে, আমিনুল্লাহ্

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' নাটকের আলোচনা।
২ "ভারতবর্ষ" থেকে উদ্ধৃত। যদুনাথ সরকারের "Zebunnissa's Love-affairs", *Modern Review*, 1916, প্রবন্ধের সার।

ধর্ম্ম [কবিতা] : নবি নোয়াজ খাঁ

শাহী সদনুষ্ঠান : আবদুল লতিফ

সাহিত্য-প্রসঙ্গ : মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলী

...জীবিতা বাঙলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দ্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে যতই চেষ্টা হোক না, বাঙলা উর্দ্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না।...

...বড়লোকদের ... অনেকে এখনও উর্দ্দুর স্বপ্ন দেখিতে বিরত নহেন। যাঁহারা উর্দ্দুর নেশার হাত হইতে কতকটা উদ্ধারলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও বাঙলাকে প্রাণের ভাষা বলিয়া চিনেন নাই — অনেকে বা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।...

...সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা "আল এসলাম", "মোহাম্মাদী" এসলাম মিশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লোকসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মৌলবী মৌলানা শ্রেণীর লোক।...

জানিনে [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা : সিরাজী

হৃদয়-যমুনা [কবিতা] : তালেবর রহমান

বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষৎ : শেখ আবদুর রহমান

তুমি কি শুন না কাণে ? [কবিতা] : মোহাম্মদ ইয়াছিন

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান : এস, এম, আকবরউদ্দীন, বি-এ[১]

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের সমালোচনা। প্রসঙ্গত 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতনে'র আলোচনাও আছে।

দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৩

অচেনা প্রেমিক [কবিতা] : কায়কোবাদ

বঙ্গভাষা ও মুসলমান : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

আজও পর্য্যন্ত হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া অনেক কথা লিখিতেছেন। বহুকাল তো লিখিয়া আসিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত লিখিতে ছাড়িতেছেন না।...যদিও বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখকই এরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি। কিন্তু আজিকালি সাহিত্যিক মিলন, রাজনৈতিক মিলন, জাতীয় মিলন প্রভৃতি মিলনযুগে যদি ঐরূপ লিখিত হয়, তাহা হইলে মিলন সুদূরপরাহত।...যদি কোন হিন্দু লেখক বলেন যে, মুসলমানেরাও হিন্দু-ঘৃণাজনক বাক্য লিখিয়া থাকেন। আমি বলিতে পারি, ওরূপ লিখিতে তাঁহারা শিখিয়াছেন হিন্দুদিগের নিকট। তাঁহারাও যাহাতে ওরূপ না লিখেন তজ্জন্যও চেষ্টা করা চাই। জাতীয় কুৎসায় জাতীয় উন্নতি হয় না, বরং বিচ্ছেদ আরো ভীষণ ভাব ধারণ করে।[১]

বোস্তাঁর অনুবাদ [কবিতা] : তমিজুর রহমান

আওরঙ্গজেব : এসলামাবাদী

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা : সিরাজী

ধর্ম্মবীর-মোহাম্মদ (দঃ) : চারুচন্দ্র মিত্র

১ বাঁকিপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন সভায় পঠিত। উদ্ধৃত অংশ "বাদ দিয়া পঠিত হইয়াছিল।...[এই] অংশের উদ্দিষ্ট বিষয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ইতিহাস শাখার সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (দর্শন শাখার সভাপতি), সার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া আর পড়িবার আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া এই অংশ বাদ দিয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ অংশ আলোচনাকালীন তাঁহারা আমার সহিত বাদানুবাদ করিয়া তাঁহারা যে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান ঘৃণাই হিন্দু মুসলমান মিলনের অন্তরায় শীর্ষক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।" [লেখকের টীকা]

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাই মরহুম সাহেবের জীবনী : দেওয়ান শামসুউদ্দীন আহমদ

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান : এস, এম, আকবরউদ্দীন[১]

নৌ-সাধনোদ্যত বঙ্গ : তারানাথ রায়[২]

হজরত ওমরের প্রজাপালন : আহমদ আলি

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার : কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল

বর্ষ বিদায় [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৫

বাবা নানক : মোজাম্মেল হক বি-এ (বগুড়া)

সাধ্বী খোদেজা কোবরা : কাজি শামসুল আমির

আলমগীর [ঐতিহাসিক উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান

দেশের লোক [কবিতা] : যতীন্দ্রমোহন বাগচী[৩]

উন্মাদনা ও সিদ্ধি : সিরাজী

উদারতা ও তাহার প্রতিদান : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

নববর্ষে — নব আশা : শেখ আবদুল গফুর জালালী

ইউরোপ ও কোরান : ফর্‌রোখ আহমাদ নেজামপুরী

আবাহন : শেখ আবদুল গফুর জালালী

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

একটি কুসুম [কবিতা] : এমদাদ হোসেন

মৎস্য সংবাদবাহক : মোজাম্মেল হক বি-এ (বগুড়া)

পবিত্র কোরআনের উপদেশ : কেশবী

১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'চন্দ্রশেখরে'র আলোচনা।
২ "ভারতবর্ষ" থেকে পুনর্মুদ্রিত।
৩ "মানসী ও মর্ম্মবাণী" থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বঙ্গের জলযান : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

বিচার [কবিতা] : সিরাজী

আলমগীর [ঐতিহাসিক উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান

অপ্রকাশ [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা

আত্ম-মর্য্যাদা : মোহাম্মদ সাইদর রহমান

তৌহিদ ও তছলিছ : মোহাম্মদ আশরফ আলি

কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য : মোহাম্মদ আশরফ আলি

সুরা ফাতেহা [বঙ্গানুবাদ] : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৫

রাবেয়ার প্রার্থনা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

আলমগীর [ঐতিহাসিক উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য : মোহাম্মদ আশরফ আলি

ছোটর আহ্বান [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

পবিত্র কোরআনের উপদেশ : কেশবী

মত্ত আহ্বানের করুণ সুর : দেওয়ান ইয়াকুব আলী

কৃষক ও হাতের কাজ : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

ওহোদের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আলমগীরের বিজয়পুর অধিকার : মোজাম্মেল হক বি-এ (বগুড়া)

বৈশাখের "আল এসলামে" হাবিবর রহমান সাহেব আলমগীরের উপর ভিত্তিহীন দোষারোপ করিয়াছেন।...দুঃখের বিষয় সম্পাদক সাহেবও ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।...

মোহাম্মদ (দঃ) [কবিতা] : "ফজলি আম"

তৌহিদ ও তছলিছ : মোহাম্মদ আশরফ আলি

এস্‌লামের মূল সূত্র : আবুল অছিম খান চৌধুরী
ইহুদী ও খৃষ্টানগণের প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ব্যবহার : এস, মোহাম্মদ মোসলেম
খৃষ্টান ধর্ম্মের বিফলতা : মোহাম্মদ আশরফ আলি
মোকর্দ্দমা জয় : মোহাম্মদ গোলাম হায়দার চৌধুরী
তালাক : মোখতার আহমদ সিদ্দিকী

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৫

আরবের মেয়ে [কবিতা] : "ফজলি আম"[১]
তালাক : মোখতার আহমদ সিদ্দিকী
এমাম মালেক : মোজাম্মেল হক বি-এ (বগুড়া)
ইসলামাবাদের নামের উপর বঙ্গভাষার প্রভাব : নজির আহমদ
আলমগীর [ঐতিহাসিক উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান
যাদুঘরে নরকঙ্কাল দর্শনে [কবিতা] : কাজী আবদুল খালেক
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) : সিরাজী
এসলাম ও মানবজাতি : মোহাম্মদ আশরফ আলি
বেজায় পুরুষ [কবিতা] : বশারত আলী
আওরঙ্গজেব : বেগম সৌদামিনী খাতুন (বর্দ্ধমান)
আদর্শ ন্যায়পরায়ণতা [কবিতা] : সিরাজী

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৫

শঙ্খ বক্ষে [কবিতা] : সিরাজী
রমজান : মাহ্‌বুবুল আমিন
সিরিয়া পরিভ্রমণ : সিরাজী
অর্ঘ্য : চণ্ডীচরণ মিত্র

১ "আরবী হইতে"।

কিঞ্চিৎ নিবেদন : বশারত আলী

ছোট বড় : নজির আহমদ

এসলাম ও মানব জাতি : মোহাম্মদ আশরফ আলি

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর সংক্ষিপ্ত জীবনী : আবদুল ওয়াহেদ

সারাসেন-শাসন-প্রণালী : আবুল মনসুর আহমাদ আলী

বিবিধ-প্রসঙ্গ (কলিকাতায় উর্দ্দু সাহিত্যের পরিণাম) : [সম্পাদক]

[উর্দু] "মিল্লাৎ" সম্পাদক মৌলবী আবুল কাসেম রফিক দেলাওরী তাঁহাকেও বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।... "আল হেলাল", "আল বলাগ", "একদাম", "তর্জ্জমান", "হাবলুল্ মতিন" ও "সফির" পূর্ব্বেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।... "মোহাম্মদী" ও "মোসলমান" পত্রদ্বয়ের প্রতি আদেশ হইয়াছিল, সেন্সারকে না দেখাইয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না, এজন্য উভয় সংবাদপত্র বন্ধ আছে। গবর্ণমেন্ট পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ২১শে অক্টোবর হইতে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ "মোহাম্মদী" ও "মোসলমান" পূর্ব্ববৎ স্বাধীনভাবে ২১শে অক্টোবর হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।...

আঞ্জমনে-ওলামা (তৃতীয় অধিবেশন)

'আঞ্জমনে ওলামা'র প্রথম অধিবেশন বগুড়া বানিয়াপাড়া মোকামে হওয়ার পর মহাযুদ্ধের দরুণ নানা অন্তরায় নিবন্ধন, মধ্যে তিন বৎসর আর তাহার বার্ষিক অধিবেশন হইতে পারে নাই। গত বৎসর কলিকাতায় তাহার দ্বিতীয় অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। করুণাময় সর্ব্বনিয়ন্তা খোদা তাআলার অনু-কম্পায় আগামী ডিসেম্বর মাসে...চট্টগ্রামে আঞ্জমনের তৃতীয় অধিবেশন হওয়া সুস্থির হইয়া গিয়াছে।...সঙ্গে সঙ্গে "বঙ্গীয় মোছলমান শিক্ষা সমিতি" ও "বঙ্গীয় মোছলেম সাহিত্য সমিতির" অধিবেশনও চট্টগ্রামে হইবে আশা করা যায়।

চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩২৫

> মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে ববণ করা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নতির সোপানে আরোহন করিতে পারে না।...
>
> প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকেই আপনাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিরাট প্রাচীন মুসলমান সাহিত্যের অস্তিত্ব তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।...

[লেখকের টীকা]

> 'মুসলমান সাহিত্য' বলিতে আমরা "দোভাষী মুসলমান সাহিত্যের" কথাও বলিলাম, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। 'দোভাষী

১ 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ শেখ সাদীর কবিতার অনুবাদ।

বাঙ্গালা' কোন শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে। সুতরাং তাহাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাও অন্যায়।... আমরা চিরদিনই বিশুদ্ধ ভাষার পক্ষপাতী।...

চীন দেশের মোছলমান : আবদুল্লাহিল্ কাফী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৫

এসলাম আমার [কবিতা] : বশারত আলী

অজ্ঞানতার যুগে আরব : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

পবিত্র কোরআনের উপদেশ : কেশবী

আসাম ভ্রমণ : এছলামাবাদী

এছলাম ও বিজ্ঞানালোচনা : মোহাম্মদ আশরফ আলী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ[১]

বিবিধ প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৫

ইসলাম ও মিশন : মোহম্মদ মনিরজ্জমান ইসলামাবাদী

উর্দ্দু-সমস্যা : বশারত আলী

...একদল চিন্তাশীল মুসলমান বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালার স্কুল কলেজ প্রভৃতির অন্যতম ভাষারূপে ব্যবহার করিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে :—(১) মুসলমান গ্লানি ও কুৎসাপূর্ণ বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠ করিয়া বর্ত্তমান নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ জাতীয়তা হারাইয়া

১ সম্পাদকের টীকা : "বিজ্ঞ সমালোচকের অনেক মন্তব্যের সহিত আমাদের ঘোর মতবিরোধ আছে। সাহিত্যিক ও সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিরপেক্ষ সমালোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অতীব প্রয়োজনীয়।"

বসিয়াছে।...(২) স্কুল কলেজে আমরা মুসলমান ছাত্রদিগকে রামায়ণ মহাভারত পড়াইতে কুণ্ঠিত হই না, দুর্গোৎসবের আগমনী গাওয়াইতে লজ্জিত হই না।...

...আর একদল চরমপন্থী আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশ হইতে উর্দ্দুকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, উর্দ্দু যেমন মুসলমানদের সৃষ্ট ভাষা বাঙ্গালাও সেই প্রকার মুসলমানদেরই সৃষ্ট ভাষা; উর্দ্দু যেমন একটি প্রাদেশিক ভাষা, বাঙ্গালাও সেই প্রকার একটি প্রাদেশিক ভাষা।...

...বঙ্গদেশে বাস করিতে হইলে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে হইলে আমরা উপযুক্ত পরিমাণ বাঙ্গালা সাহিত্য না শিখিয়া পারি না। ভারতবাসী হিসাবে ও মুসলমান হিসাবে উর্দ্দু না শিখিবার উপায় নাই।[১]

মিলন: এম, আবদুল মোনএম

বঙ্গ-নারী [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা, বি-এ

সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালী প্রীতি: আবুল কালাম মোহাম্মাদ শামসুদ্দীন

বঙ্কিমবাবু বোধহয় মনে করিতেন যে, মুসলমানেরা যখন বিদেশী, যখন তাহারা অন্যদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাহারা কখনও 'বাঙ্গালী' বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। ...যাঁহারা এ দেশকেই 'আমার দেশ' বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন,... সেই মুসলমানেরা যে বাঙ্গালী নয়, বোধ হয় কেহই তাহা বলিবে না।

মেছের বিজয়: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

সম্রাট আকবরের বঙ্গ-বিজয়: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

কবি ও নারী: নজির আহমদ

১ সম্পাদকের টীকা: "প্রবন্ধকারের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। উর্দ্দু বাঙ্গালা সবই দরকার, আরবি ভাষাও মুসলমানের অবশ্য শিক্ষণীয়।..."

কষ্টি-পাথর (বা প্রকৃত যীশু বিশ্বাসী খৃষ্টান কোথায়?): বেগম সৌদামিনী খাতুন

ইউরোপ ও কোর্‌আন: ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

প্রার্থনা [কবিতা]: আবদুল ওয়াহেদ

চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা: পৌষ ১৩২৫

পরোপকার [কবিতা]: গোলাম হায়দর চৌধুরী

সিরিয়া পরিভ্রমণ: সিরাজী

তালাকের সংশোধন: সম্পাদক[১]

আওরঙ্গজেব: এস্‌লামাবাদী

...সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় রাজ দরবারে হিন্দুদিগের কিরূপ ক্ষমতা প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহারা সমর ও শাসন বিভাগে যেরূপ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা জানিতে হইলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের রাজকীয় দপ্তর হইতে হিন্দু কর্ম্মচারীগণের সংখ্যা এবং তাহাদের উচ্চ পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সহজে অনুমান করা যায়।...

ইউরোপ ও কোর্‌আন্‌: ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

মোসলেম তত্ত্ব: খোন্দকার গোলাম আহমদ

শিশু [কবিতা]: শেখ আবদুল গফুর জালালী

তালাক: মোখতার আহমদ ছিদ্দিকী

কেন তবে ভাব [কবিতা]: সিরাজী

ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

...Socialismএর ফলে য়ুরোপ আমেরিকায় যে democracyএর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই democracyর মূলনীতি ইসলামেরই। জাতির নেতা জাতির ভৃত্য — ইহা ইস্‌লামের গৃহীত মত।...

স্নেহের বিজয়: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

---

১ আষাঢ় ১৩২৫এর 'আল এসলামে' প্রকাশিত "তালাক" প্রবন্ধের আলোচনা।

চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৫

...ভারতের এমন কোন জেলা দৃষ্ট হয় না, যেখানে কোন প্রকৃত বা কৃত্রিম ও কল্পিত পীরের দরগাহ বা আস্তানা নাই। বড়পীর সাহেবের দেহ বগদাদ নগরেই সমাহিত, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কত স্থানে যে তাঁহার দরগাহ স্থাপিত ও পূজিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।... নির্ধনকে ধনী, নিঃসন্তানকে সন্তানবতী করা, বিপন্নকে বিপ্‌মুক্ত করা সমস্তই সেই [সমাধিস্থ যে কোন] পীরের ক্ষমতাধীন।...

অতএব দেশের যে যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষেরা পীরের দর্গাহে যাইয়া ও জীবিত পীরের নিকটে যাইয়া বর্ণিতরূপ শেরক বেদআৎরূপ মহাপাপ অর্জ্জন করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।... কবরে, দর্গাহে, মজারে বাতি জ্বালান, মানৎ চড়ান সমূলে বিনাশ করা আবশ্যক।

প্রার্থনা [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদল্লাহ্

আঞ্জমনে ওলামা

চতুর্থ বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫

আঞ্জমনে-ওলামার তৃতীয় অধিবেশনের চট্টগ্রাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মৌলবী গোলাম কাদের

...আরবী ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা।...প্রত্যেক মোসলমান নরনারীর পক্ষে আরবী ভাষা অন্ততঃ আরবী কোরাণ তাহার শিক্ষা করা অনিবার্য্য।...

...বাঙ্গালী মোসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। আমাদিগকে এই মাতৃভাষার মধ্য দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।...

ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। রাজভাষা শিক্ষা ব্যতীত আমাদের মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিছুই লাভ করা সম্ভবপর নহে। ইংরেজী সাধারণ মোসলমানের পক্ষে শিক্ষা করা জায়েজ হইলেও বর্ত্তমান যুগে আলেমগণের পক্ষে তাহা শিক্ষা করা আমার মতে ওয়াজেব।...

...উর্দ্দুর নামে আমাদের চটিলে চলিবে না। জাতির হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উর্দ্দু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষা ও মোছলমান সাহিত্য : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

[লেখকের টীকা :]

...তর্ক প্রধানতঃ "জাতীয় ভাষা" লইয়া। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মোছলমান জাতির জাতীয় ভাষা আরবী। কিন্তু [বঙ্গীয় মুসলমান] "সাহিত্য পত্রিকা"য় বাঙ্গালা ভাষাকেই আমাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া মতপ্রকাশ করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, "সাহিত্য পত্রিকা"য় অন্যতম সম্পাদক জনাব মৌলবী শহীদুল্লাহ্ ছাহেব এম-এ, বি-এল, গত পৌষ সংখ্যা 'আল-এসলাম' "ইসলামের

আদর্শ ও আমাদের আশা" নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে আরবীকেই মোছলমান জাতির জাতীয় ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কি আমরা বুঝিব, 'বাঙলা বাঙালী মোছলমান জাতির জাতীয় ভাষা', এটা মৌলবী মোঃ মোজাম্মেল হক বি-এ ছাহেবের ব্যক্তিগত মত? জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেবও চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "...মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।" ...আমরা বাঙলা দেশের অধিবাসী বলিয়া বাঙালী বটে, কিন্তু বাঙালী জাতি ন'হি।...

ইসলাম জগতে ইতিহাসচর্চ্চা : শেখ আবুল মনসুর এলাহী বখ্‌শ

সন্দ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তি : মোহাম্মদ আছাদোল হক

ধনীর প্রতি [কবিতা] : কমর আলী

ছাত্রজীবনের লক্ষ্য : আবদুর রহমান

তৃপ্তি [কবিতা] : নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১]

তফাৎ [কবিতা] : বিমলবিহারী মুখোপাধ্যায়[২]

জামে আজহার : সৈয়দ ওবায়দুর রহমান

চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

বর্ষ-শেষে [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৬

নববর্ষে [কবিতা] : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

স্বাধীন চিন্তা : নজির আহমদ

অভাগী [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

১ "প্রবাসী" থেকে। দু চরণের কবিতা।

২ দু চবণের কবিতা।

জ্ঞান : জান মিঞা

আকুলতা [কবিতা] : শেখ আবদুল গফুর জালালী

খৃষ্টানধর্ম্মের বিফলতা : মোহাম্মদ আশরফ আলি

বঙ্গভাষার গতি : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

কুস্বীদতু-ল্ বুর্দঃ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[১]

এব্‌নে রোশ্‌দ্ : আবদুল্লাহেল কাফী

কৃষির প্রসঙ্গ : 'নঃ'

ছাত্র-জীবনের লক্ষ্য : আবদুর রহমান

বাইবেল-তত্ত্ব : দানেশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন[২]

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

অর্ব্বাচীন : আন্‌সারী

এব্‌নে রোশ্‌দ্ : আবদুল্লাহেল কাফী

নূরনবীর উদ্দেশে [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[৩]

কুস্বীদতুল্ বুর্দঃ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

জমিদার উক্তি [কবিতা] : এম, আহমদ

স্বাস্থ্যরক্ষা : এস্, মস্তফিজুর রহমান

এছলাম ও বিজ্ঞানালোচনা : মোহাম্মদ আশরফ আলি

নমাজ [কবিতা] : বজলুর্ রহমান

প্রেম [কবিতা] : কৃষ্ণদয়াল বসু[৪]

১ "মিশরবাসী "শযখ ইমাম স্বালিহ্ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন্ সঈদ বিন হসন বুসিরী" (ত্রয়োদশ শতাব্দী) রচিত হজরত মুহম্মদেব প্রশস্তিমূলক কাব্যের গদ্যানুবাদ।

২ 'মোহাম্মদী' ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ "আমীরের উর্দ্দু হইতে"।

৪ "জামী হইতে"। 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা : প্রফুল্লচন্দ্র রায়[১]

কোর্‌আন্‌ [কবিতা] : কেশবী

চীনের পুস্তক : বেগম সৌদামিনী খাতুন

প্রার্থনা [কবিতা] : অজ্ঞাত[১]

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৬

সম্ভাষণ [কবিতা] : সিরাজী

এছ্‌লাম : মোহাম্মদ আশরফ আলী

...কোরআনের এই উদার মত মোছ্‌লমান জাতিকে ইছা, মুছা, জোরয়াস্তর, কন্‌ফিউশান [কনফুসিয়াস], বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব-দেশের সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তককে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়। এই উদার মতে পরিচালিত হইয়া যদি তৌরিত জবূর এঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে জেন্দ আবেস্তা বেদ ও গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অসারতাও আমরা ঘোষণা করিতে পারি না।...

তপ্তশ্বাস [কবিতা] : জানকীনাথ দত্ত[২]

আল্‌-এস্‌লাম [কবিতা] : কায়কোবাদ

চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

দয়াময় [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা[৩]

জ্ঞান ও ধর্ম্ম : আবদুল হাকিম

আঞ্জমনে-ওলামা ও সমাজ-সংস্কার : এস্‌লামাবাদী

আঞ্জমনে-ওলামার কেন্দ্র সমিতি এ যাবৎ মতবিরোধের আশঙ্কায় সমাজ-সংস্কাররূপ গুরুতর ও দুরূহ অথচ মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই বা করার সুযোগ পান নাই। কিন্তু বিগত ২৩শে

১ 'প্রবাসী' থেকে।

২ সাদীর কবিতার অনুবাদ। 'প্রবাসী' থেকে।

৩ "Pearls of the Faith হইতে"।

ও ২৪শে চৈত্র ১৩২৫ সাল, চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানায় এবং ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ১৩২৫ [১৩২৬] সালে সাতকানিয়া থানায় আঞ্জমনে-ওলামার যে খানা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয় তাহাতে সমাজ-সংস্কারমূলক যে সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়... অন্যান্য জেলার মোছ্‌লেম সমাজ যাহাতে ... তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হয় তৎসুবিধাকল্পে নিম্নে প্রস্তাব সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করা গেল।

[১] সামাজিক শাসন দ্বারা মোছ্‌লমানদিগকে নমাজ, রোজা, হজ্ব, জকাৎ ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করা হউক।...

[২] সমাজে একতা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সমবেদনা ও সৌজন্য বর্দ্ধনের জন্য নিকটবর্ত্তী কএক গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদের জমাতের লোকদিগকে এক একটি কেন্দ্রে একত্রিত করিয়া বিরাট ঈদের জমাতের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।...

[৩] মোছ্‌লমানগণের মধ্যে একতা সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনকল্পে ছোট ছোট জমাআতের পরিবর্ত্তে এক একটি কেন্দ্রে বড় বড় জম্‌আতের সহিত জুমাআর নমাজের ব্যবস্থা করা হউক।...

[৪] যেহেতু মোছ্‌লমান সমাজ অযথা মামলা মোকদ্দমা এবং পুত্র কন্যার অকাল বিবাহ ইত্যাদি অনর্থক কারণে সুদি কর্জ্জ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিতেছে [,] এজন্য এই সভার সমবেত...মত এই যে, উল্লেখিত কুপ্রথা নিবারণ পূর্ব্বক সমাজকে ধ্বংস পথ হইতে রক্ষা কল্পে ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর সুদদাতা ও তৎসাহায্যকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠোর সামাজিক শাসন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।...

শিক্ষাবিস্তারের উপায়: শেখ আবদুল গফুর জালালী

...বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকুঞ্জ বেষ্টিত শান্তি নিকেতনে বাস করিয়াও যাঁহারা এখনও বোখারা, ছমরকন্দ, সিরাজ, তেহ্‌রান,

কায়রো ও বাগ্‌দাদের, খোরমা ও আখরোট তরু এবং দ্রাক্ষা কুঞ্জের শীতল ছায়ায় বিচরণশীলা পারসী ও উর্দ্দু গজল ভাষিণী হুরীগণের বিচিত্র নর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা খুব বুদ্ধিমান (?) এবং বিচিত্র কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন বটে...। ...দিগ্‌গজগণ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সময়ের গতি ও প্রকৃতির বিধি বুঝিয়া মাতৃভাষা বাঙ্গালার চর্চ্চা এবং বাঙ্গালার সাহায্যে অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সুবিধা বিধানে...মরজী ফরমাইবেন।[১]

সমাজের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল নেতৃগণের বিচারে বাঙ্গালার মোছলমানদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও তৎপরে ধর্ম্মভাষা আরবী ও বিজ্ঞান বা রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষাই যথেষ্ট। পারসী ও উর্দ্দু ভাষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই।...

বাঁচা [কবিতা]: কালিদাস রায়

দ্রষ্টব্য: সম্পাদক

বর্ত্তমান সংখ্যায় "এছলাম" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে... [তাতে] কএকটি কথা আপত্তিজনক আছে। কোরআনের ইঙ্গিত এবং সরল ও সাধারণ জ্ঞান বিশ্বাস মতে পৃথিবীর নানা অংশে বহু

---

১ সম্পাদকের টীকা: "বিগত ২০/৩০ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী বাঙ্গালার চর্চ্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জাতীয় জীবনের অধঃগতি ব্যতীত যে উন্নতি হইয়াছে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং গ্রাহক সংখ্যা কমিয়াছে। সুধাকর, মিহির সুধাকর ও সোলতানের তুলনায় বর্তমান "মোহাম্মদী" ও [মোসলেম] "হিতৈষীর"র গ্রাহক সংখ্যা কম। পূর্ব্বের তুলনায় "মোহাম্মদী"র বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা কম। "হিতৈষীর"র কথাও তাই। "দি মোছলমানে"র গ্রাহক সংখ্যা বিগত ১০/১২ বৎসর মধ্যে তেমন কিছুই বাড়ে নাই। বহু মাসিক পত্রের অবসান হইয়াছে। শিক্ষা-সমিতির অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। ইংরেজ আমলের সুদীর্ঘ দেড় শত বৎসর মধ্যে জাতীয় জীবনের নিদর্শনস্বরূপ কোন একটী মহদানুষ্ঠান বাঙ্গালী মোছলমানের দ্বারা হইল না। উর্দ্দু ভাষীদের সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহারা...বহু জাতীয় সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইয়াছেন।...লেখক যে ভাবে উর্দ্দুর প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদাস্য ভাব দেখাইয়াছেন তাহা বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।..."

পয়গাম্বর যে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে পারস্যের জরদস্ত, চীনের কন্‌ফিউশান, ভারতের বুদ্ধ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যে বাস্তব একেশ্বরবাদ প্রচারক পয়গাম্বর ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।..."কোরআনের মতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এছ্‌লাম" ইহাও ভ্রমাত্মক ধারণা।...

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৬

চেতনা সঙ্গীত [কবিতা] : আবদুল মজিদ

ধর্ম্মের উপর বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব : আবদুচ্ছমাদ খাঁ

শিক্ষাবিস্তারের উপায় : শেখ আবদুল গফুর জালালী

...খোৎবা ধর্ম্ম উপদেশ সূচক বক্তৃতা ; সুতরাং উহা যে আরবী ভাষাতেই পাঠ করিতে হইবে এবং নিত্যই যে এক রকম বুলিই আওড়াইতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই।[১]

যৌবনের কর্ত্তব্য : মোহাম্মদ শামসুজ্জামান এছ্‌লামাবাদী

হজরতের শিক্ষা [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

আসাম-ভ্রমণ : এছ্‌লামাবাদী

এছ্‌লামের শিক্ষা : সিরাজী

...সুফী ও দরবেশগণ প্রায় ৫ শত বৎসর যাবৎ এছ্‌লামের যে বিকৃত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দিয়া শত শত, হাজার হাজার কেতাব লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত কেতাব পড়া বিদ্যায় ভূষিত তথা কথিত পীর ও আলেমগণ এছ্‌লামের মস্তক একেবারেই চর্ব্বন করিয়া মোছলমান জাতিকে অধঃপতন [ও] ধ্বংশের পথে লইয়া চলিয়াছেন।[২]...

১ সম্পাদকের টীকা : "...খোৎবার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু আরবী পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নহে।"

২ সম্পাদকের টীকা : "...পূর্ব্ব যুগের আলেম ও সাধুগণ মোছলমানগণের পার্থিব অবস্থায় চরম উন্নতির যুগে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের অদূরদর্শী

> বর্ত্তমানে যাঁহারা এছলামের প্রচারক তাঁহারা পার্থিব উন্নতিকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন ...। কিন্তু... রছুলে করিম কি এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন?...

ঈদের জমাআত—ধর্ম্মের ব্যবস্থা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী

কনষ্টান্টিনোপল বিজয় : মফিজদ্দীন আহমদ

এছলামের সত্যতা : দেওয়ান শমছুদ্দিন আহমদ

কোরআন [কবিতা] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিছ্ আলী

পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৬[১]

ত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন [কবিতা] : মোহাম্মদ মখলেছুর রহমান

রসায়ন শাস্ত্রে মোছলমান : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

শে'রে আরব [কবিতা] : ফজলুল্-হক্ সেলবর্ষী

জ্ঞান [কবিতা] : আহমদর রহমান[২]

এছলামের সত্যতা : দেওয়ান শমছুদ্দিন আহমদ

সমাজ-চিত্র : মোহাম্মদ ময়জর রহমান

ঈদল-আজহা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী

> ...আমরা চিরজীবন হিন্দুর সহিত একতা, সম্প্রীতি ও মিলনের প্রয়াসী। বিরোধ ঘটান আমরা পাপ কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করি।...

এছলাম : মোহাম্মদ আশরফ আলী

শিক্ষার ধর্ম্মহীনতা : কালা মুনশী

মোল্লা মৌলভী ও ছুফীগণ উপস্থিত সমাজের দুঃখ দৈন্যের চরম যুগেও সেই ব্যবস্থা চালাইতেছেন। সবল শরীরের ঔষধ দুর্ব্বল শরীর লোকের প্রতি প্রয়োগ করিলে যে দশা হয় বর্ত্তমান মৌলবী মোল্লাদের দ্বারাও সেই অঘটন ঘটিতেছে। মরার উপর খাড়া, ইহারই নাম।"

১ এই সংখ্যা থেকে পৃষ্ঠার ওপরে পত্রিকার নাম লেখা হয়েছে 'আল এছলাম'।

২ সাদীর কবিতার অনুবাদ।

অনুরোধ-পত্র : মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান

এছলামাবাদী

মায়াবী [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা[১]

পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৬

বাল্য-স্মৃতি [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা

এছলাম ও আত্মোৎসর্গ : সিরাজী

...এছলামে এই জন্যই "এককত্ব" বা "ব্যক্তিত্ব" বলিয়া কিছু নাই।...সেখানে কেবল স্বার্থত্যাগেরই কথা। সেখানে কেবল আত্মোৎসর্গের কথা। এইজন্য কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এছলাম কি? আমি সর্ব্বদাই বলি এছলাম—'আত্মোৎসর্গ'।

এছলামে সাধারণ তন্ত্র : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

...মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাটরূপে যখন আরবে স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন হইতে আরব জাতির সাধারণতন্ত্র বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।...

অধুনা রাজনীতি বিশারদদের মধ্যে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত না হইবে এবং সর্ব্বসাধারণ শিক্ষায় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে এবং তৎসম্পর্কীয় পূর্ণ দায়িত্ব বুঝিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন দেশ স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভ করিবার উপযুক্ত হইবে না।...ঐছলামিক সাধারণতন্ত্র এ মত নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন।... এছলাম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান কালে কোরেশ বংশের মধ্যে ১২।১৪ জনের বেশী লোক শিক্ষিত ছিলেন না।...

১ "জামী হইতে"।

জনসাধারণ ধর্ম্মের নেতৃত্বকে রাষ্ট্র নেতৃত্বের যথেষ্ট উপযুক্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করে, এরূপ অনেকের ধারণা। বস্তুতঃ এ ধারণার মূলে কোনরূপ সত্য নিহিত নাই।...

সাধারণতন্ত্র মানবের প্রকৃতিগত।...

কথার স্বাধীনতাও সাধারণতন্ত্রের অন্যতম পরিচায়ক।...

সমাজ-সংস্কার : এছলামাবাদী

এই আঞ্জমনের মতে, বাল্য বিবাহ-প্রথা, বিবাহে অতিরিক্ত জেওর মোহর ধার্য্য করা, বিবাহোৎসবে ঢোল, বাদ্য, বাজনা, নাচ, গান, বাজী পোড়ান ও বর-যাত্রীগণের জন্য অতিরিক্ত আহারীয় ব্যয় এবং সুদী কর্জ্জ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কু-প্রথা সমূহ সামাজিক শাসন দ্বারা রহিত করা আবশ্যক।...

জ্ঞান ও ধর্ম্ম : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রূহানী

ইতিহাসের ধারা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১]

বাইবেলের মত-বিরোধ : মোহাম্মদ আশরফ আলী

বাবরের ত্যাগ [কবিতা] : ছিদ্দিক আহমদ রামপুরী

পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৬

উপাসনায় শ্রেষ্ঠত্ব [কবিতা] : মোহাম্মদ মখলেছুর রহমান

ইতিহাসের ধারা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১]

আসাম-ভ্রমণ : এছলামাবাদী

বাইবেলের মত-বিরোধ : মোহাম্মদ আশরফ আলী

এব্‌নে রোশ্‌দ : আবদুল্লাহেল কাফী

সাময়িক ছাত্র-জীবন : আবদুল জলিল

বিবাহ-নীতি : সিরাজী

একটী নিবেদন : মোঃ আবদুল মালেক খাঁ

---

১ 'প্রবাসী' থেকে।

উপস্থিত বুদ্ধি ও ত্যাগ : একলিম রেজা

শিক্ষার ভিত্তি : শেখ আবদুর রহমান

চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার

পঞ্চম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৬

এছলাম ও ধনবল : গিনার্জা

আলোচনা : পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

সমাজ-সংস্কার : এছলামাবাদী

জগতের জন [কবিতা] : মোঃ মোখলেছুর রহমান

ইউরোপ ও কোরআন : ফরখোখ আহমদ নেজামপুরী

বাল্য-বিবাহের পরিণাম : ছিদ্দিক আহমদ রামপুরী

শিক্ষার ভিত্তি : শেখ আবদুর রহমান

বাইবেল রহস্য : নূরল আবছার

পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৬

কেন পারিবে না ? [কবিতা] : আবদুল মজিদ

আসাম ভ্রমণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, এছলামাবাদী

বাইবেল রহস্য : নূরল আবছার

কেন এছলাম গ্রহণ করিয়াছি ?[১]

পল্লীর সুখ : জাহেদল হোছেন

স্বাস্থ্য, শ্রম ও শ্রান্তি মোচন : জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী[২]

সমাজ-সংস্কার : এছলামাবাদী

বিবিধ প্রসঙ্গ : এছলামাবাদী

...সম্প্রতি জানা গিয়াছে, মিছরে ["মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের"] গীতাঞ্জলির আরবী অনুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং পুস্তক মুদ্রিত

১ খালেদ শেলড্রেকের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। 'মোহাম্মদী' থেকে।

২ 'প্রবাসী' থেকে।

হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে মিশরে আরবী সাহিত্য-প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ..

আলোচনার আলোচনা : আবদুল মালিক চৌধুরী[1]

এছলাম কি ? : মোহাম্মদ মফজর্ রহমান

পরোপকারী : শেখ আবদুল গফুর জালালী

আঞ্জুমনে ওলামার চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার

পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৬

ধন্যবীর [কবিতা] : সৈয়দ মোঃ আবদুল মতীন

কোরআন : খোন্দকার গোলাম আহ্মদ

এছলামে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সার্ব্বভৌমিক বিকাশ : মোহাম্মদ নূরুল আবছার

মোছলেম সমাজের লক্ষ্যনষ্টতা : এম, এ, ওয়াহেদ

এছলাম কি ? : মোহাম্মদ মফজর রহমান

অন্নসমস্যা : প্রফুল্লচন্দ্র রায়[2]

বিবিধ প্রসঙ্গ : এম, এ, গফুর সোনারগাঁমী

ইংলণ্ডে তামাক বিভ্রাট : মোহাম্মদ আশরফ আলী

আমাদের কর্ত্তব্য : আবদুল মজিদ

তরু ও কঠোর : মোহাম্মদ বাহাত-উল্লা

বিবিধ প্রসঙ্গ : এছলামাবাদী

...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মোট ফেলোর সংখ্যা ১০৯, তন্মধ্যে মোছলমান ১০ জন মাত্র। সিণ্ডিকেটের মেম্বরগণের মধ্যে কেহই মোছলমান নাই।

আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা : এছলামাবাদী

১ পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত পদ্মনাথ দেবশর্মার 'আলোচনা' প্রসঙ্গে।

২ 'প্রবাসী' থেকে।

> ...রাজনীতিক চিন্তার দিক দিয়া মিঃ মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, জিন্নাহ, হাছান এমাম, ছৈয়দ হোছেন, মজহেরুল হক, মৌলানা আজাদ, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শিরাজী প্রভৃতি ভারতের কোন হিন্দু উচ্চ রাজনীতিক দল হইতে পশ্চাৎপদ নহেন বরং কোন কোন বিষয় উন্নত।...বাঙ্গালার কায়কোবাদ, সিরাজী, মোস্তফা, মোজম্মল কোন বিষয় হীন নহেন।...

সাধু-চিত [কবিতা] : আবদুল মজিদ

সমালোচনা : সম্পাদক

> "নূর" নামক নব প্রকাশিত মাসিকপত্রের প্রথম মাঘ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রের সম্পাদক বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের জাতীয় কবি বাগ্মী সিরাজী ছাহেব।...[১]

পঞ্চম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৬

অন্নসমস্যা : প্রফুল্লচন্দ্র রায়[২]

"কৈফিয়ৎ" : এম, ইদ্রিছ

বাগদাদ শরিফ : ফখরোদ্দীন আহ্‌মদ নেজামপুরী

লোভের পরিণাম [কবিতা] : মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

আসাম-ভ্রমণ : এছলামাবাদী

এছলামে জাতীয়তা : মোহাম্মদ আন্ওর আলী

> ...জাতীয়তার যে সীমারেখা এক দেশ হইতে অপর দেশকে ভিন্ন করিয়া রাখে, এছলামের সাম্যবাদ তাহা ধ্বংস করিয়াছে।...

১ এই সমালোচনা থেকে প্রথম সংখ্যা 'নূরে'র নিম্নোক্ত রচনার সন্ধান পাওয়া যায় : "আল ফারুক"—মৌলবী নূরুদ্দীন ; "আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি"—সিরাজী ; "মানুষের ধর্ম্ম"—মোহাম্মদ বরকতুল্লা ; "দেশের কথা"—ফজলুল হক সেলবর্সী ; "চারিটি মহাপুরুষ"—নেজামত আলী খাঁ ; "আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার" —মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ; "জাতীয় কলেজ"—সিরাজী।

২ 'প্রবাসী' থেকে।

মোজেজা : মোহাম্মদ আশরফ আলী

কেন এছলাম গ্রহণ করিলাম ?[১]

এছলামের বিশিষ্টতা[২]

স্বাধীনতার দাম [কবিতা] : মোহাম্মদ রাহাতুল্লা

ইউরোপে কোরআন : নূরল আবছার

বর্ত্তমানবাদী [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

মানব-হৃদয়ে এছলামের শিক্ষা : জাহেদল হোসেন[৩]

বিবিধ প্রসঙ্গ : এছলামাবাদী

পঞ্চম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৬

দাও যত পার বেদনা চাপায়ে [কবিতা] : আবদুল মজিদ

খেলাফৎ : চারুচন্দ্র মিত্র

> ...ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ চিরদিনই রাজ-ভক্ত। ইহা তাহাদিগের স্বাভাবিক গুণ।...খেলাফৎ রক্ষা কল্পে তাঁহারা রাজ-দরবারে অবিশ্রান্ত "কাঁদাকাটা" ও আবেদন নিবেদন করিতেছেন।...

বাইবেল রহস্য : নূরল আবছার

আকাশপথে বিহঙ্গকুল [কবিতা] : মোখলেছর রহমান

নমাজ : আবদুল মজিদ

অতীতের স্মৃতি : মোহাম্মদ শামছুজ্জমান এছলামাবাদী

আশরাফ ও আতরাফ : মোহাম্মদ এন, আলী রামপুরী

অনুরোধ [কবিতা] : ছিদ্দিক আহমদ

বগদাদ শরিফ : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

সুখ ও দুঃখ [কবিতা] : আহমদর রহমান

১ খালেক শেলড্রেকের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

২ 'বাঙ্গালী' থেকে।

৩ 'মোহাম্মদী' থেকে।

অন্নসমস্যা : প্রফুল্লচন্দ্র রায়[১]
ঈমানের তেজ : এছলামাবাদী

ষষ্ঠ ভাগ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৭

অতীতের স্মৃতি : মোহাম্মদ শামছুজ্জমান এছলামাবাদী
মোছলেম ছাত্রবৃন্দের প্রতি : মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ চৌধুরী
বছরা ভ্রমণ : গোলাম হোছেন
খেলাফৎ : এছলামাবাদী

...কনষ্টাণ্টিনোপলের মন্ত্রীসভা মিত্র শক্তিবর্গের ইচ্ছানুসারে গঠিত এবং তাহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হইতেছে। ছোলতান এবং তাঁহার নাম মাত্র গবর্ণমেন্টের কোন কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি নাই।...

...তাদৃশ ক্ষমতাহীন লোক এছলাম জগতের খলিফা হইতে পারেন না। যিনি খলিফা হইবেন তাঁহার পক্ষে পবিত্র স্থান সমূহ রক্ষা করার প্রচুর ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু মিত্রপক্ষ তুরস্কের বিশাল রাজ্য আপোষে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে খলিফার পদমর্য্যাদা আর থাকে না, প্রকাশ্যভাবে মোছলমানগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে, তাহার ধর্ম্মের পবিত্র বিধানে হস্তক্ষেপ করা হয়।...

...এনাটুলিয়া ও কুর্দ্দিস্থানের যে সামান্য ভূভাগ, তুর্কী জাতীয় দলের নেতা মোস্তফা কামাল পাশা ও আনওয়ার পাশা, তাহা রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য [মিত্রপক্ষে] নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিপুল আয়োজনে রণসজ্জা করা হইতেছে।...

১ 'প্রবাসী' থেকে।

...এজন্য আজ সমগ্র এছলাম জগৎ খলিফতুল মোছলেমিন, আমিরুল-মোমেনিনের পদগৌরব, তাহার রাজ্য রাজত্ব রক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সমগ্র এছলাম জগতে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। . সর্ব্বত্র খেলাফৎ পদ ও খলিফার রাজ্যরক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে শিয়া, ছুন্নি, হানিফী, মোহাম্মদী সকলেই একমত হইয়াছেন।...

ঈমানের তেজ : এছলামাবাদী

আলোচনা : এছলামাবাদী

...বর্ত্তমান মোছলেম বাঙ্গালা সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চার ব্যবহারটা এত প্রবল আকার ধারণ করিয়া চলিয়াছে যে, তাহা চরমে পৌঁছিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবী পারছীর সহিত যাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন অধিকার নাই, তাঁহারা ধর্ম্মের আলোচনা, কোরআন, হাদিছের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে তৎপর।...ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ কখনও হয় নাই, তিনি ইতিহাস আলোচনায় ও হজরতের জীবনী প্রণয়নে অগ্রসর। ...উপন্যাসে এত অস্বাভাবিক বর্ণনা ও অনিয়মিত ঘটনাবলী অবতারণা হইতেছে... ।...

কবিতা রচনার রোগ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, সংবাদপত্র অফিসে তাহার তাল সামলান মহা দায়।...মোছলমান বাঙ্গালা সাহিত্য মন্দিরটি নিতান্ত দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। অচিরে তাহার পতন হওয়া স্বাভাবিক।...

ইতঃপূর্ব্বে "নবনূর", "এছলাম প্রচারক", "প্রচারক", "বাসনা", "কোহিনূর", "মছজেদ", "হাফেজ", "মিহির [" , "] লহরী" প্রভৃতি অনেক মাসিক কাগজ অকালে কাল-

গ্রাসে পতিত হইয়াছে।...সাপ্তাহিক ও দৈনিকের দিকে শক্তি প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

খেলাফৎ রক্ষা ও খলিফার পদমর্য্যাদা এবং তাহার রাজ্য সংরক্ষণ কল্পে মোছলমানগণ সর্ব্বপ্রকার আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন আলোচনায় কোনরূপ ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বলের অস্ত্র বিলাতী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, বৃটিশ আদালত বর্জ্জন কবিয়া জাতীয় আদালত স্থাপন পূর্ব্বক মামলা মোকদ্দমার পরস্পর নিষ্পন্ন করা, রাজকীয় উপাধি ও সৈনিক বৃত্তি বর্জ্জন করা, সরকারকে কোন বিষয় সাহায্য না করা এ সকল উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে যে খেলাফতের প্রতীকার সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না, তবে জাতীয় স্বার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য শেষ অবলম্বন যাহা দুর্ব্বলের পক্ষে সম্ভব তাহাই ধারণ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী খেলাফৎ ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায়ও একটি স্বদেশী খেলাফৎ ষ্টোর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে।...

বিবিধ প্রসঙ্গ : এছলামাবাদী[১]

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

দৌর্ব্বল্য : জাহেদুল হোছেন[২]

আলোচনা : এছলামাবাদী

নূর-সম্পাদক বন্ধুবর সিরাজী ছাহেব 'আঞ্জমনে-ওলামা' সম্বন্ধে কএকটি অভিযোগমূলক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও আঞ্জমনের পরম হিতৈষী বলিয়া তাঁহার মন্তব্যগুলি সরল ও আন্তরিকতা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি, তবে তিনি যদি একবার ঈদৃশ

১ শেষে 'শিক্ষক' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পুনর্মুদ্রণ আছে।
২ 'মোহাম্মদী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

আলোচনা লইয়া প্রকাশ্য পত্রিকা পৃষ্ঠায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে মৌখিক বা ব্যক্তিগত পত্রদ্বারা আঞ্জমনের সেবকগণের নিকট তাঁহার অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য জানিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে সাধারণ পাঠক তাঁহার সরলতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। যাহা হউক নূর সম্পাদকের মন্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

আঞ্জমনে-ওলামা বিগত ৬ বৎসর মধ্যে মোট ৩৫/৩৬ হাজার টাকা সমাজের নিকট সাহায্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।...

গড়ে মাসিক যে ৫/৬ শত টাকা আয় হইয়াছে তাহা আঞ্জমনের ঘর ভাড়া, লাইব্রেরী ও পাঠাগারের ব্যয়, নবদীক্ষিত ও দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্য, বেতনভোগী ও অনারারী প্রচারকগণের বৃত্তি, ভাতা ও কমিশন, আঞ্জমনের কর্ম্মচারিগণের বেতন, আল এছলামের অতিরিক্ত ব্যয়বহন, মিশন পুস্তকাবলীর মুদ্রণ ও বিতরণ ইত্যাদি অনিবার্য্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই সঙ্কুলান হয় না, এমতাবস্থায় ইউরোপ আমেরিকায় মিশন প্রেরণ কি খামখেয়ালী হইবে না ?...

...নিজেরা আদর্শ হইবার পূর্ব্বে ভিন্নদেশী ও ভিন্ন জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে তাহা চিন্তার বিষয়।...

তিনি বলিয়াছেন, ইউরোপ আমেরিকায় মিশন পাঠাইলে টাকার অভাব হইবে না। তিনি বঙ্গদেশের বিখ্যাত বক্তা ও প্রচারক, তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। জমিদার, তালুকদার, জোতদার, ব্যবসায়ী, ধনী ও সাধারণ সমাজের সহিত তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া থাকেন। লোকে নিতান্ত সমাদরের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার এত সুযোগ ও সমাজে প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি এযাবৎ কোন সমাজ হিতকর

বিষয়ে কত টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপ পাইয়াছেন আমরা তাহার একটা মোটামুটি হিছাব পাইবার আশা করি। ...তিনি তাঁহার মহাশিক্ষাকাব্য প্রকাশজন্য বহুকাল হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি তিনি এযাবৎ কয় হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন...? কবিপ্রবর কায়কোবাদকে খেলআৎ দিবার জন্য সংবাদপত্রে তিনি জোরশোর আবেদন করিয়াছেন, মোহাম্মদী... ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন, সিবাজী ছাহেব বঙ্গের বহু স্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক স্থানে মৌখিক অনুরোধ জানাইয়াছেন। ...এক শত টাকাও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি? নূরের জন্যই বা এযাবৎ কয় হাজার টাকা সাহায্য পাইয়াছেন?...

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সিরাজী ছাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ভুল ধারণা ও অনভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত...।

. এছলাম প্রচার জন্য উপযুক্ত প্রচারক পাওয়া যায় না। প্রচারকের যে যোগ্যতা প্রয়োজন তাহা বর্ত্তমানে আরবী মাদ্রাছাহ ও ইংরেজী স্কুল কলেজের শিক্ষায় সম্ভবপর নহে।...

আল-এছলাম সম্পাদক, আসামের পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এছলাম প্রচারের ব্যবস্থার জন্য ২/৩ মাস ভ্রমণ করিয়াছেন।... তিনি ও সেক্রেটারী ছাহেব...নানা স্থানে ..লোক খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া কোথায়ও পান নাই।...সিবাজী ছাহেব এরূপ লোক সরবরাহ করিতে পারেন কি? বেতন মাসিক ২০০৲ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। ..

এরাকের কয়েকটী তীর্থস্থান: আবদুচ্ছত্তার

রাজনীতিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ): জাহেদুল হোছাইন

বগদাদ শরিফ: ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

উপন্যাস: নজির আহমদ

...উপন্যাস অত্যন্ত মুখরোচক সুপাঠ্য সুশ্রাব্য এমন কি উপন্যাসকে মাদক দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না।... বই পুস্তক পড়ায় এরূপ মাদকতা প্রশংসা ও লাভের বিষয় অথবা ক্ষতির কারণ তাহাই দেখাইতেছি।—

আমাদের মতে উপন্যাসে নিম্নলিখিত দোষসমূহ বিদ্যমান সুতরাং তাহা বর্জ্জনীয়।

(ক) উপন্যাস কল্পিত ঘটনা ও অমূলক উপখ্যানের নাম।...ফলে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অনৈতিহাসিক ধারণা সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনারূপে বদ্ধপরিকর হয়।...

মোছলমানগণের মধ্যে সহস্র রজনী, আমির হামজা, সোনা-ভান, জৈগুণ, বীর হনুমান ও হজরত আলীর লড়াই ইত্যাদি শত সহস্র পুথির বর্ণনা বাস্তব ও সত্য ঘটনা বলিয়া সাধারণ মোছলমানেব বিশ্বাস।

(খ) জ্ঞানী ও উচ্চশিক্ষিত পাঠকগণ... [উপন্যাসের] উপদেশ বা দৃষ্টান্তকে কল্পিত দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করে... তাহার [উপদেশের] প্রতি পাঠকের ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে না।

(গ) উপন্যাসেব মাদকতায় মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়িলে তাহাব এমনই রুচিবিকার উপস্থিত হয়...।

(ঘ) দেশে উপন্যাসের প্রাবল্য নিবন্ধন অন্যান্য বই পুস্তক লিখার প্রতি লেখক মনোনিবেশ করেন না,...।

ঈমানের পরীক্ষা : মোহাম্মদ আশরফ আলী

রোজা : এছলামাবাদী

ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৭

এবনে খল্‌দুন : নূরল আবছার[১]

মহত্ত্ব ও মিতব্যয় : মোহাম্মদ শমছুজ্জমান এছলামাবাদী

১ "১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী "Royal Asiatic Society of

ভারত তরুতে অই হিন্দু মোছলমান
এক বৃন্তে শোভে দুই কুসুম সমান।
একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে, অপর
শুকাবে, ভাবিয়া কাজ কর অতঃপর

ভূমিকম্প : শ্রীমন্ত সরকার

ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৭

সেল সাহেবের ভ্রান্তি বিনোদন : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

ঈমানের পরীক্ষা : এছলামাবাদী

শিক্ষার আদর্শ : ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিষ্কাম কর্ম্ম [কবিতা] : জালালী

অকৃত্রিম দেশ-নায়ক মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক[৩]

তত্ত্ব [কবিতা] : টি, খাতুন[৪]

আমি [কবিতা] : এস, এ, জি

বগুড়া ভ্রমণ : গোলাম হোছেন

খেলাফত ও ভারতবাসী : শেখ আবদুল গফুর জালালী

.. শুভক্ষণে লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়া বঙ্গবাসীর ঘুমন্ত প্রাণে যে মূর্চ্ছনা যে চেতনা আনিয়া দিয়াছিল, তদপেক্ষা বেশী মূর্চ্ছনা বেশী উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়াছে আজ খেলাফতের এই মহা প্রেরণায়।...

...খেলাফতের বেদনার সহিত জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্ম্ম-বাণী মিশিয়া হিন্দু মোছলমানকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত ও

১ "শিক্ষক" থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ তিলকের মৃত্যুর (১৫ই শ্রাবণ ১৩২৭ ; ৩১শে জুলাই ১৯২০) পরে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। সম্পাদক টীকায় তিলকের "সদ্‌গুণরাশি"র উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর জীবনী থেকে "অনেক বিষয় শিখিবার আছে" বলে মন্তব্য করেছেন।

৪ "সাদী হইতে"।

ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ হিন্দু মোছলমান অভিন্ন হৃদয়...।

...জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে, চাই হিন্দু মোছলমান জৈন, দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন অটুট সম্প্রীতি ও অক্ষয় ভ্রাতৃভাব।...

সতর্কতা [কবিতা]: এ, জি, জে[১]

হেজরৎ: চারুচন্দ্র মিত্র

...বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হওয়াতে ভারতীয় মোছলমান ভ্রাতৃগণ যে ভারতভূমি হইতে প্রস্থান করেন, ইহা আদৌ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। দৈব দুর্ব্বিপাকে ইদানীং তাঁহাদিগের ভাগ্যচক্র আমাদিগের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।...একাগ্রমনে খোদা রছুলের প্রশংসা করিতে থাকুন, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপাকণা আপনাদিগের উপরে সুধাধারা বর্ষণ করিবে।...

ভূমিকম্প: শ্রীমন্ত সরকার[২]

জাতীয় শিক্ষা: এছলামাবাদী

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩২৭

উদ্বোধন [কবিতা]: মীর্জ্জা মোহাম্মদ মোফচ্ছেল আলী

বঙ্গীয় মোছলমান সমাজে উপন্যাসের বন্যা: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

...মৌলবী আবদুল করিম বি, এ ছাহেব প্রণীত ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত প্রায় ২০ বৎসরে প্রথম সংস্করণের ২০০০ পুস্তক কাটে নাই। মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেবের গভীর গবেষণাপূর্ণ ভারতে মোছলমান সভ্যতার ইতিহাস এ যাবৎ

১ "সাদী হইতে"। আবদুল গফুর জালালী-রচিত?

২ 'শিক্ষক' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২য় সংস্করণ হইল না। [প্রবন্ধকার-বিরচিত] বিশ্ববিশ্রুত বীর তুর্কী জাতির বীরত্ব কাহিনীপূর্ণ গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ ১ম ও ২য় ভাগ আশানুরূপ কাট্‌তি হয় নাই।...

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মোছ্‌লমানগণ উপন্যাস লিখিয়া সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। অথচ এ যাবৎ ২৪ খানি ব্যতীত উপযুক্ত উপন্যাস বাহির হইল না।... এক ঘেয়ে প্রেম-কাহিনী পূর্ণ উপন্যাস ..। ...২/৪ জন পাবলিসারও বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন।...সকলেই উপন্যাস পাঠে একান্ত আগ্রহান্বিত।...স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও...। এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য অলস ও অকর্মণ্য অস্বাভাবিক ভাব প্রবল ও কলুষিত হইয়া পড়ে।...

বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

বছরা ভ্রমণ : গোলাম হোছেন

ওগো তোমরা কি সেই মোছ্‌লমান? [কবিতা] : ফব্‌রোখ আহ্‌মদ নেজামপুরী

বাইবেল ও যীশু : মোহাম্মদ ছেকান্দর মিঞা

জাতীয় শিক্ষা : এছ্‌লামাবাদী

এছ্‌লামের প্রতিভা : শেখ আবদুল হামিদ[১]

পল্লী যে আঁধারে : শেখ আবদুল গফুর জালালী

মোছ্‌লমান নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধানের প্রস্তাব : এছ্‌লামাবাদী

মিলনের স্থান [কবিতা] : সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সঞ্চয়[২]

ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৭

হরতাল [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

বংশ ও বেত্র-শিল্প : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

১ "করাচীর টি, এল, অশ্বিনী মহাশয়ের 'Genius of Islam"এর বঙ্গানুবাদ"।
২ 'প্রবাসী' থেকে।

আল ফারুক : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নূরউদ্দীন রোকনী[১]

ছোট ও বড় : শেখ আবদুল গফুর জালালী

অলঙ্কার : মোছাম্মৎ তম্বিয়া খাতুন

> ...যখন পুত্র কন্যার মা হইবে তখন সর্ব্বদা তাহাদিগকে শুধু অলঙ্কার পরাইবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিও না। সে অলঙ্কার স্থায়ী নহে।...তোমরা যদি নিজেদের পুত্র কন্যাকে সুন্দর করিতে চাও তবে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিও, সভ্যতা শিক্ষা দিও।...

সুসমাচার : ফররোখ আহ্মদ নেজামপুরী[২]

অর্থ বিজ্ঞান : দ্বারকানাথ দত্ত[৩]

যেমন বৃক্ষ তেমন ফল [কবিতা] : এম, এ, রউফ[৪]

ভৌগোলিক তত্ত্ব : মোস্তাফিজল হক চৌধুরী

এছলাম গ্রহণ : হাজি মানিক খান ও অন্যান্য[৫]

ষষ্ঠ বষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৭

প্রাণের বীণা [কবিতা] : কায়কোবাদ

কৃষি-কথা : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহ্মদ

সেকাল ও একাল : শেখ আব্দুল গফুর জালালী

বিষাদিতা [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

শিলংয়ে দিন কয়েক : মোহাম্মদ শামছুজ্জমান এছলামাবাদী

---

১ সম্পাদকের টীকা : "আল ফারুক ধারাবাহিকরূপে 'নূরে' প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু...নূরের প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অবশিষ্টাংশ ক্রমশঃ আল-এছলামে প্রকাশিত হইবে।"

২ "এছলামিক রিভিউ হইতে"। ওকিং মসজিদের ইমামের কাছে লেখা লেফটেন্যাণ্ট আবদল্লাহ্ জাগুফের পত্রানুবাদ।

৩ 'ভারতী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৪ সাদীর কবিতার অনুবাদ।

৫ বিভিন্ন স্থানে বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ।

ন্যায়দর্শী [কবিতা]: আহমদ্‌র-রহমান[১]

বচরা-ভ্রমণ: গোলাম হোছেন

এছলাম গ্রহণ: মোঃ আজিজুদ্দীন ও এম, এ, জব্বার[২]

ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা: পৌষ ১৩৭২

আহ্বান [কবিতা]: ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী

ইউরোপ ও এছলাম: ফর্‌রোখ আহ্‌মদ নেজামপুরী

উদ্বোধন: আবদুল মজিদ

ঐতিহাসিক তত্ত্ব: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহ্‌মদ

নাঅাত: মোস্তাফিজল হক্ চৌধুরী

শেখুল হিন্দের ফৎওয়া: মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী ও ফর্‌রোখ আহ্‌মদ নেজামপুরী[৩]

...আল্লাহ্‌র শত্রুগণ এছলামের ইজ্জত ও গরিমাকে সমূলে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিতেছে না।...খেলাফতের আস্তরণকে শতধা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।...

...এই ঘোর দুর্ব্বিপাকে মরণাধিক এই যে, কাফেরগণের সহিত মওয়ালাৎ বা বন্ধুত্ব, সাহায্য ও রাজভক্তির উৎকট ব্যগ্রতায় এক মোছলমান অপর মোছলমানের গলা কাটিয়াছে।

.. তোমরা আর শত্রুদের বাহুবল বর্দ্ধন করিও না।...

...যে সকল জাতি [হিন্দু ও শিখ] তোমাদের এই পবিত্র উদ্দেশ্যে নিজে নিজে মিলিত হইবে, অথবা তোমাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তোমরাও তাহাদিগের সহিত মিলন ও সদ্ব্যবহার স্থাপন কর।...

১ সাদীর কবিতার অনুবাদ।

২ সংবাদ।

৩ আলীগড় কলেজের ছাত্রদের প্রশ্নোত্তরে দেওবন্দের মরহুম মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসানের ফাতোয়ার বঙ্গানুবাদ।

হজরতের অমরত্ব : আব্দুল মোন্‌এম

এছলামাবাদ জাতীয় উচচ্ বিদ্যালয় : মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী[1]

কৃষি-তত্ত্ব : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ

বগুরা ভ্রমণ : গোলাম হোছেন

আত্মনির্ভরতা : মোহাম্মদ মখলেছুর রহমান

আঞ্জমন সংক্রান্ত সংবাদ

...আঞ্জমনের সেক্রেটারী মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও সহযোগী এছলামাবাদী ছাহেবান খেলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বহু সভা সমিতি করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টাতেই বঙ্গদেশে সরকারী বিদ্যালয় বর্জ্জন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আঞ্জমনের রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারী মৌলানা আব্দুল্লা-হেল বাকী সাহেবের খেলাফৎ বিষয় ঘোর আন্দোলন ও প্রাণপণ চেষ্টার ফলে রংপুর জেলায় আশাতীত ফল ফলিয়াছে।...

...[এঁরা] আরও দু একজন উপযুক্ত প্রচারক সহকারে খেলাফৎ আন্দোলন ও জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিস্তার কল্পে উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হইতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন।...

ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৭

অসহযোগিতা ও আমাদের কর্ত্তব্য : এছলামাবাদী

খেলাফৎ সমস্যা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে, ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আন্দোলনের নাম অসহযোগিতা। ইহার উদ্ভাবক ভারতের আদর্শ কৃতি সন্তান মহাত্মা গান্ধি। মৌলানা শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী

১ এছলামাবাদ জাতীয় উচচ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হিসেবে এ রচনায় লেখক প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন।

প্রভৃতি তাঁহার সহযোগী। ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রস্তাবের সমর্থক ও অনুরাগী।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি,—খেলাফৎ সমস্যার সমাধান, তুরস্ক ছোলতানের হৃতরাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের খলিফার পদমর্য্যাদা রক্ষা করা। ২য়টি ভারতে স্বরাজ লাভ।...

...খেলাফৎ রক্ষা না হইলে...মোছলমান জাতির সর্ব্বনাশ।...

সহযোগিতা বর্জ্জন বিধির মধ্যে কএকটি বিষয় আছে (ক) সরকারী উপাধি পরিত্যাগ করা, (খ) সরকারী অফিস আদালত ছাড়িয়া জাতীয় আদালত স্থাপন করা, (গ) সরকারী ও সরকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা, (ঘ) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করা, (ঙ) কর দেওয়া বন্ধ করা।

...অসহযোগিতা প্রভাবে ইংরেজ জাতির ক্ষমতা লুপ্ত হইবে ...ভারতবাসী ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত যে সকল দাবী করিবেন,... সে সকল তাঁহারা অবাধে অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন।...

...ভারতবাসী প্রায় ৪০ বৎসর হইতে প্রকাশ্যভাবে এই স্বাধীনতার দাবী নানাপ্রকারে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না।...

...ইহাতে [অসহযোগ আন্দোলনে] যেমন একদিকে কতক লোকের ক্ষতি ও বিড়ম্বনার আশঙ্কা আছে, অন্যদিকে কোটি কোটি লোকের যথেষ্ট উপকারও সাধিত হইবে।...

ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী অবলম্বন। ইহাতে ধ্রুব বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক পুরা দমে ইহাকে চালাইতে যত্নবান হওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।...

বছরা ভ্রমণ : গোলাম হোছেন

প্রার্থনা [কবিতা] : কে, এ, হালীম আলমপুরী

অজৈব অভিব্যক্তি: মাখনলাল চক্রবর্ত্তী

ঐতিহাসিক তত্ত্ব: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

ইউরোপ ও এছলাম: ফররোখ আহমদ নেজামপুরী

উদ্দীপনা [কবিতা]: সিদ্দিক আহমদ রামপুরী

বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য: কাজি মোহাম্মদ বখ্‌শ[১]

> ...শুভক্ষণে ভারত মাতা গান্ধী, শওকত ও মহম্মদ আলীকে নেতা স্বরূপ পাইয়াছে। কংগ্রেস ও মোছলেম লীগ আজ সাহচর্য্য বর্জ্জন করিয়াছে।...

ভাঙনের গান: সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আলোচনা: দোস্তদার[২]

১৯১৫ (সেপ্টেম্বর ৩০) আহ্‌লে হাদিস (মাসিক)

সম্পাদক: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও
মোহাম্মদ বাবর আলী

আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়ের মুখপত্র। হাজী আবদুর রহিম কর্তৃক ১ মার্কুইস লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং এম. শফি কর্তৃক ইসলামিয়া প্রেস, ১৩৪ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "আশ্বিন ১৩২২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম চার আনা।[৩] তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশক কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ১ মার্কুইস লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।[৩] সপ্তম সংখ্যা থেকে সম্পাদকরূপে শুধু মোহাম্মদ বাবর আলীর নাম দেখা যাচ্ছে।[৪] নবম বর্ষে মোহাম্মদ আবদুল লতিফ কয়েক সংখ্যা (প্রথম থেকে সম্ভবতঃ সপ্তম) সম্পাদনা করেন।[৫] প্রথম ছয় সংখ্যার পরই মুদ্রণসংখ্যা কমিয়ে ৫০০

---

১ ফেনী খেলাফত সভায় পঠিত।

২ মওলানা রুহুল আমীন-রচিত "ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধের প্রতিকূল সমালোচনা। সম্পাদক টীকায় রুহুল আমীনের মতামত সমর্থন করেছেন।

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯১৫।

৪ ঐ, জুন ১৯১৬।

৫ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২৩; মার্চ ১৯২৪।

আহ্মদ কর্তৃক মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৪"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১০ মে ১৯১৭, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, দাম তিন আনা।[১] সম্পাদকের নাম প্রথমে লেখা হত মুনশী আহ্মদ সোবহান, পরে তা মুনশী শেখ সুফী আহ্মদ সোবহান হয়ে যায়। আরো পরে মুদ্রণসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭০০তে, দাম বেড়ে হয় ছ আনা।[২] দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার (প্রকাশকাল ৩০ মে ১৯১৮)[৩] পরে আর প্রকাশ পেয়েছিল কিনা, জানা যায় নি।

১৯১৮ (জুন) **বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)**

সম্পাদক: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির[৪] মুখপত্র। "বৈশাখ ১৩২৫"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যা আবু লোহানী কর্তৃক ৪৭/২ মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্তৃক মেট্‌কাফ প্রেস, কলকাতায় মুদ্রিত। প্রকাশকাল ১৬ জুন ১৯১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম ছ আনা।[৫] পরবর্তী সংখ্যাসমূহ নানা মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন, তৃতীয় সংখ্যা থেকে [পরে কমরেড] মোজাফ্‌ফর আহমদ; তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশনভার নেন [ডাক্তার] মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশের স্থান ৩২ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হয় ১৫০০; তা নিঃশেষিত হলে মোজাফ্‌ফর আহ্মদ এর দ্বিতীয় সংস্করণ (৩৬৪ কপি) প্রকাশ করেন (১০ এপ্রিল ১৯১৮)।[৬] প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয় ২০০০ কপি (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার মুদ্রণ-

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯১৭।
২ ঐ, মার্চ ১৯১৮।
৩ ঐ, জুন ১৯১৮।
৪ সমিতির ইতিহাসের জন্য প্রথম সংখ্যার "সমিতি-সংবাদ" দ্রষ্টব্য।
৫ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯১৮।
৬ ঐ, জুন ১৯১৯।

সংখ্যা ২২০০)। তৃতীয় বর্ষ থেকে মুদ্রণসংখ্যা ১০০০; পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে তা ৪০০ থেকে ৬০০র মধ্যে ওঠানামা করেছে।[১] প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যার দাম আট আনা, চতুর্থ সংখ্যার বারো আনা; দ্বিতীয় বর্ষে দাম ছ আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে আট আনা; পঞ্চম বর্ষ থেকে ছ আনা। সমিতির সদস্যদের জন্য পত্রিকার বার্ষিক মূল্য প্রথমে ছিল এক টাকা, তৃতীর বর্ষ থেকে বিনা মূল্যে তাঁরা পত্রিকা পেতেন। ১৯২১ সালের জুন মাসে [পরে ডক্টর] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করেন। তখন (চতুর্থ বর্ষ) থেকে পত্রিকাব সম্পাদনভার অর্পিত হয় মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের উপর। ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের (১ নভেম্বর ১৯২৩) পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৫

নিবেদন : [সম্পাদক]

> ...এই উন্নতির যুগে সকলেই উন্নতির পথে খরবেগে ধাবিত হইতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকেও উন্নত হইতে হইবে। জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক।...
>
> প্রথমতঃ আমরা চাই — আমাদের গুপ্ত অথচ গৌরবময় সুদৃঢ় ভিত্তি পুনরায় লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া তাহার উপর বর্ত্তমানের বিরাট, বিশাল, উদার, উন্নত ও মহামহিম সৌধ রচনা করিতে।...
>
> দ্বিতীয়তঃ আমরা চাই — বঙ্গীয় মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস।...
>
> তৃতীয়তঃ আমাদিগকে আমাদের ঘরের ভাল জিনিসগুলির বিষয় আমাদের প্রতিবেশীদিগকে জানাইয়া তাহাদের মন হইতে আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা দূর করিতে হইবে।...

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ও সেপ্টেম্বর ১৯১৯; মার্চ ও সেপ্টেম্বর ১৯২০; মার্চ, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২১; মার্চ ও জুন ১৯২২; মার্চ, জুন ও ডিসেম্বর ১৯২৩।

চতুর্থতঃ ...আমরা চাই — এই সমস্ত অসার গ্রন্থকে সমালোচনা দ্বারা দূর করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করত সৎসাহিত্যের উন্নতিসাধন করিতে।...

পঞ্চমতঃ ...আমরা চাই — নীরব সাহিত্যিকের কণ্ঠরব ফুটাইতে। তাই চাই 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'।...

আবাহন [কবিতা]ঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, বি, এ

দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ:

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

...আমাদের শিক্ষার পথে প্রথমেই ভাষা-সমস্যা আসিয়া পড়ে। আরবী আমাদের ধর্ম্মভাষা, পারসী আমাদের সভ্য ভাষা, উর্দ্দু আমাদের ভারতীয় আন্তর্জনীন ভাষা, ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই পাঁচ ভাষারই সহিত আমাদের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ আছে।...

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে?...

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; ...যেদিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণিতে জর্ম্মাণ ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল ততদিন পর্য্যন্ত জর্ম্মাণির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন?...তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত

আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত।...আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম্মগ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না। বিশুদ্ধ-রূপে বাংলা বলা বা লিখা তাঁহারা অপরাধজনক মনে করেন।...

সেদিন অতি নিকটে যেদিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার কবিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে একটি সময়োপযোগী শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মানে কেবল মাত্র বাংলা থাকিবে। তৃতীয় মান হইতে ইংরাজি...। পঞ্চম মান হইতে classical language...আরবী।

...উর্দ্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা-সমস্যার সমাধান হয়।...

অনেকদিন পূর্ব্বে উর্দ্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসল-মান-সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিগ্রী হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারেব জন্য উর্দ্দু পক্ষকে সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। ...দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্ত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।...

হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া বাঙালী জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেই হউক না কেন, তাহা ত করিতেই হইবে।...

...মুসলমানি বাংলার কটমট বুলি বাঙ্গালার হিন্দুর কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে ত নয়ই। খোদা, পয়গম্বর, বেহেশ্‌ত,

দোজখ, ফেরেশ্‌তা, নমাজ, রোজা প্রভৃতি পারসী শব্দ যদি ব্যবহার করিতে আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বা রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?...

আঁধার যুগের আরব : ফজলুর রহীম চৌধুরী, বি-এ
যক্ষের ধন [গল্প] : তালেবউদ্দীন আহ্‌মদ, বি-এ
নামাজ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
T'র ঠকামি : মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন বি, এ
প্রেম-বন্ধন [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[১]
কবি ও বৈজ্ঞানিক : গোলাম মোস্তফা
অন্তিম পিপাসা [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম
ভুল [গল্প] : কাজী আবদুল ওদুদ, বি, এ
"ফোস্তাত" : বিবি সারা তয়ফুর
মুর্শিদী গান : এ, লোহানী
প্রাচীন পুথির বিবরণ : নাগর আলী
স্বর্গের জ্যোতি : ইমদাদুল হক[২]
কোরক : এ, হাদী, মোহাম্মদ খেবাজ আলী, এ, লোহানী, মোহাম্মদ দেল্‌দার রহমান, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মোহাম্মদ আলী,[৩] এ, এম, আবদুস সামাদ, উড়ো পাখী[৪]
সমিতি-সংবাদ

---

১ "হাফেজ হইতে"।

২ সারা তয়ফুর রচিত হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী 'স্বর্গের জ্যোতিঃ' গ্রন্থের সমালোচনা।

৩ কবিতা।

৪ কথিকা।

সহযোগী সম্পাদক।

মৌলভী নবী নেওয়াজ খান, এম, এ।

সহকারী সম্পাদকগণ।

১। মৌলভী রফিকুর রহমান।

২। ,, মোজাফ্ফর আহ্মদ।

৩। ,, আবু লোহানী

ধনরক্ষক।

মৌলভী মোহাম্মদ আক্রম খান।

কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্যগণ।

১। মৌলভী মুজিবর রহমান।
(''মুসলমান''[১] - সম্পাদক।)

২। ,, মোহাম্মদ মনিরজ্জমান।
(ভূতপূর্ব্ব ''সোলতান'' সম্পাদক।)

৩। মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ।
(ভূতপূর্ব্ব 'ইস্লাম-প্রচারক''-সম্পাদক।)

৪। ,, শেখ আবদুর রহিম।
(''মোস্লেম হিতৈষী'' সম্পাদক।)

৫। ,, মোজাম্মেল হক্ (শান্তিপুর)।
(''শাহ্নামা'' ও ''মহর্ষি মনসুর'' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।)

৬। মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা, এম, এ, বি, এল্।
(বসীরহাটের উকীল।)

১ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আবুল কাসেমের সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক *The Mussalman* কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার ম্যানেজার মুজীবর রহমান পরবর্তীকালে এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবারে) প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৩২ সালের ৮ই জুলাই থেকে তা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

৭। মৌলভী সৈয়দ নাসিম আলী এম, এ, বি, এল্।
(আলীপুর জজকোর্টের উকীল।)[১]

৮। ,, কাজী ইমদাদুল হক্ বি, এ, বি, টি,

৯। ,, চৌধুরী সিদ্দিক আহমদ সাহেব।

১০। ,, কাজী নূর আহ্মদ (কড়েয়া)।

১১। ,, মোহাম্মদ আলী এম, এস, সি, বি, এল।

১২। শেখ হবিবর রহমান মণ্ডল।

১৩। মৌলভী মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

১৪। ,, আহ্মদ আলি।

১৫। ,, সৈয়দ আন্সার উদ্দীন আহ্মদ।

১৬। ,, মইনউদ্দীন হোসায়ন।

১৭। ,, আবদুল ওয়াছেক্।

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৫

বঙ্গভাষা ও মুসলমান : সৈয়দ এমদাদ আলী[২]

...রবীন্দ্রনাথের দেওয়া জয়মাল্য শিরে ধারণ করিয়া আমাদের ভাষা-জননী গর্ব্বে স্ফীতা এবং আনন্দে অধীরা...। কিন্তু মুসলমানের বঙ্গবিজয় অথবা বঙ্গদেশে বাসস্থাপনেই একদিন বাঙ্গালা-ভাষা ধন্যা হইয়াছিলেন, কারণ তিনি মুসলমানেরই উৎসাহে উজ্জীবিত ও সেবায় প্রফুল্ল হইয়াছিলেন।...

মুসলমানদের আদর্শানুযায়ী যে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয় নাই, একথা সত্য। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য মোস্লেম প্রভাব পরিশূন্য একথা বলা যায় না।...

কেহ কেহ উর্দ্দুর স্বপ্নে বিভোর হইলেও বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকা উচিত নহে।...

১ পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

২ "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত"।

...উর্দ্দু এখন আমাদের আভিজাত্যের ভাষা হইয়া পড়িয়াছে, তাই আমাদিগকেও ইহা অল্প বিস্তর শিখিতে হয়। নতুবা আমরা যে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত এ কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়...।...

...মুসলমান যে বাঙ্গালায় কথা বলেন, তাহাতে অনেক আরবী পারসী শব্দ মিশান থাকে।...

...মুসলমানেরা চান বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহারা আরবী পারসী শব্দের বহুল প্রচলন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বুকে একদিনেই এমন দাগ কাটিয়া দিবেন, যেন তাহাতে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। একদল হিন্দু চাহেন, লেখ্য ভাষা লেখ্যভাষাই থাকিবে, উহাতে কথ্যভাষার প্রচলন করিয়া উহাকে দোমেটে করা হইবে না। আর একদল উহার দ্বিজত্ব সম্পাদন করিতে চাহেন। অর্থাৎ উহাতে বহুল পরিমাণে কথ্যভাষার প্রচলন করিয়া উহাকে সংস্কৃতের প্রভাব মুক্ত করিতে চাহেন।...

বঙ্গভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে যেভাবে সাজাইয়াছিলেন, বোধ করি তাহাই বঙ্গভাষার আদর্শ হওয়া উচিত। উহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।...

...একযোগে কতকগুলি আরবী পারসী শব্দের প্রচলন করিয়া আমরা ভাষার দিক দিয়া কখনই লাভবান্ হইব না। আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার মধ্যে যদি আমরা মুসলমানী ভাব ও মুসলমানী আদর্শ প্রচার করিতে পারি, পরিস্ফুট করিতে পারি, তবেই কেবল আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন।...অনেক আরবী-পারসী শব্দ আপনা হইতেই ধীরে ধীরে বঙ্গভাষার বক্ষে নিজে স্থান করিয়া নিতে সক্ষম হইবে।...

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, বঙ্গসাহিত্যের দুই ধারা—হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা, গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি

করিয়া বঙ্গভাষা তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করুক। এই এক প্রার্থনা ছাড়া আমি আর অন্য কোন প্রার্থনা জানিনা।

বিদ্যায় মুসলানদিগের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্য : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

বউ কথা কও [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা

অর্থবিজ্ঞানের উপাদান : চণ্ডীদাস গুপ্ত

কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম্ম : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

সবল ও দুর্ব্বল স্বার্থ : এক্‌রামুদ্দীন

লক্ষ্মীছাড়া [গল্প] : খাজা

ইউরোপ যাত্রী প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী : অশ্বিনীকুমার সেন[1]

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্ব-প্রথম ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন, এতদিন আমাদের এই ধারণাই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ... জানা গিয়াছে যে এ সম্মান রাজার প্রাপ্য নহে — ···ই'তিসামউদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান ভদ্র-লোকই এ সম্মানের অধিকারী।...[2]

ময়না : সারা তায়ফুর

সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন ও ক্রুসেড : ইমদাদুল হক্

সংশয় ও বিশ্বাস [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[3]

জীবন ও মরণ [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[3]

ইমাম-আল্-গাজ্জালী : মোজাফ্ফর আহমদ

বিবেক [কবিতা] : কায়কোবাদ

আবর্জ্জনা [কবিতা] : ইমদাদুল হক[4]

অতীন্দ্রিয় জগৎ : মোহাম্মদ সিরাজুল ইস্‌লাম

১ 'প্রতিভা', চৈত্র ১৩২৪, থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ বিস্তৃত বিবরণের জন্য *History of the Family of Mirza I'tesham-uddin* (Calcutta, 1946) দ্রষ্টব্য।

৩ আবুল আতাহিয়ার কবিতা-অনুবাদ।

৪ "বোর্তা অবলম্বনে"।

কোরক : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী,[১] আল জালালী,[২] মোহাম্মদ ইয়াসিন,[৩] নাগর আলী,[৪] আলী বখতেওয়ার,[৪] ফজলুল হক ভূঞা[৩]

সমিতি-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৫

যুগ-সন্ধির কবি মালেকুজ্জমান : আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

প্রতীক্ষা [গল্প] : সৈয়দ মোকার্‌রম্‌ আলী[৫]

আঁধার যুগের আরব-সাহিত্য : ফজলুর রহিম চৌধুরী

হজরত মোহাম্মদের প্রতি [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[৬]

প্রাচীন প্রেমিক[৭] : ও, আলি

স্মৃতি-চিহ্ন [গল্প] : সৈয়দ এম্‌দাদ আলী

ভারতের পল্লী-সেবা : চণ্ডীদাস গুপ্ত

সম্রাট নাসীর [কবিতা] : কেশবলাল বসু[৮]

চাঁদ মিঞার খাতা : একরামুদ্দীন

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : শাহ্‌ শম্‌শেরউদ্দীন আহ্‌মদ

সুন্দরী [গল্প] : গোলাম কাসেম

যোগ্য উপহার [কবিতা] : কালিদাস রায় কবিশেখর

ঢাকা-আশ্‌রাফপুরের খাঁ বংশ : দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

মুর্শিদী গান : রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, বশাবত আলী, গোলাম হায়দর চৌধুরী[৯]

১ "দৃশ্যচিত্র"।
২ ভাবাশ্রিত প্রবন্ধ।
৩ কবিতা।
৪ প্রবন্ধ।
৫ "ফরাসী গল্পের ছায়াবলম্বনে"।
৬ "কুদ্‌সী হইতে"।
৭ শাম্‌স তাব্রিজী।
৮ "একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলম্বনে লিখিত"।
৯ প্রথম তিনজনের সংগৃহীত গান ভূমিকাসহ মুদ্রিত। শেষ কবিতাটি উদ্ধৃতি-চিহ্ন সহ মুদ্রিত, কিন্তু সংগৃহীত কিনা বোঝা যায় না।

কোরক : চণ্ডীদাস গুপ্ত, আফাজ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ্‌, এম, আবদুল কাদের, শাহাদত হোসেন, মোহাম্মদ খেরাজ আলী, মোহাম্মদ ইদ্রিস, এ, কাসেম, খলিলর রহমান, মঞ্জুরন্নেসা বিবি, মাহ্‌মুদুল হক্‌, মোহাম্মদ আবুল হাশেম, দেওয়ান শমস্‌উদ্দীন আহ্‌মদ্‌, কাজী হবিবর রহ্‌মান, শাহাদাৎ আলী খোন্দকার, রেকাতউদ্দীন[১]

সমিতি-সংবাদ :

সেদিনকার [২৫ আগস্ট ১৯১৮] সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

যে সকল অমুসলমান সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কার্য্যতঃ "বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির" সহিত সহানুভূতি রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত সমিতির অবৈতনিক সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হউক এবং এইসঙ্গে ইহাও স্থিরীকৃত হউক যে অবৈতনিক সদস্যগণের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : মাঘ ১৩২৫[২]

মাঙ্গলিক [কবিতা] : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

[তৃতীয়] বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

...অন্যের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য নূতন শব্দাদির আমদানী করিয়া ভাষার জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজন কি?...বাঙ্গালার বর্ত্তমান ভাষা ব্যবহার করিয়াও আমাদের সাহিত্যকে ইস্‌লামী সাহিত্যে পরিণত করা অসম্ভব নহে। ভাবসম্পদে না হইলে শুধু শব্দ-সম্পদে কোন সাহিত্য জাতিবিশেষের প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না।...

১ সবগুলিই কবিতা।

২ এই সংখ্যার শেষ রচনাটি ছাড়া, আর সবগুলিই তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বা পঠিত বলে গৃহীত অথবা "পঠিত হওয়ার জন্য প্রেরিত" হয়।

...বিজাতীয়েরা যখন বুঝিবে যে, আমরা সাহিত্যের সমরক্ষেত্রে তাহাদের সমকক্ষ হইয়াছি, তখন তাহারা আমাদিগকে ভয় করিয়া চলিবে।...

...মাতৃভাষার সহায়তা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কেবল সুদূর পরাহত নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য আমাদের শিক্ষার বাহন (medium) মাতৃভাষা বাঙ্গালাই হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি।...

তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন—সভাপতির অভিভাষণ :

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

...দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। "বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা?" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে, না বেল? যদি কেহ এই প্রশ্ন লইয়া আমাদিগের সহিত তর্ক করিতে আইসেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে বন্ধুদিগের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বহরমপুরের টিকিট কিনিয়া দিতে চেষ্টা করিব।...বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।

এদেশে মুছলমানের প্রাদুর্ভাব আর বঙ্গভাষার উৎকর্ষ—ইতিহাসের একই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।...

...আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, আমাদের উপন্যাসের লেখকগণকে পুরাদস্তুর Idealist (আদর্শ সৃজনকারী) হইতে হইবে। সমাজকে কল্যাণ ও মহত্ত্বের পথে পরিচালিত করাই কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।...

...আমাদের শক্তিশালী লেখকেরাও কালের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া Destructive (সংহারমূলক) উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। অবুঝ হইয়া হউক, আর আড়ি করিয়াই হউক একজন আমার পর্ণকুটিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া আমি তাহার ঘরে ইঁট পাটকেল ছুঁড়িতেই যদি আপনার সামান্য শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে এ ভাঙ্গা ঘর মেরামত করিব কি দিয়া ?...

...যতদিন আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া লইতে না পারিব, যতদিন আমরা বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া দেশে আমাদের জাতিগত ও ধর্ম্মগত আদর্শকে প্রস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে না পারিব, ততদিন আমাদিগকে এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে হইবে। এখন এই স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিতে গেলে, বাঙ্গালী মুছলমানের মধ্যে এই সাহিত্য-সাধনা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না।

...মুছলমান সাহিত্যিকগণ প্রধানতঃ আরবী পার্সীর অফুরন্ত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়া, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন।..."বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" ও "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে" যোগ দিয়া অনেক সময় 'আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি' বলিয়া মুছলমান সাহিত্যিকের মনে হয়। সেখানে উদ্বোধনে, অভিভাষণে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় হিন্দু ভাব ও পৌত্তলিকতার প্রভাব এত তীব্রভাবে প্রকট হইয়া উঠে যে, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে না হারাইয়া মুছলমান তাহাতে আনন্দলাভ করিতে পারে না।...

...আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্র ও জাতীয় ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশে মনোনিবেশ করিতে হইবে।...কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের চেষ্টা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য... ।...

মাতৃভাষার সেবা করা প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও আমাদের আলেমগণ ধর্ম্মের হিসাবে মাতৃভাষার সেবা করিতে বাধ্য।...বঙ্গীয় আলেম সমাজের প্রভাব যে শিক্ষিত সমাজ হইতে কমিয়া যাইতেছে, সাধারণভাবে তাঁহাদের সাধনা যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছে না, মাতৃভাষার অনভিজ্ঞতা তাহার একটা প্রধান কারণ।...অনেকে আবার বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুতে কথোপকথন করাই গৌরবজনক মনে করেন... ।...বঙ্গীয় মুছলমান সমাজের মধ্যে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র, যে একজন "মৌলবী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, একথা শুনিলে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। বাঙ্গালী মুসলমানের এই প্রথম সংবাদপত্র—"মহাম্মদী" আমার পিতৃতুল্য এবং আমার বাল্যবন্ধু যনাব মৌলবী খাইরুল আনাম ছাহেবের পিতা যনাব মৌলবী কাজী আবদুল খালেক সাহেব, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (কলিকাতার শহরতলি) ২৪ পরগণা জেলার শিয়ালদহ পল্লী হইতে প্রকাশ করেন। ঐ সংবাদপত্রখানা সপ্তাহে দুইবার করিয়া নিয়মিত ভাবে (সম্ভবতঃ) প্রায় দুই বৎসর বাহির হয়।...

...নেশন বা জাতি সম্বন্ধে মুছলমানের আদর্শ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই মোছলেম জাতীয়তার বিশেষত্ব এবং মোছলেম জাতির রক্ষা কবচ।...মুছলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্ম্মগত। বিশ্বের সকল মুছলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি।... মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।...

'মুছলমানী বাঙ্গালার কটমট বুলি' আর চলিবে না। কাজেই আমাদের "শিক্ষিত" সমাজের কবিকে এখন সাধু-ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে।...দরকার মত দুই চারিটা পার্সী শব্দ ব্যবহার করিলে ভাষাব সাধুতার খর্ব্ব বা হানি হইবে কেন?...

এতৎ সত্ত্বেও আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা কেন যে আমাদিগকে আল্লাহ্, রছুল, নামাজ, রোজা প্রভৃতি শব্দকে ভিটাচ্যুত করিবার উপদেশ দিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম।...[১]

...পারস্য দেশ ও পার্সী সাহিত্যের সহিত আমাদের দেশ ও আমাদের মাতৃভাষার কোনই সামঞ্জস্য নাই।...পারস্য যেমন আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, আরবের ভাষার প্রভুত্বও তেমন স্বীকার করিয়াছিল। এক নিমিষের মধ্যে পারস্যের প্রাচীন বর্ণমালাও এই সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়।...আরবী ভাষা ও আরবের ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল।...

এ অবস্থায় পারস্যের মুসলমান যাহা করিয়াছিল, বাঙ্গালার মুসলমানের পক্ষে তাহা করিতে পারা সম্ভব নহে।...তাহারা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আরবী পরিভাষার যে প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই শব্দের দ্বারা তাহার বিপরীত অর্থ, ভাব ও বিশিষ্টতা বুঝিবার মত একটা প্রাণীও পারস্যে ছিল না। কিন্তু, এখানে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য এবং ঐ পরিভাষাগুলি এ সম্বন্ধে নানা প্রকার পাকা-পোক্ত পৌত্তলিক ভাব পোষণ করিতেছে।...

তবে যুগপদ্‌ভাবে আমি ইহাও স্বীকার করিব যে, বিশেষ আবশ্যক না হইলে অপ্রচলিত নূতন আরবী পার্সী শব্দের আমদানী করা বা জেদ করিয়া বাঙ্গালার মধ্যে কতকগুলি কঠিন আরবী পার্সী শব্দ চালাইয়া দিবার চেষ্টার কোন মূল্য নাই।...

...জ্ঞানকে দেশে স্থায়ী ও সাধারণ অধিকার ভুক্ত করিতে হইলে, দেশের স্থায়ী ও সাধারণ ভাষায় তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।...

১ এই অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদ দুটিতে লেখক দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির ভাষণে উপস্থাপিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন। ব. মু. সা. প., বৈশাখ ১৩২৫ দ্রষ্টব্য।

...উর্দ্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু, ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দ্দুর দরকার।...

...হিন্দু-মুছলমান বঙ্গ-জননীর যুগল সন্তান। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছে, ইহা সুখের কথা। এই মিলন পরস্পরের স্বার্থের অনুরোধে ঘটিতেছে, তবুও ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু, সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুছলমানের যে মিলন হইবে, তাহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকিবে না। সে মিলন অতি পবিত্র এবং অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।...

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী? : সৈয়দ এমদাদ আলী[১]

খলিফাদিগের শাসনকালে ডাক-প্রথা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

মানবতায় হজরত মোহাম্মদ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

আল্ মামুনের দরবারস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী : আতা-উল্-হাকিম

জাতির উত্থান : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বীজগণিতে মুসলমান : ফর্‌রোখ আহমদ

গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান : আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামৎউল্লাহ্

বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

...বাঙলা দেশবাসী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলা — সে বিষয়ে কাহারো সহিত কাহারো মতবিরোধ নাই।...

কিন্তু, বাঙলার অতিভক্ত কেহ কেহ বাঙলাকে মাত্র মাতৃ-ভাষার আসনে বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না।

১ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের রুচিবিকার মুসলমান-প্রভাববশতঃ বলে মন্তব্য করা হয়। বর্তমান আলোচনাটি তার প্রতিবাদ।

তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুছলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষাও বটে।...

...যদি জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙালী মুসলমানের 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ' (National Language) হয়, তাহা হইলে, মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার অভিন্নতা স্বীকার করিতে, বোধ করি, কাহারো কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু জাতীয় ভাষার এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া লওয়া কখনই সঙ্গত বা শুভদায়ক হইবে না। ...আরবী এবং উর্দ্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। মুসলমানের মনে "নেশন" শব্দ জাগিয়া উঠিলে, সে কখনো আপনাকে বাঙলার অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না, এমন কি মাত্র ভারতের অধিবাসী বলিয়াও মনে করিতে পারে না ; ...সমগ্র বিশ্বের সহিত তখন তাহার যোগ সাধিত হইয়া যায়।...জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙালী মুসলমান জাতির ভাষা ধরিয়া লইলে মুসলমানের বিশ্বানুভূতিকে হত্যা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবন নামক পদার্থটা স্বপ্নরাজ্য ছাড়াইয়াও দূরে...বহুদূরে চলিয়া যাইবে।...

...আরবী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে, উহাকে বিদেশীয় নূতন আমদানী বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।...

...মুসলমান সাহিত্যই হউক, আর হিন্দু সাহিত্যই হউক সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালী সাহিত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানকে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।...মুসলমানের নিজস্বভাব ও চিন্তা দ্বারা বাঙলাকে সুশোভিত করিতে হইবে।...[১]

১ সম্পাদকের টীকা : "...'জাতি' অর্থ কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায় নহে,— কোনও এক দেশের লোক, তা সেখানে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই থাকুক না কেন। এই

শিক্ষা ও কোর্‌আন: খলিলুল রহমান মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

হীন জীবে দয়া: আহমদ মিয়া

সমিতি-সংবাদ

...চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লা নামক স্থানে...২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর [১৯১৮] তারিখে আঞ্জুমন-ই-উলামার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ২৮শে তারিখে মান্যবর মিঃ আমিনুর রহমানের সভানেতৃত্বে "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি"র অধি-বেশন আরম্ভ হয় এবং ২৯শে তারিখে অপরাহ্ন ৪টার সময় উহার কার্য্য সমাপ্ত হয়।... [ঐদিন] ৬টা ৩০ মিনিটের সময়...[তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের] কার্য্যারম্ভ হয়।...

৩০শে ডিসেম্বর প্রাতেঃ ৭টা ৩০ মিনিটের সময় পুনরায় সভার কার্য্যারম্ভ হয়।...

...৪৭/২ মির্জাপুর ষ্ট্রীটের গৃহে আমাদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, আমরা এখন ৩২, কলেজ ষ্ট্রীটে বৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া আসিয়াছি।...[১]

হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের সমগ্র অধিবাসীর জাতীয় ভাষা। বিশ্ব-মোস্‌লেমের মধ্যে বিশ্বজনীন যে ভাব আছে, তাহা এই 'জাতি' হইতে অনেক বড়। তাহাকে আমরা মুসলমানের 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' বলিব। তাই আমরা আরবী ভাষাকে আমাদের National Language বলিতে কিছুতেই রাজী নহি। উহা ত চিরদিন আমাদের Universal Language (বিশ্বভাষা) হইয়াই আছে।..."

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এই বিতর্কের জের টেনেছিলেন 'আল্‌-এসলাম' পত্রিকায় (চতুর্থ বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১ এরপরে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির তহবিলে "যথাসাধ্য এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা প্রদানপূর্ব্বক এই জাতীয় কীর্ত্তি-সৌধ নির্ম্মাণে সহায়তা" করার জন্য একটি আবেদন-পত্র প্রকাশ করা হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেন:

আবদুল করিম—সভাপতি ("বি, এ; অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর")

মোহাম্মদ আকরম খাঁ—সহ-সভাপতি ("মোহাম্মদী-সম্পাদক")

এ. কে. ফজলুল হক্‌—সভ্য ("বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও হাইকোর্টের উকীল")

...গত জানুয়ারী মাসের ৩১শে তারিখে [১৯১৯] কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির আর এক অধিবেশন হয়। ...মাসিক ৬৩ টাকা ভাড়ায় ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটের বৃহৎ বাড়ী গ্রহণ করার এবং ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে উক্ত বাড়ীতে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।...

বর্ত্তমান সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৮৩ জন।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: বৈশাখ ১৩২৬

মহাশ্মশান কাব্যে অনৈস্‌লামিক ও অশ্লীল ভাব: সৈয়দ এমদাদ আলী

আমরা আমাদের জন্য একটা নূতন সাহিত্য গড়িতে চাই, যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের ছাপই কেবল বুকে ধরিবে।...

জন্মমুহূর্ত্তেই যে আমাদের সাহিত্য অসৎ ও অনৈসলামিক পথ ধরিয়াছে তাহার নিদর্শন আমরা কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই।...

...জোহরাই কবির আদর্শ মোস্‌লেম রমণী—একরূপ দয়া মায়া পরিশূন্যা, পতিপ্রেম বঞ্চিতা, জিঘাংসায় উন্মত্তা! কবি জোহরা চরিত্রে যে স্বজাতিপ্রেম ফুটাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অশোভন... ।...

বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর এইরূপ অবাধ মিলন এবং চুম্বনব্যাপার অনৈসলামিক নহে কি?...

আমাদের এই কবি চুম্বনের নেশায় এতই মশ্‌গুল যে তিনি এই চুম্বন ব্যাপারে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তাই তাহার পুনরাভিনয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া কবিতার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।...

মুজীবর রহমান—সভ্য ("মুসলমান-সম্পাদক")
আমিনুর্ রহমান—সভ্য ("বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য")
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—সভ্য ("এম-এ, বি-এল, উকীল, বশীরহাট্")
মোহাম্মদ আশ্‌রফ্ আলী—সভ্য ("ব্যারিষ্টার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য")
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্—সম্পাদক ("বি,এ, জাতীয় মঙ্গল-প্রণেতা")

মুসলমান কবির কাব্যে 'গঙ্গার স্তব', কি দুর্দ্দৈব ঘটনা। প্রথম সংস্করণের মহাশ্মশান কাব্যে ইহা ছিল না। ... কায়কোবাদ সাহেব কি দ্বিতীয় যবন হরিদাস হওয়ার বাসনা মনে পোষণ করেন না কি?...গানটি রচনাকালে কবি কেবল যবন হরিদাসের গঙ্গা-স্তবই যে মনে করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'যমুনা-লহরী'রও খবর লইয়াছেন।...

ইসলামের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি ইসলামের অঙ্গে কি ভীষণ অস্ত্রাঘাতই না করিয়াছেন! ...কবি মুসলমানদিগকে কেবল আসুরিক শক্তিতেই প্রবল দেখিয়াছেন এবং সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন।...

মুসলমান কবি কালী-সঙ্গীত গাহিয়া সাহিত্যের আসর সরগরম করিতেছেন...।

মহাশ্মশানের কবি সম্ভবতঃ দুষ্ট রসের ভাণ্ড, নতুবা যত অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা তাঁহার কাব্যে স্থান পাইবে কেন?... শ্লীলতার ধার ধারেন না, যাহা অবগুণ্ঠিত রাখা দরকার তিনি তাহাই মুক্ত করিতে ভালবাসেন।...

আদিনা বেগ দুইটি স্বৈরিণীকে নিয়া আমোদ করিতেছিল,...। স্বৈরিনীদ্বয় অবশ্য মুসলমান...। প্রথম সংস্করণের...সেই এক আঞ্জুমনকে ভাঙ্গিয়া দুইটি করিয়াছেন—বেলি ও চামেলি। নবনূরের সমালোচক এক আঞ্জুমনের অবতারণায় খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, কবি আজ তাহার কি প্রতিশোধই নিয়াছেন। তিনি মনে ভাবিয়াছেন, নবনূর যখন বহু পূর্ব্বেই নিবিয়া গিয়াছে, তখন তাহার সমালোচকের দলের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু এখন তিনি দেখিতে পাইবেন, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি।'...

আমি ভাবিতেই পারি না এই মহাশ্মশান কাব্যের রচনা নিয়া আমরা কেমন করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি এবং কবিকে পরম সাধুবাদ দেই।...

কুচের প্রতি কবির বড় মমতা।...

...নিতম্বকে তিনি নানাভাবে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সম্ভবতঃ উহা না করিলে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত,... ।...

...কবিকে চাঁদা করিয়া একটা মেডেল টেডেল যা হ'ক একটা কিছু দেওয়া উচিত। আশা করি শীঘ্রই আমাদের কোন জাতীয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা চলিবে।...[১]

চীনে ইসলাম: আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন[২]

কুড়ান চিঠি [ছোট গল্প]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সাব্'আ-মোয়াল্লাকার কবিগণ: ফজলুর রহীম চৌধুরী

চাঁদ মিঞার খাতা [গল্প]: এক্রামদ্দীন

ক্রুসেডের পরিণাম: মোহাম্মদ বরকতুল্লা

নূতন বাড়ী [গল্প]: খাজা

য়ন্নরয়েনের শাহাদাৎ: (মিসেস) সারা তয়ফুর[৩]

'জোড়াবন্যা'-কাহিনী: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী[৪]

"আনোয়ারা" [সমালোচনা]: গোলাম মোস্তফা

...উপন্যাস লইয়া আমাদের সমাজে রুচি-বিরোধ ঘটিয়াছে। একদল ইহার ঘোর বিরোধী, অপরদল ইহার ঘোর পক্ষপাতী। ...গল্প

১ 'মোহাম্মদী' পত্রিকা এ প্রচেষ্টা করেছিলেন। 'আল এস্লাম', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭-এ প্রকাশিত এসলামাবাদীর "আলোচনা" দ্রষ্টব্য।

২ "১৯১২ সনের আগষ্ট মাসের 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত "Islam in China" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। প্রবন্ধটী স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত"।

৩ "একটী উর্দ্দু পত্রিকা হইতে অনূদিত"।

৪ লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত একটি গ্রাম্য গাথা।

উপন্যাসকে কিরূপে আমরা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে বাদ দিতে পারি ?

...উপন্যাস দ্বারা রুষিয়ার জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হইয়াছে। উপন্যাস দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনস্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।...

...ইহা ['আনোয়ারা'] দুই এক স্থানে Romantic এবং অবাস্তবতা দোষদুষ্ট হইলেও প্লট সম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব আছে। আনোয়ারার চরিত্র মুসলমানী কায়দায় সুন্দর-রূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে,...।

...কয়েকস্থানে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—প্রথমতঃ নূরুল ইসলামের সহিত আনোয়ারার সাক্ষাৎ ব্যাপার।...এরূপ অনাবৃত স্থানে বয়স্কা মুসলমান বালিকা অজু করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। যদি না করে, তবে বলিতে হইবে সে বেহায়া। তারপর অন্য একস্থানেও লেখক এই "আশরাফী" রক্ষা করিতে পারেন নাই ;...।

...সেই যে চারি চক্ষুর সম্মিলন,—তার সঙ্গে সঙ্গেই then and there আনোয়ারার "জ্বর ও শিরঃপীড়ায়" আক্রান্ত হইবার কথা নিতান্তই হালকা এবং আর্টশূন্য।...

...ধর্ম্ম এবং সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ওরূপ পূর্ব্ববিবাহ-প্রেম আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। উহা পাশ্চাত্ত্য রীতি।...

...আনোয়ারা লেখকের রচনাপদ্ধতি খুব সুন্দর। ভাষার উপর তাঁহার বেশ আধিপত্য আছে। বর্ণনা কৌশলও সুন্দর এবং সরল।...

শক্তি ভিক্ষা [কবিতা] : কালিদাস রায়[১]

"গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান" : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ[২]

আজকাল হিন্দু ভ্রাতাগণের দেখাদেখি আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ইতিহাসের নামে নানা অবান্তর বিষয় লিখিয়া প্রকৃত ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছেন।...কৃত্রিম বা জাল শাযারা, জাল কুর্সীনামা, জাল উপাধি ইত্যাদির এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে...। সৈয়দও এত বাড়িয়া গিয়াছেন...।

ভিতর ও বাহির [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[৩]

প্রতিদান [গল্প] : আবুল মনসুর আহমদ আলী

পার্সীয়ান মুন্‌শীর দফ্‌তর : আবদুল করিম[৪]

ফুলের খেলা [কবিতা] : ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা

কোরক : মোহাম্মদ আমানত আলী, শেখ আবদুল গফুর জালালী, আবদুল জব্বার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আজিজুল ইসলাম

সমিতি-সংবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৬

প্রেমের সাধনা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা[৫]

ইব্‌নে সিনা : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

কালু ডাকাত [গল্প] : আবদুল মুমিত চৌধুরী

ন্যায়দর্শী নৃপতি [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র

আরবগণের বিজ্ঞান চর্চ্চা : আবদুল ওয়াহেদ

মিলনের উপায় : আহ্‌মদ মিঞা

১ "Burns হইতে"।

২ ব. মু. সা. প., প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালামৎউল্লাহ্‌র "গাজী বড় আদম লস্কর ও রাউজান" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

৩ "শেখ সা'দী হইতে"।

৪ ফ্রান্সিস গ্লাডউইন-সংকলিত *The Persian Moonshee*, দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা।

৫ "জেবুন্নেসার পার্শি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে"।

ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য, একতা ও মিলন সংস্থাপন উদ্দেশ্যে আজকাল আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে।...

...তাহার অর্থ এই নয় যে, একটী সম্প্রদায় মান ইজ্জৎ, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও আত্মবিশেষত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাউক।...

আমাদের অভীপ্সিত মিলনের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে।...[১]

...মিলনকে সহসা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদিগকে এইপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক পুস্তকাবলীর প্রণয়ন ও প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।...

...কএকটী বিশেষ সংবাদপত্র মাঝে মাঝে দুই একটা আজগুবী এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ ও খবর প্রকাশ করিয়া পরের মনে ব্যথা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না...।

...গো-কোরবানীর বিরুদ্ধে... উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা... সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।...

চীনে ইসলাম: আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র: সৈয়দ এমদাদ আলী

আমরা মহাশ্মশান কাব্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা লইয়া কবির স্তাবকদলের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের উপর নাকি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।...

কেহ কেহ বলেন যে কাব্যের যাহা ভাল অংশ তাহা গোপন করিয়া আমরা কেবল নিরন্তর দোষেরই আলোচনা করিয়াছি, উহাতে কবির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।...

১ সম্পাদকের টীকা: "...কথিত শ্রেণীর হিন্দু লেখকগণের রচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইদানীং মুসলমান সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষ-মূলক গ্রন্থের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উভয় সম্প্রদায়কে এইরূপ পরস্পর ধ্বংসকারী কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করি।..."

...অন্য মুসলমান কবিগণ কবি প্রতিভায় কায়কোবাদ সাহেব হইতে হীন হইতে পারেন, কিন্তু তবুও তাঁহারা খাঁটি মুসলমান কবি, তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব নাই।...

দ্বিতীয় সংস্করণের মহাশ্মশান কাব্যে প্রধান স্ত্রীচরিত্র জোহরা বেগম। প্রথম সংস্করণে ইহা ছিল না। ... নবনূর পত্রিকায় ডাক্তার ফজলব রহমান সাহেব ... সমালোচনা কালে, কৌমুদী বাঈর ন্যায় একটি মোস্‌লেম নারীচরিত্র দ্বারা কাব্যের শোভা বৰ্দ্ধিত হইলে মুসলমান সমাজ বিশেষ তুষ্ট হইতে পারিতেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে কবি এই নূতন চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।···কৌমুদী বাঈর নিকট জোহরা দাঁড়াইতেও অক্ষম, ... জোহরার চিত্র অস্বাভাবিক।...

...[গিরিশচন্দ্র ঘোষের] সিরাজদ্দৌলা নাটকের একটি স্ত্রীচরিত্র ছিল জোহরা।...আমাদের কবি সাহেব সেই জোহরাকেই একরূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবে তাঁহার এই সংস্কৃত কাব্যে স্থান দিয়া আমাদিগকে ধন্য ও বাধিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন।...

...হিন্দু-মুসলমান সকলেই এখন পুরাতন বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া ভাইয়ের মত মিলিতে চাহেন, কিন্তু কবি একবার হিন্দুকে দিয়া মুসলমানকে গালি দেওয়াইয়া আবার মুসলমানকে দিয়া হিন্দুকে গালি দেওয়াইয়া সেই পুরাতন ক্ষত নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।...

আবার সেই নবীনচন্দ্রের ভাব ও ভাষার অনুকৃতি।...

আমাদের কবি সাহেব জৈগুন বা সোনাভানের পুথি যে খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাহার বিশেষ নিদর্শন দ্বিতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গে...আছে।

মুক্তি [কবিতা]: কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার বঙ্গবাহিনী; করাচি)[১]

বিন্দু ও সিন্ধু [কবিতা]: বিমলেন্দু মিত্র

জুতা ও আমি: দেওয়ান শাম্‌স্‌উদ্দীন আহ্‌মদ

নওয়াব আবদুল লতীফ ও মুসলমান শিক্ষাবিস্তার: এম, আবদুল জব্বার[২]

> ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা নওয়াব আবদুল লতীফ (মরহুম) জন্মগ্রহণ করেন। ... তাঁহার পিতা সাহেব কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন।...তিনি [আবদুল লতিফ] কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। সেখানে তিনি আরবী, পারসী, ইংরাজী ও উর্দ্দু এই কয়টী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।
>
> একবিংশ বৎসর বয়সে নবাব মরহুম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।...গভর্ণমেণ্ট...তাঁহাকে ক্রমে তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন।...সি, আই, ই ও নওয়াব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।...ভূপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত হন।...
>
> নবাব আবদুল লতীফের প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা মাদ্রাসায় জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যরূপে ইংরাজী পুস্তকাদি পঠিত হইত।...উচচশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা...।... ফলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল।...
>
> ...মোহ্‌সীন ফণ্ড হইতে পরিচালিত হুগলী মাদ্রাসা উঠাইয়া দিবারই এক প্রস্তাব হয়। মুসলমান সমাজে অসন্তোষ ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে...আবদুল লতীফ এই

১ লেখকের টীকা: "ইহা সত্য ঘটনা।..."

২ লেখকের টীকা: "এই প্রবন্ধ মাসিক "মালঞ্চ" অবলম্বনে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে লিখিত।"

সকল ব্যাপার তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সার জন্ পিটার গ্রাণ্ট মহোদয়ের গোচরীভূত করেন।...প্রস্তাবে নওয়াব আবদুল লতীফ সাহেব বলেন যে, হুগলী কলেজে মোহসিন ফণ্ড হইতে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া হুগলী মাদ্রাসার সুসংস্কার ও মুসলমান ছাত্রগণের জন্য মাদ্রাসায় ইঙ্গ-আরব্য বিভাগের সৃষ্টি কল্পে ঐ অর্থ প্রযুক্ত হউক।..."বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ... এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সার পিটার গ্রান্টও নওয়াব বাহাদুরের প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ...[স্যার জন] ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কাজেই এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই।

...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো...আজীবন...।

...১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে Mahomedan Literary Society...প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ত্রিশ বর্ষকাল এই সভা মুসলমান সমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল।...

...কলিকাতা মাদ্রাসার অবস্থা ও পরিচালন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান সমিতি...আবদুল লতীফ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ...কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার...পরিচালক সমিতি...(২৪শে মার্চ্চ ১৮৭১)...আবদুল লতীফ খাঁ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং আজীবন এই পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালে... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের...পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে নওয়াব আবুল লতীফ খাঁ এই সমিতির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন।...

...১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

কোরক : আফাজউদ্দীন আহমদ, এ, হাদী, মোহাম্মদ আবুল হাশেম

সমিতি-সংবাদ

...বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সমিতির পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এম-এ, বি-এল, বিগত জুন মাস হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philologyর) অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।...সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক মৌলভী মোজাম্মেল হক সাহেব বি-এ ...কারমাইকেল হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।...

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৬

জাতীয় সঙ্গীত [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

গল্প সাহিত্য : কাজী আকরম হোসেন

ইস্‌লাম এবং সভ্যতা : আবদুর রহমান[১]

হেনা [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার—বঙ্গবাহিনী, করাচি)

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী : মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ[২]

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। ...পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেব আর নাই।...

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল উপবিভাগাধীন "চারান" গ্রামে পণ্ডিত সাহেবের বাসভবন ছিল।...

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার

১ "আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক কর্নেল ইঙ্গারসোলের মত"। "১৯১৬ সালের জুন মাসের Islamic Review নামক পত্রিকায় প্রকাশিত Islam and Civilization নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ।"

২ "মৌলভী আবদুল করিম সাহেব বি, এর সভানেতৃত্বাধীন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।"

সুপক্ক লেখনীপ্রসূত "অগ্নিকুক্কুট", "সমাজ ও সংস্কারক", "সুরিয়া বিজয়", "সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" প্রভৃতি সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয় সামগ্রী ছিল। পণ্ডিত সাহেবের "সমাজ ও সংস্কারক" পুস্তকের ভূমিকা অর্থাৎ "বক্তব্য ও উদ্দেশ্য" পাঠে জানা যায়, তিনি "মসলমান সাম্রাজ্য" নামক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া ছিলেন; ঐ বিরাট পুস্তক ১000 পৃষ্ঠার ১0 খণ্ডে শেষ হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকের কপির কোন অংশ আমি দেখিয়াছি কি না স্মরণ হইতেছে না।...

বন্ধুবর পণ্ডিত সাহেব "অগ্নি-কুক্কুট" ও "সমাজ ও সংস্কারক" নামক পুস্তকদ্বয় লিখিয়া তাহা প্রকাশ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। আমার তত্ত্বাবধানে ভারত মিহির প্রেসে উক্ত উভয় পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে "সমাজ ও সংস্কারক" পুস্তকের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ হয়। ...ভ্রাতৃবর মুনশী আবদুর রহিম সাহেব "সুরিয়া বিজয়" ১ম খণ্ড ছাপিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।...

আমরা যখন "সুধাকর" সংবাদপত্র বাহির করি, তখন সে বিষয় তিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং উহার অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। এমন কি, কাগজ বাহির করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি মাঝে পড়িয়া না মিটাইলে "সুধাকর" বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইত কি না সন্দেহ।...

দেলদুয়ারের জমীদার মিঃ এ, কে, গজনভী সাহেব ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিত সাহেবকে স্বীয় ইষ্টেটের ম্যানে-জার নিযুক্ত করেন। তখন তিনি মাদ্রাসার চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে তিনি "সিদ্ধান্তপঞ্জিকা" নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র জাতীয় পঞ্জিকা বাহির

করিয়াছিলেন। উহা মাত্র এক বৎসরই বাহির হইয়াছিল। ম্যানেজারী পদগ্রহণের পর তিনি সাহিত্যসেবা হইতে একপ্রকার চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।...

আমি যখন শেখ আবদুস সোবহান[১] কর্ত্তৃক মানহানির মোকদ্দমায় পড়িয়া টাঙ্গাইলে উপস্থিত হই, তখন বন্ধুবর পণ্ডিত সাহেব আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।...

...সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরেজী এবং উর্দ্দু ভাষায় মোটামুটী অধিকার ছিল।

...পণ্ডিত সাহেবের বয়স ৬৯ বৎসরের অধিক হইয়াছিল না।...

বংশাবলী

আবদুল সোবহান অল কোরেশী
|
ফররোখ হোসায়ন অল কোরেশী
|
আশরাফ আলী অল কোরেশী
|
মোশাররফ আলী অল কোরেশী
|
রেয়াজউদ্দীন আহমদ অল মশহাদী অল কোরেশী

পণ্ডিত সাহেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ আবদুস সোবহান অল কোরেশী সাহেব জেলা রংপুর (বর্ত্তমান দিনাজপুরের) অন্তর্গত পরগণে ঘোড়াঘাট হইতে ময়মনসিংহ (মো'মিন শাহী) জেলার অন্তর্গত পরগণে আটিয়ার মধ্যগত তপে রসুলপুরের এলাকাভুক্ত "চারাণ" গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।...

১ 'হিন্দু-মুসলমান' (ঢাকা ১৮৮৮) গ্রন্থের রচয়িতা ও 'ইসলাম-সুহৃদ' পত্রিকা সম্পাদক।

প্রথম স্ত্রীর[১] মৃত্যুর পর পণ্ডিত সাহেব স্বীয় শ্যালিকার[২] পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার শ্বশুর ধনবাড়ী নিবাসী সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া সাহেব...সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সি-আই-ই সাহেবের পিতা সৈয়দ জোনাব আলী চৌধুরী সাহেবের মাতুল ছিলেন।

৩রা আশ্বিন, মোতাবেক ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ১টার সময় ক্ষয়কাশ রোগে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পণ্ডিত সাহেবের মৃত্যু হয়।...

পণ্ডিত সাহেবের আর একটী সৎসাহস ও ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় এই :—যখন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসায়ন সাহেব "গো-জীবন" নামক পুস্তক লিখিয়া মুসলমানদিগের গোমাংস ভক্ষণ ও গো-কোরবাণীর বিরুদ্ধে অন্যায় দোষারোপ পূর্ব্বক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং তদুত্তরে অন্যতম সাহিত্যিক ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা আখবারে এসলামীয়ার সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব এইরূপ গ্রন্থ লেখক মুসলমানের উপর কাফেরের ফৎওয়া দিয়া আখবারে এসলামীয়ায় উহা প্রকাশ করেন, তখন আমরা "সুধাকরে" অবশ্যই মৌলভী সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত সাহেবও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া পবিত্র ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বিপন্ন মৌলভী সাহেবকে নানাপ্রকার সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। সেক্ষেত্রে মীর সাহেবের বন্ধুতার দিকে তিনি আদৌ দৃকপাত করেন নাই।

আলী বখশ [কবিতা] : কেশবলাল বসু

নারীর মূল্য ও ইসলাম : মঈনউদ্দীন হোসায়ন

১ জোবায়দা খাতুন। এঁর গর্ভে পুত্র জোবায়দুর রহমানের জন্ম হয় (মৃত্যু ১৩০৮)।

২ মাহমুদা খাতুন। এঁর গর্ভে তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মে।

স্বরূপ [কবিতা]: একলিমুর রেজা

মা [গল্প]: কাজী আবদুল ওদুদ

ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা: খোন্দকার গোলাম আহমদ

প্রাণের গান [কবিতা]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পারসীয়ান মুনশীর দফ্‌তর: আবদুল করিম

বঙ্গদেশে মাদার্‌সার শিক্ষা: মোজাফ্‌ফর আহমদ

> ...বঙ্গদেশের মাদার্‌সায় বঙ্গদেশের লোকের মাতৃভাষা অবশ্য-পাঠ্যরূপে পঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাদার্‌সার শিক্ষার medium উর্দ্দু কিংবা পারসী না হইয়া বাংলাই হওয়া উচিত।...

কবি ও বৈজ্ঞানিক: খাজা[১]

সঙ্কলন: মোজাফ্‌ফর আহমদ

আলহামরা: মঈনউদ্দীন হোসায়ন[২]

ভাটিয়াল গান [গান]: মোহাম্মদ নাগর আলী

কোরক: অজ্ঞাত, আলী বখতেয়ার, মোহাম্মদ হোসায়ন[৩]

ভারতের পল্লীসেবা: চণ্ডীদাস গুপ্ত

সমালোচনা: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

> আবে হায়াত—শেখ হবিবর রহমান প্রণীত একটি কবিতা পুস্তক।...

আরব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা: দ্বৈপায়ন[৪]

সমিতি-সংবাদ

> ময়মনসিংহের কোনও হাই স্কুলের শিক্ষক এম আবদুল জব্বার সাহেবের "নওয়াব আবদুল লতীফ ও মুসলমান শিক্ষা বিস্তার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বিগত শ্রাবণ মাসের "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য

১ গোলাম মোস্তফা-রচিত 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' (ব. মু. সা. প., বৈশাখ ১৩২৫) প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ।

২ "এই বিবরণটুকু "The Encyclopœdia of Islam" হইতে সঙ্কলিত"।

৩ গদ্য ও কবিতা, দুইই "কোরকে" স্থান পেয়েছে।

৪ মোজাফ্‌ফর আহমদ। "জনৈক প্রখ্যাতনামা লেখকের উর্দ্দু পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত"।

পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে।... মালঞ্চে নওয়াব বাহাদুরের জীবনী লেখক মিঃ মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস...দেখাইলেন যে আবদুল জব্বার সাহেব...অনেক স্থলে ... তাঁহার ভাষাও কোটেশন না দিয়া বেমালুম উঠাইয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা অতিশয় দুঃখিত। এখন আবদুল জব্বার সাহেবের উচিত মিঃ ঘোষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : মাঘ ১৩২৬

ছোট গল্পের ধারা : আবুল হোসায়ন

আকাঙক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম চিঠি [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

ব্যথার দান [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম (হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী—করাচি)

ওমর খাইয়াম : মোহাম্মদ বরকতুল্লা

হাদীস্ শরীফে মানবসেবা ও বিশ্বপ্রেম : মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম

রুদ্ধব্যথা [গল্প] : আবুল হোসায়ন

সঙ্কলন : মোজাফ্ফর আহ্মদ

ইনায়েৎ খান : দ্বৈপায়ন

'বুইয়র'-এর যুদ্ধ : দ্বৈপায়ন[১]

আলোচনা : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ও মোজাফ্ফর আহমদ[২]

সমিতি-সংবাদ

"সাহিত্য পত্রিকা" প্রকাশে এবার বড় বিলম্ব হইয়া পড়িল।...

১৯১৯ সনের ২৯শে নভেম্বর তারিখে সমিতির সাধারণ সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। ...আমাদের মনে পড়ে সভার

১ "জনৈক প্রখ্যাতনামা লেখকের উর্দু পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলিত"।

২ মঈনউদ্দীন হোসায়ন-রচিত "নারীর মূল্য ও ইসলাম" (ব মু. সা. প., কার্তিক ১৩২৬) প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা ও জবাব।

সংবাদ প্রকাশ করিতে যাইয়া "মোসলেম হিতৈষী" পত্রিকায় ভুল বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। আবুল হোসায়ন সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের কোনও জায়গায় এমন কোন কথা বলেন নাই যে "কোরআন"এর যে যে "আয়েতে" সুদ নিষিদ্ধ সেই ""আয়েৎ" গুলির পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। এমন কথা কোন মুসলমান বলিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন উক্ত আয়েৎ অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে রকম সুদের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে অধমর্ণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইত। অধমর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া উপকৃত হয় এইরূপ সুদ গ্রহণে আপত্তি করা উচিত নহে। "মোসলেম-হিতৈষী" পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌শী আবদুর রহিম সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়াও যে কিরূপে এমন ভুল বিবরণ ছাপিলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।...

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৭

স্থলতান স্থলায়মান : মুয়াররিখ খান সাহেব
যাঞ্চা [কবিতা] : ওয়ারিস্‌উদ্দীন
প্রিয়ার দেওয়া শরাব [কবিতা] : কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম[১]
ব্যর্থ [গল্প] : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
মানিনী বধূর প্রতি [কবিতা] : কাজী নজরুল ইস্‌লাম
আলোচনা : হামীদুর রহমান, মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ,[২] অজ্ঞাত

...কলিকাতা হইতে ক'দিন যাবৎ "জমানা" নামক একখানা উর্দ্দু দৈনিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বাংলা সাপ্তাহিক পত্র "মোহাম্মদী"র সম্পাদক, মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব উহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ...'জমানা'য় বাংলা দেশের খবর পাওয়া যায় না কেন?...

১ পাদটীকা : "হাফিজের...গজলের ভাবাবলম্বনে।—নজর।"
২ মঈনউদ্দীন হোসায়নের "নারীর মূল্য ও ইসলাম" প্রবন্ধ সম্পর্কে।

'শিক্ষক' শিক্ষা বিষয়ক একখানা মাসিক পত্র। বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। খান সাহেব কাজী ইমদাদুল হক্ বি-এ, বি-টি শিক্ষকের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।...

ভূষণ [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

পবিত্র কোরআন : আবদুল ওয়াসেক[১]

সঙ্কলন : মোজাফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম,[২] মাখন গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তার আহ্‌মদ হোসায়ন বাংলার একজন কৃতী সন্তান ছিলেন; কিন্তু কম বাঙালীই তাঁহাকে চিনিতেন। কলিকাতার খিদিরপুর পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর সুদূর আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ দ্বীপ ছিল তাঁর কর্ম্মভূমি। সেখানেই ১৯১৯ সনের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ...ইমিগ্র্যাণ্টশিপ "শিলা" (Sheila) তে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের চাকুরী গ্রহণ করিয়া ডাক্তার হোসায়ন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তারিখে ত্রিনিদাদে প্রথম আগমন করেন।...[তিনি] আগ্রা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় সৈনিক বিভাগে কর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...[৩]

"মীর-পরিবার" : খৈয়াম্

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব এম-এ প্রণীত গল্পের বই।...

সমিতি-সংবাদ

১ বঙ্গানুবাদ।

২ *Englishman* পত্রিকার Magazine Section থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নজরুল লেখেন "জীবন-বিজ্ঞান (দুঃখকষ্টের মহত্ত্ব)"।

৩ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদের রচনা।

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৭

মরুর মহিমা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

সুলতান সুলায়মান : মুয়াররিখ খান সাহেব

অবুঝ ব্যথা [কবিতা] : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মোস্‌লেম নীতিশাস্ত্রভুক্ত ক্ষমাগুণ : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

আলমগীরের পত্র : যামিনীকান্ত সোম

নূতন বই : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়[১]

চিত্র-বিচিত্র [সামাজিক নকশা] : রেয়াজুদ্দীন আহমদ

গান : কাজী নজরুল ইসলাম

বানত সু'আদ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌[২]

পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা [গল্প] : মিসেস আর, এস, হোসেন

ইসলাম প্রচার : গোলাম মোস্তফা

মুসলমান সমাজে কন্যাদায় : খাজা

অতৃপ্ত কামনা [গল্প] : কাজী নজরুল ইসলাম

সঙ্কলন : শ্রীমা[৩]

এগার সিন্দুর : আফতাবউদ্দিন আহমদ

পবিত্র কোর্‌আন : আবদুল ওয়াসেক

সমিতি-সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৭

মিলন সঙ্গীত [কবিতা] : হরিপ্রসাদ মল্লিক

বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌[৪]

বাবরের ব্রতগ্রহণ [একাঙ্কিকা] : খাজা

১ হ্যাজলিটের প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

২ কা'ব বিন্‌ জুহ্য়র-রচিত "বানত সু'আদ" কবিতার পরিচিতি ও গদ্যানুবাদ।

৩ মাখন গঙ্গোপাধ্যায়?

৪ "ছাত্রাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ"।

ক্ষুদে পিপড়ের আত্ম-কাহিনী: আবি আবদুল্লা

ছোট [কবিতা]: আবি আবদুল্লা

কারে বাসি ভালো [কবিতা]: আবদুল মজিদ

কথা-সাহিত্য: শ্রীমা

তীর ও সঙ্গীত [কবিতা]: নছরু[১]

সার্থক [কবিতা]: গোপেন্দ্রনাথ সরকার

ভ্রান্তি [গল্প]: মোহাম্মদ হোসেন

প্রেম: মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরী

ইনসাফ [কবিতা]: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[২]

ময়নামতীর গান: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[৩]

রায়-নন্দিনী: বসন্তকুমার রায়[৪]

> ...উপক্রমণিকা পড়িয়া দেখিলাম মুখবন্ধেই গ্রন্থকারের লেখনী হিন্দু লেখকদিগের প্রতি বজ্রমুখ। কাজেই এই লেখনী যে তীব্র অনল উদ্গীরণ করিবে, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হইলাম।...
>
> মোসলেম বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু লেখকগণ "মুসলমান মহিলাগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হিন্দু নায়কের প্রেমোন্মাদিনী রূপে চিত্রিত" করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার উপক্রমণিকাতে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া মনে হয়।[৫] কারণ হিন্দু

১ "Longfellow হইতে"। রচয়িতা: এস, এন, কিউ, জুলফিকার আলী।

২ 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান' (ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত)-এর সমালোচনা।

৪ ইসমাইল হোসেন সিরাজী-রচিত 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের সমালোচনা।

৫ সম্পাদকের টীকা: "আমরা এই সমালোচনার সহিত সকল স্থানে একমত হইতে পারি নাই। যেমন কতিপয় হিন্দু লেখক বাস্তবিক মুসলমান বিদ্বেষের

লেখকগণের লেখনীতে জগৎসিংহের প্রণয় প্রত্যাশিনীরূপে আয়েষা যেমন চিত্রিতা হইয়াছে, সম্রাটপুত্র সেলিমের প্রণয়িনী-রূপে অশ্রুমতীও তেমন চিত্রিতা হইয়াছে। এই সব চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য প্রেমের পুণ্য-প্রভাব, প্রবল একনিষ্ঠা ও স্বর্গীয় স্বভাব প্রকটিত করা।...

গ্রন্থকার ভাষাকে শব্দালঙ্কারে সাজাইয়া মনোহারিণী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা দেহ; ভাব প্রাণ; কিন্তু দেহের বিপুলতা, তদুপরি অলঙ্কারের আতিশয্যে অনেক সময় প্রাণের শ্বাসরোধ হইবারও উপক্রম হয়।...

...আমার উদ্দেশ্য ইহার অযৌক্তিক বিদ্বেষ-ব্যঞ্জনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা; হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের দিনে এবম্বিধ বিদ্বেষ-ব্যঞ্জনা সমাজের ও দেশের পক্ষে কোনরকমেই মঙ্গলজনক নহে।...

সঙ্কলন[১]
পবিত্র কোরআন: আবদুল ওয়াসেক
সমিতি-সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: মাঘ ১৩২৭

শিরচ্ছেদ [নাট্যিক কবিতা]: গোলাম মোস্তাফা
ইসলাম ও তুর্কী জাতি: সৈয়দ আকবর আলী[২]
গীতবাদ্য শ্রবণ করা বিধিসঙ্গত কি নিষিদ্ধ: মোহাম্মদ কে, চাঁদ

পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ কতিপয় মুসলমান লেখকও বাস্তবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই উভয় সম্প্রদায়কেই দেশদ্রোহী মনে করি।”

১ ‘সৎসঙ্গী’ ও ‘স্বাস্থ্য-সমাচার’ থেকে পুনর্মুদ্রিত। মিসেস আর, এস, হোসেন প্রদত্ত একটি ভাষণও (“৬ই এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত”) মুদ্রিত হয়েছে।

২ T. W. Arnoldএর রচনা-অবলম্বনে।

...অতএব যখনই কেহ গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন তিনিই পরস্পর প্রতিবাদকারী উক্তি সকল দেখিতে পান এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়া ইহার অনুরাগ বশতঃ একটা-না-একটা উক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, এবং উহাদের তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে [,] অকৃতকার্য্যতা।...

মানব জীবন: মোহাম্মদ ফজলে করিম চৌধুরী
ফ্রেড্রিক লিষ্ট ও তৎকালীন জার্ম্মানী: আবুল হোসেন
সাঁজের তারা [গল্প]: কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম
শকুন্তলা [কবিতা]: শাহাদৎ হোসেন
কবিতা ও বণিতা: শ্রী—[১]
সাহিত্য: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
কুরআন শরীফে যুদ্ধ-নীতি: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌
সংবাদ পত্র
অদ্ভুত চা-খোর [গল্প]: ইমদাদুল হক
বিপ্লব: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
ভারতের নারী: মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি ও উর্দ্দু ভাষা: অমৃতলাল শীল[২]
পান-সিগারেট [কৌতুক-কথা]: "ধীরপন্থী"
সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: বৈশাখ ১৩২৮

নববর্ষে [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা
চাষার দুক্ষু: মিসেস আর, এস, হোসেন
বিশ্বজনীন প্রেম: সুরেশচন্দ্র মিত্র

১ "সংস্কৃত হইতে"।
২ 'সাহিত্য' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি : শ্রী—

উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

...আমার ভাষা কাড়িয়া লইয়া আমাকে দরিদ্র করিও না।

মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায় কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য—কে আমাকে উপদেশ দেয়?...

গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না।...

উর্দ্দুর ভিতর এসলামের অনেক সম্পদ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সে সম্পদ লৌহ কীলকাবদ্ধ হীরক স্তূপের মত নিরর্থক হইয়া আছে।...

যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব।...

কলিকাতার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক উর্দ্দু ভাষী—ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি হিংস্র জন্তুরই সমান। ...মুক্ত এসলামের স্বরূপ ইহাদের কাছে কেমন, তাহা তাঁহারাই জানেন ...।

নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী মুসলমান অত্যন্ত নিরীহ এবং ভদ্র। ..

যখন গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেদের কথা ভাবি তখন মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ...গাড়োয়ান ও বাবুরচী শ্রেণীর লোককেও আমি উর্দ্দু পুস্তক ও খবরের কাগজ পড়িতে দেখিয়াছি। একখানি উর্দ্দু পুস্তকেও কি এমন কোন কথা নাই, যাহা পড়িয়া দারুণ দুরাচারের মধ্যে ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়ায়।...

দেশীয় ভাষা সমূহের মধ্যে উর্দ্দুর স্থান : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী[১]

...উর্দ্দু ও হিন্দী মূলতঃ বিভিন্ন নহে। উর্দ্দু নানা সভ্যজাতির কথিত ভাষা হইতে অঙ্গপুষ্টি করিয়া প্রত্যেক যুগের প্রতিভা ও প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, হিন্দী যথা-সম্ভব তাহার আদিম অবস্থা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।...

ব্যথিত [গল্প] : মনীন্দ্রকুমার দত্ত

মানুষ হ'তে চাই [কবিতা] : শৈলবালা ঘোষজায়া

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম—যন্ত্রশিল্প প্রবাহ : আবুল হোসেন

পলায়ন [গল্প] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

পরপারের কামনা [কবিতা]

সংবাদপত্র

আল-ফারুক : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরউদ্দীন[২]

বৃদ্ধের বচন [পুস্তক সমালোচনা] : হক্‌ দোস্ত

সঙ্কলন

সমালোচনা : দ্বৈপায়ন

পথহারা—মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত। ..আলোচ্য গ্রন্থখানিও যে বাংলা ভাষার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের পার্শ্বে স্থান পাইবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।...

পবিত্র কোরান : আবদুল ওয়াসেক

সমিতি-সংবাদ

---

১ লেখকের টীকা : "গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউ পত্র হইতে মিঃ আবদুল মজিদের ("বি, এ ; এম্‌, আর্‌, এ, এস্‌") প্রবন্ধটীর সার সঙ্কলন করিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমি উর্দ্দুর ভক্ত নহি। সুতরাং উর্দ্দুর সমর্থনের উদ্দেশ্য লইয়া আমি ইংরেজী প্রবন্ধটীর মর্ম্মানুবাদ করি নাই।...উর্দ্দু সম্বন্ধে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে।...অনেক কথা উর্দ্দুর বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমি সে সকল কথা আলোচনা করিবার অধিকারী বলিয়া নিজেকে মনে করিতেছি না।"

২ শিবলী নোমানীর 'আল ফারুক' গ্রন্থের অনুবাদ। "প্রথমে নূরে প্রকাশিত হইতেছিল।"

...পত্রিকার ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় মুসলমান কয়েকখানি মাসিকেরই প্রচার বন্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "নূর", "বঙ্গ-নূর", "আঙুর", "আল্ এস্লাম", "সওগাত" প্রভৃতি পত্রিকার নাম করা যাইতে পারে।...

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৮

বিজয়-গান : কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলার বলশী : আবুল হোসেন

মক্কা-বৃত্তান্ত : চারুচন্দ্র মিত্র

মুক্তিফল : মিসেস আর, এস, হোসেন

মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

উচ্চ জীবন : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

প্রার্থনা (বাবেয়া) [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

লোক্সানের সন্ধ্যায় (গল্প) : শৈলবালা ঘোষজায়া

ক্ষুদে বলশেভিক [কৌতুক]

আল-ফারুক : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরউদ্দীন

ছেলেদের পৃষ্ঠা :

মা [কবিতা]---কাজী নজরুল ইসলাম

গোলাবজাদী—খাজা[১]

সঙ্কলন

পবিত্র কোরান : আবদুল ওয়াসেক

সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৮

মরণ-বরণ [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম

পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতা : শ্রী—

সাহিত্যে বৈচিত্র্য : এম, আনসারী

১ তুর্কী উপকথা

...এ পর্য্যন্ত মুসলমানদের যে কয়খানি বাঙ্গালা উপন্যাস বাহির হইয়াছে সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে—(১) বালক বালিকা বা যুবক যুবতীর প্রথম সন্দর্শন ও প্রেমের সঞ্চার (২) ইহাদের একের জল-নিমজ্জন ও অন্য কর্ত্তৃক উদ্ধার,—তদ্বারা প্রেমের গাঢ়তা সাধন (৩) একটি প্রতিবন্ধকের আবির্ভাব—প্রায়ই হয় পিতামাতার মতাভাব, অথবা অন্য কোন প্রণয়ীর দুরভিলাষ (৪) পূর্ব্ব প্রণয়ী-প্রণয়িনীর কিছুকাল বিড়ম্বনা ভোগ। (৫) পরিণয় বা অন্য প্রকারে মিলন। ইহার মাঝে মাঝে মিলনের উল্লাস এবং বিরহের হা-হুতাশ যথা নিয়মে সজ্জিত আছে।...বেশীর ভাগ কবিতারই সুর হইতেছে—'তুমি আমি বিজন ঘরে কইব বসে গোপন কথা'। ছোক্‌রা-কবিদের এইগুলিকে প্রশ্রয় দিবার একটা বিশেষ ঝোঁক আছে—ইহাতে নাকি ভাবের গাম্ভীর্য্য বাড়ে! ...ভণ্ডামীই দেশের যত অধঃপতনের মূল। এদেশের বালকবালিকাদের Physical development না হইতেই Metaphysical development আরম্ভ হয়; ইহারা তখন হইতেই প্রেমের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে!... একজন মুসলমান কবির "বজ্রমুখ লেখনী" হইতে জ্বালাময়ী ভাষার অগ্ন্যুদগার হইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সে লেখনীর অনল-জিহ্বা খসিয়া পড়িল। এখন কবি কালিন্দীর কূলে বাণীকুঞ্জ রচনা করিয়া কুসুমাহরণে মনোনিবেশ করিয়াছেন।[১] ...উপন্যাসের মধ্যে "আনোয়ারা" মুসলমান সমাজে বেশ আদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু "প্রেমের সমাধি"তে এই বৃদ্ধ গ্রন্থকারের[২] যে এমন জীবন্ত সমাধি হইবে, তাহা কে জানিত! ...আর একখানি উপন্যাস

১ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

২ মোহাম্মদ নজীবর রহমান।

> "সরলা" আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। "সরলা ["] ও ["] পথহারা" গ্রন্থকারের[১] তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় আছে। ...কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে বিন্যস্ত করিতে গিয়া গ্রন্থকার তেমন নিপুণতার পরিচয় দেন নাই।
>
> মুসলমান-লিখিত অনেকগুলি উপন্যাসেই হিন্দু নায়িকার সহিত মুসলমান নায়কের প্রণয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।... প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া কেহ যেন এই বৈচিত্র্যের অবতারণা না করেন।...

উচচ জীবন : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বিরহে [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার

এণ্ডি শিল্প : মিসেস আর, এস, হোসেন

শেখ আন্দু : সৈয়দ এমদাদ আলী[২]

> এতদিন আমরা কেবল হিন্দু লেখক ও লেখিকাদের রচিত কুচিত্রিত মোস্লেম পুরুষ ও নারী চরিত্রের সহিতই পরিচিত হইয়া আসিতেছিলাম, আর নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জিতে ছিলাম। বৈর নির্য্যাতন স্পৃহার বশবর্তী হইয়া আমাদের কোনও কোনও লেখক ইহার প্রতিশোধ লইতেও দাঁড়াইয়াছিলেন। 'বঙ্কিম-দুহিতা' প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।
>
> বাঙ্গালা সাহিত্যের এই কুৎসিৎ, কলহ-কণ্টকিত ধারাটাকে বদ্লাইয়া দিয়াছেন একজন হিন্দু লেখিকা—শৈলবালা ঘোষজায়া মহাশয়া। "শেখ আন্দু" রচনা করিয়া তিনি আমাদের সেই ক্রোধের উপশম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।...
>
> লেখিকা আন্দুর ভিতব দিয়া একটী সরল, সবল, প্রেম প্রবণ সত্যসন্ধ মুসলমান চরিত্র আঁকিয়াছেন। মুসলমান যে

১ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।

২ শৈলবালা ঘোষজায়া-প্রণীত 'শেখ আন্দু' উপন্যাসের সমালোচনা।

কামনা বা আসক্তিহীন হইয়াও একটি হিন্দু নারীকে ভালবাসিতে পারে, আন্দু-চরিত্র তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।...

খান কতক চিঠি [গল্প] : খুকুমণি দেবী

কৃষি বিপ্লবের সূচনা : আবুল হোসেন

ব্যথিতার নিবেদন : সাজেদা খাতুন

জোহরা [গল্প] : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়[১]

"দেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দ্দুব স্থান" : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী[২]

ছেলেদের পৃষ্ঠা :

খোকার বুদ্ধি [কবিতা]—কাজী নজরুল ইসলাম

রাণী হেলেনের গল্প—মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

সঙ্কলন

পুস্তক-পরিচয়

মতিচূর [প্রথম খণ্ড]। মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত।... পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয় তদপেক্ষা আরও অধিক কশাঘাত করা উচিত ছিল।...

পবিত্র কোরান্ : [আবদুল ওয়াসেক]

সমিতি-সংবাদ

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : মাঘ ১৩২৮

তপোবন : এম, আনসারী

অশুভ-মঙ্গল [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১ "টুর্গনিভ হইতে"।

২ লেখকের টীকা : "উর্দ্দু বা হিন্দী বর্ত্তমানে যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে ইহার কোনটাই ভাবতেব সাধারণ ভাষা (lingua franca) হইতে পারে না। উর্দ্দুকে একটু আরবী পারসী বিবর্জ্জিত এবং হিন্দীকে একটু সংস্কৃত বিবর্জ্জিত করিলে প্রায় সমান রকমের ভাষা দাঁড়ায়। ইহাকে আমি হিন্দুস্থানী বলিতে এবং ভারতের সাধারণ ভাষারূপে ব্যবহার করিতে প্রস্তুত।"

পথের মেয়ে : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

মুগ্ধা [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

বন্দী-বন্দনা [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম[১]

মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

নিশীথ-প্রীতম্ [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম

উচচ জীবন : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বঙ্গের প্রথম রোমাণ্টিক কাব্য : শশাঙ্কমোহন সেন[২]

ভিখারী [গল্প] : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইসলাম গৌরব : বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাঁচাও বাঁচাও [গান] : শৈলবালা ঘোষজায়া

আয়েসা [গল্প] : শৈলবালা ঘোষজায়া

কৃষকের আর্ত্তনাদ : আবুল হোসেন

অমৃতের পূজারিণী [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

আল-ফারুক : আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ নুরুদ্দীন

ছেলেদের পৃষ্ঠা :

খোকার গপ্প বলা [কবিতা]– কাজী নজরুল ইসলাম

ইবাণ-কাহিনী—খাজা

চিঠি [কবিতা]—কাজী নজরুল ইসলাম

গোলাপ-কুঁড়ি [ছোটগল্প]– গোপেন্দ্রনাথ সরকার

অতিথি [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

ভাঙ্গাবুক : জ্ঞানাঙ্কুর উপাধ্যায়[৩]

আমরা গোলাম মোস্তফা সাহেবের "রূপের নেশা" পড়ে মোটেই বিহ্বল হই নাই, কিন্তু ভাঙ্গাবুকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

১ রচনার স্থান : "কান্দিরপার, কুমিল্লা"।

২ "মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা" বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ।

৩ গোলাম মোস্তফা-রচিত 'ভাঙ্গাবুক' উপন্যাসের সমালোচনা।

আমাদের প্রাণের তন্ত্রীগুলিকে এলোমেলো করিয়া দিয়াছে।... ভাঙ্গাবুকের আখ্যান বস্তুতে মনোহারিত্ব আছে কিন্তু চমৎকারিত্ব নাই।...

গ্রন্থ-পরিচয়[১]

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৯

বৈশাখী [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ : আবদুল্লাহ্-আল্-আজাদ

...বর্ত্তমান জগতের এই অসাধারণ পুরুষ, মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, স্বাধীনতাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে যান নি...। প্রেমের পথে তিনি জগতের লোকের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন...।...

আর দশজন পণ্ডিত মূর্খ গান্ধীব অসহযোগে চরকা কাটায় শুধু ধ্বংশের চেহারাই দেখতে পারেন; কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ, আজীবন স্বাধীনতাপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ, সত্যের অনন্ত রূপের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে কেন চরকার এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করলেন না, তাড়াতাড়ি ভেবে নিলেন যে ওটা আর দশটা ছোটখাটো কাজেরই এক কাজ, এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে এক বিষম হেঁয়ালির মতই রয়ে গেল।...

...চরকা যে সারল্যের সন্ধানে ফিরচে তা অজ্ঞানতার সারল্য নয়; সত্যকে গভীর করে উপলব্ধি করলে যে সরলতা আমাদের সব কাজে সব চেষ্টায় এক সহজ ছন্দে ফুটে ওঠে এ সেই সারল্য। রবীন্দ্রনাথের কাছ্ থেকেই এই সত্যে দীক্ষা গ্রহণ করে আজ তাঁরই কথায় আলোচনায় এসব বলতে হচ্ছে।...

১ শৈলবালা ঘোষজায়া-রচিত 'জন্ম-অপরাধী' উপন্যাস ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচিত 'মহম্মদ-আলী'-র সমালোচনা।

সাদীর গার্হস্থ্য জীবন: রামপ্রাণ গুপ্ত

পথের আলো [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি সংবর্দ্ধনা: [এস, আনসারী]

প্রাচ্য মনীষী মজলিস [নাটিকা]: খাজা

আবু বিন্ আধাম ও স্বর্গের দূত [কবিতা]: চণ্ডিচরণ মিত্র[১]

প্রেম ও গীতিকবিতা: শশাঙ্কমোহন সেন[২]

শিশুর শিক্ষা: গোলাম মোস্তফা

গান্ধী জয় [কবিতা]: শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

উচ্চ জীবন: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

ডাকাত [গল্প]: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পদতলে [কবিতা]: গোপেন্দ্রনাথ সরকার

"পল্লীসমাজের" খানিকটা: সুধীর কুমার সেন[৩]

ব্যথিতের নিবেদন [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা

ইসলাম গৌরব: বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পরিত্যক্ত [কবিতা]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

ছেলেদের পৃষ্ঠা:

হাওয়ার গলায় ফাঁসী—নিশিকান্ত সেন

ইরাণ কাহিনী—খাজা

গ্রন্থ-পরিচয়

মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড)—মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত।...

...বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

জন্ম অভিশপ্তা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস।...

...কথা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে তাহার রচনা ভঙ্গী নির্দ্দোষ মনে করি না।...

১ লী হাণ্টের কবিতার অনুবাদ।

২ 'মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা'-র অংশ।

৩ শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র আলোচনা।

সমিতি-সংবাদ

শোক সংবাদ :

...বাঙ্গলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুকবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত লোকান্তর গমন করিয়াছেন।...

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৯

হজরত মোহাম্মদের শক্তিলাভ ও মানবের অধিকার : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ : গোলাম মোস্তফা

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইস্‌লামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই।...

...গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার...ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে।...

...প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইস্‌লামের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।...

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।... ইহাই ত ইস্‌লাম।... সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তিনি [হজরত মুহম্মদ] অধ্যাত্ম জগতে বিহার করিতেন।...

সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ইস্‌লামের উক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন...।...

তের শত বৎসর পূর্ব্বে ইসলাম যে সত্য গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিয়াছে, আজ তাহা নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়া কোন্ মুসলমানের প্রাণে না আনন্দের সঞ্চার হয়।...

নৌকাপথে: বিরজাসুন্দরী দেবী

ইব্‌নে বতুতা এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

প্রেমিক [কবিতা]: চণ্ডিচরণ মিত্র

ছাই [গল্প]: খাজা

কোরআন ও নারী: ডাক্তার লুৎফর রহমান

স্নেহের বাঁধন (কবিতা): ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

ইস্‌লাম গৌরব: বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

একখানি মুখের স্মৃতি [কবিতা]: গোপেন্দ্রনাথ সরকার

যৌবন [কবিতা]: শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

লর্ড মেকলে: ৺ চারুচন্দ্র মিত্র

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা

দুঃখ ও সুখ: [কবিতা]: এ, লোহানী

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ: সুরেশচন্দ্র মিত্র

সাহিত্য: জাহেদুল হোসায়েন

ওয়ারেসী সম্পত্তি: যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফুল [কবিতা]: চণ্ডিচরণ মিত্র

কেরামত শাহ [গল্প]: ওয়ায়েজউদ্দীন আহমদ

আবদুল লতীফ: এ, লোহানী[১]

সত্যেন্দ্র-স্মরণে [কবিতা]: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ছেলেদের পৃষ্ঠা:

হক্-বিচার—খাজা

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩২৯

যাদুঘর [গল্প]: খাজা

হজরত মোহাম্মদের জীবনে প্রাণের প্রতিধ্বনি: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

১ "সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক ও চিকিৎসা দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত" বাগদাদের আবদুল লতিফের (১১৬২-১২৩১) জীবনী।

অ-ভূষণা : গোপেন্দ্রনাথ সরকার

খেলাফৎ বিবরণ : চারুচন্দ্র মিত্র

মুসলমান সমাজের শিক্ষা : আবদুল করিম[১]

কৃষকের দুর্দ্দশা : আবুল হাসান[২]

অশ্রুর নিমন্ত্রণ [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

বিদায়-গ্রহণ [গল্প] : শৈলবালা ঘোষজায়া

প্রেমহীন প্রাণ [কবিতা] : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

ইসলাম গৌরব : বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত[৩]

ভারতে মোসলেম নৌ-শক্তি : গোলাম মোস্তফা[৪]

বোগ্‌দাদ নগরীর ধ্বংস-সাধন : মোহাম্মদ সানাউল্লা

সমিতি-সংবাদ

...গোলাম মোস্তফা সাহেব সমিতির সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন...[৩রা আশ্বিন ১৩২৯]।

[''কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের অভিমত'' :]

''আপনাদের পত্রিকায় ''ইস্‌লাম ও রবীন্দ্রনাথ''[৫] শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি আমার মনে কিছুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।'' ৯ই মাঘ, ১৩২৯।

পুস্তক-পরিচয়

অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ)—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত।...

বিদ্রোহীর বীর-কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলা দেশে সুপরিচিত। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না

---

১ ''স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর''।

২ লেখকের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। এটি অধ্যাপক আবুল হোসেনের রচনা।

৩ লেখকের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

৪ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা-অবলম্বনে।

৫ ব. মু. সা. প., শ্রাবণ ১৩২৯।

যে, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকাতেই কাজী সাহেবের "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। আমরা কাজী সাহেবের "অগ্নিবীণা' পাইয়া তাই আজ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।... দ্বাদশটি বাছা বাছা কবিতা আছে।... প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্বব্যঞ্জক —মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। .. হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া কবি যে সব অনুপম উপমা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়।

খেলাঘর (নাটক)—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত।...

শান্তিধারা (২য় সংস্করণ)—মৌলবী এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত।...

এই ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তকখানি মোশ্লেম বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।...

নূরনবী (২য় সংস্করণ)—মৌলবী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী।...

এই গ্রন্থখানিও চৌধুরী সাহেবের অন্যতম কীর্ত্তি।...

পূর্ণিমার গান [গান]: চণ্ডীচরণ মিত্র

জাতীয় উৎসবে [কবিতা]: সরসীবালা বসু

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: মাঘ ১৩২৯

কবিবর নেজামী: কাজী নওয়াজ খোদা

ন' কার: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দয়া [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র[১]

প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ: দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

অচিন্ তরুনী [কবিতা]: বন্দে আলী মিয়া

"ক্ষণিকা" [গল্প]: ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ঊর্ননাভ [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

১ মালিক মুহম্মদ জায়সীর কবিতা-অনুবাদ।

ইন্দ্রধনু [কবিতা]: কালিদাস রায়[১]

বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা: সফিয়া খাতুন বি, এ

...বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে কিন্তু তাহার হৃদয়েও সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা ছিল। ..

এদিকে শৈলবালা ঘোষজায়ার "সেখ আন্দূ" যখন বাংলা সাহিত্যিক মহলে আসিয়া দেখা দিল তখন হিন্দু লেখকদের মধ্যে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।...

...শরৎচন্দ্রের "পল্লীসমাজ", "বিরাজ বৌ" যেমনই উদারতাপূর্ণ "গৃহদাহ" ঠিক তার বিপরীত।...

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [কবিতা]: চণ্ডিচরণ মিত্র[২]

বঙ্গে আফগান পরিবার: নওশের আলী খান ইউসফজায়ী

মৌলানা জালালউদ্দিন রুমীর দেহত্যাগ: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

শহীদ্ [কবিতা]: মীর ফজ্লে আলী বি-এ

কৃষকের দুর্দ্দশা: আবুল হোসেন

তৃপ্তি [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

সাহিত্যের কথা: সুধীরকুমার সেন

আরবী ছন্দের কবিতা: কাজী নজরুল ইসলাম[৩]

কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব: বরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

ব্যথার দান। (ছোট গল্প) -কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত।...

...এই সংগ্রহ পুস্তকে কাজী সাহেবের ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে।...তাঁহার লিখনভঙ্গী লক্ষিত গতিতে সহজেই পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে যাইয়া স্পর্শ করে এবং মদির মাদকতার আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে।...

১ "ইংরাজী হইতে"।

২ "মৌলানা আকবর"এর কবিতা-অনুবাদ।

৩ ভূমিকা ও "দোদুল দুল" কবিতা। যথাক্রমে 'প্রবাসী'র চৈত্র, ১৩২৯ ও চৈত্র ১৩২৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

উড়ো চিঠি। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত।...

স্বপ্নের ঘোর। (উপন্যাস) আবদুল মালেক চৌধুরী প্রণীত।...

এই উপন্যাসখানিতে খাসিয়াদের সামাজিক জীবনের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।... বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর উপন্যাস আর নাই...।

দুনিয়ার সেরা সুন্দরী : খাজা[১]

১৯১৮ (ডিসেম্বর ২) সওগাত (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

সম্পাদক কর্তৃক ৮ জাকারিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং প্রিয়নাথ দাস কর্তৃক ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট, ১৪৮ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "অগ্রহায়ণ ১৩২৫"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২ ডিসেম্বর ১৯১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৮, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা।[২] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ১০০০ কপি মুদ্রিত হয়; পরে তা ১৫০০-তে পরিণত হয়। মুদ্রণসংখ্যা বেড়ে কখনো কখনো ১৭৫০ ও ২০০০ হয়েছে; শুধু শেষ দিকে তা নেমে এসেছে ১০০০এ।[৩] সপ্তম সংখ্যা (?) থেকে প্রকাশের ঠিকানা ২৮৫/৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট; মুদ্রক টি, সি, দাস, চেরী প্রেস, ৯৩/১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট। তৃতীয় বর্ষে মুদ্রাকর বদল হয়েছে দুবার।[৪] দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসাবে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নামের আগে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম যুক্ত ছিল।[৫] তৃতীয় বর্ষে—সম্ভবতঃ পঞ্চম সংখ্যার

১ "তুর্কী উপকথা"।
২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯১৯।
৩ ঐ, ডিসেম্বর ১৯১৯; মার্চ ১৯২০; মার্চ ১৯২১।
৪ ঐ, জুন ১৯১৯; মার্চ ১৯২১; মার্চ ১৯২২।
৫ ঐ, মার্চ ও জুন ১৯২০।

(প্রকাশকাল ১০ এপ্রিল ১৯২২)[১] পর—পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ বর্ষ শুরু হয় ১৯২৬এ [১৯২৬ দ্রষ্টব্য]।

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৫

সওগাত [কবিতা] : (মিসিস) আর, এস, হোসেন

সুপ্রভাত [কবিতা] : মানকুমারী বসু

মোস্লেম নীতি-শাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

সিসিলী দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞান-চর্চ্চা : সিরাজী

জাহান্-আরা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাফেজ [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ইর্‌ফানের দায়িত্ব [গল্প] : ব্রজমোহন দাস

ভ্রাতৃ-আবাহন [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

সিসেম ফাঁক : (মিসিস) আর, এস, হোসেন

বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্য : শাহাদাৎ হোসেন

...আজ এমন নাটকও আমরা দেখিতে পাই, যাহার ভাষার ঝঙ্কারে বঙ্গের সাহিত্য-কুঞ্জ মুখরিত, যাহার ভাবে পাঠকের প্রাণ কোন্ অজ্ঞাত পরীর স্বপ্নময় রাজ্যের দ্যুলোক-দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া যায়; তথাপি সে সাহিত্যকে কেন আজ সমগ্র বঙ্গবাসী অন্তরের সহিত বরণ করিয়া লইতে চাহে না? সে সকলের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ও একদেশদর্শিতাই কি তাহার মূলীভূত কারণ নহে? অমিতপ্রতাপ ভারতভাগ্যবিধাতা ঔরংজেব মহিষী কোথাও ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাস সমীপে প্রেম যাচিকা, কোথাও অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-কুলগৌরবিণী সাজাহানসুতা জাহানারা রাজদরবারে শত লোলুপ কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মানা [,] মোগলের পতিব্রতা স্বধর্ম্মনিরতা একেশ্বরবাদিনী কুলবধূ কোথাও "কানু"র সঙ্কীর্ত্তন

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২২।

গাইতেছেন, আবার অন্যত্র আকবর ভাগিনেয়ী শক্তসিংহের প্রণয়িনী রূপে তাহার পার্শ্বে অবস্থিত করিতেছেন। অন্যদিকে প্রতাপ, শক্ত, দুর্গাদাস, যশোবিন্তসিংহ প্রভৃতিকে উন্নত চরিত্র আদর্শ মহাবীররূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। হউক, তাহাতে ক্ষতি ছিল না ; কেহ তাঁহার জাতির সম্মুখে যদি তাহাদের অতীতের ক্ষীণ আদর্শকেও উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তোলেন সে ত উত্তম, কিন্তু তাই বলিয়া যাহা প্রকৃত সত্য—প্রকৃত মহৎ তাহাকে গোপন করা বা তাহার মাহাত্ম্যের শুভ্রোন্নত শিরে কলঙ্কের কালিমাময় রেখা টানিয়া দেওয়া একেবারেই অনুচিত নহে কি ?

...যে দিন প্রথম স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অঙ্কিত নবাব চরিত্র পাঠ করিয়াছিলাম সে দিন প্রাণে কত আশাই না জাগিয়াছিল ? ...হায়! সে আশা এখন আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়াছে!

...শ্রদ্ধেয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ...যদিও তিনি মুসলমানের রীতিনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তথাপি বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার দ্বারা মুসলমানের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে ; তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তকে একটা মিলনের ছায়া সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।...

হায়! আজ যদি হিন্দু মুসলমানে এক প্রাণে এক ভাবে মাতৃভাষার সেবায় নিরত থাকিত, তবে কি আজ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের এই কুৎসিত অভিনয় দেখিতে হইত? কিন্তু তাহা কি হইবে না ? এ বিদ্বেষ কালিমা কি অন্তর হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে না ?

উপহার [কবিতা] : রসময় লাহা

আভাস [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

উৎসর্গ [গল্প]: জলধর সেন

আরবীর জন্মকথা: ফজলুর রহিম চৌধুরী

আ-কারের উক্তি: ও, আলি

সৌন্দর্য্য-সর্য্যের প্রতি [কবিতা]: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[১]

অতীত যুগের মোস্লেম রমণী: এস্, হোসেন

ভাটিয়াল গীত[২]

পঞ্জিকার ফল [গল্প]: পাঁচুলাল ঘোষ

আলো-রেখা [কবিতা]: ফজলুর রহিম চৌধুরী

নিরক্ষরা বঙ্গবালার বিরহ গীত[৩]

আগরা দুর্গ: আবদুল গফুর

যাত্রা [কবিতা]: ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী[৪]

শান্তিপুরে: ব্রজমোহন দাস

আলোচনা

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার—এস্লামাবাদী[৫]

"ফুল তোলা মোর হ'ল না" [কবিতা]: কায়কোবাদ

শেষ [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাহিত্য-সমাচার

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রণীত বিবি রহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।...

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত "প্রতিদান" উপন্যাস শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।...

১ "শাহ্জাদী জেবুন্নিসার ফার্শী কবিতার ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে"

২ সংগৃহীত।

৩ অছিমউদ্দীন আহম্মদ-সংগৃহীত।

৪ "হাফেজ হইতে"।

৫ 'আল এস্লাম' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

মৌলবী এম, নাসিরউদ্দিন প্রণীত "শিরী ফরহাদ ["] প্রকাশিত হইয়াছে।...

সোনার বাতি—প্রণেতা মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ।...

বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-প্রণীত "জাহানারা" শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।...

পয়গম্বর কাহিনী—মৌলবী ফজলুর রহিম চৌধুরী এম, এ, প্রণীত।...

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : পৌষ ১৩২৫

পথের সাথী [কবিতা] : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হোসেনী দালান : মোজাম্মেল হক
মোস্‌লেম নীতি-শাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ
শরাফতের পরিণাম : সৈয়দ আহ্‌মদ চৌধুরী
চাচা সাহেব [গল্প] : পাঁচুলাল ঘোষ
বুদ্ধি ও বিদ্যা [কবিতা] : বিবি আশরফ-উন্নেসা
জাহান্‌-আরা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আরবের সাবা-রাজ্য : ফজলুর রহিম চৌধুরী
যদি [কবিতা] : ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী[১]
মতের সমন্বয় [গল্প] : সৈয়দ এম্‌দাদ আলি
পল্লীবাট [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
আত্ম-বিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা : সিরাজী
নারী-সৃষ্টি : (মিসিস) আর, এস, হোসেন
অভিসার [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা
বিশ্বাসঘাতক [গল্প] : কাজী আবদুল মতলেব[২]

---

১ খেলমাব কবিতার অনুবাদ।

২ "বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট—করাচী"।

বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সাহিত্য-পুষ্টি : মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

অতীত-যুগের মোস্‌লেম রমণী : শাহাদাৎ হোসেন

মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী : আবদুল করিম [সাহিত্যবিশারদ]

কেরানীর মাসকাবার [গল্প] : নবকৃষ্ণ ঘোষ

স্মৃতি [কবিতা] : কায়কোবাদ

তিনটী গীতের কথা : মোজাম্মেল হক[১]

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার : এসলামাবাদী[২]

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শোক-সংবাদ

বিগত ২রা ডিসেম্বর...বঙ্গের কৃতী সন্তান স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।...

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের গৌরব প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক মৌলভী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ সাহেব আর ইহলোকে নাই।...

সাহিত্য-সমাচার

মৌলবী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত "শান্তিধারা" প্রকাশিত হইয়াছে।...

শেখ হবিবর রহমান সাহেবের নূতন কাব্য "কোহিনূর" প্রকাশিত হইয়াছে।...

মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত "পথ ও পাথেয়" বাহির হইয়াছে।...

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম প্রণীত "পল্লীসংসার" প্রকাশিত হইয়াছে।...

১ লেখকের বক্তব্য এই যে, পূর্ব সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত ও সংগৃহীত গীত তিনটি আসলে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে সঙ্কলিত আছে।

২ 'আল এস্‌লাম' থেকে।

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা : মাঘ ১৩২৫

স্তোত্র : গোলাম মোস্তাফা[১]

জাহান্-আরা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোসলেম-তত্ত্ব : খোন্দকার গোলাম আহমদ

ইস্লামাবাদ : আবদুল করিম

উপায় আর কি উপোস ছাড়া ? [কবিতা] : শেখ ইদ্রিস আহমাদ

ভ্রম-সংশোধন [গল্প] : গোলাম কাসেম

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি : মোজাম্মেল হক

মেহেরউন্নিসা [গল্প] : মওলা নওয়াজ

অতীতের আলো [কবিতা] : ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী[২]

বোগ্দাদ চিত্র : সিরাজী

দান [কবিতা] : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

সার্থক [গল্প] : সুরেন্দ্রমোহন বসু

বীরাঙ্গনা খাওলা : গোলাম মোস্তাফা

হারানিধি [কবিতা] : এ, হাদী

কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

কামনা [কবিতা] : সরসীবালা বসু

ছারপোকার অভিযোগ : পাঁচুলাল ঘোষ

প্ল্যাঞ্চেট রহস্য : একরামদ্দীন

জাতীয় মহা মিলন : এম, নাসিরউদ্দীন[৩]

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৫

মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে. চাঁদ

মোগল-বিদুষী (জেব-উন্নিসা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১ সুরা ফাতেহার ভাবার্থবোধক কাব্যানুবাদ ; রবীন্দ্রনাথের "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার পরে"—গানের অনুরূপ সুর।

২ মুরের কবিতার অনুবাদ।

৩ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মিলনের বিবরণ।

আরবের মরু [কবিতা] : প্রসন্নকুমার ঘোষ
অভিশপ্ত [গল্প] : গোলাম কাসেম
সামাজিক উন্নতির অন্তরায় ও প্রতিকারের উপায় চিন্তা : আবদুল ওয়াহেদ
প্রতিশোধ [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা
ইসলামাবাদ : আবদুল করিম
প্রথম রাতি [কবিতা] : কালিদাস রায়
কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন
গৃহযাত্রা [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম
কুড়ান মেয়ে [গল্প] : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরিবর্ত্তন [গল্প] : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
যাদুকরী বিদ্যা [গল্প] : বিমলচন্দ্র দে
বাসনা [কবিতা] : রাবিয়া খাতুন
জাতীয় মহা সম্মিলন[১]
বসন্তে [কবিতা] : সরসীবালা বসু
মেঘলা আকাশ : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৫

মোস্‌লেম নীতি-শাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ
ব্যবসা-বাণিজ্য : আবদুল গফুর সিদ্দিকী
ঘড়ির কাঁটা [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা
মোস্‌লেম তত্ত্ব : খোন্দকার গোলাম আহমদ
অনধিকার প্রবেশ [গল্প] : একরামদ্দীন
নিবেদন [কবিতা] : কালিদাস রায়[২]
ইস্‌লামাবাদ : আবদুল করিম
নিলাম-ইস্তাহার [গল্প] : এইচ, জে, নূর আহ্‌মদ

১ চট্টগ্রামে (ডিসেম্বর ১৯২৮) অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মিলনের বিবরণী।
২ "জালালুদ্দীন রুমীর ভাবাবলম্বনে"।

কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

মায়ের ডাক [কবিতা] : সরসীবালা বসু

'ম'এর মাহাত্ম্য : শ্রীম-কার

একলা চল্ [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

নীরব কর্ম্মী : আজিজর রহমান[১]

পথ কোন্ দিকে ? : ও, আলী

জীবনের মূল্য : ত, আ[২]

নর্ম্ম-সখী [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

বিদ্যা ও ধন [কবিতা] : মোসাম্মাৎ মালেকা খাতুন

কাসিম [গল্প] : বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সমালোচনা : গোলাম মোস্তাফা[৩]

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৬

নব বর্ষ [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

মোসলেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

মানব প্রকৃতি : একরামদ্দিন

ক'বো না শোক [কবিতা] : মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্[৪]

কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

বেগম গুল্ বদন্ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

শুভক্ষণ [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

শান্তি [গল্প] : তিনকড়ি বন্দোপাধ্যায়

---

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবনী।

২ এ. জে, জোন্সের রচনা-অবলম্বনে।

৩ 'সওগাতে' (মাঘ ১৩২৫) প্রকাশিত এ. হাদী-রচিত "হারানিধি" কবিতার সমালোচনা।

৪ হাফিজের গযল-অবলম্বনে।

আষাঢ়, ১৩৩৩ ১ম সংখ্যা।

সওগাত

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ "সওগাত" পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন ;

...মৌঃ কাজি নাজিরুল ইসলাম
বাটালিয়ন কোয়ার্টার মাষ্টার
হাবিলদার, করাচি।

...মৌঃ মোঃ নাজির আহম্মদ
সওদাগর, রেঙ্গুন।

১ "Gray's Elegy অবলম্বনে"।
২ C. Tennyson-Turner এর কবিতা অবলম্বনে।
৩ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর 'পল্লী-সমাধি গাথা'।
৪ সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'।

...মৌঃ মোঃ হেমায়েত আলী

ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর।

...মৌঃ সৈয়দ মোস্তাফা আলী

রাই নগর, শ্রীহট্ট।...

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

হাফেজ-অবলম্বনে।

বাউণ্ডেলে'র আত্মকাহিনী : কাজী নজরুল ইসলাম

বঙ্গীয় নাট্য-কথা : সম্পাদক

আধুনিক রঙ্গালয় : বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৬

সার্থকতা : সৈয়দ মোস্তাফা আলী

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা : আবদুল গফুর সিদ্দিকী

মোস্‌লেম নীতিশাস্ত্র : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

নূরু [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা[১]

স্নেহের ডোর [গল্প] : গোলাম কাসেম

গুল্‌বদন্‌ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

রমজান [কবিতা] : মোহাম্মদ হোসেন

কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

শেষ বাসরে [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

উল্কা [গল্প] : পাঁচুলাল ঘোষ

ইস্‌লামাবাদ : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

মুক্তির মূল্য [গল্প] : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীতে দিন কয়েক : বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

মেঘলা আকাশ : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

সমালোচনা : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

...গত বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রথম পাতে প্রাপ্ত 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব'... প্রবন্ধটী একাধারে কবি ও সমালোচক সৈয়দ এম্‌দাদ আলী কর্তৃক লিখিত। প্রবন্ধটীতে তিনি যেরূপ সমালোচন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি।...

১ "Tennysonএর Dora কবিতার অনুসরণে"।

মহাশ্মশানের সর্ব্বপ্রধান গুণ ইহার সরল প্রকাশক্ষমতায়। ...কায়কোবাদ সাহেব যে বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছেন না, এর কারণ, এখনো বাঙ্গালী মুসলমান কাব্য রসাস্বাদনে অভ্যস্ত নহেন,—নৈতিক উপদেশের গভীর নিনাদে তাঁহাদের কর্ণ বধির হইয়া আছে, কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই।...

সঙ্গীত এই কাব্যখানির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অধিকার করিয়া আছে।...

...ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর ও অনায়াসগামিনী যে একমাত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে আর ইহার তুলনা নাই।...

কায়কোবাদ সাহেব সুদক্ষ চিত্রকর। তিনি মধুর বর্ণনার তুলিকায় যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের জিনিস।...কিন্তু তাঁহার বর্ণনা এত দীর্ঘ হইয়া পড়ে যে আমরা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে 'হয়রান' হইয়া পড়ি। ইহাতে মহাকাব্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কারণ সংহতি মহাকাব্যের একটি প্রধান গুণ।...

কায়কোবাদ সাহেবের প্রকৃতি বর্ণনা অতি সুন্দর।...

যুদ্ধ বর্ণনা কৌশলেও কায়কোবাদ সাহেব অপটু নহেন।...

...তাহার প্রায় সমস্ত উপমাই সুনির্ব্বাচিত...।

কায়কোবাদ সাহেব "মহাশ্মশান" কাব্য রচনায় মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন।...

সাহিত্য সংবাদ

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৬

হেজাজের পূর্ব্ব ইতিহাস : ফজলুর রহীম চৌধুরী

জাগরনী [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র

কাচ ও মণি [উপন্যাস]: একরামদ্দীন

শিক্ষা-প্রসঙ্গ[১]

প্রতীক্ষায় [কবিতা]: মোহাম্মদ হোসেন[২]

নিমকহারাম [গল্প]: আবুল মনসুর আহমদ আলী

ইস্লামাবাদ: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

বনশোভা [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সম্ভাবনা [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মিলন [গল্প]: গোলাম কাসেম

বিক্রমপুরের কতিপয় মোস্লেম ঐতিহাসিক স্থানের পরিচয়: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম চৌধুরী

মহারাজ রাজবল্লভের কীর্তির শেষ চিহ্ন: অশ্বিনীকুমার সেন

দোষ কার? [কবিতা]: ও, আলি[৩]

আলোচনা

খেয়া[৪]: রাধাচরণ দাস

"মহাশ্মশান সম্বন্ধে দুই একটী কথা": মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

> ...সওগাতের প্রবন্ধটিকেও[৫] প্রকৃত সমালোচনা বলা যায় না—উহা একটী অভিযোগের প্রত্যুত্তরস্বরূপে কবির পক্ষ হইতে আত্মসমর্থনের চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়।...মহাকাব্যের বিশেষতঃ কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।... কায়কোবাদ সাহেবের (প্রথম বয়সের ত কথাই নাই, এখনকারও)

---

১ 'সঞ্জীবনী' থেকে।

২ "টেনিসনের অনুসরণে"।

৩ "ওমর খৈয়ামের ছায়াবলম্বনে"।

৪ রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'।

৫ পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'মহাশ্মশান'-সমালোচনা।

সাধারণ খণ্ড কবিতার অধিকাংশই আদিরসের এক একটি রসগোল্লা। দুঃখের বিষয় একখানা মহাকাব্য লিখিতে বসিয়াও তিনি এই আদিরসের নেশার ঝোঁক ছাড়িতে পারেন নাই।...অশ্লীলতা রহিয়াছে।...বহু উপমা হিন্দু দেবতাদের কাহিনী হইতে গৃহীত। মুছলমান কবির কাব্যে ইহা কখনো অনুমোদন করা যায় না।...

আমার বিশ্বাস, ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করিয়াও মারাঠিকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিলে মহাশ্মশানে মুসলমান গৌরব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, কিন্তু আমাদের কবি ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে গিয়া 'হিতে বিপরীত' ঘটাইয়াছেন।... যাহা হোক, মহাশ্মশানের কবির প্রতি আমার কোনরূপ অশ্রদ্ধা নাই।...

উড়ো চিঠি: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পরিচয়

সমালোচনা:

নিয়ামত। গল্পের বই। শেখ হবিবর রহমান প্রণীত।...

...নিয়ামতের অধিকাংশ গল্পে যদিও আমরা তেমন 'প্লটের' অনুসন্ধান পাই নাই, তথাপি সমাজের দিক দিয়া লেখক কতকগুলি খাঁটী কথা বলিয়াছেন।...

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩২৬

ঈদ-উৎসব [কবিতা]: গোলাম মোস্তাফা

মোস্‌লেম তত্ত্ব: খোন্দকার গোলাম আহমদ

কাচ ও মণি [উপন্যাস]: একরামদ্দীন

বাদল [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ইস্‌লামাবাদ: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

স্বামীহারা [গল্প] : হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গুল্‌বদন্ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণার তানে [কবিতা] : মোহাম্মদ হোসেন

অবসান [গল্প] : মহম্মদ ওয়াজেদ আলী

জীবন-সঙ্গীত [কবিতা] : ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী[১]

মোগলযুগের আগ্নেয়াস্ত্র : চণ্ডীচরণ মিত্র

লজ্জাবতী [গান] : স্বর্ণকুমারী দেবী

অর্ঘ্য [কবিতা] : কায়কোবাদ

শিক্ষা প্রসঙ্গ[২]

আলোচনা

খেয়া : রাধাচরণ দাস

ডালি[৩] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (বিক্রমপুরী)

...ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি।...

অঙ্কুর [কবিতা] : আসাদন্নেসা

কোথায় তুমি? [কবিতা] : বোসেরা খাতুন

সমালোচনা : এয়াকুব আলী চৌধুরী,[৪] মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন[৫]

মেঘলা আকাশ : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

সাহিত্য সমাচার

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন[৬]

...মৌলভী একরামদ্দিন, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

মৌলভী ওসমান আলী, বি, এল, মুন্সেফ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা

---

১ "Psalm of Life"।

২ 'সঞ্জীবনী' থেকে।

৩ সৈয়দ এমদাদ আলী-রচিত। সমালোচকের নাম ভুল ছাপা হয়েছিল।

৪ সুরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত উপন্যাস 'মনাকা'।

৫ লুৎফর রহমান-রচিত উপন্যাস 'পথহারা'।

৬ "পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর"।

মৌঃ গোলাম মোস্তাফা, বি, এ, শৈলকোপা যশোহর

মৌঃ কাজি নজরুল এসলাম, করাচি

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৬

গুল্‌বদন্ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মতি-মঞ্জিল [গল্প] : একরামদ্দীন

দুর্ঘটনা [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ইস্‌লামাবাদ : আবদুল করিম

গোধূলী [কবিতা] : মোহাম্মদ হোসেন

ভিটা-মাটী [গল্প] : এস, এ, আহম্মদ

এয়মন রাজ্যের প্রাচীন কাহিনী : ফজলুর রহীম চৌধুরী

বুড়ী [কবিতা] : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা : অমৃতলাল শীল

মনে ও বনে [কবিতা] : কালিদাস রায়

আনার [গল্প] : মিসেস জরিনা জাকারিয়া

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গ : আবদুল করিম

পত্রপ্রাপ্তি [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[১]

প্রতিধ্বনি[২]

হাসির কবিতা

হাবড়া : চঞ্চলকুমার

কবিতা-সমাধি : হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম

পরিচয়

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৬

সমাজের উন্নতি : মহম্মদ লুৎফর রহমান

পৃথিবীর গতি-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা : কাজী মোতাহার হোসেন

১ "হাফেজ হইতে"।

২ ভারতবর্ষ, আল এসলাম, প্রবাসী ও সবুজপত্র থেকে পুনর্মুদ্রণ।

চাহনী [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক

রূপের নেশা [গল্প] : গোলাম কাসেম

আফ্রিকায় ইস্‌লাম : এম, নাসিরউদ্দিন

মায়ের চুম্বন [কবিতা] : জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কাচ ও মণি [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

নিবেদন [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা[১]

ইসলামাবাদ : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সাধে বাদ [গল্প] : হাফিজন নেসা

মোস্‌লেম তত্ত্ব : খোন্দকার গোলাম আহমদ

মিলন [কবিতা] : মোহাম্মদ হোসেন[২]

পবিত্র বাক্য : সৈয়দ এরফান আলী

পরিচয়

প্রতিধ্বনি[৩]

আকবর সাহের মধুচন্দ্র [গল্প] : একরামদ্দীন

প্রতিবাদ

আমার উত্তর : সৈয়দ এমদাদ আলী[৪]

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা : হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম[৫]

মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী কথা : শেখ আবুল মনসুর এলাহী বক্‌শ

---

১ জার্মী থেকে।

২ "সেলীর Lines to an Indian air হইতে"।

৩ রবীন্দ্রনাথ ও অন্য লেখকদের রচনা।

৪ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'মহাশ্মশান'-সমালোচনার (সওগাত, আষাঢ় ১৩২৬) জবাব।

৫ "গত ভাদ্র সংখ্যা "ভারতবর্ষে" সুলেখক হেমেন্দ্র বাবুর "সঞ্চয়ে" "তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা" রচনার সমালোচনা।

নিবেদন

ভ্রম সংশোধন

সোলতান সেখ [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৯১৯ (এপ্রিল) সাধনা (মাসিক)

সম্পাদক: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও
আবদুর রশীদ সিদ্দিকী

অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। পরে আবদুর রশীদ সিদ্দিকী একাই সম্পাদন করেন এবং (দ্বিতীয় বর্ষে?) ৫ কলুটোলা লেন, কলকাতা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং কৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্তৃক মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতায় মুদ্রিত হয়। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩২৬"-চিহ্নিত ছিল।[১] তৃতীয় বর্ষে পত্রিকার মুদ্রণসংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০, দাম পাঁচ আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায়ই ৩২। তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা থেকে সম্পাদক কর্তৃক মডেল লিথো এ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৯৩ বৈঠকখানা রোড, কলকাতায় মুদ্রিত।[২] ঐ বছরের একাদশ সংখ্যার মুদ্রাকর মোহাম্মদ ইয়াকুব আহমদ।[৩] এরপর কতদিন বেরিয়েছিল, জানা নেই।

১৯১৯ (জুন) আল হক (দ্বিমাসিক)

সম্পাদক: মনিরুদ্দীন আহ্‌মদ

সম্পাদক কর্তৃক রংপুর থেকে প্রকাশিত এবং এইচ, এম, বশীরুজ্জামান কর্তৃক বশীরী প্রেস, ২৩/১ তাঁতিবাগান লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "গ্রীষ্ম ১৩২৬"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৩ জুন ১৯১৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৯, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম পাঁচ আনা।[৪] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশক শেখ হবিবর রহমান, ১৫ কলিন লেন, কলকাতা।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২১ দ্রষ্টব্য।
২ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২১।
৩ ঐ, জুন ১৯২২।
৪ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯১৯।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় পঞ্চম-ষষ্ঠ (শীত-বসন্ত) যুগ্মসংখ্যাই সর্বশেষ উল্লেখিত; এর প্রকাশকাল ১০ এপ্রিল ১৯২০ [১]

১৯১৯ (অক্টোবর) বিকাশ (মাসিক)

সম্পাদক: বন্দে আলী মিঞা ও পূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

"হিন্দু মুসলমান মিলনপন্থী সুলভ মাসিক পত্রিকা"। প্রথম সংখ্যা "আশ্বিন ১৩২৬"-চিহ্নিত ছিল। পঞ্চম বর্ষে দ্বিমাসিকরূপে কিছুকাল প্রকাশ পায়। প্রকাশের ঠিকানা: ১১০/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা।[২]

১৯১৯ (নভেম্বর?) মধু মিঞা (মাসিক)

সম্পাদক: ময়েজউদ্দীন আহ্‌মদ

সম্পাদক কর্তৃক ৯ নবনারীতলা লেন, ব্যাতোড়, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং কে, এম, হেলাল কর্তৃক ক্রিসেণ্ট প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৫৮ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "কার্তিক ১৩২৬"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬, সঠিক প্রকাশকাল জানা নেই। অগ্রহায়ণের পত্রিকা বের হয়েছিল ১৫ জানুয়ারী ১৯২০এ। এই সংখ্যার পৃষ্ঠা ৫৬, মুদ্রিত হয় ৫০০ কপি, দাম চার আনা।[৩] প্রথম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম যুগ্মসংখ্যাই (প্রকাশকাল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০)[৪] যে শেষ সংখ্যা, তা জানা যায় 'বঙ্গনূরে'র মন্তব্য থেকে।[৫]

১৯১৯ (ডিসেম্বর ১৫) বঙ্গনূর (মাসিক)

সম্পাদক: শেখ হবিবর রহমান

ম্যানেজার মুহম্মদ আবদুল হামিদ কর্তৃক ৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও এইচ, এম, বশীরুজ্জামান কর্তৃক বশীরী প্রেস, ২৩/১ তাঁতি-বাগান লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "পৌষ ১৩২৬"-চিহ্নিত প্রথম

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২০।
২ 'সাম্যবাদী', দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত।
৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২০।
৪ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২০।
৫ "সাহিত্য-সংবাদ", বঙ্গনূর, কার্তিক ১৩২৭ দ্রষ্টব্য।

সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ ডিসেম্বর ১৯১৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮, মুদ্রণসংখ্যা ৯০০, দাম চার আনা।[১] সপ্তম সংখ্যা থেকে বঙ্গনূর প্রেস, ৫ কলিন লেনে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত।[২] চতুর্থ সংখ্যা থেকে ছাপা হয়েছে ৫০০ কপি; সপ্তম সংখ্যা থেকে দাম তিন আনা; পরে মুদ্রণসংখ্যা বেড়ে ২০০০ পর্যন্ত হয়েছে।[৩] দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৮ নভেম্বর ১৯২১এ।[৪] তারপর আর প্রকাশিত হয়েছিল, কিনা জানা যাচ্ছে না।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

প্রার্থনা [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

অবতরণিকা :

> ...বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ হইতে 'নবনূরের' বিশ্বোজ্জ্বল দীপ্তি এবং 'কোহিনূরের' কমনীয় কান্তি বিলীন ও বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মোস্‌লেম-সাহিত্য-ভবন যে ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, পুণ্যদীপ্ত 'ইস্‌লাম-দর্শনের' অকাল তিরোধানে ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানের জীবন-বীণার জাতীয় স্বর যেরূপ ভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই অন্ধকার ও নীরবতা যে কারণেই হউক, এখন পর্য্যন্তও অপসৃত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; সুতরাং বাঙ্গালী মোস্‌লেম-সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের জাতীয় জীবন সাহিত্য-রসে অভিষিক্ত এবং দেহ মন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই "বঙ্গনূর" আপনার অকিঞ্চিৎ-কর শক্তি ও ক্ষীণ দীপ্তি লইয়া সাহিত্য-সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২০।
২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২০।
৩ ঐ, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২০।
৪ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২১।

...ধর্ম্মই হউক, সমাজই হউক, আর সাহিত্যই হউক, কোন বিষয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শীতার বজ্রনিগড়ে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না ; ... ।

উন্নতিশীল বাঙ্গালা ভাষা ধর্ম্মগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষে জর্জ্জরিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।...

অধুনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে রাশি রাশি অপদার্থ ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া জাতীয় সাহিত্যকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে ; ... ।

তৌহিদ বা অদ্বৈতবাদ : মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী
ইসলাম [কবিতা] : শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি
আফ্রিকায় বাঙ্গালী মোস্‌লেম কীর্ত্তি : হবিবর রহমান
মীর হবিব খান : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ
সংগ্রাম : আলতাফ হোসেন বি-এ
বাগদাদ নগরী [কবিতা] : এ, হাদী
পাখী [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান
কল্পকুঞ্জ [গল্প] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস] : শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি
সংগ্রহ[১]
সাহিত্য-সন্দেশ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : পৌষ ১৩২৬

স্বর্গের প্রদীপ [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
সভাপতির অভিভাষণ : নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী[২]
চির বিদায় [কবিতা] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি[৩]

---

১ প্রবাসী থেকে।
২ "আঞ্জুমনে ওয়ায়েজিনের সেরাজগঞ্জ-অধিবেশনের সভাপতি"র ভাষণ।
৩ সম্পাদকের টীকা : "মোসলমানগণ কখনই জন্মভূমিকে মাতৃ নামে সম্বোধন করিতে পারেন না, কারণ উহা পৌত্তলিকতার অঙ্গীভূত। লেখক মহোদয়ের ইহা লক্ষ্য করিয়া লেখা উচিত।"

এসলাম ও প্রতীচী: এ, লোহানী

মীর হবিব খান: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস]: শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি

প্রত্যাবর্ত্তন [বড় গল্প]: এ, লোহানী

স্পর্শমণি [কবিতা]: মিসেস ফাতেমা লোহানী

আমাদের কথা

সাহিত্য-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: মাঘ ১৩২৬

কোরআন [কবিতা]: শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি

সভাপতির অভিভাষণ: নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

আলোক [কবিতা]: দেওয়ান শাম্‌সউদ্দীন আহ্‌মদ নীতপুরী

শবদাহ ও কবর: এ, লোহানী

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে মোসলমানের স্থান: [সম্পাদক]

> ...কে জানে, সে দিন কবে আসিবে—যেদিন আমরা উভয়ে উভয়কে চিনিব এবং বঙ্গ সাহিত্যের গঙ্গা যমুনা রূপী দুই ধারা—হিন্দুর ধারা ও মোসলমানের ধারা এক বিশাল মিশ্রিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাসীকে ধন্য করিবে।

প্রত্যাবর্ত্তন [বড় গল্প]: এ, লোহানী

সাময়িকী: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

> ...মুসলমানদের নামগুলিই যখন হিন্দুর নাম সমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভাষার শব্দ দ্বারা গঠিত, তখন হিন্দুরীতি অনুসারে জীবিতের লক্ষণ স্বরূপ তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করা কখনই শোভন বা সঙ্গত হইতে পারে না।...
>
> আজকাল "হিন্দু-মোসলমানের মিলন" কথাটা সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যে শ্রেণীর লোকে এই মিলনের সুর তুলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "অমিলন" বলিয়া

যে কোন বস্তু আছে এমন ত আমাদের মনে হয় না। কারণ হিন্দু মোসলমানের জাতি বা ধর্ম্মগত সংস্কার ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য তাঁহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। ...হিন্দু মোসলমানের ধর্ম্মগত সংস্কারই তাহাদের মিলনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে হইলে হয় উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে। অথবা উভয় সম্প্রদায়কে উদারতা প্রকাশ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হইবে...।

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস]: শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

ফৎওয়া: মোহাম্মদ রুহোল আমিন

চয়ন

অনুবীক্ষণ

সাহিত্য-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: ফাল্গুন ১৩২৬

স্মরণে [কবিতা]: এ, লোহানী

সভাপতির অভিভাষণ: নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

শবদাহ ও কবর: দেওয়ান শামসুউদ্দীন আহ্‌মদ নীতপুরী

ফৎওয়া: মোহাম্মদ রুহোল আমিন[১]

অচিন বন্ধু [কবিতা]: এম, হাতেম আহমদ

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস]: শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

সুয়েজ খাল: এ, লোহানী

খেয়াল [গল্প]: দেওয়ানা

প্রার্থনা [কবিতা]: শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

মীর হবিব খান: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

---

১ পীর মোহাম্মদ আবুবকর ও কলিকাতা মাদ্রাসার মওলানাদের ফতোয়ার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৬

মধুমিঞা।—১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন।...

সমালোচনা ভীতি

...গত মাঘ সংখ্যা "বঙ্গনূরের" সাহিত্য-সংবাদে মুনশী মোজাম্মেল হক্ সাহেবের হাতেমতাই নামক বহিখানি সমালোচনার্থে কোন বন্ধু কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে মুন্‌শী সাহেবের সুযোগ্য কুলপ্রদীপ মহম্মদ

১ "হাফেজ হইতে"।
২ "মোসলেম সাহিত্যসম্রাট মীর মশাররফ হোসেন মরহুমের স্মরণে"।
৩ "সাদী হইতে"।

আফজালল হক্ সাহেব আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অবিকল নকল প্রদত্ত হইল।

["]...যিনিই হন, তাঁহার সমালোচনার্থ পুস্তক দিবার অধিকার কি? এবং তাহা বঙ্গনূরের ন্যায় পত্রিকায়? যাহাকে পত্রিকা বলিয়া নামোল্লেখ করিলেও তাহাকে বড় করিয়া দেওয়া হয়।...["]

. কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহার সমালোচনা করিবার অধিকার প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই আছে, মাসিক পত্রের ত আছেই।...

.. আল্লাহ্‌র ফজলে আগামী সংখ্যায় হাতেম তাইর বিস্তারিত সমালোচনা ত করিবই, অধিকন্তু মুনশী সাহেব তাঁহার মহর্ষি মনসুর, জোহরা প্রভৃতি পুস্তকে এসলামের দিক দিয়া বঙ্গ সাহিত্যেব যে মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন ...তাহা বিস্তারিতভাবে ক্রমশঃ পাঠকগণের গোচরীভূত করিব।

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৭

কীর্ত্তি-মন্দির [কবিতা] : এ, লোহানী[১]

এস্‌লাম বিজ্ঞান : দেওয়ান শমস্‌উদ্দীন আহমদ নীতপুরী

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

সন্দেশ বহ : "এবনে নূর"

মীর হবিব খান : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

নীতিকথা : [হাদিস]

কবিতাগুচ্ছ :

চিঠি—হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

অন্তিমে—শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

কল্যাণ-সঙ্গীত—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

১ "শেখ সা'দী হইতে"।

রেলে কয়েক ঘণ্টা [গল্প]: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী
সুয়েজ খাল: এ, লোহানী
চিঠির বাক্স [গল্প]: গোলাম গাওস খান
অণুবীক্ষণ:

নূর।—আমরা মুনশী ইসমাইল হোসেন 'সিরাজী' সম্পাদিত "নূর" নামধেয় মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। "বঙ্গনূর" প্রকাশের পর ইহার শেষার্দ্ধ লুফিয়া লইয়া স্বীয় সম্পাদিত পত্রের "নূর" নামকরণ করা এসমাইল হোসেন সাহেবের কতদূর সমীচীন হইয়াছে, তাহার আলোচনা আজ আর আমরা করিব না।

...নূরের স্থানে স্থানে ইস্‌লামী নূরের আবরণ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা যে শয়তানী এবং কোফরী নূরের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, সুতরাং এই অনৈসলামিক "নূর" দর্শন ও স্পর্শ করা সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই আমরা বঙ্গনূরের এতখানি কলেবরের অপব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

—আল্‌-ফারুক

হাতেম তাই—১ম খণ্ড, মুন্‌শী মোজাম্মেল হক্‌ সাহেব প্রণীত;...।

...এমন অনেক গাঁজাখুরী ও আজগুবি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, যে তাহা অস্বাভাবিকতায় মূল পুঁথিকেও হারাইয়া দিয়াছে।...

মুন্‌শী সাহেবের যে কোন পুস্তক পড়িতে বসিলেই তাহা বিজাতীয় ও বিকৃত ভাবের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়টাকে একেবারে আকুল করিয়া তোলে।...

সাহিত্য-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

রমজান-আল-মোবারক

সুয়েজ খাল : এ, লোহানী

প্রতিশোধ [বড় গল্প] : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী

শাহ্‌জাদী জেবউন্নিসার কবিতা [কবিতা] : মোহাম্মদ এসহাক বি-এ

মীর হবিব খান : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

খেদোক্তি [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ খাঁ চৌধুরী

সন্দেশ বহ : "এবনে নূর"

খেয়াল [গল্প] : দেওয়ানা

চিঠির বাক্‌স [গল্প] : গোলাম গাওস খান

বাইবেল বিকৃত হইয়াছে : মোহাম্মদ রুহুল আমিন

অণুবীক্ষণ :

আঙুর—মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল সম্পাদিত...। ছেলেমেয়েদের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে...ইহাতে মোসলমানী আদর্শের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।...

ভাস্কর—ময়মনসিংহ জেলার নিভৃত পল্লীপ্রান্তে সমুদিত নবীন "ভাস্করের" প্রথম কিরণ আমরা যথাসময়ে পাইয়াছি। ভাস্কর মৌলভী নূরুল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত একখানি মাসিকপত্র।...

ইসলাম-দর্শন—আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার মুখপত্র "ইসলাম দর্শনের" প্রথম সংখ্যা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ...বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রকেই আমরা "ইসলাম-দর্শনের" গ্রাহক হইয়া এই জাতীয় মাসিক খানিকে, বাঁচাইয়া রাখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

সাহিত্য-সংবাদ

১ **"দেওয়ানে মুখ্‌ফি হইতে মর্ম্মানুবাদ"।**

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৭

ঈদ-আবাহন [কবিতা] : এ, লোহানী

হঃ বড় পীরের কবিতা : মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল

বাইবেল বিকৃত হইয়াছে : মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন

কাহার মধুর বাণী ? : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী

সিদ্ধপীরের কার্য্য : দেওয়ান শমসউদ্দীন আহ্‌মদ নীতপুরী

কোরক [কবিতা] : ওয়ারেসউদ্দীন

ডাক্তারবাবু [গল্প] : গোলাম কাসেম

সন্দেশবহ : "এবনে নূর"

দনুজ-দুহিতা [উপন্যাস] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

আমার কাশ্মীর ভ্রমণ : মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ

কবিতাগুচ্ছ :

ভাগ্যচক্র—দবিরুদ্দীন

রসুলুল্লাহ প্রেম– মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ খাঁ চৌধুরী

সৈয়দ হামজা : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

অণুবীক্ষণ :

ইসলাম-দর্শন — জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা ১৩২৭ সাল।... মন্দ হয় নাই।

আঙুর—১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩২৭। ...বেশ ভাল হইয়াছে।...

সাহিত্য সংবাদ

কিমিয়া সাদতের অনুবাদক বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক রাজশাহী শিক্ষাসমিতির ও নূরল ইমান সমিতির সুযোগ্য মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলি সাহেব আর ইহজগতে নাই। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৩টা ১৫ মিনিটের সময় তাহার মির্জ্জাবাগ ভিলায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

...মির্জ্জা মরহুমের শেষ কীর্তি "শিক্ষা সমাচার" নামক দ্বৈমাসিক পত্রিকা।...

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৭

মানুষের অভাব : এ, লোহানী

বাইবেল বিকৃত হইয়াছে : মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সন্দেশবহ : এবনে নূর

সিদ্ধপীরের কার্য্য : দেওয়ান শমসউদ্দীন আহমদ নীতপুরী

বিভব-মদিরা [কবিতা] : দবিরুদ্দীন

মাণিকজোড় [বড় গল্প] : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী

গো-কোরবানী

আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র মহলে গো-কোরবানী ব্যাপার লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ব্যাপারে সহযোগী "বাঙ্গালী" ও "নায়কের" ধৃষ্টতা চরমে উঠিয়াছে।...

এই মিলনের যুগে, যদি কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না বুঝিয়া ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাহার ফল ভয়ানক মারাত্মক হইয়া উঠে।... [—সম্পাদক]

বঙ্গের সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মনেতা লক্ষ লক্ষ মোসলমানের পীর ও মোরশেদ পরম ভক্তিভাজন জনাব মওলানা শাহ সুফি মহম্মদ আবু বকর সাহেব জানাইয়াছেন যে, আগামী ঈদো-জ্জোহার সময়ে কতিপয় স্বার্থান্ধ ও ধর্ম্মদ্রোহী মোসলমান হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া গো-কোরবানী বন্ধের যে আন্দোলন চালাইতেছে...। কোরবানী করা মোসলমানদের পক্ষে "ওয়াজেব" অর্থাৎ অবশ্য করণীয় ধর্ম্মকার্য্য। স্বেচ্ছায় যে কোরবানী হইতে বিরত থাকিবে, সে পবিত্র কোরাণ ও হাদিসের স্পষ্ট নির্দ্দেশ-অনুসারে মহাপাপী ও ধর্ম্মচ্যুত হইবে।... [—মোসলেম হিতৈষী]

অনুতাপ [কবিতা]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

অণুবীক্ষণ

সাহিত্য সংবাদ

> বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের আর একটি নক্ষত্র অলক্ষিতে খসিয়া পড়িল। শ্রদ্ধেয় মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সিরাজগঞ্জী সাহেব আর ইহজগতে নাই। গত ৯ই আগষ্ট সোমবার দিবাগত রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় দুরন্ত নিউমোনীয়া রোগে এন্তেকাল করিয়াছেন...। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (যশোহর) সাহেবের এন্তেকালের পর বিশেষ বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ...তাঁহার বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, সমাজচিত্র [,] শ্লোকমালা, প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩২৭

ঈদল আজহা

বাল্যবন্ধু [গল্প]: আবদুল করিম

বাইবেল বিকৃত হইয়াছে: মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন

বাইবেল মনসুখ বা রদ হইয়াছে: মোহাম্মদ রুহুল আমিন

জীবন-সাগরে [কবিতা]: মোহাম্মদ এস্হাক, বি-এ

সিয়ার-উল মোতাখ্-খেরিনের বঙ্গানুবাদ: আবু ওমর মোহাম্মদ আবদুর রহমান

সুন্দরী [কবিতা]: কাজী নজরুল ইসলাম

মানুষের অভাব: এ, লোহানী

সন্দেশবহ: এবনে নূর

চয়ন[১]

মিনতি [কবিতা]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

১ ভারতী, প্রবাসী, শিক্ষক ও উপাসনা থেকে।

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩২৭

খ্যাতনামা ইসলাম-প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ১২৬২ সালের ২৭শে ফাল্গুন সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ওরফে দুরগতিয়া মিয়া। মুন্‌শী সাহেব মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্র বৃত্তি ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া, মুনশী ইনাতুল্লা সাহেবের নিকটে, কোরআন শরীফ ও উর্দ্দু পড়িয়াছিলেন। পরে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষারও কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলেন।

...১৩০৭ সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার [লেখক ও যশোরের মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্] সিরাজগঞ্জে পৌঁছিলে তাঁহার সহিত

১ হিন্দুস্থান থেকে।

হইয়াছেন...। মৃত্যুকালে অনুমান তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।...তাঁহার শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নামক হজরতের প্রকাণ্ড জীবনী, ত্রিত্ব নাশক, বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ), তুরস্কের ইতিহাস, মধু সঙ্গীত, প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি সন ১৩০৭ সালে বেলেঘাটা হইতে "প্রচারক" নামক একখানা মাসিকপত্র বাহির করেন। পরে কয়েক বৎসর চলিবার পর কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। স্থুফি সাহেবের শেষ কীর্ত্তি "মধুমিঞা" নামক মাসিক পত্রিকা ; তাহা গত সন ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রথমে প্রচারিত হয় [।] তিনি মাত্র ৮ সংখ্যা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি অনেক মোসলমান যুবককে উৎসাহ দিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে অনেকেই খ্যাতনামা...।...শেখ ফজলল করিম ও... শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী সাহেব অন্যতম। তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরাও "বঙ্গনূর" প্রকাশে ব্রতি হইয়াছিলাম।...

তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। কেবল জিনু মিঞা নামক এক ভ্রাতা ও এক স্ত্রী বর্ত্তমান।...

বিদায় সম্ভাষণ

...আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকিলে নববর্ষ হইতে "বঙ্গনূর" নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।...

১৯২০ (ফেব্রুয়ারী ১৮) নূর (মাসিক)

সম্পাদক : [ইসমাইল হোসেন] সিরাজী

বজলুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক ৩৩-এ বেনেপুকুর রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কে. এম. হেলাল কর্তৃক ক্রিসেণ্ট প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৫৮ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "মাঘ ১৩২৬"-

চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম ছ আনা।[১] পরবর্তী (দ্বিতীয়-তৃতীয় যুগ্ম) সংখ্যা থেকে প্রকাশের ঠিকানা ৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা।[২] পত্রিকাটি এক বৎসরও স্থায়ী হয় নি। কার্তিক ১৩২৭ এর 'আল এসলাম' পত্রিকায় এর তিরোভাবের সংবাদ আছে।[৩]

১৯২০ (মে ৫) ভাস্কর (মাসিক)

সম্পাদক: নূরল হোসেন কাশিমপুরী

সম্পাদক কর্তৃক হায়বতনগর দেওয়ান সাহেব লেন, হাবিলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং কাজী মোহাম্মদ ইবরাহীম কর্তৃক ইসলামিয়া প্রেস, সাত-রওজা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৫ মে ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪, মুদ্রণসংখ্যা ৬০০, দাম ছ আনা।[৪] স্বল্পায়ু পত্রিকা বলে মনে হয়।

১৯২০ (মে ২৪) মোসলেম ভারত (মাসিক)

সম্পাদক: মোজাম্মেল হক

মোহাম্মদ আফজাল্‌-উল্‌-হক কর্তৃক মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও কালাচাঁদ দালাল কর্তৃক কার্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৪ মে ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮, মুদ্রণসংখ্যা ২০০০।[৫] দাম ছ আনা, "বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৲ টাকা"। মুদ্রণের স্থান পরে বদলেছে, মুদ্রণসংখ্যাও কমে গেছে।[৬] পত্রিকাটি

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২০।
২ ঐ, জুন ১৯২০।
৩ পূর্বে, পৃ ১৯৫ টীকা দ্রষ্টব্য।
৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২০।
৫ ঐ, জুন ১৯২০।
৬ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২০; জুন ১৯২১।

আঠারো মাস চলে। সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, এর প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আফজাল্-উল্-হক।[১] প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের পরে motto হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মুদ্রিত হত: "মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৭

মঙ্গলাচরণ [কবিতা] : [মোজাম্মেল হক]

আমাদের কথা :

> আজ দেশময় একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে—সর্ব্বত্রই যেন একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। ...আমাদের মোস্‌লেম-সমাজ সম্প্রতি সর্ব্ববিষয়ে অনুন্নত বটে, ...কিন্তু আবার সেই কালেরই তরঙ্গ-তাড়নায় এ সমাজও যে আবার অভিলষিত পথে অগ্রসর হইবে না, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? ...আমাদের এই উত্থানপ্রয়াসী পতিত সমাজের কর্ণে এই সময়ে মোস্‌লেমের গৌরব-কাহিনী, মোসলেমের প্রজ্ঞা, প্রভাব, পুণ্যকথা প্রভৃতির সুর-লহরী ঢালিয়া দিতে পারিলে, এক কথায় মুসলমানের অতীতের সম্বল, বর্ত্তমানের সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে পারিলে, অথবা দুটা উৎসাহের কথা বলিলেও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই—সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমরা আমাদের বড় সাধের "মোসলেম ভারত"কে আমাদের সাহিত্যিক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল-যুগ (চ-স ; কলকাতা, ১৩৬৬) পৃ ২৮; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে : স্মৃতিকথা' (কলকাতা, ১৩৬৬), পৃ ১৮ দ্রষ্টব্য।

আর একটী কথা। বর্ত্তমানে "আমাদের সাহিত্যিক সমাজ" বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না, পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক — উভয়েই একই প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে নিবদ্ধ। পূর্ব্বে বাঙ্গালী মুসলমানগণ বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা ও কার-কারবার করিলেও বঙ্গভাষাকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে নিজের সম্পদ করিয়া তুলিবার জন্য আদৌ মনোযোগী ছিলেন না; বরং বাঙ্গালা ভাষাকে একটু ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। কিন্তু আজ-কাল সে ভাব আর নাই—সে ভ্রম এখন সকলের ঘুচিয়াছে। ...তাই আজ দেখিতে পাইতেছি, অনেক কৃতবিদ্য মুসলমান বঙ্গভাষায় লেখনী পরিচালনা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এমনি করিয়া হিন্দু-মুসলমান জনগণের মধ্যে পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের বেশ একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে।...

তাই আজ আমরা আহ্বান করিতেছি, বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান লেখকবৃন্দকে, তাঁহাদের কৃতিত্বে এই মহামিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হউক।...

গান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফকীরের ধর্ম্ম: অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

যাত্রা [কবিতা]: হেমলতা দেবী

ক্রুসেডের পরিণাম: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, বি-এ

সুর-বাঁধা বীণা [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র[১]

"আজান" [কবিতা]: কায়কোবাদ

১ "শেখ সা'দী হইতে"।

ভারতের সাধারণ ভাষা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল[১]

...ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার জন্য ভারতের ১৭৯টী ভাষার সহিত ইংরাজী ভাষাকেও ধরিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না ভারত ধনে ও বিজ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে ইয়োরোপীয় জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে, অন্ততঃ পক্ষে তত দিন পর্য্যন্ত ভারতকে ইংরাজের গুরু-শাসনে থাকিতে হইবে।

...যখন আমরা ইংরেজী একেবারে ছাড়িতে পারিব না, তখন তাহাকে কেবল মনে নয় মুখেও সাধারণ ভাষা বলিয়া মঞ্জুর করিয়া লওয়া উচিত।...

...ইংরাজী ছাড়া যে-ভাষারই গলায় আমরা সাধারণ ভাষার বরমাল্য দিতে যাইব, কম বা বেশী অন্য ভাষার বরযাত্রীরা ক্ষেপিয়া যাইতে পারেন।...

বাঙ্গলার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইহার বানান সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।...

...সাধারণ ভাষা হইবার পক্ষে দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পরে উর্দ্দুর দাবী অগ্রগণ্য, তারপর বাঙ্গলা, তার পর হিন্দী। তার পর আর কোন ভাষা আসিতে পারে না। কিন্তু এখন এই উর্দ্দু, হিন্দী ও বাঙ্গলার দ্বন্দ্ব কে ঘুচাইবে?

যাদুকরী [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

স্বপন [কবিতা]: দেওয়ান একলিমুর রেজা

ভারতের দান: মহম্মদ আজিজুল হক, বি-এল[২]

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: কাজী নজরুল ইসলাম

মোসলেম ভারত [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ "শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত"।.

২ "শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর "The Gift of India" অবলম্বনে"। রচয়িতা পরবর্ত্তীকালের স্যার আজিজুল হক।

সাহিত্যিকের সাধনা : কাজী আবদুল ওদুদ, এম-এ

বালক [কবিতা] : শশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল

আবদুল্লাহ্ ["সামাজিক চিত্র"] : খান সাহেব কাজী ইমদাদুল হক, বি-টি

বিশ্ব-পরিচয় [কবিতা] : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

চয়নিকা

দ্বন্দ্ব[১]

মুসলমান সভ্যতা—বিভূতিভূষণ জানা[২]

স্বরলিপি[৩]

মোস্‌লেম উপাসনা : মোহাম্মদ আফজাল্-উল্-হক্

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

বোধন [কবিতা] : কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম[৪]

ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে পরমাণুতত্ত্ব : মোহাম্মদ কে, চাঁদ

গজল [কবিতা] : মোহাম্মদ আজিজুল হক্, বি-এল[৫]

অবসান [গল্প] : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ইউরোপ-আক্রমণ [কবিতা] : কুমুদরঞ্জন মল্লিক[৬]

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস] : কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

মৃত্যুর গান [কবিতা] : আজিজল ইসলাম বি-এ

"নারীর উক্তি" : মাখন গঙ্গোপাধ্যায়[৭]

বড় কে ? [কবিতা] : হেমলতা দেবী

আবদুল্লাহ্ ["সমাজচিত্র"] : কাজী ইমদাদুল হক

১ "বোলপুর শান্তিনিকেতন উপাসনা-মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশ"।

২ 'মেদিনী-বান্ধব' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ "রচনা ও সুর—জনৈক দরওয়েশ্ ; স্বরলিপি-শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা"।

৪ "হাফিজের...গজল্ অবলম্বনে"।

৫ "একটী উর্দ্দু গজলের অনুবাদ"।

৬ "রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ গমন উপলক্ষে"।

৭ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'নারীর উক্তি' গ্রন্থের সমালোচনা।

সাত্-ইল্-আরব [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্রুল ইস্লাম

নবযুগের কথা: [আজিজল ইসলাম বি, এ]

খাপ্ছাড়া [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সার্থক [গল্প]: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বভাব [কবিতা]: মোজাম্মেল হক্

চয়নিকা

অন্তর-বাহির[১]

কাপুরুষতার স্মৃতিচিহ্ন[২]

মাধবী [কবিতা]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩]

দোষী কে?[৪]

আমাদের গ্রাম [কবিতা]: কায়কোবাদ

পাঁচমিশালী[৫]

চিত্র-পরিচয়: একজন সৈনিক[৬]

ঈদ [কবিতা]: মোজাম্মেল হক

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩২৭

গান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের সুবুদ্ধি ও ন্যায় বিচার: মোহাম্মদ লুত্ফর রহমান

আষাঢ় সন্ধ্যায় [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক

রজনীগন্ধা [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ "শান্তিনেকতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা", 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৪ 'হিন্দুস্থান' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৫ সংকলিত।

৬ এই সংখ্যায় মুদ্রিত চিত্রের পরিচয়।

বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত ও প্রাচীন অনুষ্ঠান: কালীমোহন ঘোষ
মিলন-স্বর্গ [কবিতা]: সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী
গুল্-ই-মখমল [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র
বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: কাজী নজরুল ইস্‌লাম
বাদল-প্রাতের শরাব [কবিতা]: কাজী নজরুল ইসলাম[১]
খলিফা আবদুল্লা আল মামুনের ভ্রাতৃপ্রেম: শাহাদাৎ হোসেন
লাযলাতুল কদর [কবিতা]: সৈয়দ এমদাদ আলী
নবযুগের কথা: আজিজল ইসলাম
জীবনধারা [কবিতা]: দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
চয়নিকা

বিলাতযাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২]
ইউরোপের বর্তমান অবস্থা[২]
তুর্ক-সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার[৩]

বাল বিধবা [কবিতা]: মোতাহেরা বানু
মা [গল্প]: মোহম্মদ হোসেন
গজল [কবিতা]: মোহাম্মদ আজিজুল হক
পারস্য-সাহিত্য: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
শোক-সংবাদ

দুইজন বিখ্যাত সাহিত্যিক—সাহিত্য-গগনের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্প্রতি খসিয়া পড়িয়াছে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন আর ইহজগতে নাই।...

পাঁচমিশালী[৪]
মৃত্যু-মঙ্গল [কবিতা]: সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১ "হাফিজ-এর ছন্দ ও ভাব-অবলম্বনে"।
২ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।
৩ 'প্রবাসী' থেকে।
৪ সংকলিত।

আবাহন: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

[মোসলেম ভারত সম্বন্ধে] অভিমত: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩২৭

খেয়াপারের তরণী [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

শেখ সাদী: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

শ্রাবণ-গীতি [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

বাদল-বরিষণে ["রূপক গল্প"]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

প্রতীক্ষায় [কবিতা]: মোতাহেরা বানু

আমাদের শিক্ষা-সমস্যা: তরিকুল আলম, এম-এ, বি-এল

দুঃখ হারা [কবিতা]: মোহম্মদ হোসেন[১]

বোঝা-বওয়া [কথিকা]: হেমলতা দেবী

হাসি [কবিতা]: কালিদাস রায়, বি-এ[২]

ফকীরের ধর্ম্ম: জনৈক ইসলামভক্ত[৩]

মহাজিরীণ [কবিতা]: জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক

দু-পিঠ [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বভাবের শক্তি ও মানুষের চিন্তার ধারা: সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী

নবীনের গান [কবিতা]: সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চয়নিকা

বিলাত যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুরস্কে স্ত্রীশক্তির বিকাশ—সুধাময়ী দেবী[৪]

১ "হাফিজ হইতে"।

২ "পারস্য কবি হইতে"।

৩ 'মোসলেম-ভারত' প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "ফকীরের ধর্ম্ম" প্রবন্ধের আলোচনা।

৪ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

আমরা সব বিষয়ে পরাধীন কেন?[১]

নবমন্ত্র[২]

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

রাজর্ষি এবরাহীম ["জীবনী"]: শেখ ফজলল করিম

অনুতপ্ত [কবিতা]: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[৩]

চিত্র-পরিচয়: সৈয়দ এমদাদ আলী[৪]

ঈদুজ্জোহা: খাজা

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩২৭

কোরবানী [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সম্রাট ও শাসন [কথিকা]: মোহাম্মদ লুত্‌ফর্‌ রহ্‌মান

শান্তি [কবিতা]: হেমলতা দেবী

মোহাম্মদী বেগের অন্তিম শয্যা [একাঙ্কিকা]: খাজা

মেয়ে [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

খলিফা-শাসনাধীন মুসলমান রাষ্ট্র-মণ্ডল: রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ[৫]

কাঁচা-পাকা [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বামিজীর পত্র: বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [সংগৃহীত][৬]

মেঘলা দিনে [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আবদুল্লাহ্‌ [সমাজচিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক

জ্ঞানলাভ [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা, বি-এ[৭]

১ 'প্রবাসী' থেকে।

২ 'প্রবর্ত্তক' থেকে।

৩ আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর কবিতার অনুবাদ।

৪ এই সংখ্যায় মুদ্রিত একটি চিত্রের ("খেয়াপারের তরণী") পরিচিতি।

৫ খুদা বখ্‌শের "The Organism of the Muslim State" প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

৬ স্বামী স্বরূপানন্দের পত্রাবলী।

৭ "William Cowper হইতে"।

কেয়া ফুল [গান]: চণ্ডীচরণ মিত্র

রাজর্ষি এবরাহীম: শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ নীতিভূষণ

অদরকারের না' [কবিতা]: সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

প্রিয়ার লিপি [কবিতা]: কালিদাস রায়

একখানি পত্র: মোহিতলাল মজুমদার

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করিবেন।

মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়।

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। ...তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি...।...কাজী সাহেবের যে দুইটী কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম, তাহা দ্বারা মোস্‌লেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের চিত্তবিনিময় হইয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া

যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।...

মোগল-বধূ [নাটক]: কান্তিচন্দ্র ঘোষ[১]

অধীরা [কবিতা]: মোতাহেরা বানু

খেলাঘর [গল্প]: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চয়নিকা

শক্তির জাগরণ[২]

উদ্বোধন — কাজী নজরুল ইস্‌লাম[৩]

বালিকা ও নারীদের শিক্ষা[৪]

টিলকের তিরোভাবে: শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ[৫]

...টিলক ভারতবর্ষের নেতা ছিলেন। তাঁহার মত দেশকে ভালবাসিতে শেখা যথার্থই সৌভাগ্যসাপেক্ষ।...

...বাস্তবিক ঐ টিলক শুধু আমাদের গৌরবতিলক নহেন, —এমন মানুষ যে কোন দেশের ললাটে সৌভাগ্যের তিলক...।

উপসংহারে আমরা মহাপ্রাণ টিলকের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া বলিতেছি, লাঞ্ছিত, ব্যথিত বীর! ঘুমাও, ঘুমাও। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহিয়াছ, এখন বিশ্রাম লও। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তোমার ত্যাগ যেন আমাদের আদর্শ হয়।

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩২৭

মোহর্‌রম [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

দুর্য্যোগের পাড়ি: মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ

১ জে. সি. কে. পিটারসনের ইংরেজিতে লেখা পাণ্ডুলিপি-অবলম্বনে।

২ দৈনিক 'নবযুগ' থেকে।

৩ ত্রৈমাসিক 'বকুল' থেকে।

৪ 'প্রবাসী' থেকে।

৫ "বিগত ১৯শে শ্রাবণ, কাকিনা ছাত্রসমাজ-গৃহে অনুষ্ঠিত টিলকের শোক-সভায় পঠিত"।

নারীর কথা [কবিতা]: প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আবদুল্লাহ্ [সমাজ-চিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক

জিজ্ঞাসা [কবিতা]: অচিন পাখী

রাজর্ষি এবরাহীম: শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ

চির-বাঞ্ছিত [কবিতা]: মোতাহেরা বানু

মোগল-বধূ [নাটক]: কান্তিচন্দ্র ঘোষ

দুটী বোন [গল্প]: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়[১]

কন্‌ফুসিয়সের উপদেশ: বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাধীন মিশর [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

মানুষের ধর্ম্ম: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

মানুষ চাই [কবিতা]: হরিপ্রসাদ মল্লিক

চয়নিকা

দুরন্ত পথিক [কথিকা]—[কাজী নজরুল ইসলাম][২]

বাংলার সাধনা —বারীন্দ্রকুমার ঘোষ[৩]

পাঁচ মিশালী[৪]

প্রভাতী [কবিতা]: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩২৭

মহাত্মা গান্ধী [কবিতা]: সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী

ফকীরের ফাঁক [গল্প]: হেমলতা দেবী

শরৎ [গান]: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক

১ টুর্গেনিভ-অবলম্বনে
২ 'নবযুগ' থেকে।
৩ 'তৎসঙ্গী' থেকে।
৪ সংকলিত।

স্বপ্ন [কবিতা] : শেখ ফজলল করিম

স্বামিজীর পত্র : বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পত্র [কবিতা] : সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী[১]

মোগল-বধূ [নাটক] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

পথের বাধা [কবিতা] : আবদুর রউফ

রাজর্ষি এব্‌রাহীম : শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ

ওমর খৈয়াম [কবিতা] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

মানুষের ধর্ম্ম : মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্

স্মৃতি [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

হাফেজা [উপন্যাস] : সৈয়দ এমদাদ আলী[২]

দিল্‌দার [কবিতা] : মোহিতলাল মজুমদার, বি-এ

চয়নিকা :

বিলাতযাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩]

কবিকথা [কবিতা]—কান্তিচন্দ্র ঘোষ[৪]

গত কংগ্রেস—বীরবল[৪]

গান : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

ভারতের সাধারণ ভাষা : অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার এম-এ

...বাঙ্গালা ভাষা ভারতের Lingua Franca হইতে পারে কি-না এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনে পাঠ করেন। সভায় ডাঃ তারাপুরওয়ালা, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎগণ ও বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক উপস্থিত ছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন ইংরেজী, উর্দ্দু ও

১ "সৈনিক-কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি"।

২ টীকা : "এই গল্পের কিয়দংশ ভুতপূর্ব্ব 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল"।

৩ 'শান্তিনিকেতন' থেকে।

৪ 'সবুজপত্র' থেকে।

হিন্দীর পর আবশ্যক সংস্কার করিলে বাঙ্গলাকে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত করা যাইতে পারে। ডাঃ তারাপুর-ওয়ালা বাঙ্গলার এরূপ কোনো আশা আছে মনে করেন না। তিনি হিন্দী ছাড়া আর কোনও ভাষায় আমাদের Lingua Franca হইবার সম্ভাবনা দেখেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, রাজনীতির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থলে আমাদের সাধারণ ভাষা যে ইংরেজী হইবে ইহা একপ্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও এতদিন ইংরেজী চলিতেছিল,—কিন্তু এখন একটা কথা উঠিয়াছে ভারতীয় কোন ভাষা চালাইতে পারা যায় কি না এবং এই উপলক্ষে হিন্দীর নাম উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কথা ধরিলে তিনি ইংরেজী অপেক্ষা হিন্দীতে যে কোনও সুবিধা হইবে তাহা মনে করেন না।...

পুরাতনী

নাদির শাহের জাগরণ [কবিতা]—মোহিতলাল মজুমদার[১]

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস]: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

তুমি [কবিতা]: চশ্‌মে নূর জাহান বেগম

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩২৭

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌ দহম্‌ [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বেদন্‌ বেহাগ [গল্প]: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জাগ [কবিতা]: সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী

হাফেজা [উপন্যাস]: সৈয়দ এমদাদ আলী

জীবন-বীমা [কবিতা]: দরবেশ

রাজর্ষি এবরাহীম: শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ

ক্ষ্যাপা [কবিতা]: মোহিতলাল মজুমদার

স্বামিজীর পত্র: বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [সংগৃহীত]

১ 'ভারতী' (১৩২৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

রিক্তা [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

মোগল-বধূ [নাটক] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

দান [কবিতা] : আশ্‌রাফুন্‌নিসা

আফজাল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা : মোহাম্মদ হোসেন আলী

পুরাতনী

নাদির শাহের জাগরণ [কবিতা]—মোহিতলাল মজুমদার[১]

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস] : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

চয়নিকা

বিলাতযাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২]

দিওয়ান-ই-হাফিজ : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

ঐক্য [কবিতা] : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা : পৌষ ১৩২৭

আবির্ভাব [কবিতা] : মোহিতলাল মজুমদার

হিন্দু-মুসলমানদিগের গৃহ-বিচ্ছেদের শান্তি : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দু'টী আঁখি [কবিতা] : মোহাম্মদ ফজ্‌লুর রহ্‌মান চৌধুরী

জাহানারা ও জেবুন্নেছা [একাঙ্কিকা] : খাজা

আবদুল্লাহ্ [সমাজ-চিত্র] : কাজী ইম্‌দাদুল হক

কামনা [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান

মোগল-বধূ [নাটক] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ব্যথিত [কবিতা] : বনলতা দেবী

রাজর্ষি এবরাহীম : শেখ ফজলুল করিম নীতিভূষণ

নন-কো-অপারেশন বা অসহোযোগিতা : আবদুল্লাহ্ আল আজ্জাদ

'তেনা'র কথা [“parody”] : নিবিড়ানন্দ নকলনবীশ

দীওয়ান-ই-হাফিজ [কবিতা] : হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইসলাম

১ 'ভারতী' (১৩২৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

মানুষের পূজা : লুত্ফর রহ্মান

সোহাগ [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

হারা-মণি [কবিতা] : সাজেদা খাতুন

তরী-বাওয়া [কবিতা] : ভূপেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী

গান : হাবিলদার কাজী নজ্রুল ইস্লাম[১]

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা : মাঘ ১৩২৭

বিরহ-বিধুরা [কবিতা] : কাজী নজ্রুল ইস্লাম[২]

শিষ্টতা : মোহাম্মদ লুত্ফর রহ্মান

মোগল-বধূ [নাটক] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

নন্ কো-অপারেশন বা অসহযোগিতা : আবদুল্লাহ্ আল্ আজাদ

দীওয়ান-ই-হাফিজ [কবিতা] : কাজী নজ্রুল ইস্লাম

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র] : কাজী ইমদাদুল হক

সেণ্ট হেলেনা [কবিতা] : ফজ্লুল হক্ সেল্বর্সী

স্বামিজীর পত্র : বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [সংগৃহীত]

কবি-প্রিয়া [কবিতা] : মোহিতলাল মজুমদার

বাঁধন-হারা [পত্রোপন্যাস] : কাজী নজ্রুল ইস্লাম

রাজর্ষি এবরাহীম : শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৭

উদ্বোধন [কবিতা] : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেম : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

ব্যাকুলা [কবিতা] : বনলতা দেবী

রাজর্ষি এবরাহীম : শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ

১ "সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা"।

২ "কাবুলী-কবি 'খোশ্হাল-এর হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসন-কালীন তাঁহার সহধর্ম্মিনীর লিখিত একটি কবিতার ভাব-অবলম্বনে"।

আনন্দময় [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[১]

মোগল-বধূ [নাটক] : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

খোরশেদ জাহাঁ [কবিতা] : মোহিতলাল মজুমদার[২]

মরমী [গান] : কাজী নজরুল ইসলাম

আমাদের শিক্ষা-সমস্যা : তরিকুল আলম

অনুগ্রহ ও ভালবাসা [কবিতা] : দরবেশ

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র] : কাজী ইম্‌দাদুল হক্

বিয়োগ-কাতরের গান [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র[৩]

চয়নিকা

বিলাতযাত্রীর পত্র[৪] —[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

একখানি পত্র [গল্প] : শক্তিপদ ভট্টাচার্য

স্বামিজীর পত্র : বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [সংগৃহীত]

সমাজপতি পরলোকে

> ...জানি না বাঙ্গালীর কোন দুষ্কৃতিদোষে বঙ্গবাসীর একনিষ্ঠ সাধক 'সাহিত্য'-সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার সাধের 'সাহিত্য'কে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া অকালে ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।... গত ১৭ই পৌষ তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।...

স্নেহ-ভীতু [গান] : কাজী নজরুল ইসলাম[৫]

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৭

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

ইসলামের বিশেষত্ব : শাহাদাৎ হোসেন[৬]

---

১ "জালালউদ্দীন রুমী হইতে"।

২ বন্ধুকন্যা "খোরশেদ জাহাঁকে দেখিয়া"।

৩ আমীর খসরুর কবিতার অনুবাদ।

৪ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৫ "সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা"।

৬ "Islamic Review হইতে" অনূদিত।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩২৮

১ "শেখ সা'দী হইতে"।
২ 'শান্তিনিকেতন' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

জননী [গল্প]: নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
কার বাঁশী বাজিল? [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম
অদৃশ্য আলোক: আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, এফ্. আর. এস্.
অনুতাপ [কবিতা]: দেওয়ান এক্‌লিমুর রাজা
আবদুল্লাহ্ [সমাজ-চিত্র]: কাজী ইম্‌দাদুল হক্
ইঙ্গিত [কবিতা]: গিরিজাকুমার বসু
রাজর্ষি এব্‌রাহীম: শেখ ফজলল করিম নীতিভূষণ
অভিসার [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন
খাঁচার পাখী [কবিতা]: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
পুরাতনী

নববর্ষ—রবীন্দ্রনাথ[১]

নববর্ষের আশীর্বাদ [কবিতা]—মোজাম্মেল হক্[২]

রস্কিন—৺ প্রিয়নাথ সেন[৩]

সহজিয়ার গান [কবিতা]: মোতাহের হোসেন
গান: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম
মহানবীর উত্তরাধিকারীগণ: মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহ্‌মান
চয়নিকা

চবকার গান [কবিতা]—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[৪]

প্রশস্তি[৫]

> ...কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু-মুসলমানে মিলন হোক্—রাজনৈতিক ডিপ্লোম্যাসির চালের ভিতর দিয়ে নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক্ বাংলা-মায়ের

---

১ "১৩২৬ সালে নববর্ষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের সারাংশ।"

২ 'কোহিনূর', ১৩১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ 'প্রদীপ', ১৩০৭ থেকে।

৪ 'প্রবাসী' থেকে।

৫ 'প্রবর্ত্তক' থেকে।

শ্যামল অঞ্চলের ওপরে দুই সন্তানের মত, দুই ভাইয়ের মত।

লেখাপড়ায় মেয়েদের স্বাস্থ্য[১]

আমাদের কথা

...নববর্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া যাঁহার কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িতেছে, যিনি প্রাণ খুলিয়া আমাদের ব্যর্থ সাধনার শত মুখে প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, যিনি সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের চরম ও পরম ব্রতরূপে গৌরবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আমরণ নির্ভীকচিত্তে যে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সাধক, 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রীতির অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।...

...স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যপ্রাণ মৃত মহাত্মার অমর কণ্ঠের সুরে সুর মিলাইয়া আমরা বলি যে, হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত নব ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মিলনের এই মহাবাণী মেঘমন্দ্রে নিনাদিত হউক।...

'মোসলেম ভারত' দেশের ও জাতির এই নব জাগ্রত চৈতন্যের এক ক্ষুদ্রতম ক্ষীণতম বিকাশ। এই মিলনের গান গাহিবার জন্যই ইহার জন্ম।...

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৮[২]

কারবালা [কবিতা] : মোজাম্মেল হক্

গান ও স্বরলিপি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ 'প্রবাসী' থেকে।

২ এই সংখ্যা 'মহরম সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। এ সংখ্যা থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের বাণীর উপরে কোরানের নিম্নোক্ত বাণী ছাপা হয়েছে : "যে পর্য্যন্ত কোন জাতি তাহাদের পরিবর্ত্তন না করে, সে পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন করেন না।"

বারো-মাসী [কবিতা]: সাজেদা খাতুন

কবি [কবিতা]: গিরিজাকুমার বসু

নারীর কথা: মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহ্‌মান

বাদল-দিনে [কবিতা]: কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

আবদুল্লাহ্‌ [সমাজ-চিত্র]: কাজী ইম্‌দাদুল হক

স্থলপদ্ম [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

বঙ্গ-সাহিত্যের সংস্কারে মুসলমান: মুহম্মদ আবদুল্লাহ্‌

একতা [কবিতা]: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পূরবী [গল্প]: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চয়নিকা

হাজির—জগদীশচন্দ্র বসু[১]

কয়েকটি গান [কবিতা]—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[২]

পলাতকা [কবিতা]—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম[১]

প্রভাতী তারা[৩]

আমাদের সঙ্গীত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৪]

দিল্‌-দরদী [কবিতা]: কাজী নজরুল ইসলাম[৫]

স্ত্রী-শিক্ষা: জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

পুস্তক-পরিচয়: সম্পাদক ও কাজী ইমদাদুল হক

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত—তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত।...

আমরা এই জীবনীখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি...।

১ 'প্রবাসী' থেকে।
২ 'ভারতী' থেকে।
৩ খালেদা এদিব খানমের "সংক্ষিপ্ত জীবনী"।
৪ "সঙ্গীত-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত"।
৫ "গত ভাদ্র-মাসের 'মোস্‌লেম ভারতে' সত্য-কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখী' শীর্ষক করুণ কবিতাটী পড়িয়া"।

ও-পারের আলো—ইহা একখানি উপন্যাস। প্রণেতা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার রায় সাহেব শ্রীদীনেশ-চন্দ্র সেন, বি-এ।...

...ভাষা সরল ও সুশ্রাব্য বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র দোষশূন্য নহে।

প্রতিষ্ঠা—উপন্যাস।...সরসীবালা বসু প্রণীত।...

রাজা-বাদ্‌শা (সচিত্র)-শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।..

...ছেলেদের পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়াছে।...

ফুলের হাসি [কবিতা]: কায়কোবাদ

হুগলীর ইমামবাড়ী: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

মহরম [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩২৮

চুরাশি লাখ: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার দান [কবিতা]: সাজেদা খাতুন

রাজনৈতিক অপরাধী: মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহ্‌মান, এম-বি (হোমিও)

...যে রাজশক্তির বিরূদ্ধে বিদ্রোহী হয়,—সেও মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র।...

স্বাধীনতার জন্য, সত্য ও মঙ্গলের জন্য যে অস্ত্র ধারণ করে, তাহাকে কেমন করিয়া ছোট বলিব? ...বর্ব্বর রাজশক্তিই স্বাধীনতাকামীকে চূর্ণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে।...

...হে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান!—মৃত্যু ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও।...

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র]: কাজী ইমদাদুল হক্

মিলন-গান [কবিতা]: জসীমউদ্‌দীন

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র: আব্‌দুল্লাহ্ আল্ আজাদ

এবার ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে যে সব মত প্রকাশ করেন, তার কিছু

কিছু কাগজে কাগজে ছাপা হ'য়েছিল। প'ড়ে বুঝেছিলাম, এর প্রতিবাদ না হ'য়ে যেতে পারে না।...

যাক্, শেষে শরৎবাবুর কাছ থেকে এক কড়া জবাব এল ; ...।

রবীন্দ্রনাথের লেখার অনেক প্রতিবাদ চোখে প'ড়েছে। কিন্তু এবার শরৎবাবুর প্রতিবাদ হজম করা বড় দায় হ'য়ে উঠেছে, বিশেষ করে এই জন্যে যে এমন একটা লেখা শরৎ বাবুর মত লোকের কলম থেকে বেরিয়েছে।...

...রবীন্দ্রনাথ দেশের অতীতের কথা ব'লতে গিয়ে তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। সেইসব বোধ হয় দেশভক্ত শরৎচন্দ্রের অন্তরে খুবই আঘাত দিয়েছে, আর তারই ফলে তাঁর বিরক্তির সুর এত চড়া বাঁধা হ'য়েছে যে, তাঁর "শিক্ষার বিরোধ" আগাগোড়া বেসুরো বাজচে, সুর আদৌ তাতে লাগেনি। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হ'লেও ত শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করা যায় না।...

বাস্তবিক culture বল, জাতীয়ত্ব বল, ধর্ম্ম বল, স্বদেশপ্রেম বল, কোন্ যুক্তিবলে যে সমর্থন করা যায় যে এ-সবকে বিজ্ঞান থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে, তা ভেবে পাওয়া দুঃসাধ্য।...

বাঁশী : শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

কামাল পাশা [কবিতা] : হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

উৎসব : চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চয়নিকা

গান্ধিজী [কবিতা]—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[১]

মিসরের স্বাধীনতা[২]

ইজিপ্ট[২]

১ 'ভারতী' থেকে।

২ 'প্রবাসী' থেকে।

বিদ্রোহী [কবিতা]: হাবিলদার কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

"পথহারা": বিজয়কেতন সেনগুপ্ত

"পথহারা" মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহ্‌মান প্রণীত একখানি উপন্যাস। এই পুস্তকখানিকে সাধারণতঃ উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝা যায় তেমন বলা চলে না।...একটী ভাবপ্রবাহ গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ইহাকে সমগ্রভাবে একখানি পুস্তক বলা যাইতে পারে।...

...বইখানির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, উহা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। যত অসম্পূর্ণভাবেই হউক, তাঁহার মনে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনাকাঙ্খা জাগিয়াছে, আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহার সে ইচ্ছা সফল হউক এবং তাঁহার নারী জাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি অন্য সকলকে এই পথে অনুপ্রাণিত করুক।

ব্যথার ব্যথী [কবিতা]: শৈলজা মুখোপাধ্যায়

বেলুচিস্তানের চিঠি: কাপ্তেন অশ্বিনীকুমার নন্দী, আই, এম, এস

সভ্যতার জের: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

খোকার আধো-কথা [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩২৮

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌-দহম্‌ (তিরোভাব) [কবিতা]: কাজী নজ্‌রুল ইসলাম

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

নবীন ভারত [কবিতা]: মীর ফজ্‌লে আলী, বি-এ

আবদুল্লাহ্‌ [সমাজচিত্র]: কাজী ইম্‌দাদুল হক

নিশীথে [কবিতা]: প্রবোধচন্দ্র সেন

'ক্ষণিকা': গণেশচরণ বসু[১]

১ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের আলোচনা।

পাশের বাড়ীর মেয়ে [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

স্বপ্ন-বাণী [চিঠি] : শৈলজা মুখোপাধ্যায়[১]

নন্দলালের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ [কবিতা] : নিবিড়ানন্দ নকলনবীশ

চয়নিকা

মিলন-সঙ্গীত[২]

সত্যের আহ্বান—রবীন্দ্রনাথ[৩]

বিদ্রোহী বীর [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক[৪]

উজীরের আশা [ঐতিহাসিক উপন্যাস]

পুস্তক-পরিচয় : আনসারী

মতিচুর—২য় খণ্ড। মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

...গ্রন্থকর্ত্রী আত্মযশ-লিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই; পক্ষান্তরে ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই তিনি নানা কথায় নানা ছলে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।...

মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর ও সরস। রচনার বিশুদ্ধতা প্রত্যেক সুধী পাঠককে প্রীতিদান করিবে।... মুসলমান নারী সমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌর-বান্বিতা বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৮

ভারত-বীর [কবিতা] : সুকুমার ভাদুড়ী

আবদুল্লাহ্ [সমাজচিত্র] : কাজী ইমদাদুল হক

শরৎ-সাহিত্য : বিজয়কেতন সেনগুপ্ত

১ স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকলেও, নজরুলের উদ্দেশে লেখা।

২ ‘প্রবর্ত্তক’ থেকে।

৩ ‘প্রবাসী’ থেকে।

৪ নজরুলের উদ্দেশে।

উজীরের আশা [ঐতিহাসিক উপন্যাস]

আত্মার ক্রন্দন [গল্প]: মোহাম্মদ সেরাজুল ইস্‌লাম, বি-এ

দরদী [কবিতা]: শৈলজা মুখোপাধ্যায়

৪১৬ ধারা [গল্প]: ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বিজয়িনী [কবিতা]: কাজী নজ্‌রুল ইসলাম

চয়নিকা

বাঙ্গালার কথা – চিত্তরঞ্জন দাশ[১]

খেলাফত-তত্ত্ব— মঈনউদ্দীন হুসেন[২]

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

একটি নিশি [কবিতা]: কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সব পেয়েছির দেশে: বিশ্বমোহন সান্যাল

জাতীয় শিক্ষা: তরিকুল আলম এম-এ, বি-এল

১৯২০ (মে ২৬) শিক্ষক (মাসিক)

সম্পাদক: কাজী ইমদাদুল হক

শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা। ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্তৃক ৫৭/১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্‌কাফ প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৬ মে ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মুদ্রণ-সংখ্যা ২০০০, দাম তিন আনা।[৩] পরে মুদ্রক বদলেছে, মুদ্রণসংখ্যাও কমেছে।[৪] "খান সাহেব কাজী ইমদাদুল হক বি-এ, বি-টি"র সম্পাদনায় পুরো তিন বছর প্রকাশ পায়। চতুর্থ বর্ষের সূচনায় সম্পাদনভার গ্রহণ করেন যোগেশচন্দ্র দত্ত।[৫]

১ 'বাঙ্গলার কথা' থেকে।

২ "মওলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দ্দু অবলম্বনে লিখিত"।

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২০।

৪ ঐ, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২০; জানুয়ারী ১৯২১ ও ১৯২৩।

৫ ঐ, জুন ১৯২৩।

আঞ্জমনে-ওয়ায়েজীনে-বাঙ্গালার

ইস্লাম-দর্শন

মাসিক পত্র

১৯২০ (জুন ৬) **ইসলাম-দর্শন** (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও
নূর আহমদ

"জনাব মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবু-বকর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত" আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার[১] মুখপত্র। সাহেবজাদা মহম্মদ সুলতান আলম, এটর্নী-য়্যাট-ল (পরে আলতাফ হোসেন বি-এ) কর্তৃক ১৩ চাঁদনী চক ফার্স্ট লেন (পরে ১৩৯ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট), কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্তৃক মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট (পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ১৬০ বেলেঘাটা মে'ন রোড), কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৬ জুন ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ (পরে ১৫০০ ও ২০০০)।[২] দাম চার আনা, বার্ষিক আড়াই টাকা, সভ্যদের জন্য এবং "দরিদ্র মহিলা ও গরীব ছাত্রদের জন্য" দু টাকা। সপ্তম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসেবে শুধু মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের নাম পাচ্ছি। তৃতীয় বর্ষের পত্রিকায় আঞ্জমনের নাম নেই, পীর আবুবকরেরও নয়। ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের সঙ্গে শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর নাম যুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ বর্ষের পরে কতদিন চলেছিল, তা জানা নেই।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২৭

হাম্‌দ ও নায়াত

প্রার্থনা [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

অবতরণিকা : সম্পাদক

...বর্ত্তমান সময়ে [মুসলমানদের] যে সকল সাময়িক ও মাসিক পত্র পরিচালিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত

---

১ আঞ্জমনের প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত বিবরণের জন্য পূর্বে পৃ ১২৫ দ্রষ্টব্য।

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২০। সেই সঙ্গে ঐ, জুন ১৯২১ ও মার্চ ১৯২৬ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা; ...ধর্ম্মহীন সাহিত্য কখনই মোসলমানের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ হইতে পারে না।...

"ইস্‌লাম-প্রচারক", "নবনূর" প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সাহিত্য-বিষয়ক জাতীয় মাসিক পত্রিকাগুলির তিরোধানে বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজ অবসাদ ও জড়তার যে ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে...তাঁহাদের অন্তর বাহির জাতীয়তার স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল তরুণালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই আমরা ইস্‌লাম দর্শন প্রচারে ব্রতী হইতেছি।...

...হিন্দু ও মোসলমান সাহিত্যের মধ্য দিয়া এখনও পরস্পরের প্রতি শেল নিক্ষেপ করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। ...নিরপেক্ষ ও সুনিপুণ আলোচনার দ্বারা উপরোক্ত মহা অনর্থের নিদান নির্ণয় ও মূল উৎপাটন করাও ইস্‌লাম-দর্শন প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

...স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি অপসারণপূর্ব্বক সাহিত্য-কানন নির্ম্মল ও সুশোভন করিয়া মোসলমানের বিশুদ্ধ জাতীয় আদর্শটী পরিস্ফুট করিয়া তোলাও ইস্‌লাম-দর্শনের অন্যতম ব্রত।

...যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সম্মিলনের জন্য মোসলমানকে অন্তরের সহিত যত্ন করিতে হইবে, তথাপি তাহাকে তাহার নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ ও নিজের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবগুলি খুব দৃঢ়তার সহিত প্রদর্শন করিতে হইবে, তবেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইসলাম-দর্শন এই মহান ব্রত অবলম্বন করিয়াই সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।...

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ : মীর আবদুল গণি

ইসলামের নীতি ও শিক্ষা : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ইস্‌লাম [কবিতা] : প্রফুল্লকুমার মজুমদার

ফরিদপুরের ঐতিহাসিক সম্পদ: আলতাফ হোসেন, বি-এ

নৈকট্যানুভূতি [কবিতা]: মোজাম্মেল হক

ইসলামের উত্থান ও পতন: সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী

গোলাপ ও বুলবুল [কবিতা]: "জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা"[১]

নায়াতে রসুল: মহম্মদ ইস্‌হাক

বাঙ্গাল ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা: এ, লোহানী

সমাজের কথা: হবিবর রহমান ফরিদপুরী

...বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে যে সকল মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছে, ধর্ম্ম ও পুণ্যের ভাণে যে সকল শেরেক বেদাত, পীর-পূজা, গোর-পূজা ও বৃক্ষ-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল ধ্বংসকর দোষ নিবারণের জন্য সাধারণকে বিশেষ-ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সমাজের অনেক উপকারের সম্ভাবনা।...

আমাদের সমাজের অভাব অভিযোগ জানাইবার কিংবা সাহিত্য আলোচনা অথবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অযথা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদ করার উপযোগী পত্রিকার একান্ত অভাব। এ বিষয়ে "মোসলেম-হিতৈষী"ই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সমাজে তাহারও তেমন আদর নাই।

কবিতা-কুঞ্জ

ইসলাম-দর্শন—মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ

আবেদন—শমসের আলি খাঁ

প্রিয়-সংবর্দ্ধনা—এ, এফ, এম, আবদুল মজিদ

নাস্তিক [গল্প]: মোহাম্মদ আবদুল জলিল

শরিয়ত-সঙ্কলন

খেলাফত-প্রসঙ্গ[২]

১ জেবুন্নিসার কবিতার অংশবিশেষের অনুবাদ।

২ ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের অভিমত।

কেহ কেহ মহামান্য সুলতানের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও খলিফা নির্ব্বাচনের কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু...ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।...

এল্‌মে তাসাউফ এবং আসল ও নকল পীর—মোহাম্মদ রহুল আমিন

সুন্নত ও বেদ্‌আত—আবদুল ওদুদ বি-এ

চয়নিকা[১]

সাময়িক-সাহিত্য

...বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা। —"বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি" হইতে প্রকাশিত একখানি ত্রৈমাসিক পত্র। ইহা বিশুদ্ধ ইস্‌লামী আদর্শের সাহিত্য-বিষয়ক সাময়িক পত্র।...

বঙ্গনূর। —বঙ্গনূর একখানি সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শেখ হবিবর রহমান। গত ছয়মাস ধরিয়া বঙ্গনূর বেশ নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। ...ভাষা ও বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটু দোষ ত্রুটি থাকিলেও ধর্ম্ম ও জাতীয়তার দিকে উহার খুব লক্ষ্য আছে।...

নূর। —নূর সিরাজগঞ্জের কবি ইস্‌মাইল হোসেন সম্পাদিত একখানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। নূরের বিষয়-সম্পদ ও প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন মন্দ হয় নাই। ভাব এবং ভাষার মধ্যেও বেশ একটা সজীবতার সাড়া পাওয়া যায়।... কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে অসতর্কতা ও ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহ ইহার সব গুণ মাটি করিয়াছে। কবি ইস্‌মাইল হোসেন সাহেবের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় শরিয়তের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রোহের ভাব তাঁহার সম্পাদিত কাগজখানিরও সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা নিন্দনীয় ও আপত্তিকর।...

১ প্রবাসী, বঙ্গনূর ও আঙুর থেকে উদ্ধৃত।

ভাস্কর। —মৌলবী নূরল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত "ভাস্কর" নামক নব প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ইহা মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত অন্যতম মাসিক পত্র। ভাস্করে নানা বিষয়ক প্রবন্ধের সমবায়ে একটা খিচুড়ী পাকাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা ভাল বলিয়া মনে হইল না। ..."ভাস্কর"-কে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

আঙুর। —আঙুর শিশু-সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র ও সুশোভন মাসিক পত্রিকা। ইহার সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লা...।

আমাদের সমাজে এইরূপ একখানি পত্রিকার বড়ই অভাব ছিল। ...রবীন্দ্রনাথের "রথযাত্রা" যে কোন্ গুণে আঙুরে স্থান পাইয়াছে, বুঝিলাম না! ...আমরা কেবল "নামের অনুরোধে" প্রবন্ধ প্রকাশের বিরোধী।

আঙুর অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রকাশিত হইলেও আমাদের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মুসলমান ছেলে-মেয়েরাই উহা পড়িবে। এ অবস্থায় ইসলামী ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীতির দিকে লক্ষ্য রাখা সম্পাদকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।...

সাহিত্য-সন্দেশ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

রমজান [কবিতা] : [মোহাম্মদ আবদুল হাকিম]

ইসলামের নীতি ও শিক্ষা : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হজরত মোহাম্মদ : দেওয়ান শামসুদ্দিন আহমদ নীতপুরী

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ : মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী

প্রদীপ ও পতঙ্গ [কবিতা]: জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা[১]
তোমারি গান [কবিতা]: মোজাম্মেল হক
সাঁওতাল পরগণার মুসলমান: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
বাঙ্গলার ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা: এ, লোহানী
বিশ্বপ্রেম [কবিতা]: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
ইসলামের উত্থান ও পতন: সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী
হজরত মোজাদ্দাদ আল্‌ফ সানী: মোহাম্মদ আবদুর রব
কবিতাকুঞ্জ:

ঈদ-আবাহন—মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী
অভ্যুদয়—মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ

ভট্চার্যির ভ্রম [গল্প]: আবদুল ওদুদ
শরিয়ত-সঙ্কলন

অবৈধ অনুকরণ[২]
দাড়ী-গোঁফ প্রসঙ্গ—আবদুল ওদুদ

> অধুনা এক শ্রেণীর নব্য মুসলমান দেখা যায়, যাঁহারা দাড়ী-গোঁফ (মোচ) কামাইয়া একেবারে নারীর মত মুখ সাফ করিয়া এক কিম্ভুত কিমাকার জীব সাজিয়া থাকেন। ... মুসলমানের পক্ষে এরূপ দাড়ী-গোঁফ কামান স্পষ্ট হারাম।

চুল রাখিবার নিয়ম—মোহাম্মদ রুহোল আমিন

> মুসলমান পুরুষদিগের তিন প্রকার চুল রাখিবার বিধি আছে। যথা,—
>
> (১) কর্ণমূল হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বা রাখা; ইহা রসুলের সুন্নত। স্কন্ধদেশ অতিক্রম করিলে উহা নাজায়েজ হইবে।...

---

১ জেব-উন-নেসার কবিতার অনুবাদ।
২ পীর আবুবকর সাহেবের অভিমত।

(২) চুল একেবারে মুড়িয়া কামাইয়া ফেলা। হজরত কখনও কখনও এরূপ করিতেন।...

(৩) চুল ছোট ছোট করিয়া ছাটিয়া রাখা। হজরত নিজে এরূপ করেন নাই বটে, তবে ঐরূপ চুল দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান সময়ে চুল কাটিবার যে নূতন ফেশান বাহির হইয়াছে, উহা একটী বেদাত। আর স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা চুল রাখা বেদাত ও মকরুহ; কাহারও কাহারও মতে হারাম।...

সাময়িক সাহিত্য

মোস্‌লেম-ভারত—বৈশাখ, ১৩২৭। আমরা কবিবর মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত নব-প্রকাশিত "মোস্‌লেম-ভারতে"র প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।..."মোস্‌লেম-ভারতে"র আদর্শ বোধহয় "আকবরী ভারত"। ভারত সম্বন্ধে "ইস্‌লাম-দর্শনের"ও একটী আদর্শ আছে। তবে সেটা "আকবরী" নয়—"আলমগিরী"। সুতরাং উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আশা করি, এই মতান্তরকে কোন পক্ষ হইতেই মনান্তরে পরিণত করা হইবে না। ...মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু লেখক-লেখিকার সংখ্যাই বেশী। ...প্রারম্ভে চারিটী নামাজী মুসল্লীর একখানি ছবি এবং ললাটে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দুই লইন রচনা "মটো" স্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। ...মুসলমানের কবিবর যে হিন্দুর কবি-সম্রাটের এরূপ অতিরিক্ত ভক্ত, তাহা আমরা এই প্রথম জানিলাম।...

সাধনা—বৈশাখ, ১৩২৭। চট্টগ্রাম—অন্দরকিল্লা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-সাগর ও শ্রীযুক্ত আবদুর রসিদ সিদ্দিকী

সাহেবান। ...ভাষা ও ধরণ মন্দ নয়—তবে একটু হিন্দুগন্ধী। ..

আহলে-হাদিস—বৈশাখ, ১৩২৭। আহ্‌লে হাদিস মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক মুখপত্র।... ইহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও উৎকট হানিফী-বিদ্বেষ বড়ই মারাত্মক।...

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩২৭

এমাম-চরিত : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম[১]

চিকিৎসাবিজ্ঞানে হজরত মোহাম্মদ : দেওয়ান শামসুদ্দীন আহমদ নীতপুরী

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ : মীর আবদুল গনি ফরিদপুরী

দামেস্ক-কাহিনী : ফজলর রহমান

বঙ্গীয় মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রের ইতিহাস : আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সুখের ছলনা : অজিহ্‌উদ্দীন আহম্মদ

ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার : মোহাম্মদ রুহোল আমিন

সাহিত্য-সমালোচনা—আদর্শ উপন্যাস : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

শরিয়ত-সঙ্কলন

আঞ্জমন-সংবাদ

সাময়িক সাহিত্য

পল্লীবাণী—শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি-এল সম্পাদিত...।...

শিক্ষক—শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক খান সাহেব কাজী ইমদাদুল হক বি-এ, বি-টি সাহেব। ...সাফল্য কামনা করি।

নবযুগ—অনারেবল মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক এম-এ, বি-এল পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্র। এখানি রাজনীতিক পত্রিকা। রাজনীতি সম্বন্ধে "ইস্‌লাম-দর্শনে"র কিছুই বলিবার

১ "এমাম-আজম মহাত্মা আবু-হানিফা (রঃ) সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত"।

নাই ; তবে ভাষানীতি সম্বন্ধে 'নবযুগে' শুধু নবীনতার পরিবর্তে একটু প্রবীণতা দেখিলেই আমরা সুখী হইব।

বিলম্বের কৈফিয়ৎ : আবদুল ওদুদ (ম্যানেজার, ইসলাম দর্শন)

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩২৭

কোরবানী [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
ইস্‌লাম ও যীশু : মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফরুদ্দীন
ভবের খেলা [কবিতা] : শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
অন্তিম খেদ [কবিতা] : মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী
সংসার-রহস্য : মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী[১]
কায়াবা শরীফ প্রসঙ্গ : দেওয়ান শামসউদ্দীন আহমদ নীতপুরী
ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার : মোহাম্মদ রুহোল আমিন
প্রবাসী পাখী : মহম্মদ ইস্‌হাক বি-এ[২]
হজরত মোজাদ্দাদ আলফ-সানী : মোহাম্মদ আবদুর রব
বাজা সাহেব—জাহাঙ্গীরাবাদ : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী
চয়নিকা[৩]
শরিয়ত সঙ্কলন : মওলানা শাহ্‌ সুফী মোহাম্মদ আবু-বকর
হারাম ও কোফর : আবদুল ওদুদ বি-এ
মসলার উত্তর : আবদুল ওদুদ বি-এ
আঞ্জমন-সংবাদ

> ...গত মাসে আঞ্জমন কর্ত্তৃক যে ১৫ জন বিধর্ম্মী ইস্‌লামের পুণ্যালোক লাভ কবিয়াছিল, তন্মধ্যে ... শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব একাই ১১ জন খ্রীষ্টানকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

১ "মস্‌নবী-এ মওলানা রুমী হইতে অনূদিত"।
২ "হাফেজের কবিতার ভাবাবলম্বনে"।
৩ 'বাঙ্গালী' (পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ), 'হিন্দুস্থান' ও 'মোস্‌লেম-হিতৈষী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

এই মাসে...সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব একটি হিন্দু মহিলাকে এবং মুনশী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ৩টী খৃষ্টান যুবককে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।...

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৭

ইসলামের নীতি ও শিক্ষা : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার : মোহাম্মদ রুহোল আমিন

মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় ইস্‌লামের অবমাননা

স্নকবি কায়কোবাদ সাহেব রচিত "মহাশ্মশান" কাব্যের সমালোচনা ভূতপূর্ব্ব "নবনূর" পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণাস্পদ সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" বিস্তৃতভাবে ও ধারাবাহিকরূপে বাহির করিতেছিলেন। ঐ সমালোচনায় যেটুকু বাহির হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা হইতেই আলোচ্য কাব্যখানির দোষগুণ বিচার করিবার অনেকটা স্নযোগ লাভ করিবেন। সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবের সমালোচনার স্রোত হঠাৎ কেন বন্ধ হইল, জানি না। সমালোচক আত্মীয়তার 'খাতেরে' লেখা বন্ধ করিলেন, কি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকগণ উহা ছাপিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, আমরা মাত্র "মহাশ্মশান" কাব্যের নাম, "উৎসর্গপত্র" ও "ভূমিকা" প্রভৃতি অংশটুকু হইতেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ এবং ইস্‌লামী ভাব ও ধারণা-বর্জ্জিত উক্তিগুলির সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। ইহা দ্বারা পাঠকগণ দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রতিভাবান মুসলমান কবি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের কিরূপ অবমাননা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, কবির মজ্‌হাবী (ধর্ম্মবিষয়ক) শিক্ষার অভাবই এই অনর্থপাতের প্রধানতম কারণ। কবি হিন্দু

সমাজেই বোধ হয় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন ; কিংবা ইস্‌লাম ধর্ম্মানভিজ্ঞ—কেবলমাত্র ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদিগের সঙ্গেই প্রধানতঃ "মেলা-মেশা" করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতেই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ তিনি মুসলমানবিদ্বেষী চট্টগ্রাম-নিবাসী মৃত কবি নবীনচন্দ্র সেনের অন্ধ ভক্ত ও একনিষ্ঠ শিষ্য।

কায়কোবাদ সাহেবের মহাকাব্যের নাম "মহাশ্মশান কাব্য"। প্রথমতঃ নামটাতেই আমাদের ঘোর আপত্তি। "শ্মশান" বলিতে হিন্দুর "চিতাভূমি" ...ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না।... শ্মশান মুসলমানের জাতীয় জীবনের জিনিস, একথা কোন মুসলমান স্বীকার করিতে পারিবেন কি ?...

...মুসলমানের নিরাকার খোদাতালাকে কবি স্বীয় অপূর্ব্ব কল্পনা বলে সাকারে পরিণত করিলেন!...

তারপর কবি কল্পনার মুক্ত আকাশে উড়িতে উড়িতে যাঁহা-দিগকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাপুরুষ। সর্ব্বশক্তি-মান অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তায়ালাও মহাপুরুষ, রেসালতমাব হজরত মোহাম্মদও (সঃ) মহাপুরুষ ; আর নওয়াব [সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী] সাহেব এবং কবির পিতা সাহেবও মহাপুরুষ।

...খোদাতায়ালার সহিত রসুলের এবং রসুলের সহিত সাধারণ মানবের পার্থক্য-বোধটুকুও যাঁহার নাই—তিনি আবার মুসলমান...তিনি আবার কবি! এরূপ কবির পক্ষে "জাতীয় মহাকাব্য" লিখিবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে পোষণ করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও অনধিকার চর্চ্চা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

খ্রীষ্টিয়ানী প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ফলতা : দেওয়ান শাম্‌সউদ্দীন আহ্‌মদ নীতপুরী

জেন ও পরী [উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৭

> ...উপরোক্ত আয়তে [সুরা লোকমান] সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। এইজন্য উহার হারাম হওয়ার মতাবলম্বন করিয়াছি যে, খোদাতায়ালা সঙ্গীতকারীর নিন্দা করিয়াছেন এবং উহার জন্য দুর্গতিজনক শাস্তির অঙ্গীকার করিয়াছেন। —তফ্‌সির আহমদী ; ৫৯৯—৬০০ পৃষ্ঠা।

১ ব. মু. সা. প., শ্রাবণ ১৩২৭ থেকে গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ, 'প্রভাতী' থেকে যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধ এবং 'বাঙ্গালী' থেকে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। শেষোক্ত প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি 'বঙ্গনূর' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যার 'চয়ন' শীর্ষক রচনায় পাওয়া যাবে।

...মহাশ্মশানের ভূমিকার...একটি কবিতার শেষাংশে তিনি পরম করুণাময় খোদাতালাকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন :—

"শুধু—তুমি—তুমি—তুমি ;
তোমা ভিন্ন নহি আমি।
আমি—তুমি, তুমি—আমি!"

কি ভয়ঙ্কর কথা। কি ভীষণ ধর্ম্ম-বিরোধী কল্পনা!! এখানে খোদা ও কবি এক হইয়া গিয়াছেন।—নাউজ বিল্লাহে মিন্‌হা।[১]...

জেন ও পরী [উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন

চয়নিকা[২]

আঞ্জুমন-সংবাদ : আলতাফ হোসেন বি-এ

আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীনের বার্ষিক অধিবেশন : (সাহেবজাদা) মহম্মদ সুলতান আলম

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৭

সভাপতির অভিভাষণ : মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবু-বকর সাহেব[৩]

...আমি বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্খীরূপে বলিতেছি যে, তাঁহারা ও অন্যান্য ইতিহাসজ্ঞ সকলে অবশ্য জানেন—সমস্ত মোসলমানগণের এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস যে, মোসলমানদিগের * * * * *[৪] যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা কবিরা গুণাহ ; এবং পলায়নকারীর অবস্থান জাহান্নাম। চিরকাল

১ সম্পাদকের টীকা : "সমালোচক সাহেবের এই কথার সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।...কবি যদি তাঁহার কাব্যখানি সংশোধন না করেন, তবে ঐ অনৈসলামিক মহাশ্মশান যাহাতে...চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায়, তজ্জন্য আমাদিগকে আরও কঠোর সমালোচনা লইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে।"

২ 'ভারতবর্ষ' ও 'হিন্দুস্থান' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে [কলকাতা, ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর ১৯২০] পঠিত।

৪ তারকাচিহ্ন মূল প্রবন্ধে আছে।

হইতে মুসলমানগণ শহীদ হওয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করিয়া আসিতেছেন।...গবর্ণমেণ্ট আরও জানেন যে, মোসলমান শান্তি-প্রিয় ধর্ম্মভীরু জাতি। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত লাগিলে তাহারা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে। এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, যে সমস্ত স্থান পূর্ব্বে তুর্কী গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল এবং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিউন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।...

নন্-কোঅপারেশন বা সংস্রব বর্জ্জন [কবিতা]: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

...বিদেশের সব ছাড়
বিলাতের বস্ত্র
পরাধীন মানবের
এই সার অস্ত্র। ...
একবার কর সার
সংস্রব বর্জ্জন;
দেশময় তুলে দাও
গভীর গর্জ্জন।—
কংগ্রেস কনফারেন্স
লীগ আর আঞ্জুমন;
হয়ে গেছে এক দেহ
এক প্রাণ এক মন। .

ইস্‌লামে আল্লাহ্‌র স্বরূপ: খোন্দকার আবদুল হালিম

ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার: মোহাম্মদ রুহোল আমিন

জেন ও পরী [উপন্যাস]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

বিফল বিদ্যা : জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা[১]

কবিতা-কুঞ্জ :

ইস্‌লাম-ইন্দু—শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি

মোস্‌লেম—মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্য-বিনোদ

শরিয়ত-সঙ্কলন : মোহাম্মদ রুহোল আমিন

চয়নিকা[২]

আঞ্জমন-সংবাদ : আলতাফ হোসেন (বি-এ)

গত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর শনি ও রবিবার ৯ নং ইউ-রোপিয়ান এসাইলাম লেনের সুসজ্জিত সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলে আঞ্জমনের বার্ষিক অধিবেশন মহা ধুমধাম ও উৎসাহ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।...

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৭

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ : হাফেজে-মসনবী মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার : মোহাম্মদ রুহোল আমিন

এমাম-চরিত : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

জাভার বিবরণ : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

কবিতাকুঞ্জ[৩]

শেষ নবী [কবিতা] : মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ

জেন ও পরী [উপন্যাস] : শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

চয়নিকা[৪]

ইসলাম গ্রহণ

১ "গোলেস্তাঁর একটী কবিতার অনুবাদ"।

২ 'যুগ-লক্ষণ' ও ব. মু. সা. প ("চীনে ইসলাম"—আবুল কালাম শামসুদ্দীন) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ আমার দেখা সংখ্যার চার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে যাওয়ায় পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেল না।

৪ 'যুগ-লক্ষণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৭

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ : হাফেজে-মসনবী মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী

জন্মভূমি [কবিতা] : এম, ইদরীস

হজরৎ এব্‌রাহিম : মমিনউদ্দীন আহমদ

অক্ষর ও কাগজ [কবিতা] : এম, ইদরীস

এমাম-চরিত : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

অমৃতে গরল [কবিতা] : আফতাব আমিরাবাদী

প্রাচীন দিল্লীর কীর্ত্তিকলাপ : মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ

ইসলাম-প্রতিভা : আলতাফ হোসেন বি-এ

চয়নিকা[১]

আল-হাসান : এ, লোহানী[২]

সন্ধ্যায় [কবিতা] : এ, লোহানী

শরিয়ত-সঙ্কলন

বিশ্ব-বৈচিত্র্য[৩]

আঞ্জুমনের সংবাদ

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৭

আল্লাহ্‌তালার স্বরূপ : মোহাম্মদ রুহোল আমিন

হজরৎ এব্‌রাহিম : মমিনউদ্দিন আহমদ

মোহাম্মদ [কবিতা] : এম, ইদ্রিস

খ্রীষ্টান সমাজ ও খৎনা : দেওয়ান শামস্‌উদ্দীন আহ্‌মদ নীতপুরী

---

১ প্রথম রচনাটি *Islamic Review* অবলম্বনে ; দ্বিতীয়টি 'হিন্দুস্থান' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ "গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আবু আলী আল-হাসান এব্‌নে আল-হাসান"-(একাদশ শতাব্দী) এর জীবনী।

৩ 'হিন্দুস্থান' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

আজান [কবিতা]: মহম্মদ আবদুস্ সালাম শাহজাদপুরী

মুসলমান জাতির অতীত শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ: হাফেজে মসনবী মীর আবদুল গণি ফরিদপুরী

সং [কবিতা]: মমিনউদ্দিন আহমদ

জেন ও পরী [উপন্যাস]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

অন্বেষণ [কবিতা]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

আবির্ভাব [কবিতা]: মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ

আফগানিস্তানের বর্ত্তমান ভৌগলিক বিবরণ: মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ

চয়নিকা[১]

আঞ্জমন সংবাদ

আঞ্জমনের...কার্য্য পরিচালক সঙ্ঘ নিম্ননির্দ্দেশিতরূপে পরিবর্ত্তিত ও সংগঠিত হইয়াছে:—

সভাপতি

মওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আবু-বকর সাহেব

সহ-সভাপতিগণ

১। হাজী মিঃ এ, কে, গজনভী

২। মওলানা নাজের হোসেন

৩। হাফেজ রাহাত হোসেন

৪। মোল্লা এন্আমুল হক

সেক্রেটরী

মৌলবী মোহাম্মদ রুহোল আমিন

জয়েণ্ট সেক্রেটরীগণ

১। মৌলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লা এম-এ, বি-এল

২। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

১ প্রবাসী ("ইনসাফ", কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) ও 'স্বাস্থ্য-সমাচার' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

এসিঃ সেক্রেটরীগণ

১। মৌলবী আলতাফ হোসেন বি-এ,

২। মোহাম্মদ আবদুল হালিম

অডিটর

মৌলবী আবদুল জওয়াদ বি-এল...

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৭

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৭

অবসান [কবিতা]: জসিম-উদ্দিন আহমদ বি-এ

জ্বেন ও পরী [আলোচনা]: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

জ্বেন-পরী প্রসঙ্গ [সমালোচনা]; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ফরিদপুরের সাহিত্য-সভা: আলতাফ হোসেন বি-এ

চয়নিকা[১]

শরিয়ত-সঙ্কলন (সংশোধন): সৈয়দ আহমদ

সংশোধনের সমালোচনা: সম্পাদক

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: কার্ত্তিক ১৩২৯

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ: মোহাম্মদ রুহোল আমিন

মুক্তি-স্পৃহা [কবিতা]: মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ

ঋণের প্রভাব ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়: দেওয়ান নাসিরুদ্দিন আহ্‌মদ

সাহেব [কবিতা]: "পল্লী-পাখী"

অসময় [কবিতা]: শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

ইমান: মোমিনউদ্দীন আহমদ

তটিনী [কবিতা]: ঊষাবালা দত্ত

হাদীস শরীফে জ্ঞানার্জ্জন ও সাহিত্যসেবা: বাহার (চট্টগ্রাম কলেজ)[২]

> জ্ঞান অর্জ্জন কর; ইহা ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি প্রদান করে, বেহেস্তের পথ আলোকিত করে; মরুপ্রান্তরে জ্ঞান আমাদের বান্ধব, নির্জ্জনে সহচর, বন্ধুহীন অবস্থায় পরম সুহৃদ; জ্ঞান আমাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে চালিত করে, অসময়ে আমাদিগকে রক্ষা করে; ইহা বন্ধু সম্মিলনে আমাদের ভূষণ — শত্রু সমক্ষে রক্ষা-কবচ।...[৩]

১ 'নারায়ণ' (অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের "বাঙালীর আর্য্যামি") ও 'হিন্দুস্থান' থেকে ("নুট হামজুন") পুনর্মুদ্রিত।

২ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)।

৩ লেখকের টীকা: "হাদিস-শরীফের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত"।

শরীয়ৎ-সঙ্কলন

আহ্‌লে হাদিসের ভ্রান্ত ধর্ম্মমত

মহিলা-মহল

ইস্‌লামের পর্দ্দা-তত্ত্বঃ মোহাম্মদ গোলাম হোসেন বি-এ

ইসলাম-দর্শনের সংবর্দ্ধনা [কবিতা]ঃ মোসাম্মত খায়রোন্ নিছা

মিঠেকড়া ঃ [সম্পাদকীয়]

ইস্‌লাম দর্শনের গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা অমঙ্গলের অগ্রদূত 'ধূমকেতু' ও উহার স্বেচ্ছাচারী 'সারথি'র সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করিয়াছিলাম। ...তাহার পর হইতে ধূমকেতুর ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং উহার সারথির স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে,—'রক্তাম্বর-ধারিনী মা' ও "ভৃগু-বন্দনা" হইতে আরম্ভ করিয়া .. কোফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, ...যবন হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম! ... কিন্তু দুষ্ট ধূমকেতু ও উহার দুর্ব্বিনীত সারথি এখন...পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও ইস্‌লামী শরা-শরীয়তের উপর পর্য্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ...অনেকগুলি প্রতিবাদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে... মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ সাহেবের লিখিত প্রতিবাদটী এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম।...

লোকটা মুসলমান না শয়তান? ঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহ্‌মদ

...মোস্‌লেম-ভারতের 'বিদ্রোহী' কবিতায়ই কাজীর কারামৎ জাহির হইয়াছিল। তারপর ধূমকেতুর প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গরল উদ্‌গীরণ করিতেছে। এই উদ্দাম যুবক যে ইস্‌লামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই,... হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। . দুঃখের বিষয়, অজ্ঞান যুবক এখনও আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। গত ৩০শে আশ্বিনের প্রথম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

ধূমকেতুতে "কামাল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রথমেই ছাপা হইয়াছে ; তাহার একটু নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য লিখিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।

"এতদিন দুঃখ হত যে, এই হিজড়ে নপুংসকগুলোর মুখ দেখে মর্‌বার পরে হয় ত আবার শূয়োর হয়ে জন্মাতে হবে।"

কাজীর-পোর যখন পুনর্জন্মের বিশ্বাসটা এত দৃঢ়, ... তখন তাহার শূয়োররূপে পুনর্জন্মগ্রহণ (তাহার নিজের উক্তিমতে) নিশ্চয়ই হইবার কথা।...

আমরা এই নির্লজ্জ বেহায়াকে জিজ্ঞাসা করি,...। যে ব্যক্তি ইংরেজের গোলামী করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল ; এবং আজিও ইংরেজ প্রদত্ত "হাবিলদার" উপাধিরূপ "লা'ওনতের তওক" গলায় পরিয়া যে নিজেকে বেহায়ার মত "সৈনিক" বলিয়া আস্ফালন ও বড়াই করে, তেমন মোস্‌লেম-শত্রুর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়!...

...লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার ; ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ করি!...

একটা ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্ব্বরের নিকট—অকাট মূর্খ পাষণ্ডের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে? ...এইরূপ ধর্ম্মদ্রোহী কুবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।..

দুঃখের বিষয়, একদল ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য মুসলমান ধূমকেতুর এই সকল শয়তানী ও পৈশাচিক উক্তি পাঠ করিয়া লেখককে "বাহ্‌বা" দিয়া তাহার মাথাটী বিষম বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে উহার বুকের পাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কলমের

মুখে যা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।

বিজয়-বরণ [কবিতা]: মোসাম্মৎ হাসিনা খাতুন[১]

আগমনী [কবিতা]: কাজী মোখ্লেছুর রহমান

মসলা-মীমাংসা[২]

বিবিধ-প্রসঙ্গ

১৯২০ (আগস্ট ১৩) **বকুল** (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক: ওয়ারেসউদ্দীন

কৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্তৃক মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক ঐ ঠিকানা থেকে প্রকাশিত। "আষাঢ় ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৩ আগস্ট ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮, মুদ্রণসংখ্যা ১000, দাম সাত আনা।[৩]

১৯২০ (আগস্ট ৩০) **দেবর্ষি দরবার** (মাসিক)

সম্পাদক: সৈয়দ আবুল হোসেন এম-ডি

শরৎচন্দ্র রায় কর্তৃক অ্যাংলো স্যান্সক্রিট প্রেস, ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "আগস্ট ১৯২০"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০ আগস্ট ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪, মুদ্রণসংখ্যা ৫000, দাম বার্ষিক এক টাকা।[৪] পরে প্রকাশের স্থান ছিল ৬৩ কলিন লেন, কলকাতা। তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যার (মুদ্রণ ১000 কপি) খবর পাওয়া যাচ্ছে; এটি প্রকাশ পায় ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২২এ।[৫]

---

১ কবিতাটিতে নজরুলের প্রতি কটাক্ষ আছে।

২ ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন ও তার জবাব।

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২০।

৪ ঐ।

৫ ঐ, মার্চ ১৯২২।

১৯২০ (নভেম্বর ৫) **আঙ্গুর** (মাসিক)

সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

বাঙালী মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম শিশুপাঠ্য পত্রিকা। মোহাম্মদ মোবারক আলী কর্তৃক [মোখদুমী লাইব্রেরী,] ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কটন প্রেস, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৫ নভেম্বর ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ১১০০, দাম তিন আনা।[১] এক বছরের কিছু বেশী চলেছিল বলে মনে হয়।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: বৈশাখ ১৩২৭[২]

তসরের গুটিপোকা ও তাহার প্রজাপতি: সুধাকান্ত রায় চৌধুরী
তিন শিষ্যের কথা[৩]
পরিশ্রম [কবিতা][৪]
হামিদের দয়া [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন
বোকার কাণ্ড [গল্প]: এ, লোহানী
সাহসের পুরস্কার: কালীমোহন ঘোষ
আফিঙ্খোর [গল্প]: মোহাম্মদ মোবারক আলী
ধাঁধা

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

বিধাতার পরীক্ষা[৫]
চাক্রীর মজা [গল্প]: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ যশোরী
দয়ার রাণী

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২০।
২ আমার দেখা পত্রিকার প্রথম বারো পৃষ্ঠা ছিল না।
৩ "মহাভারত হইতে"।
৪ "আরবী হইতে"।
৫ "হদীস হইতে"।

তারা তিন ভাই বোন [কবিতা]: খোন্দকার মোহম্মদ মনীরুজ্জমান
তিন শিষ্যের কথা
পিঠার গাছ (কাহিনী)
আজগুবী সত্যি: এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ[১]
ধাঁধা; অঙ্ক

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩২৭

হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন [কবিতা]: কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম
রূপসী (দেনমার্কের উপকথা)
আজগুবী সত্যি: এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
দুষ্টু ন'নে [কবিতা]: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্‌
ঈশ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই করেন[২]
গাছ ফোলা গুলু [কবিতা]: মোহাম্মদ ইউসফ আলী ভাগবী
কে বড় [গল্প]: বিমলেন্দু মিত্র
গ'প্পে [গল্প]
আষাঢ়ে [গল্প]: ফজলুর রহীম চৌধুরী
চালাকের দেশ[৩] [গল্প]: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
চোরের ধন বাটপাড়ে খায় [গল্প]: সরোজেন্দ্র নাথ দাস
ভেল্‌কির মজা
ধাঁধার উত্তর; নূতন ধাঁধা—ব্যাপারী আলাউদ্দীন আহমদ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩২৭

দুটী বোন [কবিতা]: সরোজেন্দ্র নাথ দাস
রূপসী

১ বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা। লেখক পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ও পূর্ব পাকিস্তান হেল্‌থ সার্ভিসের ডিরেক্টর।
২ "কোরান ও হদীস হইতে"।
৩ "ইংরাজীর ছায়া অবলম্বনে"।

বিনয় [কবিতা][১]
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
অতি চালাক [কবিতা] : আবু আহ্‌মদ্‌ আবদুল হাই
পাপের ফল [গল্প] : মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ যশোরী
মহাবীর শেরান : এ, লোহানী
চাঁদ : অখিলমোহন সেন
প্রশ্ন ; অঙ্ক ; ধাঁধার উত্তর

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩২৭

ঈদুজ্জোহা : এম, আবদুল মোনএম
মেঘের যুদ্ধ [কবিতা] : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী
গোবরার বিয়ে [গল্প] : মোহম্মদ মজীরুদ্দীন
রেলগাড়ীর জন্মকথা
দুই বোকা ছাগল [কবিতা] : মোহম্মদ গোলাম রসূল
হজরত লোকমান
আরবের শেখ[২]
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
চাট্‌নি : মোহম্মদ ইমামুজ্জমান
চতুরে চতুরে [গল্প] : হেমন্তকুমার সরকার
খেলা ; ধাঁধা—শেখ আবুল কালাম মোহম্মদ ছেরাজুল এসলাম
পুরস্কার ঘোষণা

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় "আঙুরে"র মোসলমান গ্রাহকদিগের জন্য একটি রৌপ্যপদক দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "পিঠার গাছে"র মত যে সমস্ত উপকথা মোসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, সেই সমস্ত উপকথা পাড়া-

১ "কালিদাসের শকুন্তলা হইতে"।
২ "শ্রীপাঁচুগোপাল দাস, এম, এসসি, বি, টি ও শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টির "তারপর ?" নামক অপ্রকাশিত পুস্তক হইতে"।

গাঁয়ের বুড়ীরা যেভাবে কহিয়া থাকেন, ঠিক সেই ভাবে লিখিয়া ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে সম্পাদকের নামে "আঙুর" আফিসে পাঠাইতে হইবে। যাহার গল্পটী উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকে উক্ত রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।...

ধাঁধার উত্তর ; উত্তরদাতাগণের নাম

মিথ্যে প্রমাণ: মোহাম্মদ শাম্‌ছউদ্দিন ; মোসাম্মত আবেদা খাতুন

পত্র: দীনেশচন্দ্র সেন

...আপনার মত এত বড় পণ্ডিত, যাঁহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ব করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদাঙ্গের অধ্যাপক, ফারসী ও আরবী যাঁহার নখদর্পণে, যিনি জার্ম্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া অবসর রঞ্জন করেন, তিনি একটি "আঙুর" হাতে করিয়া উপস্থিত।...

...আপনার মত আরবী ফার্সীর মৌলভী সশ্রদ্ধ হইয়া বেদ পড়িতেছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন যেন আমরাও সশ্রদ্ধ হইয়া কোরাণ পড়িতে পারি।...

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৭

প্রণতি [কবিতা]: শামসুন্‌ নাহার খাতুন, চট্টগ্রাম[১]

ইমাম হাসনের ক্ষমা: তরিকুল আলম

আজগুবী সত্যি: এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ

পাপের ভোগ [কবিতা]: মোহম্মদ হোসেন, সালার

কাজীর বিচার: ব্যাপারী আলাউদ্দিন আহমদ

মাতৃবৎসল বালক: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কে বাঁধিবে ঘণ্টা [কবিতা]: এম, ইদ্রিস

কে বড়? [গল্প]: মোহম্মদ লুতফুল হক

সংগ্রহ[২]

১ পরে বেগম শামসুননাহার মাহমুদ।

২ 'প্রবাসী' থেকে।

চাট্‌নী : মোহম্মদ ছায়ীদুর রহমান ; মোহাম্মদ হুজ্জত আলী
আষাঢ় মাসের "গ'ল্পের পাল্‌টা গল্প" : মোহাম্মদ মসিহল এস্‌লাম
নূতন ধাঁধা : মোহম্মদ হোসেন ; এ, রহমান ; আবদুল মান্নান চৌধুরী
অঙ্ক : শেখ আহসানউল্লাহ্
ধাঁধার উত্তর

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩২৭

চলি চলি পা পা [কবিতা] : চণ্ডীচরণ মিত্র
দুই বন্ধু [গল্প] : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী[১]
ভুতুড়ে কীল : কাজি আলি আহ্‌মদ
ভাল মন্দ [গল্প] : মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী
বহুচিষী ও ফিলিমিনী : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়[২]
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
বুদ্ধির ঢিবি [গল্প] : সৈয়দ আহমদ চৌধুরী
সংগ্রহ : আক্কেল গুড়ুম—নিশিকান্ত সেন[৩]
অঙ্ক : মোহাম্মদ ছাইদ ; ধাঁধা—তহূরন্নেসা খাতুন ; আবদুল হাকীম
খেলার উত্তর ; ধাঁধার উত্তর

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৭

ঘুম পাড়ানিয়া গান [কবিতা] : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়[৪]
সত্য কাহিনী : মোহম্মদ সায়ীদুর রহমান[৫]
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
মামার বাড়ী [কবিতা] : এম, ইদ্রিস্‌

১ "উর্দ্দু গল্পের ভাবসংকলন"।
২ "গ্রীস দেশের পরাণ কথার ভাব অবলম্বনে"।
৩ 'শিক্ষক' থেকে।
৪ "ইংরাজী হইতে"।
৫ "হদীস হইতে"।

সূর্য্যকুমার ও চন্দ্রকুমার [গল্প] : বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
হজ্জ্ যাত্রা : জাহেদল হোসেন
সংগ্রহ : ইনসাফ [কবিতা] —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ; [অন্যান্য][১]
তামাক খাওয়ার মজা [গল্প] : তাজউদ্দিন আহমদ
ধাঁধা : অজ্ঞাত ; মোহাম্মদ মকসেদ আলী
ধাঁধার উত্তর ; অঙ্কের উত্তর ; উত্তরদাতাগণের নাম

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৭

গোলাম বাদশাহ্
পাঁঠার গাছ [গল্প] : মোহম্মদ হারেস
সাধারণ বুদ্ধি [গল্প] : বিমলেন্দু মিত্র
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
গরীবের কথা [গল্প] : অজিতকুমার গুপ্ত
আলেয়া : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মজা [গল্প] : যসিমউদ্দিন আহমদ
চাট্নী : মোহম্মদ আক্রম আলী
সংগ্রহ : সোমনাথ সাহা, সুধীর[১]
চোখ বনাম নাক [গল্প] : এ, লোহানী
খেলা : কাজি আলি আহমদ
ধাঁধা : আর, এন, খাতুন ; মোহম্মদ হোসেন
ধাঁধার উত্তর ; অঙ্কের উত্তর ; উত্তরদাতাগণের নাম

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৭

চতুর বালক [গল্প] : মোহম্মদ আমির হোসেন[২]
বালকের পিতৃভক্তি [গল্প] : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ

১ 'প্রবাসী' থেকে।
২ "দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক পুরস্কারের জন্য মনোনীত"।

দিব্যচক্ষু [গল্প]: প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়

ভ্রাতৃ-স্নেহ [কবিতা]: আয়েশা খাতুন

তিন বীর [গল্প]: মোঃ আনোয়ারউদ্দীন মণ্ডল

চাট্‌নী: মোহাম্মদ নূরুল হক্‌ ভুঁয়্যা[১]; মোহাম্মদ আকবর আলী

সংগ্রহ: তামাক[২]

টাকার বাটা [গল্প]: বজলুল হক মোহম্মদ আন্‌ওয়ার উদ্দীন

ধাঁধা; অঙ্ক—মোহাম্মদ বসিরউদ্দীন

ধাঁধার উত্তর; উত্তরদাতাগণের নাম

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা: ফাল্গুন ১৩২৭

রোস্তম পালোয়ান

মাছ রাজা [গল্প]: আবুল হাশেম খাঁ

দুষ্টু বিশে [কবিতা]: মোহম্মদ মজীরউদ্দীন

আজগুবী সত্যি: এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ

ভতের গল্প [গল্প]: আহমদ হোসেন

তাজ্জব ব্যাপার [গল্প]: মোহম্মদ আজীজর্ রহমান

শেখ ও পাঠান [“নক্‌শা”]: মোহম্মদ কাশেম আলী

চাটনী: মোহম্মদ হোসেন

খেলার উত্তর; ধাঁধার উত্তর; উত্তরদাতাদিগের নাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য

> ...বর্ত্তমান মাস হইতে স্থলেখক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় “আঙুরে”র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।...আগামী বৎসরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদিন...নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই।...

১ “পারসী হইতে”।

২ “যুগ-লক্ষণ” থেকে।

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৭

অরফুস ও উর্দশী[১] : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শরৎ [কবিতা] : কুমারী লীলা মিত্র
টিপ্-টিপেনি [গল্প] : নজীরুদ্দীন আহম্মদ
আজগুবী সত্যি : এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ
বন্ধু [গল্প] :[২]

১৯২০ (ডিসেম্বর ২৭) ধ্রুবতারা (ষাণ্মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

আলফাডাঙ্গা ছাত্র সমিতির মুখপত্র। খান বাহাদুর আসাদুজ্জামান কর্তৃক আলফাডাঙ্গা, যশোর থেকে প্রকাশিত এবং মিহিরচাঁদ ঘোষ কর্তৃক নিউ সরস্বতী প্রেস, ২৫-এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৭ ডিসেম্বর ১৯২০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা।[৩]

১৯২১ (ফেব্রুয়ারী ২৮) আল বুশরা (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ

আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের মুখপত্র। আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এবং বঙ্গচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক হাডিঞ্জ প্রিন্টিং ওয়র্কস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। "জানুয়ারী-মার্চ ১৯২১"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা।[৪] চতুর্থ সংখ্যায় সংগঠনের নাম দেখা যাচ্ছে বেঙ্গল আহ্‌মেদিয়া অ্যাসোসিয়েশন এবং তার পক্ষে প্রকাশক গোলাম সামদানী।[৫]

১ "গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে"।
২ এ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠাগুলো না থাকায় সম্পূর্ণ সূচী দেওয়া গেল না।
৩ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২০।
৪ ঐ, জুন ১৯২১।
৫ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২২।

১৯২১ (এপ্রিল) **আন্নেসা** (মাসিক)

সম্পাদিকা : বেগম সফিয়া খাতুন

মুসলমান মহিলা-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকী। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকী কর্তৃক সাধনা কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সরস্বতী প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩২৮"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১৩২৮।[১] প্রতি সংখ্যা বারো পৃষ্ঠা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০, দাম বার্ষিক আড়াই টাকা। পঞ্চম সংখ্যা থেকে প্রকাশের স্থান ৫ ডোগরা গলি, কলুটোলা, কলকাতা; মুদ্রক কে, এম, হেলাল, ক্রিসেণ্ট প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৯ আণ্টনী বাগান লেন, কলকাতা।[২]

১৯২১ (এপ্রিল) **মুসলমান-শিক্ষা-সমবায়** (চতুর্মাসিক)

সম্পাদক : মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী

"রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতির সাময়িক রিপোর্ট পত্র।" পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হত না, সমিতির সম্পাদক হিসেবে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী পত্রিকা প্রকাশ করতেন মির্জাবাগ ভিলা, রাজশাহী থেকে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকামতে, প্রকাশক ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩২৮"-চিহ্নিত ছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৫৫। অন্ততঃ এক বছর প্রকাশ পেয়েছিল।[৩]

১৯২২ (জানুয়ারী ২৮) **সহচর** (মাসিক)

সম্পাদক : সৈয়দ নওশের আলী

এম, এল, দাস কর্তৃক মডেল লিথো এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৯৩ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত এবং ইমদাদ আলী খান কর্তৃক একই ঠিকানা

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২২।

২ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২১।

৩ ঐ, মার্চ ১৯২২। তুলনীয়: 'বঙ্গনূর' (আষাঢ় ১৩২৭): "মির্জ্জা মরহুমের শেষ কীর্ত্তি "শিক্ষা-সমাচার" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।"

থেকে প্রকাশিত। "মাঘ ১৩২৮"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ জানুয়ারী ১৯২১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম ছ আনা।[১] এ পত্রিকার সম্পাদক ঘন ঘন বদল হয়েছে। তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ডাঃ [মোহাম্মদ] লুৎফর রহমান, দশম থেকে ইমদাদ আলী খান ও শাহাদাৎ হোসেন এবং দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা থেকে ইমদাদ আলী খান।[২] পরে মুদ্রণসংখ্যা ও দাম দুইই কমেছে। তিন বছর এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৯

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২২।
২ ঐ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২২; মার্চ ১৯২৩।
৩ "পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর"।
৪ "কাসিদা স্বরইয়াণির কবিতানুবাদ"।

চাটনি: ত্রিপুরাচরণ রায়

বঙ্গ বিজয়: মোহাম্মদ জোবেদ আলী

সমালোচনা

পয়গম্বর কাহিনী—মৌলবী ফজলুর রহীম চৌধুরী এম, এ, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ...।

...পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করিলাম।...

নিয়তিবাদ[১]

দশের কথা[২]

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: ফাল্গুন ১৩২৯

অরূপের গান [কবিতা]: শিবকৃষ্ণ দত্ত

অনাথিনী [উপন্যাস]: কে, এন [এম ?], মঈনউদ্দিন[৩]

"প্রায়শ্চিত্ত" [গল্প]: সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক

নিঃশ্বাস [কবিতা]: শচীপতি সরকার

ইমাম আবু হানিফা: মোহাম্মদ আব্বাস হোসেন

কংগ্রেসে চারিদিন: সরসীবালা বসু

"বধু" [কবিতা]: শৈলেন্দ্রনাথ মৌলিক

দেওয়ান ঈসা খাঁ মসনদ আলী: মহম্মদ আবদুর রশিদ

খেলাফত: মোহাম্মদ আব্বাছ হোসেন

"বেদনায়" [কবিতা]: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

রাজবন্দীর জবানবন্দী: কাজী নজরুল ইসলাম

উদ্দীপনা: শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

১ "ভারতী"—মাঘ।

২ "প্রবাসী", "বঙ্গরত্ন", "মোহাম্মদী"।

৩ "পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর"।

...মহাত্মা গান্ধি যখন একা উদ্দীপনা ভেরী বাজাইয়া ছিলেন তখন কাজ হইয়াছিল খুবই প্রচুর। তাঁহার প্রেরণা প্রবাহ থামিয়া যাওয়ায় আমাদের আন্দোলনের গতিটার অবস্থা আজ এই প্রকার। মহাত্মাজী যেদিন অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র প্রেরণা বুকে লইয়া কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন সে দিনের কথা কাহারও স্মরণ থাকুক অথবা নাই থাকুক, আমরা কিন্তু কখনও তাহা ভুলিব না।...

প্রার্থনা [কবিতা]: মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, বি-এ

পরিত্যক্তা [উপন্যাস]: সরসীবালা বসু[১]

নাস্তিকের ঈশ্বর [কবিতা]: শৈলেন্দ্রনাথ মৌলিক

মা ও মেয়ে [উপন্যাস]: মিসেস এম, রহমান[১]

তুলে রাখ খাতা [কবিতা]: বৈদ্যনাথ পুরাণতীর্থ

দশের কথা[২]

...উর্দ্দু দৈনিক 'জামানা' পত্রের সম্পাদক ..মৌঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ সাহেব ও মুদ্রাকর মৌঃ মোহাম্মদ সোলেমান খাঁ সাহেব গত ৬ই মার্চ্চ .. ১২৪(ক) ধারা (রাজদ্রোহ) ও ১৫৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আগামী ১৯শে মার্চ্চ তাঁহাদের বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

...পুলিস কর্ম্মচারীগণ কলিকাতা খেলাফত কমিটীর কার্য্যালয়ে...খানাতাল্লাস করিতে গিয়াছিল।...

সমালোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: চৈত্র ১৩২৯

অরূপের গান [কবিতা]: শিবকৃষ্ণ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর মোসলেম যুবক: মোহাম্মদ মোখ্লেছুর রহমান বি-এ

১ "পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর"।

২ 'আত্মশক্তি', 'মোহাম্মদী', 'ত্রিপুরাহিতৈষী', 'জনশক্তি'।

কথা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ : শিবকৃষ্ণ দত্ত বি, এ

সার্থক-জীবন [কবিতা] : মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান বি-এ

পর্দ্দা বনাম প্রবঞ্চনা : মিসেস এম, রহমান[১]

...পর্দ্দার দোহাই দিয়ে, অনেক ভাল জিনিসে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছ, আর তা আমরা থাকবো না। তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

...আমরা চাই আমাদের ইসলাম দত্ত সম্মান স্বাধীনতা, চাই ইসলাম দত্ত অধিকার, চাই আমাদের মধ্যে বিরাট মাতৃত্ব জাগাতে, চাই মঙ্গলসাধিকা রূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফতের সেবা ক'রতে।

কে আমাদের পথ রোধ ক'রবে, সমাজরূপী শয়তান? কখনই পারবে না। যুগ-ভেরী নিনাদে আমার ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠেছে, আমার সত্য সাড়া দিয়েছে। কোথায় সমাজ? কোন দোজখের অগ্নি-গহ্বরে ঘুমিয়ে আছে?...

এস আমার অবহেলিতা উপেক্ষিতা ভগিনীগণ! গর্জ্জে ওঠো ইসলাম-সূতা সিংহিনীগণ, জল্লাদি, চাণ্ডালী শক্তির মূলোচ্ছেদ করতে প্রতিহিংসারূপ শাণিত তরবারি হস্তে এস।

হজরতের (দঃ) আদেশ, ইসলামের শাসন শিরোধার্য্য ক'রে নেবো, তা ছাড়া পদদলিত করে যাবো অন্যায় অধর্ম্মরূপ সমাজের নিয়ম কানুন।

শক্তিরূপিনীগণ, শক্তি সঞ্চয় কর, মহিমময়ী, বীর্য্যবতী মোসলেম-নন্দিনীরূপে জেগে ওঠো, সেবাশীলা দেবীরূপে অভয়-বাণী ঘোষণা কর, তপঃসিনী রাবেয়ারূপে ধর্ম্মোপদেশ দান কর।...

শ্মশানে চিকিৎসা [গল্প] : মণীন্দ্রলাল চৌধুরী

ড্যাংপিটের দল [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

১ "প্রাপ্ত প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন"।

স্বরলিপি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ : মোহিনী সেনগুপ্তা
মনোজর ছিন্নপত্র [গল্প] : মণীন্দ্রলাল চৌধুরী
কেন [কবিতা] : ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য
স্মৃতি [গল্প] : মনীন্দ্রলাল চৌধুরী
মা [কবিতা] : ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য
ডাক্তার [গল্প] : মণীন্দ্রলাল চৌধুরী
শান্তি [কবিতা] : ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য
কবি শেখ সাদী : সুরেশচন্দ্র নন্দী
অযোগ্য সহচর [কবিতা] : মিসেস এস, বি
মা ও মেয়ে [উপন্যাস] : মিসেস এম, রহমান
অনাথিনী [উপন্যাস] : কে, এম, মঈনউদ্দিন
বর্ষ-বিদায় [কবিতা] : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী
কি না পারি ? [গল্প] : বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য
কোন্ পথে ? [কবিতা] : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী
বাদল দিনে [গল্প] : সুধীরকুমার সেন
দশের কথা[১]

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩০

তাজ মহল [কবিতা] : হুমায়ুন কবির
ধর্ম্ম ও সমাজ : বীরেন্দ্রকুমার সেন
বাদল দিনে [গল্প] : সুধীরকুমার সেন
তপোবন [কবিতা] : ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য
বিলাতী বেগুণের উপকারিতা : জনৈক বিশেষজ্ঞ
দেওয়ান ঈসা খাঁ মসনদ আলী : মোহাম্মদ আবদুর রসিদ
নববর্ষ [কবিতা] : বরদা দত্ত

১ 'এডুকেশন গেজেট', 'মোসলেম জগত', 'আত্মশক্তি'।

গ্রহের ফল : জ্যোতি বাচস্পতি

রমজান : এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হক

বৈশাখে [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

নারীর কথা : মিসেস এম্ রহমান

> ...কয়েদ রেখে যে সতীত্ব বজায় রাখতে হয়, সে সতীত্বের মূল্য কি ?...
>
> ...জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গেই নারীকে পুরুষের মত গ'ড়ে তুলতে হবে। পরানুগ্রহে প্রতিপালিতা না হয়েও যেন সে বেঁচে থাকতে পারে, প্রাণহীন দ্রব্যের মত কেউ যেন তাকে চুরি করতে না পারে। কেবল পুরুষই তাকে বিয়ে করবে কেন, নারীও যেন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে।...

পরিত্যক্তা [উপন্যাস] : সরসীবালা বসু

"নিরাশার আশা" [কবিতা] : শান্তিবালা

মা ও মেয়ে [উপন্যাস] : মিসেস এম, রহমান

বিধিলিপি [গল্প] : পৃথ্বীশচন্দ্র রায়

অরূপের গান : শিবকৃষ্ণ দত্ত

ভারতের সাধনা : তারানাথ রায়চৌধুরী

দশের কথা

সমালোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

মানুষ [কবিতা] : ব্রহ্মদাস বৈষ্ণব গোস্বামী

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা : জনৈক প্রাচীন সাহিত্যিক

প্রায়শ্চিত্ত [গল্প] : সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত

প্রসন্নময়ী মা [গল্প] : মোহাম্মদ মোখ্‌লেছুর রহমান, বি, এ

সাঁঝে [কবিতা] : মীর ফজলে আলী বি, এ

অমূল্য মাসিক : পৃথ্বীশচন্দ্র রায়
নারী : মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন
নববর্ষ [কবিতা] : মুক্তি দেবী
পাথেয় [গল্প] : মহাম্মদ জেয়াওল হক
অজানা [কবিতা] : সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত
পরিত্যক্তা [উপন্যাস] : সরসীবালা বসু
রূপের নেশা [গল্প] : রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মোহাম্মদ [কবিতা] : পশুপতি শর্ম্মা
রহস্যমূলক উপন্যাস : বিজয় সেনগুপ্ত
উন্মনা [কবিতা] : সরসীবালা বসু
দেওয়ান ঈসা খাঁ মসনদ আলী : মোহাম্মদ আবদুর রসিদ
ভাই [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
"সাধু ডাকাত" [গল্প] : শারদাচরণ দত্ত
ভোরের আলস্য [কবিতা] : শান্তিবালা
কে ? [গল্প]
আবাহন [কবিতা] : শান্তিসুধা ঘোষ
দশের কথা

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩০

পারস্য প্রসূন [কবিতা] : সুরেশচন্দ্র নন্দী[১]
অভিমানিনী [গল্প] : শান্তিভূষণ চৌধুরী
সন্ধ্যাতারা [কবিতা] : এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হক
হিন্দু-মুসলমান : [সম্পাদক]

আস্তে আস্তে যে ভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা পাকি উঠিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে হিন্দু মুসলমা ঝগড়াটা একবারে নূতন নহে।...

১ শেখ সাদীর অনুবাদ।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগিরি ও জেলাবোর্ডের সভ্যগিরির অজুহাতে ভারতীয় শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আজ যে রেষারেষি মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই নূতন, এবং মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড প্রবর্ত্তিত নূতন শাসন-সংস্কারেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল। ... হয়ত জাতি হিসাবে ভাগাভাগি না করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতি করিয়া সভ্যনির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে আজ আর এই অনাবশ্যক বিবাদ-বিসংবাদ বিগ্রহ-পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত না।...কিন্তু শাসন সংস্কারের এই "রাঙা ফলের" মধ্যে যে ভারতের সর্ব্বনাশের কতখানি গরল পূরা আছে কে জানে?

...প্রত্যেক সহরে ও নগরে এইভাবে গো-বধ গৃহগুলি হিন্দু-চক্ষের অন্তরাল করিয়া লইলে হয়ত হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে।

...স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হিন্দু-শুদ্ধি কার্য্যকে আমরা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ...ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে?

এই কাল বৈশাখীর দিনে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ একযোগে পরস্পর খোলাখুলি ভাবে তাহাদের সুখ দুঃখ জানাইলে হয়ত আপদের নিরাকরণ করিতে অনেক দিন যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।...স্বরাজলাভের আশাকে ফাঁসী দিয়া পরস্পর এত বিদ্রোহে যে কোন জাতিই বলীয়ান হউক না কেন স্বাধীনতা ভিন্ন তাহাদের কোন ইষ্টই লাভ হইবে না।...

কবি [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

ইসলাম ও ললিতকলা: ফেদাআলী খাঁন্, এম, এ,

রবীন্দ্র-সাধনার পরিণতি: শিবকৃষ্ণ দত্ত[1]

১ "লেখকের অনুমতি অনুসারে কোন লুপ্ত মাসিক হইতে উদ্ধৃত"

বন্দী বীর [কবিতা]ঃ অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সিরাজ-উদ্দৌলার অন্তিম কাল [নাট্যচিত্র]ঃ মোহাম্মদ আলী খান

"চকিতা" [কবিতা]ঃ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

সুফী সাহিত্যঃ সুরেশচন্দ্র নন্দী

সত্যের মর্য্যাদা [গল্প]ঃ মণীন্দ্রলাল চৌধুরী

রত্নলাভ [কবিতা]ঃ শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক

ভাই-বোন [গল্প]ঃ মণীন্দ্রলাল চৌধুরী

বাঁশীঃ অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

মানসী [কবিতা]ঃ শিবকৃষ্ণ দত্ত

"গিরিধর" [গল্প]ঃ শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক

ইডন উদ্যানে [গল্প]

"বাঁধন-ছেঁড়ার দল" [কবিতা]ঃ বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

দশের কথা

গ্রন্থ-সমালোচনাঃ শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

সোনার কাঁকণ।—মৌলভী শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত।...

ইহা একখানি ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত উপন্যাস।...প্রতি চরিত্রই পরিপুষ্ট ও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।...ভাষা কবিতার মতই সরস, কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, বেগবান গৈরিক প্রবাহের ন্যায় তরতর গতিতে বহিয়া গিয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি এই মিলনের যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যে আদর-লাভে সক্ষম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যাঃ শ্রাবণ ১৩৩০

ইসলাম [কবিতা]ঃ বন্দে আলী মিঞা

ইমাম আবু হানিফাঃ মোহাম্মদ আব্বাছ হোসেন

হাটের সওদা

জিজ্ঞাসা [কবিতা]ঃ বন্দে আলী মিয়া

দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যাঃ ভাদ্র ১৩৩০

গার্হস্থ্য-শিক্ষা : মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন বসিরী[১]

প্রজাসত্ত্ব আইনের সংস্কার প্রস্তাব ও কৃষক : মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ, এম, এ,

অভিসার [কবিতা] : "নকল নবীস"[২]

উচ্চশির [গল্প] : মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান বি, এ

অনন্তের ডাক [কবিতা] : হেমেন্দ্রকুমার সেন

পাপী কে? [গল্প] : এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হক

নব্যতুর্কিতে নারীপ্রগতি : তরিকুল আলম

বাল্য স্মৃতি [কবিতা] : সুধীর চক্রবর্তী

ইমাম আবু হানিফা : মোহাম্মদ আব্বাস হোসেন

মৌলানা মহম্মদ আলী ["সংক্ষিপ্ত জীবনী"]

বন্দী আলি ভ্রাতৃ-যুগল : মহাত্মা গান্ধি[৩]

খেলা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

দশের কথা

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩০

পদ্মার প্রতি [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[৪]

নারী বিদ্রোহী কেন? : বিরজা সুন্দরী দেবী

বন্ধু-বিয়োগে [কবিতা]

হজরত মোহাম্মদ (আঃ)—আদর্শ যোদ্ধা : খোন্দকার আজিমউদ্দীন

নল-কূপ [ছোট গল্প] : তারকনাথ চন্দ

"ভালো সবই ভালো" : অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

১ "স্ত্রী-শিক্ষা নামটার পরিবর্ত্তে 'গার্হস্থ্য-শিক্ষা' নাম দেওয়া হইল। লেখক।"

২ "যোগরায়ীর আরবী হইতে"।

৩ "আনন্দবাজার" থেকে।

৪ "গফরগাঁও ময়মনসিংহ জিলা শিক্ষা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ"।

ভাব্‌বার কথা

প্রথম চুম্বন [কবিতা]ঃ বন্দে আলি মিয়া

সাম্প্রদায়িক মিলনঃ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

...মুসলমানদের সঙ্কীর্ণতা যাহা কিছু আছে, তাহা অতি সহজেই দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা বড় ভয়ানক জিনিস।...

ফলকথা, সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তি হওয়া চাই উদারতা ও সহিষ্ণুতা।...

উপহার [কবিতা]ঃ সামসুদ্দিন আহমদ

শুকতারা [কবিতা]ঃ হুমায়ুন কবির

বুকের বোঝা [উপন্যাস]ঃ আবদুল কাদের

গার্হস্থ্য শিক্ষাঃ মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন বসিরী

হিন্দু-মুসলমান [কবিতা]ঃ গোলাম মোস্তফা

তরুণের স্বপ্ন [উপন্যাস]ঃ তারকনাথ চন্দ

বাবর ও হুমায়ুনের বিদ্যালোচনাঃ "বাহার"

শরতে [কবিতা]ঃ সঞ্জয়কুমার ভট্টাচার্য্য

জালিমের জুলুম [কিশোরপাঠ্য গল্প]ঃ এ, লোহানী

ভবঘুরের উক্তি [কবিতা]ঃ সুধীর চক্রবর্ত্তী

শারদ শশী [কবিতা]ঃ ছৈয়দ নিজামুদ্দিন আহ্‌মদ

দুষমন [গল্প]ঃ আবদুল আলি

লুলু [কবিতা]ঃ মির্জা আলাউদ্দীন বে

দশের কথা[১]

দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যাঃ কার্ত্তিক ১৩৩০

হৃদয়-মরু [কবিতা]ঃ গোলাম মোস্তফা

মোহাম্মদ (দঃ) [কবিতা]ঃ মোহাম্মদ সেকেন্দর আলী

---

১ 'মোহাম্মদী', 'আনন্দবাজার', 'সম্মিলনী'।

দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩০

১ "হাফেজ হইতে"।

হিমানী

কুমারীকুল সৌন্দর্য্য-দুর্গ

সাঁঝের-খেয়া [কবিতা] : মির্জা আলাউদ্দিন বে
খোকা [গল্প] : গোলাম মোস্তফা
তরুণের স্বপ্ন [উপন্যাস] : তারকনাথ চন্দ
বিয়ে [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
এসলাম : মোহাম্মদ আবদুল হক
বাঁশী [গল্প] : প্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্ত
স্বাধীন [কবিতা] : সরদার আশ্‌রাফ্‌ আলী খান
গুলবাহার [কবিতা] : মির্জা আলাউদ্দিন বে
ছবি-চুরি [উপন্যাস] : শান্তিভূষণ চৌধুরী
মুসলমান [কবিতা] : অক্রুরচন্দ্র ধর
"ফুলের মালা" [গল্প] : শামছার রহমান বি, এস, সি
গার্হস্থ্য-শিক্ষা : মহাম্মদ কসিমউদ্দিন বশিরী
বুকের বোঝা [উপন্যাস] : আবদুল কাদের
ফুল [কবিতা] : সৈয়দ নিজামুদ্দিন আহ্‌মদ
পরীর কুসুম [গল্প] : এ, কে, এম, আবদুল ওহাব সিদ্দিকী

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : পৌষ ১৩৩০

তুমি [কবিতা] : মির্জা আলাউদ্দিন বে
রবীন্দ্রনাথের নূতনত্ব : শিবকৃষ্ণ দত্ত
সোফিয়া [উপন্যাস] : সৈয়দ আবদুল মজিদ
কোরবানী : আবুল ফরহ্‌ মোহাম্মদ আবদুল হক
ভারতে গান্ধী [কবিতা] : হামেদার হোসেন জোয়ার্দ্দার
সৈনিকের চিঠি [গল্প] : শান্তিভূষণ চৌধুরী
কাঞ্চনজঙ্ঘা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির
গার্হস্থ্য-শিক্ষা : মহাম্মদ কসিমউদ্দিন বসিরী
পারস্য-কাব্যে ভাবের বিপ্লব : আবদুল হক
তাজমহল [কবিতা] : আবদুল হক ফরিদী

রূপের নেশা [উপন্যাস] : রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নারী : আবদুল করিম বি-এ
কানন-বধু [কবিতা] : শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী
নব্য-তুর্কি : মোহাম্মদ আবদুল কাদের
ছবি-চুরি [উপন্যাস] : শান্তিভূষণ রায় চৌধুরী
যাত্রী [কবিতা] : মহম্মদ ইউসফ
হজরত জাফর চাদেক [সাদেক] : সৈয়দ মহাম্মদ লোতফর রহমান
কবি [গল্প] : এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হক
আফিস আমার। ["কেরাণী সঙ্গীত"] : অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

১৯২২ (ফেব্রুয়ারী ১৪) আহ্‌মদিয়া বুলেটীন (মাসিক)
সম্পাদক : অজ্ঞাত

আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের মুখপত্র। কৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্তৃক মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "জানুয়ারী ১৯২২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪, মুদ্রণসংখ্যা ২৫০, দাম এক পয়সা।[১]

১৯২২ (এপ্রিল) শিশু-সাথী (মাসিক)
সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কিশোরপাঠ্য পত্রিকা।

১৯২২ (আগস্ট ১২) ধূমকেতু (অর্ধ-সাপ্তাহিক)
সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম

মোহাম্মদ আফজাল্-উল্-হক কর্তৃক ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মেট্‌কাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। ক্রাউন ফোলিও আট পৃষ্ঠার কাগজ, প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা। "সারথী ও স্বত্বাধিকারী : কাজী নজরুল

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২২।

ইসলাম"। সপ্তম সংখ্যা থেকে পত্রিকার কার্যালয় উঠে আসে ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেন, কলকাতায়।

২৬শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত নজরুলের "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতার জন্যে ঐ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়, 'ধূমকেতু'র অফিস খানাতল্লাসী হয় এবং নজরুলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। কুমিল্লায় নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হয় ২৩শে নভেম্বর। পরবর্তী জানুয়ারীতে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে নজরুলের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[১]

১৭ই নভেম্বর থেকে 'ধূমকেতু'তে "সারথী" হিসেবে নজরুলের বদলে অনিল কাঞ্জিলালের নাম দেখা দেয়। ২৭শে ডিসেম্বরের সংখ্যা থেকে প্রচ্ছদে "প্রতিষ্ঠাতা—কাজী নজরুল ইসলাম" লেখা হত।

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ৩০ শ্রাবণ ১৩২৯ (১৫ আগষ্ট ১৯২২)

আয় চলে আয় রে, ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ, অগ্নিসেতু
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে,
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক্ মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাগরণী [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম
কাণার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে
ধূমকেতু [কবিতা] : মোজাম্মেল হক
ত্রিশূল : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : বলাই দেবশর্ম্মা

১ এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা (কলিকাতা, ১৯৬৫), পৃ ২৮৪—৩১৭।

ধূমকেতু [কবিতা]: সুবোধচন্দ্র রায়

সন্ধ্যা-প্রদীপ: মহামায়া দেবী

পুরুষের মুখে মেয়েদের কথা: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

আগুনের ফুলকি: উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী

স্বদেশী সন্দেশ

পরদেশী পঞ্জী

মুসলিম জাহান

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: ১ ভাদ্র ১৩২৯ (১৮ আগষ্ট ১৯২২)

রুদ্র-মঙ্গল

ভয়-হারা: প্রিয়ম্বদা দেবী

আগডুম বাগডুম

শক্তি সেবী [কবিতা]: শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

ত্রিশূল: বলাই দেবশর্ম্মা, শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: বলাই দেবশর্ম্মা

আমার কথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশাভঙ্গের গান: উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী

নারী-বাঘিনী: কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়

আগুনের ফুলকি: উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী

অবাক জলপান

মুসলিম জাহান

দেশবন্ধু-দুহিতার শুভ পরিণয়

দেশের খবর

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: ৫ ভাদ্র ১৩২৯ (২২ আগষ্ট ১৯২২)

মোরা সবাই স্বাধীন রাজা

একবার শির উঁচু ক'রে বল দেখি বীর, "মোরা সবাই স্বাধীন সবাই রাজা।" দেখবে, অমনি তোমার পূর্ব্বপুরুষের রক্ত

মজ্জা-অস্থি-দিয়ে-গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মত টুটে পড়েছে, তোমার চোখের সাত-পুরু-ক'রে বাঁধা পর্দ্দা খুলে গেছে, তিমির রাত্রি দিক-চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে-পায়ে-গর্দ্দানে বাঁধা শিকলে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বল দেখি বীর—"মোরা সবাই স্বাধীন সবাই রাজা!" দেখ্‌বে, অমনি তোমার সকল শিকল সকল বাঁধন টুটে খান্ খান্ হয়ে গেছে।

...বল আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। দেখবে ভগবানের সিংহাসন থর থর করে কেঁপে উঠবে। বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।...

জাগো! জাগো! আত্মকে চেন! কাউকে মেনো না!...

রক্তাম্বরধারিণী মা [কবিতা]: কাজী নজরুল ইসলাম

অগ্নিবাণী [কবিতা]: প্রিয়ম্বদা দেবী

পথশেষে [কবিতা]: সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার আত্মকথা: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়[১]

কেশবধৃত কল্কীশরীর জয় জগদীশ হরে: বলাই দেবশর্ম্মা

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব: বলাই দেবশর্ম্মা

দেশের খবর

দেশবন্ধুকে অভিনন্দন

পরদেশী পঞ্জী

মুসলিম-জাহান

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা: ৮ ভাদ্র ১৩২৯ (২৫ আগষ্ট ১৯২২)

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল

...এস আমার অনাদৃত লাঞ্ছিত ভাইরা, আমরাই নতুন ক'রে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি ক'রব। শনি হবে আমাদের

১ "টলস্টয় হইতে"।

কপালে জয়টীকা, 'ধূমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ। এস—এস আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল।...এস আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা। আমরা জয়নাদ ক'রব অমঙ্গল আর অভিশাপের। সদ্য পুত্রহীনা জননী আর স্বামীহারা সদ্যবিধবার সৃষ্টি-কাঁদানো ক্রন্দন আমাদের মাধবী-উৎসবের গান, মৃত্যুকাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি, আর ঐ যে ঘরে ঘরে মায়ের মমতা, বোনের স্নেহ, প্রেয়সীর ভালবাসা—ঐ আমাদের চোখের জল।...

এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালা রুদ্র-চুল্লির মধ্যে ব'সে তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা ক'রতে হবে।...

অভিনন্দন [কবিতা] : প্রভাময়ী মিত্র

বাঙলার পলিটিক্স : "ঝাড়ুদার"

ভূতের মুখে রামনাম : জগমোহন বসু

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : বলাই দেবশর্ম্মা

জাগরণী : শৈলজা মুখোপাধ্যায়

স্বাগত হে 'ধূমকেতু'! শ্মশান-চিতার ধূম্রমলিন ভারত-আকাশে আজ যে তোমার রক্তমাখা অগ্নিপুচ্ছ দেখা যাচ্ছে তাকে নমস্কার।...

চোখ খুলে দেখ একটীবার, তোমার ঘরে কে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে! সোনার ভারত চিতার আগুনে পুড়ে' ছাই হয়ে গেল।...

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। এ দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা আর মুখ পেতে নিয়ো না ভারতের ত্রিশকোটি নর-নারী। জাগো—ভাই-বোনেরা আমার। সত্যের অনির্ব্বাণ শিখা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠুক।...

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : ১২ ভাদ্র ১৩২৯ (২৯ আগষ্ট ১৯২২)

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা[১] : ১৬ ভাদ্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

মোহর্‌রম :

> ...যাঁরা ধর্ম্মের জন্যে সত্যের জন্যে জান কোরবান করেছেন, আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন অভিনয় করে আর তাঁদের আত্মার অপমান ক'রো না নৃশংস অভিনেতার দল। তোমার ধর্ম্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শমশের নাই, শির নাঙ্গা, তোমার কোর্‌আন পরপদদলিত, তোমার গর্দ্দানে গোলামীর জিঞ্জির, যে শির আল্লার আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর ক'রে সেজ্‌দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি,—আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের 'মাতমে'র অভিনয়! আফ্‌সোস—আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!...

১ "মোহররম সংখ্যা"।

ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকীনার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইস্‌লামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কাসেমের মত প্রাণ-বলিদান।

...আজ নিখিল মুসলিম-অঙ্গনে তোমার কারবালা-প্রান্তর, হে মুসলিম! তার মাঝে আকুল অবিশ্রাম ক্রন্দন গুম্‌রে ফির্‌ছে—"তৃষ্ণা, তৃষ্ণা"।...

পিপাসা : মিসেস আর, এস, হোসেন

মরুদ্বীপের সৃষ্টি : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মহরম কথা

মোহর্‌রম [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম

আমাদের অভাব-অভিযোগ : মিসেস ডি. এম. রহমান

মুড়ো খ্যাংরা : কাঁধে-বাড়ি বলরাম

তামাক খাও : উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী

অন্ধভক্ত

রগড় কমিটির চিঠি

বাঙালী ও ইংরেজ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চলার পথ : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

নিক্তি-নিকষ

শনির পত্র

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : ২৬ ভাদ্র ১৩২৯ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

গরম চা-স্তোত্রম্ [কবিতা] : উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী

বিষ-বাণী :

...আমরা অবিনশ্বর। আমাদের একজন যায়, একশ জন আসে। আমাদের এক বিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে এক লক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ ক'রে উঠে আসে। আমরা অদম্য।

আমাদের একজন বাঁধা পড়লে একশ জন ছাড়া পায়, সহস্র ভূজগ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে।...

আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহা কালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ। পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কাল শাপ হয়ে দংশন করে মারি।...

যতীন্দ্রনাথ

কত কেরামত জানো রে বান্দা কত কেরামত জানো

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধূমকেতু : ঝাড়ুদার

যৎকিঞ্চিৎ : শৈলবালা ঘোষজায়া

কামাল পাশা [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম

দেশের খবর

পরদেশী পঞ্জী

মুসলিম জাহান

কাগজ ছাপা হচ্ছে, এমন সময় খোশ খবর এলো, তুর্কীরা স্মার্ণা দখল করেছে। তুরীয়ানন্দ।

বর্ষামঙ্গল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

হংসদূত

৫৯/এ পুনামালি হার্ড রোড,
তেপারী, মাদ্রাজ,
২৩।৭।২২

ভাই পাগল,

...অনর্থক গরম গরম লিখে জেলে যেয়ো না। জেলে যাওয়ায় আর নূতনত্ব নেই। ম'রে অমর হওয়ার বাজীও কানাই [লাল] জিতে নিয়েছে।...ইতি।

তোমার
বারীন-দা[২]

১ সংকলিত।

২ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ভাই কাজী সাহেব,

...দুর্দ্দিনের রাতের ভালে প্রতিভার আলোক দেখিয়া প্রাণে যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহাই একটু ব্যক্ত না করিয়া পারিলাম না।...

ফজলুল হক সেলবর্সী

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : ২৯ ভাদ্র ১৩২৯ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

মেয় ভুখা হুঁ
কটি কথা : বীরেন্দ্রকুমার সেন
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : বলাইদেব শর্ম্মা
ত্রিশূল : জনগণ
যৎকিঞ্চিৎ : শৈলবালা ঘোষজায়া
দেশের খবর
মুসলিম জাহান
নিক্তি-নিকষ
দূরবীণ

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : ২ আশ্বিন ১৩২৯ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

হংস-দূত : হেমপ্রভা মজুমদার, সন্ন্যাসিনী যোগমায়া, চারুবালা দত্তগুপ্ত
ক্ষুদিরামের মা :

...ক্ষুদিরাম ছিল মাতৃহারা। সে কোন্ মাকে ডেকে আবার আস্‌ব ব'লে আশ্বাস দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে, তা যদি বুঝতে বাঙলার মা'রা, তা'হ'লে তোমাদের প্রত্যেকটী ছেলে আজ ক্ষুদিরাম হ'ত।...

...হে আমার দেশের জননীরা। তোমাদের কাছে এসেছে তেম্‌নি বিদ্রোহী লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারার দল, তাদের হারানো ক্ষুদিরামকে খুঁজে নিতে। ভয় করো না, বিদ্রূপ করো না

এদেরে মা, এরা ভিখারী ছেলে নয়। আমরা মায়ের বিদ্রোহী ছেলে, আমরা তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে আসি নি, আসবও না। আমরা এসেছি আমাদের হারানো ক্ষুদিরামকে ফিরে নিতে।...

কোথায় ভাই ক্ষুদিরাম? আঠার মাসের পরে আসবে বলে গেছ, এসেওছ প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু আঠার বছর যে কেটে গেল ভাই, সাড়া দাও, সাড়া দাও আবার...এস আবার ফাঁসি-মঞ্চে, আর একবার নতুন ক'রে আমাদের সেই চির-নূতন চির-পুরাতন গান ধরি—...।

পল্লী-ব্যথা : হুমায়ুন জহীরুদ্দীন আমির-ই-কবীর[১]

পল্লী-শিশুর অশ্রু : ভবানীপ্রসাদ রায়

আমাদের দাবী : মিসেস এম, রহমান

দেশের খবর

পরদেশী পঞ্জী

মুসলিম জাহান

আগমনী [কবিতা] : দরবেশ

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ৫ আশ্বিন ১৩২৯ (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

পথিক! তুমি পথিক হারাইয়াছ? :

..."পথ হারাই নাই দেবী! ঐ খড়্‌গ-চিহ্নিত রক্ত-পথই শিব জাগাবার পথ!"...

পাঞ্জাব আজি গরজি উঠিল : বীরেন সেনগুপ্ত

অগ্নি-সম্মার্জ্জনী : "ঝাড়ুদার"

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : বলাইদেব শর্ম্মা

দু-পেয়াজী : মোল্লা তিন পেয়াজা

১ পরবর্তীকালের হুমায়ুন কবীর।

প্রলয় [কবিতা] : প্রভাময়ী মিত্র

আহ্বান : বাণী রায়

নিরুপম বীর [কবিতা] : মিসেস আর, এস, হোসেন

এক কলম সহানুভূতির কালি : স্থরেশ বিশ্বাস

মহা-পূজা [কবিতা] : হরিদাস

নিক্তি-নিকষ

স্থপারিশী : হিমানী

দেশের খবর

তুর্কির সাথে ইংলণ্ড দুশ্‌মনি করছেন বলে সেদিন টাউন হলে যে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল তার সভাপতি মৌলবী ফজলুল হক সাহেব ভীষণ গরম বক্তৃতা দিয়ে মিঃ লয়েড জর্জ্জকে 'সম্‌ঝাও' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কথার ধমকীতে ইংলণ্ড যে ভুলবার পাত্র নয়, তা বোধ হয় এঁরা এখনও বুঝতে পারেন নি। এইখানেই তো সব গোল।

...আমরা ভারতের প্রতিভাদীপ্ত মুসলিম ফজলুল হককে আবার আহ্বান করছি তাঁর পুরোনো গদ্দিতে।

মুসলিম জাহান

সানায়ের পোঁ

নিক্তি-নিকষ

"শনির দৃষ্টি"

হংস-দূত

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : ৯ আশ্বিন ১৩২৯ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২)

আনন্দময়ীর আগমনে [কবিতা] : [কাজী নজরুল ইসলাম]

কামাল-বন্দনা : সরসীবালা বস্থ

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব : বলাইদেব শর্ম্মা

সানায়ের পোঁ : শৈলেন্দ্রনাথ রায়

দেশের খবর

আগমনী [কবিতা] : কাজী নজরুল ইসলাম

মুসলিম জাহান

বাঘের বলদ-প্রেম

মাছের শোকে বকের চোখে হাপুস পানি

ইংলণ্ডের হোম সেক্রেটারী মিঃ শর্ট সেদিন আফসোস করে বলেছেন—"ভারত মিসর প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ যে ইংরেজদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার কারণ, ইংরেজদের মহৎ উদ্দেশ্য সত্যিকার ভাব বুঝতে পারেন নি এবং ইংরেজরা যে মুসলমানের যথার্থ হিতৈষী বন্ধু, তা আর কেউ মনে করে না—যদিও আমরা মুসলমানের অকপট বন্ধু।" কিন্তু খানিকটা চেপে রাখতে না পেরে তিনি ধমকি দিয়ে বলেছেন—"তা যেমন করেই হোক না কেন কামালের দলকে কিছুতেই সুসভ্য ইউরোপের পবিত্র আঙ্গিনায় দাঁড়াতে দিব না।"

"বাবা! ভালবাসা চাপলে কি রয়
আপনি হ'তে ফুটে ওঠে,
চটুল চোকের চাউনীতে আর
চাপা হাসি চিকন ঠোঁটে।"

মাছ দিয়ে কি শাক ঢাকা যায়?

উচ্ছৃঙ্খল [কবিতা] : অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূমকেতু দেখা দূরবীণ

প্রথম বর্ষ, এয়োদশ সংখ্যা : ২৬ আশ্বিন ১৩২৯ (১৩ অক্টোবর ১৯২২)

"ধূমকেতু"র পথ :

...সর্ব্বপ্রথম, "ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু

অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত থাকবে না।...

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।...

...সত্যকে জানাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।

অগ্নি-সম্মার্জ্জনী : ঝাড়ুদার

সানায়ের পোঁ

বলির জীব : অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনন্দন [কবিতা]: শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

দেশের খবর

বিদঘুটে খবর

মুসলিম জাহান

পথের শেষ : হেমন্তকুমার সরকার

আমাদের স্বরূপ : মিসেস এম, রহমান

দাসত্ব : দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়[১]

দ্বৈপায়নের পত্র[২] :

ভাই সারথি।

তোমার "ধূমকেতু" আমি রীতিমত পড়ছি, কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যে জিনিসটি চাইছি সেইটিই ওতে আমি পরিস্ফুটরূপে পাচ্ছি নে। আমাদের দেশের নির্য্যাতীত

১ "টলষ্টয়ের Slavery of Our Times অবলম্বনে"।

২ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পত্র।

জনমণ্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে তুমি তাদের বিষয়ে পরিষ্কার করে আজো কিছু বল নি। নির্য্যাতীত জন-সাধারণ বলতে আমি আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকদিগকেই বুঝি। এরা ছাড়া আর সবাই নির্য্যাতনকারী, নির্য্যাতীত নয়।...

বাঙালী [কবিতা] : লীলা মিত্র[১]

"হিন্দুস্থানের" ন্যায় বিচার (ঘরের ডাকাত) : যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বর্দ্ধমানের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবির অভিনন্দন : শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর রাণীগঞ্জ আগমন উপলক্ষে অভিনন্দন-গীতি

প্রথম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা : ৩০ আশ্বিন ১৩২৯ (১৭ অক্টোবর ১৯২২)

কামাল :

যাক্, এতদিনের পর একটা ছেলের মত ছেলে ব্যাটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই।... মদ্দা পুরুষ কামাল এলো তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারী নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝঞ্ঝার মত, রুদ্রের মহা-রোষের মত। অত্যাচারীর মুখে গোখরো সাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে ক্ষ্যাপা ছেলে, ঘুসি মেরে তার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিলে...।

...আল্লার আরশ কাঁপাতে হ'লে হাইদরী হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্রষ্টারও পিলে চম্‌কিয়ে দেওয়া চাই। ও-সব ধর্ম্মের ভণ্ডামী দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না, ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ রোজাও নয়।...

মা না মহাশক্তি : মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়

নিক্তি-নিকষ

১ "দশ এগার বছর বয়সের মেয়ের লেখা।—সারথী"।

খুন-খোশরোজ [কবিতা] : লীলা মিত্র

দাসত্ব : দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

দেশের খবর

পরদেশী পঞ্জী

তুর্কি-তাণ্ডব

মুসলিম জাহান

মায়ের বোধন : নলিনী বসু, চঞ্চলা দেবী

প্রথম বর্ষ, ঊনবিংশ সংখ্যা[১] : ১০ কার্ত্তিক ১৩২৯ (৩ নভেম্বর ১৯২২)

নিশান-বরদার :

...যে নরনারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করে, ভীরুতা শিখিয়ে দাস করে রেখে দেয়, তাকে তোমরা ক্ষমা কোরো না। তার কণ্ঠ চিরে উষ্ণ রক্ত পান কর। তোমাদের পূর্ব্বস্থান তোমরাই দখল করে তার উপরে তোমাদেরই বিজয় পতাকা উড়িয়ে দাও।...

গান্ধি-চরিত : মুজাফফর আহমদ

প্রথম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা[১] : ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ (১৭ নভেম্বর ১৯২৩)

"ধূমকেতু"র গ্রহণ :

গত ৮ই নবেম্বর 'সকাল' বেলা, লালবাজারের গ্রহ ধূমকেতু কেন্দ্রে উদয় হয়েছিলেন। একই সময়ে আর একদল প্রেসেও দেখা দিয়েছিলেন। তারা কাজী নজরুল ইসলামকে চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকায় দেওয়ালী (১৫শ) এবং আগমনী (১২শ) সংখ্যার সব কাগজ, চিঠিপত্র ও হিসেব ইত্যাদি নিয়ে যান।

সবে 'গ্রহণ' লাগা শুরু হোল।

আমার ধর্ম্ম :

...কিসের ধর্ম্ম ? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম্ম।...

১ নির্বাচিত রচনার উল্লেখ করা হল।

আমার আবার ধর্ম্ম কি? যার ঘরে ব'সে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম্ম কি? ..

...ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম্ম কি? যারা তোকে ধর্ম্ম শিখিয়েছে তারা কি শত্রু এলে বেদ নিয়ে প'ড়ে থাক্‌তো? তারা কি দুষমন এলে কোর্‌আন্‌ পড়তে ব্যস্ত থাকতো? তাদের রণকোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুষমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হোয়ে যেত। তারা আগে বাচতো।

প্রথম বর্ষ, ত্রিংশ সংখ্যা :[১] ১২ পৌষ ১৩২৯ (২৭ ডিসেম্বর ১৯২২)

মুশ্‌কিল

ভাঙ্গা-গড়া : অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

বীর [কবিতা] জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

গান্ধি-চরিত : [মুজাফ্‌ফর আহমদ]

রাখ্‌ রাখ্‌ তোরা খেলা রাখ্‌ [কবিতা] : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

লসনে আঙ্গোরার প্রতিনিধিবর্গ

ভাবে-কাজে : শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

সানায়ের পোঁ

দেশের খবর

পরদেশী পঞ্জী

প্রথম বর্ষ, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা[২] : ১৩ মাঘ ১৩২৯ (২৭ জানুয়ারী ১৯২৩)

রাজবন্দীর জবানবন্দী : কাজী নজরুল ইসলাম

আত্মকথা [কবিতা]

ধূমকেতুর গ্রহণ :

১ এই সংখ্যা "কংগ্রেস সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত।

২ এই সংখ্যা "কাজী নজরুল সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত।

ধূমকেতুর সারথি, প্রতিষ্ঠাতা, উদ্দাম উন্মাদ শ্রীমান্ কাজি নজরুল ইসলাম বুরোক্রেসীর ব্যবস্থায় রাজদ্রোহ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এক বছরের জন্যে কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।...

...ধূমকেতুর জন্ম কি জন্য তা ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়েছে, নজরুলের জীবন ঠিক তারই অনুরূপ ক'রে বিধাতা গ'ড়ে দিয়েছেন।

কাজী নজরুল

...সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র [নজরুলকে] লিখেছিলেন—

২৪শে শ্রাবণ
শিবপুর

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

তোমার কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্ব্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপরে ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়ের আশীষ [কবিতা] : [বিরজাসুন্দরী দেবী], অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়

কারাবরণ [কবিতা]

সাগর-বন্যা [কবিতা]

দেশের খবর

পরদেশী পঞ্জী

মুসলিম জাহান

নিক্তি-নিকষ[১]

১ এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা দুটি ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ রচনাসূচী দেওয়া গেল না। যতদূর জানি, এটাই 'ধূমকেতু'র শেষ সংখ্যা।

১৯২২ (সেপ্টেম্বর ২৮) **নারী-শক্তি** (মাসিক)

সম্পাদক : ডাঃ [মোহাম্মদ] লুৎফর রহমান

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন কর্তৃক ৪/১/১ ছকু খানসামা লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কুঞ্জবিহারী বসু কর্তৃক সুধা প্রেস, ৪ ছকু খানসামা লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "আশ্বিন ১৩২৯"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম দু আনা।[১] তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশক মোহাম্মদ জোবেদ আলী।[২]

১৯২৩ (জানুয়ারী) **সাম্যবাদী** (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

"আঞ্জমনে তরক্কিয়ে কওম, বাঙ্গালার মুখপত্র"। জিয়াউর রহ্মান কর্তৃক সাম্যবাদী কার্যালয়, ৭ মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ জামশেদ আলী কর্তৃক বাগল [?] প্রেস, ৯৮ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা "মাঘ ১৩২৯" বলে চিহ্নিত; দাম পাঁচ আনা। পরে প্রকাশক ও মুদ্রক কয়েকবারই বদল হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে 'সাম্যবাদী' দ্বিমাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম যুক্তসংখ্যায় সম্পাদকের নামের পরিবর্তে পরিচালক হিসেবে [অধ্যাপক] মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্‌র নাম আছে। পত্রিকার কার্যালয় তখন স্থানান্তরিত হয় ৫ মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতায়। দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে সম্পাদক খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। তখন থেকে প্রচ্ছদে পত্রিকার শিরোনামার উপরে লেখা হত: "প্রতিষ্ঠাতা—মৌলবী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্ এম, এ"। তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী। তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ হবার পর এ পত্রিকা আর বেরিয়েছিল বলে মনে হয় না।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২২।
২ ঐ, মার্চ ১৯২৩।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৯

'সাম্যবাদী' কি চায়?

সাম্য-ধর্ম্মের লাঞ্ছনা : ফজলুল হক সেলবর্সী

সম্মান-লাভের উপায়

মানুষের অপমান : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এইচ, এম, বি

আঞ্জুমনে তরক্কিয়ে কওম[১] : অধ্যাপক মোহাম্মদ সানাউল্লা, এম্, এ.

জা'তের বালাই : শান্তিপদ সিংহ

...শুন্‌তে পাই—আপ্‌নাদের বক্তারাই ব'লে থাকেন—মুসলমান ধর্ম্মে ভেদাভেদ নাই, ব্রাহ্মণশূদ্র নাই। তবে আবার আপ্‌নাদের 'সাম্যবাদী' বের কত্তে হ'চ্ছে কেন? জা'তের অত্যাচারের বিষ তা'হলে আপ্‌নাদের মধ্যেও আছে, স্বীকার করুন্। আপনারা মুসলমান ধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যা আপনাদের নেই, তার গৌরব কত্তে যাবেন কেন?[২]...

'আশরাফ' ও 'আতরাফ' : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

সাম্যবাদ : শেখ আবদুল গফুর জালালী

নবীন সঙ্ঘ : মোহাম্মদ জোবেদ আলী

আভিজাত্য-গৌরব (আশরাফ আতরাফ) : শফিউদ্দীন আহমদ

এছলামে সাম্য : মৌলানা আলী আহমদ ওলী, এছলামাবাদী

সুখবর

তরুণের সাম্য-সাধনা : আয়নল হক খাঁ

নানা কথা

প্রাপ্তি স্বীকার

---

১ সভাপতি : মৌলানা মোহাম্মদ মুসা ; সম্পাদক : অধ্যাপক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্।

২ সম্পাদকের টীকা : "লেখক ভুল বুঝিয়াছেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে যে জাতিভেদ ঢুকিয়াছে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধান অনুসারে তাহা তৈরী হয় নাই। হিন্দু-সমাজের দেখাদেখি এই দেশের মুসলমানদের মধ্যেই ইহার সৃষ্টি ও পোষণ হইতেছে। এবং ইহার সহিত আমাদের ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক বালাই নাই বলিয়াই আমরা ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছি।"

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩০

কবির গান [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

'ছোট'র অপরাধ : শ্রী 'ছোট'

কোথায় মানুষ ? : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

সমাজের উন্নতি

গোড়ার গলত : মিসেস্ এম্, রহমান

কামাল পাশার স্বপ্ন : এব্রাহিম খাঁ, এম্, এ[১]

জা'তের গুমোর : সতীশচন্দ্র ঘোষ

সাম্যবাদী [গান] : মীর আবদুল মতিন

সামাজিক অত্যাচার : অধ্যাপক মোহাম্মদ সানাউল্লা

পতিতা নারী [গল্প] : পঞ্চানন ঘোষ

রমজান [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

বিবিধ

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

'সাম্যবাদী'র লেখক লেখিকাগণ

'সাম্যবাদী' সম্বন্ধে কয়েকখানি কাগজের অভিমত

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩০

সাদর সম্ভাসন : তরিকুল আলম, এম্-এ, বি-এল্[২]

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র [কবিতা] : শ্রী 'ছোট'[৩]

'সাম্যবাদী'র উদ্দেশ্যের সমালোচনা :

---

১ লেখকের টীকা : "এই প্রবন্ধ কামাল পাশার স্মার্ণা বিজয়ের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।"

২ লেখকের টীকা : "এ প্রবন্ধের বানানেও সাম্য প্রতিস্ঠার চেস্টা হয়েছে। আজকাল বাংলা বর্ণমালার ভেতর থেকে কতকগুলি অনাবশ্যক অক্খরকে দুর করে দেওয়ার চেস্টা হচ্ছে ; দির্ঘ ইকার, হ্রস্ব-ইকার, দির্ঘ-উকার, হ্রস্ব-উকারের বিভিসিকার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেস্টা হচ্ছে। আমরা এই সরলতা বিধানের পক্খপাতি। এ পথের পথিক বোধ হয় আমরাই প্রথম। সাহসে বুক বেঁধে আমরা রওনা হয়েছি। আর সঙ্গি জুটবে কি ?"

৩ দু চরণের রচনা।

...আমরা চাই সামাজিক সাম্য। পরম পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম কোরআন-হাদিসের মারফতে বিবাহের আদান-প্রদান, একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা মুসলমানগণের মধ্যে যে পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের আদেশ দিয়াছে, তাহা শুধু কথায় নহে, কার্য্যেও পালিত হউক, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।...

...রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক বাদপ্রতিবাদ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েরই (যথা, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির) অল্পবিস্তর আলোচনা যাহাতে ইহাতে স্থান পায়, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখিব।...

হজরত মোহাম্মদের কোমলতা : খোন্দকার আজমউদ্দীন[১]

সাম্যবাদের আদর্শ কিরূপ হইবে : গোলাম মোস্তফা

পতিতা নারী [গল্প] : পঞ্চানন ঘোষ

আব্দাল ও ওস্তা শ্রেণীর কথা : মোহাম্মদ জশমত্‌উল্লাহ্

'সাম্যবাদী'র বিশেষত্ব : সুরেশচন্দ্র মিত্র

তাজমহল [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

ভাই [গল্প] : এব্রাহিম খাঁ

বিবিধ

প্রাপ্তি স্বীকার ; কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩০

পণ্ডিত ও মূর্খ [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

দুইটী কথা

নব্য তুরস্কে নারী-প্রগতি : ফজলুল হক সেলবরসী[২]

ভাই [গল্প] : এব্রাহিম খাঁ

শক্তি-সাধনা [কবিতা] : মোহাম্মদ হারুন-অর্ রশিদ

১ "এস্, এইচ্, লিভার সাহেবের ইংরেজী হইতে"।

২ "ডাক্তার এডওয়ার্ড জে, বিং-এর লেখা থেকে"।

সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার : আহ্ছানউল্লা
সাত্বিক পূজা [“চিত্র”] : পঞ্চানন ঘোষ
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি
বংশ-গৌরব : মঈনউদ্দীন হোসায়ন, বি-এ
রমণী [কবিতা] : মোসাম্মাৎ হাজেরা খাতুন
আদম শুমারির কথা
বিবিধ

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : পৌষ ১৩৩০

[নিবেদন]
সাম্যবাদ : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, এম্-এ, বি-এল্
ভগ্ন-বীণা [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন
অভিযোগ : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
বাংলায় পাঠান বংশ : মোহাম্মদ ইলিয়াস
বর্ণভেদ : যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য
অঙ্কুর [কবিতা] : আবুল হাশেম, বি-এ
শক্তি-সন্ধান [গল্প] : এব্রাহিম খাঁ, এম্-এ, বি-এল্ [১]
একটী চিত্র [পত্র] : মুজীবর রহমান খাঁ, ফুলপুরী [২]
শ্রদ্ধার মাপকাটী : আবদুল খালেক
বর্ত্তমান আফগানিস্থান : নলিনীমোহন লাহিড়ী [৩]
উদাসিনী [কবিতা] : বন্দে-আলী মিয়াঁ
বংশ-গৌরব ও হজরত মোহাম্মদ : মঈনদ্দীন হোসায়ন
বিবিধ
আঞ্জমনে তরক্কিয়ে কওম

১ “গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ভাই” গল্পের পরিশিষ্ট।
২ ‘মোহাম্মদী’ থেকে।
৩ ‘বঙ্গবাণী’ থেকে।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩০[১]

১। পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খণ্ড। মৌলবী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল প্রণীত।...

এই বইখানিতে... তিনি যে গভীর কাব্য রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যসমাজে তাহার নাম চির স্মরণীয় হইবে।...

২। (ক) অগ্নিবীণা ও (খ) দোলনচাঁপা। কবি নজরুল ইসলাম প্রণীত।...

কবি নজরুল ইসলামের প্রতিভা যুগ-প্রবর্ত্তক।...তিনি রুদ্র ভাবের উপাসক ; এই রসেই তাঁহার প্রতিভা সার্থক, সুন্দর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।... "অগ্নিবীণা"র ২য় সংস্করণ হইয়াছে। ইহার ১ম সংস্করণ পাঠ করিয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।... কিন্তু "দোলনচাঁপা"র কবিতাগুলি করুণ রসপ্রধান হওয়াতে তাহাতে কবির প্রতিভা যতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা

১ এই সংখ্যা দ্বিমাসিক।

অনেকখানি বেশী ব্যর্থ হইয়াছে। এগুলিতে নৃত্যদোদুল ছন্দ আছে, ভাবসৌন্দর্য্যেরও অভাব নাই; কিন্তু নজরুল ইসলামের যাহা বিশেষত্ব—এস্‌লামী তেজ, তাহা এগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।...

ভ্রান্ত ধারণা [কবিতা]: রহমতুল্লাহ্

বিবিধ

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: বৈশাখ ১৩৩১

অধঃপতিত মোসলেম সমাজ: মোহাম্মদ ইছ্‌মাইল

কোরাণের ডাক [কবিতা]: খোন্দকার এমদাদ আলী

পুণ্যপীঠ [গল্প]: পঞ্চানন ঘোষ

সমাজ-বন্ধন: অধ্যাপক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্

এসলামে প্রকৃতির সাক্ষ্য: মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে

ঈদ্-অল্-ফেত্‌র: ম, ও, আ[১]

ব্যথার আড়াল [কবিতা]: মোহাম্মদ বন্দে আলী[২]

কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান: আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

আলোচনা

বিবিধ

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা: আষাঢ় ও ভাদ্র ১৩৩১

বয়ন-শিল্প: মোহাম্মদ নূরল হক

কোরবাণী [গল্প]: এব্রাহিম খাঁ

ধার্ম্মিকের স্বপ্ন [কবিতা]: আবদুল মজিদ

সাহিত্যের সার্থকতা: এ, এফ, এম, আবদুল হক

মেহেদী-পাতার গান [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

১ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ?

২ এই কবিতার প্রতি চরণের প্রথম বর্ণ মিলিয়ে পড়লে তিনটি নাম পাওয়া যায়: শহর বানু, সাবিত্রি, ওআযেদ আলী।

সমাজে সাম্য : মোহাম্মদ এহিয়া খাঁ
ঝরা ফুল [গল্প] : মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে
তোমার চাওয়া [কবিতা] : মোহাম্মদ বন্দে আলী
আলোচনা
মনের শিক্ষা : সৈয়দ আবদুর রসিদ
বিবিধ
সম্পাদক পরিবর্ত্তন

> আঞ্জমনে তরক্কিয়ে কওমের মুখপত্র "সাম্যবাদী" পত্রিকার সম্পাদন ভার এ পর্য্যন্ত মৌলবী মোহাঃ ওয়াজেদ আলী সাহেবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। নানাপ্রকার অপরিহার্য্য কারণে তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষের তিন সংখ্যা মাত্র বাহির করিয়া, কতকগুলি পুরাতন সাম্যবাদীর কপি ও খাতাপত্র আঞ্জমানের প্রতিনিধি মৌলবী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এম, এ, সাহেবের হস্তে বিনা কপর্দ্দক অবস্থায় দিয়া গিয়াছেন। তিনি উক্ত মৌলবী সাহেবকে লিখিয়াছেন, "আঞ্জমানে তরক্কিয়ে কওমের প্রতিনিধিরূপে আপনার হস্তে আমি সাম্যবাদীর স্বত্ত্বাধিকার ছাড়িয়া দিলাম। উক্ত আঞ্জমান সাম্যবাদীর সম্পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী হইলেন। উহার স্বত্ত্বে আমার কোন দাবী রহিল না।"...
>
> বলা বাহুল্য, তিনি আঞ্জমনের মুখপত্র সাম্যবাদীর সত্ত্বাধিকারী কোনদিনই ছিলেন না। শুধু সম্পাদক হিসাবেই তিনি এ যাবত কাজ চালাইয়াছেন।

কৈফিয়ত

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৮

সাম্যবাদী [কবিতা] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন
প্রকৃত ধর্ম্ম : শয়খ্ গুলাম মকসুদ হিলালী বি-এ

ইসলামের জাতিভেদ কোথায়?: এ, এম, ফয়েজউল্লাহ্ আহমদ

লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মানস-সরোবর [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

ইসলামের সাম্য-শিক্ষা: মোহাম্মদ নূরল হক

মায়ার সমাধি [গল্প]: মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে

আঞ্জমনে তরক্কিয়ে কওম

ধন্যা [কবিতা]: মোহাম্মদ আন্‌জম

বর্ষশেষের নিবেদন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পুস্তক পরিচয়

যুগের আলো—কবি শাহাদা[ৎ] হোসেন প্রণীত।...

...আমরা উপন্যাসখানির বহুল প্রচার কামনা করি।...

মোহনভোগ—কবি শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত।...

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য [গ্রন্থ]।...

রক্ত-রাগ—মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি, এ, বি, টি প্রণীত।...

..."রক্ত-রাগ" তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।...

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: পৌষ ১৩৩১

বর্ষ-মঙ্গল

"সুব্‌হ্-উম্মেদ" (পূর্ব্বাশা) [কবিতা]: নজরুল ইসলাম

আওরঙ্গজেবের সন্তান-সন্ততি: বাহার

সাম্যবাদী [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

মীলাদ-সংস্কার: শয়্‌খ্ গুলাম মকসূদ হিলালী

মহাত্মা জাফর সাদেক: শামসুন্‌ নাহার

মায়ার সমাধি [গল্প]: মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে

অবসাদ [কবিতা]: বন্দে আলি

ইসলাম ও ভ্রাতৃত্ব: মোহাম্মদ ছেরাজুল হক

চয়নিকা:

গোলামী সাহিত্য—আবুল মনসুর আহমদ[১]

বাঙ্গাল মাঝির খেদ [কবিতা]—শিবি[২]

নূতন ভাবুক:

শিল্প—আলাদত খাঁ

এ যুগের মানব প্রকৃতি: মোহাম্মদ এহিয়া খাঁ

পুস্তক পরিচয়

মোসাফির। মাসিক পত্র। সম্পাদক—শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী।...

শরিয়ত। ইহাও একখানি মাসিক পত্রিকা।...

সত্যাগ্রহী। (মৌলানা) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব ইহার সম্পাদক।...

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: ফাল্গুন ১৩৩১

বয়ন-শিল্প: মোহাম্মদ নূরল হক

বাসা-ছাড়া [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা

গৃহহীনা [গল্প]: মিসেস এম, রহমান

বসন্তের গান [কবিতা]: চণ্ডীচরণ মিত্র

ইস্‌লামের ভেদনীতি ও কোর-আন: এ, এম, ফয়েজ উল্লা আহমদ

সাহিত্যের ভাষা: এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হক

শিশুর বিশ্ব-ত্রাস [কবিতা]: মোহাম্মদ ইসহাক

মোমতাজ-সহচরী সতীউন্নেসা: শামসুন্ নাহার[৩]

১ 'সোনার ভারত' থেকে।

২ 'নবযুগ' থেকে।

৩ "অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত"।

অগ্নি-বীর [কবিতা] : খালেক দাদ

পুস্তক-পরিচয়

পদ্মারাগ।—মিসেস্ আর, এস, হোসেন প্রণীত...।

আমরা উক্ত গ্রন্থ পাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।...

মোস্‌লেম পঞ্চসতী।—মির্জ্জা সুলতান আহমদ কর্তৃক প্রণীত।...

বিবিধ প্রসঙ্গ : এব্রাহিম খাঁ[১]

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩২

আন্‌ওয়ার পাশা : ফজলুল হক সেলবর্সী[২]

খোকার হাসি [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার

ঐস্‌লামিক ব্রহ্মচর্য্য বা ইফ্‌ফত : শয়্‌খ্ গুলাম মকসূদ হিলালী

শঙ্কিতা [কবিতা] : দোলোনা দেবী

তুর্কী নারীর কর্ম্মজীবন : বাহার

আজিজার পরিণাম [গল্প] : মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে

চয়নিকা

রমজান[৩]

ঈদল ফিতর [কবিতা] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ঢাকার বস্ত্র-শিল্প : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মিনতি [কবিতা] : সরসীবালা বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতা মমিন সভা

কলিকাতা জামিয়েতে মুমেনিনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে হইয়াছিল।

---

১ সম্পাদক, আল-হেলাল সমিতি, নূতনবাজার, ময়মনসিংহ কর্তৃক আহূত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।

২ "Near East From Within নামক বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ"।

৩ 'মোহাম্মদী' থেকে।

জনাব হাফেজ হাজী শামসুদ্দীন সাহেব আজিমাবাদি এম, এ, এল, এল, বি (ল' লেকচারার র‍্যাভেনশা কলেজ কটক) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।...

পুস্তক-পরিচয়

পুণ্যময়ী—শামসুন্নাহার প্রণীত...।

মুসলমান সমাজের পর্দ্দা বনাম অবরোধের কঠিন বেড়াজালের ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াও যে তিনি স্বীয় প্রতিভার এতটা বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।...

শোক-সংবাদ

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩২

স্বাধীনতার পুরোহিত : রিজাউল করিম

জাগরণী [কবিতা] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ইউছুফ জোলেখা : আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী

করুণা [কবিতা] : দোলোনা দেবী

ইসলামের 'সাম্য'নীতি : এম, মোহাম্মদ ছেরাজুল হক

কারবালা [নাট্যিক সংলাপ] : ইব্রাহীম খাঁ

"যৎকিঞ্চিৎ" : এম, খাতুন

...জানিনা, কোন ইসলামদ্রোহী এহেন অনৈসলামিক পর্দ্দার প্রবর্তক। যার পরিণাম ফলে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগে এলাহীদত্ত অধিকারেও মানবের চিরকাম্য জ্ঞানরত্নে আমরা বঞ্চিতা।[১]...

তুমি [কবিতা] : শান্তিসুধা ঘোষ

ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি : শয়খ্ গুলাম মকসুদ হিলালী

১ সম্পাদকের টীকা : "লেখিকা, শ্রদ্ধেয়া মিসেস এস, রহমানের কন্যা।...ইহাই তাঁহার সাহিত্য সাধনায় প্রথম পদক্ষেপ।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গ

স্মৃতি-তর্পণ—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

> বাঙ্‌লার গৌরব, বাঙালীর গৌরব, ভারতমায়ের যোগ্যতম সন্তান, বিশ্ব-মানবের নয়ন-পুত্তলি চিত্তরঞ্জন আজ নাই। আল্লার পথে, সত্যের নামে, ন্যায়ের সাধকরূপে আজ তিনি জীবন দান করিলেন। দেখিয়াছ বাঙালী, তোমরা কেউ কথনও দেশ বা জাতির জন্য এম্‌নি আত্মোৎসর্গ।...

চিত্তরঞ্জনের জীবনী

তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩২

কোরআনের শিক্ষা। এবাদত উপাসনা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছ্‌লামাবাদী

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার : মোহাম্মদ আবদুস্ ছত্তার

কলিকাতা মোমেন সভার সভাপতির অভিভাষণ : শামছুদ্দীন আজিমাবাদী

এসলাম ও আমল : সৈয়দ [ইসমাইল হোসেন] শিরাজী

ছোলতান আবদুল আজিজ খানের ইউরোপ ভ্রমণ : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

মেঘলা আকাশ : [মোহাম্মদ] লুৎফর রহমান

শ্রমজীবি ও কৃষি শ্রেণী-সংগঠন : ওয়াহেদ হোসেন এম, এ, বি, এল, এম, এল,সি

বিদায় রেখা [কবিতা] : এম, মোহাম্মদ বদিয়র রহমান

গোধূলি [কবিতা] : গোপেন্দ্রনাথ সরকার

প্রেমের বেসাতি

চয়নিকা

এসলামে কৌলিন্য-প্রথা—এম, মোহাম্মদ ছাআদাৎ জমান[১]

[অন্যান্য][২]

সেবকের কথা

তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩২

কোরআনের শিক্ষা। পরোপকার : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী

আত্মোৎসর্গ

১৮৭৭/৭৮ সালের রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের একটি ক্ষুদ্র কারণ : মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ

বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য-সেবিগণের প্রতি : ছৈয়দ আলী আজম

বেদূইন : এম, তৈয়বর রহমান

আজিজার পরিণাম [গল্প] : মির্জ্জা আলাউদ্দিন বে

কবিতা-গুচ্ছ

গালের টোল্—এম, বন্দে আলী

সাম্য-মন্ত্র—এ, এফ, সৈয়দ আসাদ-উদ্-দওলা শিরাজী

উত্থান—মোহাম্মদ বদিয়র রহমান

চয়নিকা[৩]

সেবকের কথা

১৯২৩ (ফেব্রুয়ারী) আইনুল-ইসলাম (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : চৌধুরী জাহেদুল হক

জাহেদ ইসলাম মিশনের মুখপত্র। সম্পাদক কর্তৃক ১৭ জুমরাইল লেন, বাবুবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। "ফাল্গুন ১৩২৯"-চিহ্নিত প্রথম

১ 'মোসলেম দর্পণ' থেকে।

২ 'তরুণপত্র', 'মাতৃমন্দির', 'হাজেক', 'কাযের লোক', 'চাষা' থেকে।

৩ 'মোহাম্মদী', 'কাজের লোক', 'প্রবাসী', 'মাতৃ-মন্দির', 'আত্ম-শক্তি', 'ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্য' থেকে পুনর্মুদ্রিত ও সম্পাদকের মন্তব্য সংযোজিত। এইসঙ্গে ২২শে ডিসেম্বরে [১৯২৬] প্রকাশিত "বাঙ্গালা সরকারের ইশ্‌তেহার" পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানের জন্যে শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ আসন-সংরক্ষণের নীতি ঘোষিত হয়।

সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, দাম পাঁচ আনা। "অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মিশনের সভ্যগণের জন্য ১৲ টাকা, সাধারণের জন্য সডাক ১।০"। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "আমরা কি চাই?" শীর্ষক প্রবন্ধে পত্রিকার আদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

> ...আমরা চাই সত্য সনাতন ইস্‌লামের অনাবিল ও নিঃস্বার্থ মানবতার শিক্ষা এবং সরল বিশ্বাসীর খাঁটি মিলনের চিত্র আঁকিতে। কাজেই সত্যই আমাদের চরম লক্ষ্য, মানবসমাজই আমাদের কৃষিক্ষেত্র, নূরনবী হজরত (দঃ) আমাদের আদর্শ কৃষক এবং বিশ্বাসই আমাদের মূলধন।...

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০এ এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ না পেয়ে পত্রিকাটি মাসিক আকার ধারণ করে।

১৯২৩ (মে) আইনুল-ইসলাম (মাসিক)

সম্পাদক: জাহেদুল হক চৌধুরী

জাহেদ ইসলাম মিশনের মুখপত্র। সম্পাদক কর্তৃক ১৭ জুমরাইল লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এন. আর. চ্যাটার্জি কর্তৃক ইস্ট বেঙ্গল প্রেস, ঢাকায় মুদ্রিত। "জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, দাম তিন আনা। পরে মুদ্রক বদলেছে।[১]

১৯২৩ (অক্টোবর) সোনার ভারত (দ্বিমাসিক)

সম্পাদক: মোহাম্মদ জোবেদ আলী

সম্পাদক কর্তৃক ৪/১/১ ছকু খানসামা লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং ব্রজমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক যুগবার্তা প্রেস, ৪ ছকু খানসামা লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "আশ্বিন ১৩৩০"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ আশ্বিন ১৩৩০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম চার আনা।[২] দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশের ঠিকানা ৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা;

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২৪।

২ ঐ, মার্চ ১৯২৪।

প্রকাশকাল ১ ডিসেম্বর ১৯২৪। মুদ্রক খায়রুল আনম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতা ; মুদ্রণসংখ্যা ৭৫০।[১]

১৯২৩ সোলতান (সাপ্তাহিক) [নবপর্যায়]

সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

৪৭/১ মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮, বার্ষিক চাঁদা চার টাকা।

১৯২৪ (মে ৮) শরিয়ত (মাসিক)

সম্পাদক : আহ্‌মদ আলী এনায়েতপুরী

"বঙ্গীয় হানাফী সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র"। বঙ্গনূর প্রেস, ৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে এস. এইচ. রহমান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "বৈশাখ ১৩৩১"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৮ মে ১৯২৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম এক আনা। এই সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণেও এক হাজার পত্রিকা মুদ্রিত হয় ; তার প্রতি সংখ্যার দাম দু পয়সা।[২] স্বল্পায়ু বলে অনুমান করি। ১৯২৬এর ফেব্রুয়ারীতে সম্পাদক 'শরিয়তে এসলাম' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তা হয়তো 'শরিয়তে'র নবপর্যায়।

১৯২৪ (মে) সংসারী (মাসিক)

সম্পাদক : সৈয়দ আবদুল করিম

স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস কর্তৃক এ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৪০ কলতাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩৩১"-চিহ্নিত ছিল ; এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০,

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২৪।
২ ঐ, জুন ১৯২৪।

দাম এক আনা।[১] পরে মুদ্রণসংখ্যা ও দাম দ্বিগুণ হয়েছে।[২] পঞ্চম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা প্রকাশের খবর পাওয়া যাচ্ছে।[৩]

১৯২৪ (জুলাই) রওশন হেদায়েৎ (মাসিক)

সম্পাদক : মুহম্মদ ইবরাহীম

আলেম সমাজের ধর্মবিষয়ক মুখপত্র। তারাপদ চৌধুরী কর্তৃক সারদা প্রেস, পাবনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "আষাঢ় ১৩৩১"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৯ আষাঢ় ১৩৩১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম চার আনা।[৪] দ্বিতীয় বর্ষে পত্রিকার মুদ্রক অশ্বিনীকুমার মিত্র, মোহাম্মদী প্রেস, ১৬০ বেলেঘাটা মে'ন রোড, কলকাতা ; মুদ্রণসংখ্যা একই আছে, দাম হয়েছে দু আনা।[৫]

১৯২৪ (আগস্ট ২২) দেশের কথা (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : নূরুল হোসেন কাশিমপুরী

সম্পাদক কর্তৃক ব্যাঙ্কিং এ্যাণ্ড ট্রেডিং মেশিন প্রেস, বগুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২২ আগস্ট ১৯২৪এ প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার দাম দু পয়সা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২, মুদ্রণসংখ্যা ৭৫০।[৬]

১৯২৪ (নভেম্বর ৭) হাফেজ শক্তি (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : হাফেজ খোন্দকার তাহেরুদ্দীন ও
হাফেজ ফজলুর রহমান

লিলি প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে রামচন্দ্র অনন্ত কর্তৃক মুদ্রিত এবং সম্পাদকদের দ্বারা প্রকাশিত। "অক্টোবর ১৯২৪"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৪।
২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৮।
৩ ঐ, জুন ১৯৩০।
৪ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৪।
৫ ঐ, মার্চ ১৯২৪।
৬ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

৭ নভেম্বর ১৯২৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ৩০০, দাম চার আনা। অন্ততঃ এক বছর চলেছিল—এর মধ্যে মুদ্রক বদলায়, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌঁছোয়।[১]

১৯২৪ মোসাফির (মাসিক)

সম্পাদক : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

৩২ মোল্লাপাড়া লেন, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা।[২]

১৯২৪ (ডিসেম্বর) সত্যাগ্রহী (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

১০/৩ মোসলমান পাড়া লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। "ফুলস্কাপ তিন সিট, পুস্তক আকারে বাঁধা"। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশ অব্যাহত ছিল।[৩]

১৯২৫ (ফেব্রুয়ারী ৫) মোসলেম দর্পণ (মাসিক)

সম্পাদক : হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী

সম্পাদক কর্তৃক ৫০ কর্ণওয়ালিস রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং গোষ্ঠবিহারী দে কর্তৃক ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "জানুয়ারী ১৯২৫"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মুদ্রণসংখ্যা ৩২,০০০, দাম দু আনা। তৃতীয় সংখ্যা ছাপা হয় ৪০,০০০।[৪] অনতিবিলম্বে এর ইংরেজী সংস্করণ *The Moslem Mirror* প্রকাশ পায় ডাঃ এস. জামানের সম্পাদনায়।[৫]

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ও জুন ১৯২৫।
২ তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (পৌষ ১৩৩১) 'সাম্যবাদী'তে সমালোচিত।
৩ ঐ। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'সত্যাগ্রহী' "২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩"-চিহ্নিত।
৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২৫।
৫ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৫।

১৯২৫ (মে ১১) আহ্‌মদী (মাসিক)

সম্পাদক : গোলাম সামদানী

সম্পাদক কর্তৃক ২৯-এ ইসমাইল স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং বি. কে. দাস কর্তৃক মডেল লিথো এ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৯৩ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩৩২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১১ মে ১৯২৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ১000, দাম তিন আনা।[১] প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ-সপ্তম যুক্তসংখ্যা থেকে (?) সম্পাদক দৌলত আহমদ খান ও প্রকাশের ঠিকানা ৬৯ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা।[২] দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা থেকে সম্পাদক : গোলাম সামদানী ও দৌলত আহ্‌মদ খান।[৩] পরবর্তী সংখ্যায় পত্রিকার নামের বানান বদলে হয় "আহম্মদী"; প্রকাশক হন দৌলত আহমদ খান।[৪] ইতিমধ্যে মুদ্রকও বার কয়েক বদলায়।

১৯২৫ (জুন ৯) তরুণপত্র (মাসিক)

সম্পাদক : মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক ও আহ্‌মদ হোসেন

মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক কর্তৃক ৩৬ আবদুল হাদী লেন, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস কর্তৃক এ্যাসোসিয়েটেড প্রিন্টিং ওয়র্কস, ৪0 কলতাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। "বৈশাখ ১৩৩২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৯ই জুন ১৯২৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ৫00, দাম তিন আনা।[৫]

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২৫।
২ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২৫।
৩ ঐ, জুন ১৯২৬।
৪ ঐ, মার্চ ১৯২৭।
৫ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৫।

১৯২৫ (জুন) সৌরভ (মাসিক)

সম্পাদক : রেজাউল করীম

সৈয়দ আলী বখতিয়ার কর্তৃক কল্যাণী প্রেস, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম তিন আনা।[১] দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয় ২৫০ কপি। দশম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের খবর পাচ্ছি।[২]

১৯২৫ (নভেম্বর) নাজাত (পাক্ষিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ সেকান্দর আলী

কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত ত্রিপুরা খেলাফত কর্ম্মী সঙ্ঘের মুখপত্র। চতুর্থ সংখ্যায় পত্রিকার পরিচালক হিসেবে আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরীর নাম পাচ্ছি।

১৯২৫ (ডিসেম্বর ১৬) লাঙল (সাপ্তাহিক)

প্রধান পরিচালক : [কাজী] নজ্‌রুল ইসলাম

সম্পাদক : মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

"শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের[৩] মুখপত্র"। সম্পাদক কর্তৃক ৩৭ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মেট্‌কাফ প্রেস, ১৫ নয়ানচাঁদ দত্তের স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যা একটি "বিশেষ সংখ্যা" রূপে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সংখ্যা তাই প্রথম সংখ্যারূপে চিহ্নিত হয়। দ্বাদশ সংখ্যা থেকে ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড প্রেস, ২৬/৯/১এ হ্যারিসন রোড, কলকাতায় মুদ্রিত। ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২৫ মার্চ ১৯২৬) "রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন" ছাপা হয় :

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২৫।

২ ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯২৫ ও মার্চ ১৯২৬।

৩ কুতুবদ্দীন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দীন হোসায়ন ও নজরুল ইসলামের উদ্যোগে গঠিত Labour Swaraj Party of the Indian National Congress.

জাগো জাগো বলরাম

ধরো তব মরুভাঙা হল।

বল দাও ফল দাও

স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিলে 'লাঙলে'র শেষ সংখ্যা প্রকাশলাভ করে।[১]

প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা : ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫

"লাঙল"

...এই "স্বরাজ"টা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর এটর্নি দিয়ে করতে চাই না—এবার নিজেদেরকেই বুঝতে হবে।...

সাম্যবাদী [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়—উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী : নজরুল ইসলাম

খবরদারী

মনিব ও কর্ম্মচারী[২]

১৯২৬ (জানুয়ারী) **নকীব** ("অর্ধমাসিক")

সম্পাদক : নূর আহ্‌মদ

বরিশাল থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা "১৬ মাঘ ১৩৩২"-চিহ্নিত।

১৯২৬ (ফেব্রুয়ারী ২৩) **শরিয়তে এসলাম** (মাসিক)

সম্পাদক : আহমদ আলী এনায়েতপুরী

মোজাম্মেল হোসেন কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ১৬০ বেলেঘাটা মে'ন রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও ১ গুমঘর লেন (চাঁদনী), কলকাতা থেকে

১ গণবাণী, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রকাশিত। "মাঘ ১৩৩২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪, মুদ্রণসংখ্যা ৪০০০, দাম ছ পয়সা।[১]

১৯২৬ (ফেব্রুয়ারী ?) ইসলাম নুর (মাসিক)

সম্পাদক : এ. এম. ফয়েজুল্লাহ্ আহ্‌মদ

ধর্মবিষয়ক পত্রিকা, প্রতি সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা। প্রথম সংখ্যা "মাঘ ১৩৩২"-চিহ্নিত ছিল। তৃতীয় (চৈত্র) সংখ্যা সম্পাদক কর্তৃক ৪ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ শামসুদ্দীন কর্তৃক ইসলামিয়া আর্ট প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ১৩৮ কড়েয়া রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। এর প্রকাশকাল ১ মে ১৯২৬, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম ছ পয়সা।[২]

১৯২৬ (মার্চ ১০) যুগের আলো (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : দিদারুল আলম

সম্পাদক কর্তৃক ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং বঙ্গচন্দ্র দে কর্তৃক হার্ডিঞ্জ প্রিণ্টিং ওয়র্কস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। "মাঘ ১৩৩২"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১০ মার্চ ১৯২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা।[৩]

১৯২৬ (মার্চ ?) খাদেম (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : মুজিবর রহমান

১১/৫ কড়েয়া রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। কয়েক বৎসর স্থায়ী হয়।

১৯২৬ (এপ্রিল ২৮) দরদী (পাক্ষিক)

সম্পাদক : সৈয়দ জাহেদুল হক চৌধুরী

সম্পাদক কর্তৃক ১৭ জুমরাইল লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ১৯৮ ওয়াটার ওয়র্কস রোড,

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯২৬।

২ ঐ, জুন ১৯২৬।

৩ ঐ, জুন ১৯২৬।

ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ এপ্রিল ১৯২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা আট, মুদ্রণসংখ্যা ১000, দাম এক পয়সা।[১] পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রণ সংখ্যা ৫00তে নেমে আসে।[২] পাকিস্তান-সৃষ্টির পরও এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

১৯২৬ (জুন) **সওগাত (মাসিক) [নবপর্যায়]**

সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

সম্পাদক কর্তৃক ৮২ কলুটোলা স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রেস, ২৮ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। ১৯৫0 সাল পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল। কিছুকাল প্রকাশ বন্ধ থাকার পর ১৯৫৩ সাল থেকে ঢাকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: আষাঢ় ১৩৩৩

শুভাশীষ: সৈয়দ এমদাদ আলী
হজরতের সত্য-সাধনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী
'সওগাত' [কবিতা]: গোলাম মোস্তাফা
বাঙ্গালী মোসলেম ভাষা ও সাহিত্য: আবদুল মজিদ
সাধনা [কবিতা]: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী
জমিলা [গল্প]: এস্, ওয়াজেদ আলী
মহৎ জীবন: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
হজরত আবুবকরের জীবন-মাহাত্ম্য: শাহাদাৎ হোসেন
হিংসুকের পরিণাম [কিশোরপাঠ্য গল্প]: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
পুণ্যকথা [হাদিস-সংকলন]: বাহার
সমর্পণ [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন
পানি: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২৬।
২ ঐ, মার্চ ১৯২৭।

ধর্ম্ম-রাজ্য [নক্‌সা] : আবুল মনসুর আহ্‌মদ

আলোচনা

আমাদের কর্ত্তব্য কি ?—আবুল হোসেন

বাঙ্গালী মোসলমানের জাতির [জাতীয়] উৎসব—নূরল আবসার

মিলনের বাধা—সামসের আলী খাঁ

নারীর কথা : কাসেমা খাতুন (মিসেস আর, বি, খান চৌধুরী)

বিবিধ প্রসঙ্গ

রহমানুর-রহিম আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় আজ "সওগাত" আবার নবজন্ম লাভ করিল। "সওগাত" যখন প্রথম বাহির হয়, বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজ ইহাকে সাদর অভিনন্দন করিয়াছিলেন; নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিক-মণ্ডলী ইহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।... বিষম প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে আমাদের পরাজয় ঘটিবার পূর্ব্বে "সওগাতের" প্রচার বন্ধ করিতে আমরা সম্মত হই নাই।...

...পুনরায় "সওগাত" হস্তে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইলাম।...

কাজি ইমদাদুল হক বিএ, বিটি, সাহেব আর ইহজগতে নাই। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি নানাবিধ জটিল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কোনোরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।...

"ইংলিশম্যান" পত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসায় অচিরাৎ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইবে। এ সংবাদ সত্য হইলে অত্যন্ত সুখের কথা সন্দেহ নাই। কলিকাতা মাদ্রাসায় এখন কেবলমাত্র আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় উর্দ্দুর মধ্যবর্ত্তিতায়; অথচ ওখানকার অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালী।...

...আমাদের মতে কলিকাতা মাদ্রাসায় বাঙ্গালা একটী স্বতন্ত্র বিষয়মাত্র হিসাবে না পড়াইয়া উহাকে সকল বিষয় শিক্ষার বাহন (medium) করা উচিত।...

মিষ্টার হাসান[১] শাহিদ সহ্‌র ওয়ার্দ্দি পর পর তিনবার কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।... কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভালরূপ মিটিতে না মিটিতেই কর্পোরেশনের হিন্দু কাউন্সিলারগণ মুসলমান ডেপুটী মেয়রের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্বেকার অগাধ বিশ্বাস একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি স্পষ্টতঃ কোন দোষারোপ না করিয়াই তাঁহার কার্য্যাকার্য্য তদন্ত করিবার জন্য একটী অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন।... এদিকে মুসলমান করদাতাগণ কলিকাতা টাউনহলে বিরাট সভা করিয়া মিঃ সহ্‌রাওয়ার্দ্দির প্রতি এরূপ অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।...

আমরা মিষ্টার হাসান শাহিদ সহ্‌রাওয়ার্দ্দির এমন কোনো কার্য্যের সংবাদ জানি না কিংবা কাহারও মুখে শুনি নাই যাহার জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তদন্ত সমিতি গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে। বরং গত এপ্রিল মাসের হাঙ্গামার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি যেভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।...

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৩

জাগরণী [গান] : গোলাম মোস্তফা

ধর্ম্মের বেদনা : ডাক্তার লুৎফর রহমান

বাঙ্‌লার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য : আবদুল মজিদ

---

১ সর্বত্র 'হোসেন' হবে।

...মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের আমপারার তর্জ্জমা নিয়ে একটু আলোচনা করবো। তিনি এ কাজ করতে গিয়ে ইস্‌লামী পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছেন।...

'কুল আউজো বেরাব্বিল ফালাকে'—'ঊষাপতির শরণ প্রার্থনা করি।' আল্‌ফালাকর-আররাব্বের আশ্রয় চাহিলে কেমন হয়? সংস্কৃতে ঊষাপতি হচ্ছে সূর্য্য—হিন্দুর বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতা। মাওলানা সাহেব হয়ত বলবেন, আমি ঊষাপতি দিয়ে আল্লাকে বুঝিয়েছি। কিন্তু এ যাবত কোন মুসলমান লেখক আল্লার বদলে ঊষাপতি শব্দ এস্তেমাল করেন নি। ঋগ্‌বেদের ১ মণ্ডল, ১১৫ সূত্র ২ শ্লোকে সূর্য্যকে ঊষাপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কি আমরা আবার সূর্য্যোপাসকও হব?...

সফল তীর্থ [কবিতা]: আবুল হাশেম

চাঁদ সোলতানা [ঐতিহাসিক উপন্যাস]: শেখ ফজলল করিম

দামেস্ক বিজয়: শাহাদাৎ হোসেন

রক্তের দান [গল্প]: বাহার

মানসী [কবিতা]: মোহাম্মদ হোসেন

আত্মার তৃষ্ণা [গল্প]: গোলাম কাসেম

ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

চাষা মোস্‌লেম [কবিতা]: আহ্‌মদর রহমান

নারীর কথা: কাসেমা খাতুন (মিসেস আর, বি, খান চৌধুরী)

আমার হিরোইন [গল্প]: একরামদ্দিন

আনোয়ারের বিদায়: ইব্রাহীম খাঁ[১]

ইসলাম জগৎ

পুস্তক ও পত্র পরিচয়

আমরা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেব প্রণীত মহৎ-জীবন গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

---

১ "লেখকের "কামাল পাশা" নাটকের একটী দৃশ্য"।

গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গী ও চিন্তার ধারাগুলি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

...দুর্ভাগ্যবশতঃ এত বড় একজন শক্তিশালী লেখককে আমরা হারাইতে বসিয়াছি। বিগত কয়েক মাস যাবত তিনি কঠিন ক্ষয়কাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনের আশা খুব কম। অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না।..

মাওলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ সাহেব প্রণীত আমপারার ২য় সংস্করণ তফ্‌সীরসহ প্রকাশিত হইয়াছে।...

দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় মৌলবী মুজীবর রহমান সাহেব সম্পাদিত "খাদেম" নামক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মৌলবী মুজীবর রহমান সাহেব বিংশতি বৎসরেরও অধিক কাল দেশসেবা ও সংবাদপত্র সেবায় ব্যয় করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।.. 'খাদেম' পাঠকসাধারণের আশা পূর্ণ করিয়াছে।

"হাবলুল মতীন" পত্রের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক আগা মঈদ-উল-ইসলাম সৈয়দ জালালুদ্দীন অল্-হোসেনী সাহেবের নাম সমগ্র এশিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। মূলতঃ ইনি পারস্যবাসী... ।... তিনি পারসী ভাষায় "হাবলুল মতীন" নামক সংবাদ পত্রের প্রচার করেন এবং দেশশত্রুর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া তাহাদের স্বরূপ লোকচক্ষে ধরাইয়া দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে পারস্যের জাতীয় জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। তদানীন্তন পারস্যপতি শাহ্ ইংরাজ ও রুসীয়-দিগের প্রভাবাধীন ; এজন্য তিনি সৈয়দ জালালুদ্দীনের আন্দোলনে অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে তাঁহাকে পারস্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।...তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখান

হইতেই "হাবলুল মতীন" পত্রিকা পরিচালনা করিতে থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের আশায় তিনি "হাবলুল মতীন"এর ইংরাজি সাপ্তাহিক ও বাঙ্গলা দৈনিক সংস্করণও প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা ভাষায় দৈনিক পত্র প্রচারের চেষ্টা মুসলমানদের বোধ হয় এই প্রথম। যাহাহোক, কিছুকাল পরে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা "হাবলুল মতীন"এর প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।...

...ইদানীং আবার [ভারত] সরকারের সহিত মঈদ্-উল্-ইসলামের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ভারত-সরকার সম্ভবতঃ এবার "হাবলুল মতীন" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন। এই কারণে জালালুদ্দীন অল্-হোসেনী নীতি বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয়স্কর মনে করিয়া ভারত ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন।...

...নবীন শাহ্ হয়তো আশঙ্কা করিয়াছেন যে, "হাবলুল-মতীন"এর সম্পাদককে বাহির হইতে স্বীয় রাজ্যমধ্যে আনিয়া তাঁহার কার্য্যকারিতা বন্ধ না করিলে দেশে আবার বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এজন্য হয়তো তিনি ভারত সরকারের সহিত তাঁহাকে দেশে পাঠাইবার কোনো ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগা মঈদ্-উল-ইস্লাম এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বহুদিন হইতেই তিনি অন্ধ। তাঁহার দুইটি বিদূষী কন্যা বর্ত্তমান। তাঁহারা উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তাঁহারা তাঁহাদের অন্ধ পিতাকে "হাবলুল মতীন" সম্পাদন কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন।...

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৩

কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

...তিনি [কায়কোবাদ] কবি এবং প্রতিভাশালী কবি। তিনি

'মহাশ্মশান', 'অশ্রুমালা', 'অমিয়ধারা', 'শিবমন্দির' প্রভৃতি কয়েকখানা কাব্য এযাবত রচনা করিয়াছেন। ইহার সবগুলিতেই অল্পবিস্তর প্রতিভার ছাপ আছে। দূর ভবিষ্যতে হয়ত ইহার কাব্য স্থায়ী কাব্য-সাহিত্যের আসরে উক্ত উচচ স্থান পাইবে না, কিন্তু এই মাইকেলী-যুগে মুসলমান কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইনি মাইকেল প্রতিভার শিষ্য কবিবর নবীনচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্য। ভাষায় বর্ণনায় ও প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া ইনি নবীনচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্য। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ও প্রাঞ্জলতা, বর্ণনার আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসময়ী ভঙ্গী প্রতিপদে ইহাকে নবীনচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেয়। অবশ্য উপযুক্ত culture অভাবে ইনি উন্নত কাব্যাদর্শের দিক দিয়া নবীনচন্দ্রের কাছ ঘেষিতে পারেন না, সেকথা সত্য।...

...সিরাজী, আবুল মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলী, মোজাম্মেল হক প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান কবিও মাইকেল প্রতিভার অনুযায়ী ক্ষমতাশালী কবি। কিন্তু ইহারা জাতীয় হিতৈষণা ও ভাষার দিক দিয়া যতটা ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, কবিত্বের দিক দিয়া ততটা ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। মহাশিক্ষা কাব্য, স্পেনবিজয় কাব্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সিরাজী সাহেবের যে আন্তরিক জাতি-হিতৈষণা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে এবং মাইকেলী ভাষার উপর যে আশ্চর্য্য দখলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা যতই প্রশংসার যোগ্য হউক, কাব্যের যা প্রাণ সেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাহাতে বেশী না থাকায় কাব্য হিসাবে তাহার গ্রন্থগুলি সাহিত্য রসিকের নিকট তত আদরনীয় হইতে পারে নাই। আবুল মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলী সাহেবের কাসেমবধ কাব্য, সোহরাব বধ কাব্য, ইত্যাদি গ্রন্থে মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ইত্যাদি কাব্যের প্রাণপণ অনুকরণ

চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু কবিত্বের অভাবে সেগুলি বড়ই ক্লিষ্ট। মোজাম্মেল হক সাহেবের 'হজরত মোহাম্মদ', 'জাতীয় ফোয়ারা' ইত্যাদি গ্রন্থেও কবিবর হেমচন্দ্রের ন্যায় জাতির প্রতি উদাত্ত গম্ভীর আহ্বান বাণী যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার কাব্যে কবিত্ব-ধারা তত প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা সাহিত্য রসিকের তত মনোরঞ্জক হয় নাই।

মোট কথা মাইকেলী যুগে মুসলমান-কাব্য সাহিত্যে সত্য কবি মাত্র একজনকেই আমরা মনে করি। তিনি কায়কোবাদ।...

মহৎ-জীবন : ডাক্তার লুৎফর রহমান

পাষাণী [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলল করিম

ইয়ারমূকের যুদ্ধ : শাহাদাৎ হোসেন

সাঁঝের অতিথি [কবিতা] : বন্দে আলী

'গো-দেওতা-কা দেশ' [গল্প] : আবুল মনসুর আহ্‌মদ

খান বাহাদুর কাজি ইম্‌দাদুল হক : সৈয়দ এম্‌দাদ আলী

...কাজি ইম্‌দাদুল হক খুলনা জেলার গদাই পুরের কাজি বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ওয়ালেদ কাজি আতাওল হক সাহেব মরহুম খুলনায় মুক্তার ছিলেন। কাজি সাহেব তাঁহার একমাত্র সন্তান।...খুলনা জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স, কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে এফ, এ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। বি, এ পড়িবার সময় তিনি Physics ও Chemistryতে অনার্স লইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষার প্রাক্কালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে অনার্স ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বি এল্‌ও তিনি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই।...

কাজি ইমদাদুল হকের কর্ম্মজীবনের প্রথম সূচনা হইয়াছিল কলিকাতা মাদ্রাসার অস্থায়ী শিক্ষকরূপে।... শিলংএ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন।...

ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষকরূপে নিয়োগ ..।

.. ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষকের পদ হইতে ঢাকার Teacher's Training Collegeএর ভূগোল শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে উন্নীত হয়েন।

...ট্রেনিং কলেজে থাকার সময়ে তিনি বি, টি, পরীক্ষা দেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। .. বি, টি, পাশ করার কিছুদিন পরেই তিনি Provincial Educational Serviceএ উন্নীত হইয়া ঢাকা বিভাগের Assistant Inspector of School for Muhammadan Educationএর পদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৯২১ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদেই ছিলেন। উক্ত সনের মে মাসে ঢাকাতে Board of Intermediate and Secondary Education স্থাপিত হইলে তিনি উহার সেক্রেটারী হন।... ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'খান্‌সাহেব' এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে "খান্‌বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।...

মনোনীতা পাত্রী [গল্প] একবামদ্দিন

বাদল দিনে [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন

বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা: মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী

...বাঙ্গলার মুস্‌লিম লেখিকাদের বিবরণ লিখিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা মিসেস আর, এস, হোসেন সাহেবার কথা স্মরণ হয়।...

পরলোকগতা আফজালুন্নেসা সাহেবা "রত্নাধার" নামে একখানা স্কুলপাঠ্য বই লিখিয়াছিলেন।...

মরহুমা খায়রুন্নেসা খাতুন সাহেবা "সতীর পতিভক্তি" নামে একখানা উপাদেয় নারীগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনি সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।...ঐ গ্রন্থখানা যে মুসলমান সমাজে কতটা আদৃত হইয়াছে, তাহা উহার চতুর্থ সংস্করণেই বুঝিতে পারা যায়।...

মিসেস্ সারা তৈফুর সাহেবা মুসলমান মহিলাদের মধ্যে অন্যতম লেখিকা। ইনি "স্বর্গের জ্যোতিঃ" নাম দিয়া মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সুন্দর জীবনী লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া অনেকেই লেখিকার ভাষা-জ্ঞান ও রচনা-পারিপাট্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। এছাড়া তিনি অধুনালুপ্ত "বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা"য় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয়া সাজেদা খাতুন ছাহেবার কবিতার সহিত 'সওগাতে'র পাঠক পাঠিকা মাত্রেই সুপরিচিত আছেন, আশা করি। বোধহয় বাঙ্গলার মুস্লিম লেখিকাদের মধ্যে ইনিই একমাত্র মহিলা কবি।...

মিসেস এম, রহমান, সৌদামিনী বেগম, কাসেমা খাতুন সাহেবা প্রভৃতি মহিলাগণও "মোহাম্মদী", "আল্-এস্লাম" ও 'সওগাতে' সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গভাষানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।...

["খুলনা জিলার অন্তর্গত দৌলতপুরের"] রিজিয়া খাতুন সাহেবার বঙ্গভাষার প্রতিও যে যথেষ্ট অনুবাগ আছে, তাহার পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি ইসলামদর্শন, শরিয়ৎ, মোসলেম দর্পণ, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এখনো লিখিতেছেন।...

চট্টগ্রামের সুলেখিকা শামসুন নাহার সাহেবার নাম অধুনা বাঙ্গলার সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত "পুণ্যময়ী" গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও রচনাশক্তি দর্শনে

অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিক ও পত্রিকা-সম্পাদক তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।...

সর্ব্বশেষ যে বিদুষী মহিলার নাম করিব, তিনি সাহিত্য প্রতিভায় শুধু মুসলমান মহিলাদের মধ্যে কেন, মুসলমান পুরুষ সাহিত্যিকদের মধ্যেও একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা। যে কয়জন মুষ্টিমেয় মুসলমান লেখক উপন্যাস রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, নূরুন্নেসা সাহেবা তাঁহাদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। তাঁহার রচিত উপন্যাসসমূহের নাম "স্বপ্নাদৃষ্টা", "জানকীবাঈ" ও "আত্মদান"। ঐ উপন্যাস গুলি পাঠ করিলে তাঁহার লিপিচাতুর্য্য ও কল্পনাশক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।...

এই মুসলিম মহিলার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া "নিখিল-ভারত-সাহিত্য-সঙ্ঘ" তাঁহাকে "বিদ্যাবিনোদিনী" ও "সাহিত্য-সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়া গুণের উপযুক্ত সমাদর করিয়াছেন।

দুখের গৌরব [কবিতা]: আহ্‌মদর রহমান

কামাল পাশা [নাটক]: ইব্রাহীম খাঁ

নার্সিসাস [গল্প]: খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

প্রয়াণ [কবিতা]: নস্‌রু

ইসলাম জগৎ

বিবিধ প্রসঙ্গ

...বঙ্গীয় রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল খাঁ বাহাদুর আমিনুল ইসলাম সাহেব সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মরহুম খাঁ বাহাদুর সাহেব পরলোকগত নবাব সেরাজুল ইসলাম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইংরাজী ১৮৯৩ সালে কিংবা উহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী বৎসরে আমিনুল ইসলাম সাহেব কলি-

কাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন।...

মরহুম খাঁ বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সদালাপী মিষ্ট ভাষী ভদ্রলোক ছিলেন।...

তাঁহার এক পুত্র এই বৎসর ইন্‌কম ট্যাক্স অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা এই ভদ্রলোকের এবং মরহুম খাঁ বাহাদুরের পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

গত ৩১শে জুলাই (১৯২৬) তারিখে কলিকাতা ২৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ মোহাম্মদ লায়েক জুবিলী ইনষ্টিটিউশন হলে ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, ওয়াজেদ আলি সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনস্বরূপে গৃহীত হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ..

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত বীরভূম অধিবেশনে মৌলবী গোলাম মোস্তফা সাহেবের প্রস্তাবমতে ও শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়কে নির্ব্বাচিত পাঠ্য পুস্তক সমূহে ইসলামী বিষয়ের অধিকতর সমাবেশ করিতে এবং মুসলমান পরীক্ষার্থীদিগকে তাহাদের অপরিহার্য্য আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের অবাধ অধিকার দিতে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এই সভা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৩

সর্ব্বসহা [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম : আবুল মনসুর আহ্‌মদ[1]

বেদূঈন [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস] : শেখ ফজলল করিম

তরুণের কাজ : এস্‌, ওয়াজেদ আলী[1]

বড় হুজুর [গল্প] : একরামদ্দিন

খান বাহাদুর কাজি ইম্‌দাদুল হক : সৈয়দ এমদাদ আলী

আঁধারের সাথী [কবিতা] : মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুন

মায়ার বাঁধন [গল্প] : গোলাম কাসেম

কাব্যসাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

কায়কোবাদ সাহেবের কাব্য-রচনা প্রণালীতে আমরা কি দেখিতে পাই? তিনি যে কবিপ্রাণ ব্যক্তি, তিনি যে কাব্য-সৌন্দর্য্য হৃদয়-গ্রহ করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে বিকাশমান অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতিই যে কাব্যের প্রাণ, একথা যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাব্যাবলী আলোচনা করিলেই প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যানুভূতির সমাহারে একটা সমগ্রের সৃষ্টি তিনি করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহার রচনাবলীতে সৃষ্টিক্ষমতার কোন পরিচয় পাই না।...

... বর্ণনামূলক খণ্ড কবিতাগ্রন্থ হিসাবে তাঁহার 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয় ধারা' কবিত্ব-রস-গ্রাহী ব্যক্তির কাছে সমাদর পাইবে। স্থায়ী সাহিত্যে এদের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ সাময়িক কবিতা হিসাবে যে এগুলি উপভোগ্য হইয়াছে, তাহাতে আশা করি, কাহারও দ্বিমত হইবে না।

কিন্তু 'মহাশ্মশান' ও 'শিবমন্দির' কাব্যদ্বয়ে কায়কোবাদ সাহেব শুধু বর্ণনা লইয়া থাকেন নাই, এগুলিতে তাহার কল্পনার বিদ্যু-

১ "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পাঠিত"।

ভিলাস আছে, সৃষ্টি করিবার প্রয়াস আছে। ...কিন্তু অন্তর দৃষ্টি ও মানবচরিত্রের এবং ঘটনার সামঞ্জস্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কবির সম্যক ধারণার অভাবে, সে সৃষ্টি মহাকাব্য হিসাবে সার্থক হইতে পারে নাই।...

সিরাজী সাহেবও খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কোনদিকেই তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই।... তাঁহার এই তীব্র সমাজহিতৈষণা মুসলমান সমাজের পক্ষে কম লাভজনক হয় নাই। ফলে তাঁহাকে আমরা একজন শক্তিশালী কবি হিসাবে না পাইলেও একজন শক্তিশালী সমাজ হিতজনক প্রবন্ধ লিখক হিসাবে পাইয়াছি।...

মৌলভী মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ও মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ বি-এ (ভোলা) সাহেবদ্বয়ও কাব্যরচনায় সমাজ-হিতৈষণা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত কাব্যাবলীর মধ্যে, স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে উন্নত কাব্যাদর্শ হৃদয়-গ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাব্যাবলী আলোচনা করিয়া এমত আমাদের বোধ হয় না।...

আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী সাহেবের কাব্যা-বলীতে আমরা তাঁহার সমাজহিতৈষণাও দেখি না, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণারও কোন পরিচয় পাই না।...

ডাঃ [সৈয়দ আবুল হোসেন] সাহেবের রচনাবলীতে কাব্যের অনেক উপাদান আছে;... কিন্তু তথাপি এগুলি কাব্য হয় নাই।...

শেখ হবিবর রহমান সাহেবের প্রাথমিক রচনা 'কোহিনূর কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত।... ইহা পড়িয়া কতগুলি ভাল

ভাল তত্ত্বকথা শিখা যায় বটে, কিন্তু কাব্যরস-পিপাসা তাহাতে বিন্দুমাত্র মিটে না।

... খণ্ড কবিতা রচনায় ইনি রবীন্দ্রপন্থী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধ অন্তরদৃষ্টি এবং সর্বোপরি তাঁহার সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা ইঁহার রচনায় পাওয়া যায় না।...

শেখ ফজলুল করিম সাহেবের প্রাথমিক রচনা 'পরিত্রাণ কাব্য'।... ইহাও মাইকেলী কাব্যাদর্শে রচিত। ইহার রচনাও কবিত্বশূন্য ও নিরস।... কিন্তু ইঁহার খণ্ড কবিতাগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।... বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আনন্দানুভূতিই সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের বড় কথা। আমরা এই কবির উপরোক্ত সৌন্দর্য্যতত্ত্ববোধ দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি।...

শরতে [কবিতা]: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

দাঁতের যত্ন

কামাল পাশা [নাটক]: ইব্রাহীম খাঁ

বাদ-প্রতিবাদ

রাঙ্ ও সোনা—(মিসিস) আর, এস, হোসেন

ভাদ্র মাসের "সওগাত" পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি যে কতিপয় বঙ্গ-লেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন, সেজন্য আমি "আঞ্জমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম কলিকাতা"র সেক্রেটারী রূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু বিক্রমপুরী সাহেবের অত্যধিক উদারতায় আমার ভারী আপত্তি আছে। তাহা এই যে তিনি মাদৃশ নগণ্যাকে কয়েকজন উপাধি-ধারিণী বঙ্গ-বিখ্যাত লেখিকার তালিকা-

ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজেকে অবমানিতা বোধ করিতেছি।

"নিখিল ভারত-সাহিত্য সঙ্ঘ" আমার নিকট "বিদ্যাবিনোদিনী" ও "সাহিত্যসরস্বতী" উপাধি চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ফেরিওয়ালার নিকট জিনিষ কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।

... বিক্রমপুরী সাহেব সার্টিফিকেট দানের পূর্ব্বে মেকি "লেখিকা" ও আসল লেখিকাদের বিষয়, এমন কি কোন লেখিকা মৃতা কি জীবিতা—তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে ভাল হইতে না কি?...

বিক্রমপুরী সাহেবের মতে "পরলোকগতা" আফ-জালুন্নেসা সাহেবাকে আমি অদ্য (১৯শে ভাদ্র ; ১৩৩৩ সনে) এই মাত্র (১২টার সময়) দেখিয়া আসিলাম।...

ভুল-ভাঙা—মিসেস্ এম, রহমান

...আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেব, "সওগাত" পত্রিকায় বঙ্গ-মুসলীম লেখিকাদের নামের তালিকা প্রকাশ করে মহিলামাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁর সার্টিফিকেট হঠাৎ গজিয়ে ওঠা লেখিকাদের আশাতীত সম্মান দিয়েছে এবং যাদের লেখিকাজীবনের এদ্দৎ আজও পূর্ণ হয় নি, তাদের সঙ্গে আমার তুলনা করে আমাকে তিনি অপমান করেছেন। ..

শ্রদ্ধেয়া মিসেস আর, এস, হোসেন সাহেবার লেখনী ধারণের বহু পূর্ব্বে খুলনা তেঁতুলিয়ার জমীদারীর মোঃ হামিদউল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী, আজিজন্নেসা খাতুন সাহেবা কবিতা রচনা ও কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করে যশার্জ্জন

করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম মুসলীম মহিলা কবি। কুমিল্লাবাসিনী সাজেদা খাতুনও কবিতা রচনায় সিদ্ধ হস্ত। সারা তৈফুর কেবল গ্রন্থকর্ত্রী নন, পরন্তু প্রাণবন্ত নারী। আফজালুন্নেসা "রত্নাধার" প্রণয়নের পূর্ব্বাবধিই বিকৃত মস্তিষ্ক, বর্ত্তমানে ঘোর উন্মাদিনী। স্বশরীরে বর্ত্তমান, পরলোকগতা নন। মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুন, গুঁপো লেখিকা নন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মরহুমা খায়রুন্নেসা প্রকৃতই লেখিকা ও গ্রন্থকর্ত্রী ছিলেন। শামসুন্নেহার ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণা মেডেলপ্রাপ্তা মেয়ে, প্রার্থনা কুমারী নেহারের অবরোধ-বিদ্রোহ জয়যুক্ত হোক। মোতাহেরা বানুর রচনার অল্পতাহেতু তাঁকে খুঁজে বার করতে হয় কিন্তু সুলেখিকা খোরশেদজাঁহা সাহেবা কি অপরাধে তালিকাভুক্ত হন নি ? সৌদামিনী বেগমের রচনা প্রায়ই দেখা যায় বটে কিন্তু তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী ? মিসেস হোসেন সাহেবার নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর আমি ?

বাল্যে শিক্ষা পাই নি; দুঃখ-বেদনার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রাণের চকমকিতে আগুণ জ্বলেছে; সময় সময় কলমের মুখে তারই ফুলকী ফুটে বেরোয় মাত্র। সুতরাং আমি লেখিকা তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যা নই। তবে ইহাও ধ্রুব সত্য যে, বেতনভূক লেখক নিযুক্ত করতে পারলে, এতদিনে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী নিরুপমা দেবীকেও ছাড়িয়ে উঠতুম। "বাণীর বরপুত্র সঙ্ঘ" পাঁচ বছর পূর্ব্বে "ন্যায়-কচ্‌কচানী" না "কমলে কামিনী" কি একটা উপাধী ষোলো টাকায় আমার নিকটে বিক্রী করতে চেয়েছিল কিন্তু ষোলো খানা রাজার মুখের বিনিময়ে ভূয়ো উপাধি গ্রহণ ঘৃণার্হ বিধায় আমি তা প্রত্যাখান করেছিলুম। বিদ্যার

সঙ্গে আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ বলেই যে, অবিদ্যার মোহে পড়ে লাঙ্গুল খরিদ করতে হবে তার মানে কি ?

...ভূতপূর্ব্ব "আল এসলাম" চার বছর পূর্ব্বে বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্য-সূতিকাগারের সদ্য-প্রসূত লেখিকা সে কাগজে লিখতো কি করে ?

...উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই, তবে অনুগ্রহ গ্রহণের যোগ্যতা না থাকায় বাধ্য হয়ে বলতে হ'চ্ছে—

অনুগ্রহ ক'রে এই কর,
অনুগ্রহ ক'রো না আমায়।

ভারতীয় মুসলমানের মেয়ের বিবাহ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার—
মহ্‌ফুজার রহমান খাঁ

ইসলাম জগৎ

পুস্তক ও পত্র

যুগের আলো—সামাজিক চিত্র।...শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী। ২৯ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা। মূল্য ။০ আট আনা আনা।

...বইখানা পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

শিশু খুসী, মৌলবী গোলাম লতিফ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা। শিশু পাঠ্য বই।

...ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আমরা লেখককে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অনুভূতি, কবিতার বই। আবু মঞ্জুর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।...কেন কবিতা লিখিবার জন্য এ অশোভন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ?...

আজমীর ভ্রমণ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ সাহেব রচিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সুলিখিত পুস্তক। নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।...

ইণ্ডিয়ান ডেণ্টাল জর্নাল...ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাক্তার আর, আহ্‌মদ, ডি, ডি, এস।...

বিবিধ প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৩

বাঙ্গলা ব্যাকরণ সমস্যা : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস] : শেখ ফজলল করিম

তরুণের অভিযান [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

বয়ন-শিল্প : মোহাম্মদ নুরুল হক

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহীম খাঁ

সন্ধ্যায় [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

প্রাচীন মুসলমানের শিক্ষা ও সাধনা : মোহাম্মদ এনামুল হক

মনের বিয়ে [কবিতা] : মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুন[১]

পরী চিবি : (মিসিস্) আর, এস, হোসেন[২]

কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

...মৌলভী শাহাদাৎ হোসেন সৌন্দর্য্য-পাগল কবি।...

...ইহার রচনায় বিন্দুমাত্র আয়াসের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। যেন তাঁহার লেখনীমুখে অত্যন্ত সহজ-সরল গতিতে কবিত্বধারা আপনা-আপনিই উৎসারিত হইতে থাকে। শাহাদাৎ হোসেনের সৌন্দর্য-দৃষ্টি কায়কোবাদ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ;—যুগধর্ম্মই অবশ্য ইহার একমাত্র কারণ।...

১ সম্পাদকের টীকা : "... মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় কবিতাটি ছাপা হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।"

২ "উর্দ্দু পত্রিকা হইতে অনুদিত"।

...গুরু-গম্ভীর ভাবের রচনায় কবির ক্ষমতা অনন্য-সাধারণ।...

মুক্ত কারা [কবিতা]: আবদুল কাদের

পাষাণ [গল্প]: গোলাম কাসেম

অপূর্ণতা [কবিতা]: হুমায়ুন কবির

ইসলাম জগৎ

প্রতিদান [গল্প]: বাহার[১]

নারীর কথা: কাসেমা খাতুন [মিসেস আর, বি, খান চৌধুরী]

পুস্তক ও পত্র

আলমগীর।—মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এল-টি প্রণীত। মূল্য এক টাকা বার আনা।...ইহা যেমন ঠিক ইতিহাস নহে, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও ইহাকে বলা যায় না।...

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।—মৌলভী মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বি, এ, প্রণীত। সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা পুস্তক। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এই প্রথম।...

হাসির তোড়া।—মৌঃ আবু আবদুল লতিফ প্রণীত। মূল্য ৶০ আনা।...

ছেলেদের গল্পের বই।...নিতান্ত মামুলী ধরণের।...

বালক বীর।—মৌলভী আবু লোহানী বি, এ, প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। শিশুপাঠ্য জীবনচরিত।...অগঠিতমন শিশুদের পক্ষে এ বই যে খুব সুপথ্য, তাহা আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে বলিতে পারি।...

সদ্ভাব-কুসুম বা সাদীর কালাম। মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, এল্-টি প্রণীত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

[১] "Walt whitmanএর ছায়া অবলম্বনে"।

পারস্যের মহাকবি সাদী রচিত 'গোলেস্তাঁ'র কতকগুলি বাছা বাছা নীতি-উপদেশমূলক কবিতার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ।...আদ্যোপান্ত এইরূপ জঘন্য অনুবাদে পূর্ণ...। ..

বাদ-প্রতিবাদ : নসীমুননেসা খাতুন, মকরম আলী[১]

বিবিধ প্রসঙ্গ

...যদি মুসলমানেরা অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়া তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত মতামত মানিতে হিন্দু নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত কি ?—আমরা মুসলমান সমাজকে এই সকল কথা ধীরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। মতভেদ থাকুক, তথাপি কংগ্রেসকে হত্যা করিবার আয়োজন করা আমাদের পক্ষে শোভনীয় নহে।

...রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় চৌধুরী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে এককালীন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক অন্ধতা ও বিদ্বেষের যুগে রাজা বাহাদুর যে এরূপ উদারতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।...

...বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অন্যতম সুলেখিকা মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুন সাহেবা বিগত ফাতেয়া দোয়াজদহমের পুণ্যময় সোবহে সাদেকে বেরীবেরী রোগে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে)। মৃত্যু-সময় তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর হইয়াছিল।...

চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

অঘ্রাণের সওগাত [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

বাংলা বর্ণমালার কথা : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

---

১ পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত বেগম রোকেয়া ও মিসেস এম. রহমানের 'বাদ-প্রতিবাদে'র বিরূপ সমালোচনা।

প্রাচীন মুসলমানের শিক্ষা ও সাধনা : মোহাম্মদ এনামুল হক

বিদায়ে [কবিতা] : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস] : শেখ ফজলল করিম

বয়ন-শিল্প : মোহাম্মদ নুরুল হক

নিরুদ্দেশ [গল্প] : একরামদ্দিন

কলের কুলি [গল্প] : বাহার[১]

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহিম খাঁ

পিয়ারী [গল্প] : শামসুন্ নাহার

ভুল [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

ইসলাম জগৎ

আগুনের খেলা [গল্প] : গোলাম কাসেম

কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

> মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার ভিতরে বাহিরের চটক আছে যতটা, অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতা ততটা নাই।...
>
> এর কারণ, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য এ যাবত খুঁজিয়া পান নাই। নিজের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তিও যে তাঁহার মনে জাগিয়াছে, এর পরিচয় আমরা তাঁহার কোন অধুনাতন রচনায়ও খুঁজিয়া পাই না।...
>
> মৌলভী বন্দে আলী মিঞা 'কবি প্রিয়ার খোলা বুক', 'মলয় হাওয়া', 'জোছ্‌নার হাসি' প্রভৃতি লইয়াই অর্থহীন গান রচনা করিতেছেন এবং তাহাতেই একেবারে মশ্‌গুল হইয়া আছেন, কিন্তু নৃত্য-দোদুল ছন্দে ও রচনাভঙ্গীতে তাঁহার যে অনাহত অধিকার দেখিতেছি, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।
>
> মৌলভী ফজলুর রহমান চৌধুরী, মৌলভী হুমায়ুন কবির ও মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের রচনায় যে মিঠা হাতের

১ "টুর্গেনিভের ছায়া অবলম্বনে"।

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এখনো কাঁচা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ আশায় উজ্জ্বল।

মৌলভী জসিমুদ্দিন সাহেবের মাত্র দু' একটা কবিতা পড়িবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাহাতে গ্রাম্য ছবির যে কোমল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত চমৎকার।...

জোহরা [গল্প] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

বাদ-প্রতিবাদ : শেখ হবিবর রহমান

গত আশ্বিন মাসের "সওগাতে" আমার কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক মৌলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন সাহেব সমালোচনাচ্ছলে আমার লিখনের অজস্র নিন্দা প্রচার করিয়াছেন।...

সওগাতের অতি প্রিয় ও উচ্চ সার্টিফিকেট প্রদত্ত এই সমালোচক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন লোকটি যে কে, তাহা আমি জানি না, তাঁহার লিখিত কোন কাব্য বা অন্য পুস্তকের কথা কখনও শুনি নাই।...

উত্তর : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

পুস্তক ও পত্র

মানব মুকুট।—মৌলভী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব প্রণীত।... মূল্য ।০ চারি আনা।

... বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।...

মর্ম্মবীণা।—মৌলভী শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী সাহেব রচিত।... মূল্য ।।০ আট আনা।

কবিতার বই। নিতান্ত কাঁচাহাতের রচনা।...

এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য।— গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রকাশক ও পাপ্তিস্থান, — মোহাম্মদী বুক এজেন্সী ... মূল্য ১৲ টাকা।

... আলোচনা ... হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে ...।

সত্যাগ্রহী।— সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক, — মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব। কার্য্যালয় ১০/৩, মোসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা।

আমরা এই সাপ্তাহিক পত্রের কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।...

বিবিধ প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : পৌষ ১৩৩৩

বঙ্গভাষা ও মুসলমানী শব্দ : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী[১]

প্রাচীন মুসলমানের শিক্ষা ও সাধনা : মোহাম্মদ এনামুল হক[২]

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস] : শেখ ফজলল করিম

বয়ন-শিল্প : মোহাম্মদ নূরল হক

রাঙা বর [গল্প] : একরামদ্দীন

মরণ বেলায় [কবিতা] : বন্দে আলী মিয়া

মহাপ্লাবন : এম, সেকান্দর আলী

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহিম খাঁ

সাঁঝের ডাক [কবিতা] : জসীম উদ্‌দীন

ইসলাম জগৎ

ওমর খাইয়ামের যুগ : মোহাম্মদ মন্‌সুরউদ্দীন

ইসলাম [কবিতা] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

১ "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে (মুনশীগঞ্জে) পঠিত"।

২ "আল্‌-হেলাল সাহিত্য সমিতির পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ"।

কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

... এই বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধ হয় কাব্যকে ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই।...

কাজেই নজরুল ইসলামের কাব্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধোঁয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবুদ্ধ কাব্য-উপভোগের ফল বলিয়া মনে করি না, বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়াই ধরিয়া লইতে বাধ্য হই।...

...আমরা নজরুলকে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, নজরুল ইসলাম বেদনার কবি। জগতের নিপীড়িত মানবতার ভিতরে বেদনার যে সার্ব্বজনীনতা আছে, তাহার সুরেই নজরুল ইসলাম তাঁহার কাব্য-বীণা বাঁধিয়াছেন।...

...নজরুল ইসলাম বাঙ্গলার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইস্‌লামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গজল গান : নজরুল ইসলাম[১]

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : মাঘ ১৩৩৩

মিসেস্ এম্, রহমান[২] [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

---

১ "বিখ্যাত উর্দ্দু গজল "কিস্‌কে খেরামে নাজ্‌নে কব্‌র্‌মে দিল্ হিলা দিয়া" সুর"।

২ "গত ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় জান্নাত-বাসিনী হইয়াছেন"।

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস]: শেখ ফজলল করিম
বিচিত্রা [কবিতা]: আবদুল কাদের
রসায়ন বিদ্যায় মুসলমান: এ, হাসিব
কামাল পাশা [নাটক]: ইব্রাহিম খাঁ
বিবি খোদিজা: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ: নূরন্নেছা[১]
কবি ওমর খৈয়াম: শাহাদাৎ হোসেন
ইসলাম জগৎ
বার্ষিক সওগাত [কবিতা]: নজরুল ইসলাম
দারিদ্র্য [কবিতা]: নজরুল ইসলাম[২]
হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ও দেবমন্দির: মন্মথনাথ সরকার
গচ্ছিত ধন [গল্প]: আবদুর রহিম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং মোসলমান: আনওয়ার হোসেন
ভিক্ষুক [গল্প]: একরামদ্দিন
দিনশেষে [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন
বিবিধ প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা: ফাল্গুন ১৩৩২

ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার: মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী
চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস]: শেখ ফজলল করিম
গজল-গীতি: নজরুল ইসলাম[৩]
বিবি খোদিজা: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
কামাল পাশা [নাটক]: ইব্রাহীম খাঁ
এসলামের শাসননীতি: খোন্দকার গোলাম আহ্মদ
কবি ইকবাল: মোল্লা নাসিরুল হক্

১ "সভানেত্রীর অভিভাষণ"।
২ 'কল্লোল' থেকে পুনর্মুদ্রিত।
৩ "উর্দু গজল "নাজভি হোতা রহে হোতি রহে বেদাদভি"—সুর"।

ইসলাম জগৎ

স্বপ্নাচ্ছন্ন [কবিতা]: হুমায়ুন কবির

পাশের ঘরের মেয়ে [গল্প]: গোলাম কাসেম

কমলের অভিমান [গল্প]: মোহাম্মদ জোবেদ আলী

আলোচনা: আনওয়ার হোসেন, সাদত আলি আখন্দ

বিবিধ প্রসঙ্গ

দূরের সুর [কবিতা]: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

পুস্তক পরিচয়

প্রদীপ ও চেরাগ।— মৌলভী মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ্ প্রণীত। প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান,— দি মুসলমান বুক এজেন্সী, ১১/৫ কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

গল্পের বই। .. হিন্দু মুসলমান মিলনের উপর যে দেশের মুক্তি নির্ভর করে, এই মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখক এই গল্প তিনটী রচনা করিয়াছেন।... অসাধারণ শিল্পীর লিপি-কুশলতা এ গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলেও আর্ট সম্বন্ধে লেখকের ধারণা যে খুব তীক্ষ্ণ তাহার পরিচয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। ... বর্ত্তমান মুসলমান সাহিত্যে এই গল্প পুস্তক আশাতিরিক্ত দান।...

বিধবার মুক্তি।—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ প্রণীত। ..

তাপসী রাবেয়া।—মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী প্রণীত। ১৩৮ কড়েয়া রোড, কলিকাতা...হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

...জীবনী-অংশের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইল। ...শুধু নিরর্থক সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা গ্রন্থের কলেবর অযথা স্ফীত করা হইয়াছে। ...সুফীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই আলোচনায় তাঁহার সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।...

পুন্যময়ী।—মোসাম্মাৎ শামসুননাহার প্রণীত। প্রকাশক,—

বাহার, খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ী। তামাকুমণ্ডি, চট্টগ্রাম। মূল্য ।।৵০ আনা।

...আটজন প্রাতঃস্মরণীয়া মুসলিম-মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পাইয়াছে।...রচনা আশানুরূপ সহজ সরল হয় নাই,—কতকটা পণ্ডিতী বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার বিবৃতি-কৌশল অপ্রশংসনীয় হয় নাই।...

নবপর্য্যায়।—মৌলভী কাজী আবদুল ওদুদ এম, এ, প্রণীত।...মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৸০ বার আনা; বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

...সমালোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেক প্রবন্ধের বুকে তাঁহার চিন্তায় স্বাধীনতার ছাপ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে।...তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, আলোচ্য বিষয়ের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সমাজ ও দেশ-প্রীতির অকৃত্রিমতা তাঁহার চিন্তার স্বেচ্ছাগতির রাশ টানিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে 'নবপর্য্যায়' নবীন বাঙ্গালী সমাজে এক অতি উপাদেয় চিন্তার সামগ্রী হইয়াছে।...

চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩৩

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" : তসদ্দুক আহ্‌মদ[১]

জীবন পণ [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

শয়তান : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

জাগ্রত জাতি : তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহীম খাঁ

খোশ আমদেদ : নজরুল ইসলাম[২]

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি : মিসিস আর, এস, হোসেন

১ "বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে" "সভাপতির অভিভাষণ"।

২ "ঢাকা মুসলিম হলে বার্ষিক মুসলিম-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন-গীতি"।

স্বপ্ন [কবিতা] : মতীয়র রহমান খান

মাথার খুলি [গল্প] : গোলাম কাসেম

বাসন্তী [কবিতা] : মিসেস এস, এন, হোসেন

চাঁদ সোলতানা [উপন্যাস] : শেখ ফজলুল করিম

ঘরে ফিরে যা রে তোরা [কবিতা] : জসীম উদ্‌দীন

ইসলাম জগৎ

স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ : মোল্লা নাসিরুল হক

বিবিধ প্রসঙ্গ

> গত ৭ই মার্চ্চ বুধবার বরিশাল জিলার অন্তর্গত ফুলকাঠি নামক স্থানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার অনুমতিতে পুলিশ পাঁচশত গ্রাম্য মুসলমানের এক জনতার উপর গুলী ছুড়িয়া পনর জন মুসলমানকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু লোক আহত হইয়াছে। আহতদের যে কয়জনকে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আরও ছয় জন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।...

চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৪

ঈদ মোবারক [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

মানব জীবন : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

জাগ্রত জাতি : তাহের উদ্দীন আহমদ

বিবি খোদিজা : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

স্মৃতি রক্ষা [গল্প] : আবুল মুজাফর মোহাম্মদ এনায়েতউল্লা

মহাপ্লাবন : এম, এম, সেকান্দর আলী

উন্মুক্ত [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

জীবন পণ [উপন্যাস] : একরামদ্দীন

"হিন্দু মুসলমান সমস্যা" : আবদুস সালাম খাঁ

> ..."হিন্দু মুসলমান সমস্যা"র ভিতর দিয়া যে ভাব ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা আর যাহারই যোগ্য হোক, শ্রীকান্ত প্রণেতার যে হয় নাই তাহা অতি বড় বলদেও বোধ হয় বঝিবে।...

অন্ধকার [কবিতা] : মহমুদ হোসেন

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহীম খাঁ

যষ্টিযোগে রান্নাঘরে : [গল্প] : এম, এ, জলিল

জাষ্টিস্ সৈয়দ আমীর আলী : মোল্লা নাসিরুল হক

ইসলাম জগৎ

বিবিধ প্রসঙ্গ

...সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন, ইতিমধ্যে দিল্লীতে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সভায় স্থির হইয়াছে যে, মুসলমানেরা কয়েকটি শর্ত্তের বিনিময়ে স্বতন্ত্র-সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা গ্রহণ করিতে থাকে।...

কিন্তু এই প্রণালীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে।... সেইজন্য হিন্দু মনোভাবের পরিবর্ত্তনের কোনও আভাষ পাইবার পূর্বে আমরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী নহি।

পুস্তক পরিচয়

পারস্য প্রতিভা।—মৌলভী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস প্রণীত। প্রকাশক,—ডাঃ মোহাম্মদ আখতার হোসেন এম-বি, পাবনা। মূল্য পাঁচ সিকা।

...এই গ্রন্থদ্বারা তিনি বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সহিত পারস্য কাব্য-সাহিত্যের যে যোগ-সূত্র স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য চিরদিন বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।...

চতুর্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

গজল-গীতি : নজরুল ইসলাম[১]

মানব জীবন : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

১ "উর্দ্দু গজল "নাজভি হোতা রহে হোতি রহে বে-দাদভি"—সুর।

শামসুল ওলামা শিব্‌লী নো'মানী : এ, জেড, নূর আহমদ

ইসলামে সেবা[১]

জীবন পণ [উপন্যাস] : একরামদ্দিন

মায়া [কবিতা] : সৈয়দ উদ্দীন

ইসলাম ও ভারতীয় মুসলিম : সাদত আলি আখন্দ্

বিবি খোদিজা : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

বাংলা দেশের অর্থ সমস্যা ও তাহার প্রতিকার : মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চৌধুরী

ভুলের স্রোতে [গল্প] : মোহাম্মদ আবদুল লতিফ

পরাভব [কবিতা] : আবদুল কাদের

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহীম খাঁ

মহাপ্লাবন : এম, এম, সেকান্দর আলী

বাসনা [কবিতা] : মিসেস্ এস্, এন্, হোসেন

ইসলাম জগৎ

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলল করিম

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুস্তক পরিচয়

প্রেম কথা। —সৈয়দ আবুল খয়ের মোহাম্মদ শামসর রহমান আল যালালী প্রণীত।...

...লেখককে আমরা অনুরোধ করি,...কাব্য লেখা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশন করুন।...

হাস্নাহানা।— মৌলভী গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক।...'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটে ফুটে ফুটে না' অবস্থায়

১ ইব্রাহিম খাঁ ও আহসানউল্লাহ্-সম্পাদিত "ইস্‌লাম-সোপান" নামক গ্রন্থের "পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত"।

দেখিয়াছিলাম, 'হাস্নাহানা'য় তাহা অনেকটা ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

...অসংখ্য দোষ-ত্রুটি সত্বেও কবির ক্রমবিকশিত শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় ইহাতে পাইয়াছি। 'শ্যালিকা' শীর্ষক কবিতাটি এ কাব্যে সংযোজনের যোগ্য হয় নাই।...

ফারুক-চরিত। —মৌলভী নাজির আহমদ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান, —মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

...আমরা এ গ্রন্থখানা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।...

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: আষাঢ় ১৩৩৪

হাল ও মকাম: মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা: মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

ভারতীয় মুসলমানগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রকাশে একান্ত সাম্প্রদায়িক, ইহা অতি বড় সত্য কথা। ইহা অস্বীকার করিবার ও গোপন করিবার কোন কারণ নাই।...এই যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও হিন্দুদিগের নিকট হইতে পৃথক করিয়া অধিকার বুঝিয়া লইবার চেষ্টা, ইহা মুসলমানদিগের আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র।...

নববলে বলীয়ান তরুণ তুর্কী বা আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ অধিকার করে, তবে তাহা তুর্কী বা আফগানেরই রাজত্ব হইবে, ভারতীয় মুসলমানের রাজত্ব হইবে না।...

নীতি কথা: বাহার

জাতির মোহ ও মুক্তি: তাহেরউদ্দিন আহ্মদ

কঙ্কাল [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

জীবন-পণ [উপন্যাস] : এক্‌রামদ্দিন

গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী : রিজাউল করীম

ছেঁড়া পাতা [গল্প] : এস, আহমদ

নবীন প্রভাত : সৈয়দ উদ্‌দীন

সলীমা সুলতান বেগম : আব্দুল হক ফরিদী

আলোচনা

যৎকিঞ্চিৎ—এম, এম, সেকান্দর আলী

শুদ্ধি-আন্দোলন—মন্মথনাথ সরকার

বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির বিপরীত দিক—দানেশ আহ্‌মদ

কথা-সাহিত্যের ত্রয়ী : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

কণ্ঠহারা [কবিতা] : আবদুল কাদের

মুসলিম জাহান

কামাল পাশা [নাটক] : ইব্রাহিম খাঁ

ফিরে যাওয়ার দল [কবিতা] : হুমায়ূন কবির

চয়ন

গজল গান --নজরুল ইসলাম[১]

ওমর-গুরু আবু আলি সিনা —সুরেশচন্দ্র নন্দী[১]

বাংলায় ম্যালেরিয়া—প্রভাবতী দেবী[২]

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলল করিম

জেনানা মহল

করিমুন্নেসা খানম সাহেবা : (মিসেস) আর, এস, হোসেন

...১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের...প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুম মৌলবী জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাহেবের গৃহে ঐরূপ একটী রত্ন

১ 'কল্লোল' থেকে পুনর্মুদ্রিত।
২ 'স্বাস্থ্য-সমাচার' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

(করিমুন্নেসা খানম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখীর মত কোরাণ শরীফ ব্যতীত আর কিছু পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না।

...[ফার্সী] বয়েৎগুলি মুখস্থ করিতেন...।

...১৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বিবাহ হইয়া গেল।...দেলদুয়ারে আসিয়া তিনি কয়েকজন দেবর-সম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি সমাজের অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কেবল নিজের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই। বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যের পর তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের[১] সুশিক্ষার জন্যও তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে।...

করিমুন্নেসা খানম স্বভাবকবি ছিলেন।...

তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য সাধনাও কম করেন নাই।...

তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমত আরবী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।...পারস্য ভাষাও জানিতেন।

সমাজ তাঁহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটা উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন।...আমাকে দু' হরফ বাঙ্গালা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ।...

গত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর এই রত্নটি ৭১ বৎসর ৫ মাস বয়সে হৃদযন্ত্র অচল হওয়ায়...চির লুক্কায়িত হইয়াছেন।...

১ স্যার আবদুল করিম গজনভী ও আবদুল হালিম গজনভী।

বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা : রাজিয়া খাতুন
মৃত্যুচক্র [গল্প] : গোলাম কাসেম
সওগাত [কবিতা] : মিসেস্ এস্, এন, হোসেন
পাঁচরঙ্গা
কলঙ্কের ছাপ [গল্প] : বাহার
সম্পাদকের দফ্তর

> ...গত ৮ই মে হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত এই কয়দিন বরিশাল শহরে প্রাদেশিক মুসলিম সম্মিলনের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন বরিশালের প্রবীণ জননেতা খাঁ বাহাদুর মৌলভী হেমায়েতউদ্দীন আহ্মদ সাহেব এবং মূল সভার সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন বাঙ্গালার মুসলিম জননেতা সার আবদুর রহীম।

নিকষ-মণি

> শিখা।—প্রথম বর্ষ। সম্পাদক—অধ্যাপক আবুল হোসেন এম-এ বি-এল।
>
> ...'শিখা' পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আশান্বিত ও উপকৃত হইয়াছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৪

মুস্লিম 'কালচার' : আবুল হুসেন[১]
জীবন-পণ [উপন্যাস] : একরামদ্দীন
অবতরণিকা [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন
বিশ্ব-সভ্যতায় আরব : এ, এস, এম, রফিক্উদ্দীন
মিসর-প্রবাসীর কথা : মোহাম্মদ নূরল ইসলাম

১ মার্মাডিউক পিকথলের বক্তৃতার অনুবাদ।

নবীন রুশিয়া ও সংবাদপত্র : তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

আলোচনা

পাট ও বাঙ্গলার কৃষক—আবদুর রশীদ জামালী

লাল-টুপি —সাদত আলী আখন্দ

বেশী দিনের কথা নয়, একটা স্বদেশী মজলিসে একজন নামজাদা মুস্‌লিম কবিকে হিন্দু ন্যাশনালিষ্টদের হাতে নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছিল। কবির পরণে ছিল আচ্‌কান-পায়জামা আর মাথার টুপিটা ছিল লাল টক্‌টকে। হাজার দর্শকের মধ্যেও ঐ লালটুপিওয়ালা লোকটী মাননীয়া সভানেত্রী মহাশয়ার নজর এড়াতে পারেন নি। তাই বক্তৃতার মধ্যে সভানেত্রী এই কথাটাই দু'তিনবার বলেছিলেন যে, ভারতে নেশন-গঠনের পক্ষে লালটুপিগুলা বিষম অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

...আসল কথা এই যে, লাল-টুপিটা নয়—যারা ওগুলো মাথায় দেয় তারাই হিন্দুর ভারতে 'নেশন'-গঠনের অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে। তাই কংগ্রেস ওয়ালারা আম্‌তা আম্‌তা কর্লেও 'শুদ্ধি'-ওয়ালারা কথাটা স্পষ্টই ব'লে বেড়াচ্ছেন। তাই হিন্দু-মহাসভার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মুঞ্জের মুখে শুন্‌ছি—হিন্দুস্থান হিন্দুর জন্য—লাল টুপিওয়ালারা কে? হয় ওদের তাড়িয়ে দিতে হবে, নয় 'শুদ্ধি' ক'রে নিয়ে লালটুপিটা কেড়ে নিতে হবে।...

"নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা" : দানেশ আহমদ

সাঁঝের বাসর [কবিতা] : জসীম উদদীন

বাঙ্গালীর ভক্তি-সঙ্কট : মন্মথনাথ সরকার

মুসলিম জাহান

বিদ্রোহ : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

জেনানা মহফিল

শিশু পালন—আখ্‌তার মহল সৈয়দা খাতুন

ইরাণে নারী জাগরন—শামসুন্‌ নাহার

অবরোধ প্রথা ও নারী জাতির শিক্ষা : আমীনুল হক

...অবরোধটা উচ্চশিক্ষার পথে একটা অনাবশ্যক অন্তরায়।...অবরোধকে এত প্রাধান্য দিয়া আসিতেছি বলিয়া আমাদের স্ত্রীশিক্ষা এত পিছনে পড়িয়া আছে।...

পাহাড়ী মেয়ে [গল্প] : গোলাম কাসেম

অভিযান [কবিতা] : মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী

পথের দেখা [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন

ইসলামের বিশিষ্টতা : ডাক্তার লুৎফর রহমান

রেজা শাহ ও পারস্যের নব-জাগরণ

পারস্য কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

তাজমহলের ইতিহাস : আবু লোহানী

সাময়িক পত্র

...জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে কবি নজরুল ইস্‌লামের 'সর্ব্বহারা' কাব্যের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ..'প্রবাসী'র মত কাগজেও যে কাব্য সমালোচনার নামে বিদ্বেষপ্রসূত গরল উদ্‌গীরিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমরা ভাবিতে পারি নাই।

কবি নজরুল ইসলাম শুধু কবি নন, আমাদের ম[তে] ত তিনি একজন যুগপ্রবর্ত্তক কবি। আধনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক কবি আর দুইজন হইয়া গিয়াছেন [।] একজন— মাইকেল, আর একজন—রবীন্দ্রনাথ।...

সম্পাদকের দফ্‌তর

...১৯০৮ সালের মর্লি মিণ্টো সংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও স্বতন্ত্র অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সত্যিকার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই হাস্যকর।...

যাহা হোক, লখ্‌নৌ-চুক্তি সরকার গ্রাহ্য করিলেন এবং মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার-আইনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিনেই মুসলমানরা বুঝিতে পারিল যে, লখ্‌নৌর দর কষাকষিতে পাকা দোকানদার হিন্দুর নিকট সে পরাস্ত হইয়াছে।...

...'রঙ্গিলা রসুল' একখানি উর্দ্দু গ্রন্থ, রাজপাল নামক জনৈক আর্য্য সমাজী ইহার প্রণেতা। এই গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নিতান্ত হীনভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ফলে তাহার বিরুদ্ধে ১৫৩-ক ধারায় অভিযোগ আনা হয়। নিম্ন আদালতে রাজপাল দণ্ডিত হয়। আসামী লাহোর হাইকোর্টে আপীল করে। জজ মিঃ দলীপ সিং আসামীর কাজে ঘৃণা প্রকাশ করিলেও...তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

মিঃ জাষ্টিস্ দলীপ সিংহের এই কার্য্যে সমগ্র ভারতের মুসলমান বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইতেছে। লাহোরের 'মুসলিম আউটলুক' নামক ইংরাজী দৈনিক উক্ত জজ সাহেব সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আদালত-অবমাননার অপরাধে সম্পাদক ও মুদ্রাকর উভয় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সারা ভারতের শহরে-নগরে পল্লীতে পল্লীতে এই বিচারের প্রতিবাদ উত্থিত হইতেছে। লাহোরে সত্যাগ্রহ চলিতেছে।...

পাঞ্জাবের লাট সার মেলকম হেইলী মুসলমানদিগকে ভরসা দিয়াছেন যে, তিনি ইহার প্রতীকার করিবেন।...প্রতীকার করিতেই হইবে।...

নিকষ-মণি

রিক্তা।—উপন্যাস। মৌলভী শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত।...

...'রিক্তা' পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, উপন্যাস রচনায় তাঁহার পূর্ব্বযশ অক্ষুণ্ন ত রহিয়াছেই, পরন্তু 'রিক্তা'য় তাঁহার শক্তির উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।...

কৃতজ্ঞতা **স্বীকার**

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৪

মুস্‌লিম 'কাল্‌চার' : আবুল হুসেন

জীবন পণ [উপন্যাস] : একরামদ্দিন

মিলন-সমস্যা : মণ্ম্থনাথ সরকার

আরব-কবি আ ুল আতাহিয়া : এ, জেড, নুর আহমদ

মেনা শেখ [কবিতা] : জসীমউদ্‌দীন

আলোচনা

সুদ-সমস্যা ও বাঙ্গলার কৃষক –মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন

মোসলমান সমাজে কন্যাদায়—আয়নুল হক খাঁ

সালেহা [গল্প] : সৈয়দ আফ্‌তাব হোসেন

ইয়ারমূক [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

চয়ন

ধর্ম্মবোধ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

ফরাসী সাহিত্য—প্রমথ চৌধুরী[২]

ইসলামের আদর্শ : রিজাউল করিম

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলুল করিম

তাজমহলের ইতিহাস : আবু লোহানী

বৈদ্যুতিক মৎস্য : এ, হাসিব

পথের দেখা [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন

উত্তর বায়ু [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

১ 'প্রবাসী' থেকে।

২ 'বসুমতী' থেকে।

মুসলিম জাহান

জানানা মহ্‌ফিল

সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান – রাজিয়া খাতুন

নারী-সমাজের কর্ত্তব্য—বেগম ফাতেমা লোহানী

রয়টার কোম্পানী : আবদুল হক ফরিদী

বিচার [গল্প] : নূরুল আলম

সাময়িক সাহিত্য

...শ্রাবণের 'প্রবাসীতে' রবীন্দ্রনাথের 'বৃহত্তর ভারত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।...বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িলাম। কিন্তু লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, মনের সম্মুখে এখনো 'বৃহত্তর ভারতে'র আসল চেহারাটা স্পষ্ট হইতেছে না। ..

সম্পাদকের দফ্‌তর

...ময়মনসিংহ করটিয়ার মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ খাঁ সাহেবের কন্যা মিস্ ফজিলতুন্নেসা সাহেবা এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিয়াছেন।

ঢাকার মরহুম নবাব আহ্‌সানুল্লাহ্ সাহেবের দৌহিত্রী এবং নবাবজাদী পিয়ারী বানুর কন্যা মিস্ জোলেখা বানু এবার ডিষ্টিং-শনের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে খুব বেশী নম্বর পাইয়াছেন।

আকিয়াব কোর্টের দুভাষী মৌঃ আবদুল মজীদের কন্যা মিস্ আসিয়া মজীদ এবার চট্টগ্রাম কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ন হইয়াছেন।...

গত ৩১শে জুলাই 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' এই সত্যের প্রচারক বাল গঙ্গাধর তিলকের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী হইয়া গিয়াছে।...

তিলক প্রকৃত দেশ-সেবক ছিলেন।...

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত ১৮ই আষাঢ়...পরলোকগমন করিয়াছেন।...তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হইয়াছে, সহজে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনও সম্ভাবনা নাই।

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।...

নিকষ-মণি

প্রীতি উপহার।—ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত।...

...নব-বিবাহিত প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসলিম মেয়ের হাতেই এরূপ একখানা বই থাকা উচিত...।

[বিজ্ঞপ্তি]

সওগাতের মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় নিদারুণ বজ্রাঘাতেরই মত অত্যন্ত অকস্মাৎ সংবাদ আসিয়াছে যে, ...জগলুল পাশা পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

স্বদেশগত-প্রাণ, আজীবন স্বাধীনতার উপাসক, মিসরের স্বাধীনতার জন্য বার্দ্ধক্যেও অকাতরে নির্বাসনের নিগ্রহ ভোগকারী এই বীরের পরলোকগমনে স্বাধীনতা-বঞ্চিত দেশবাসী নিশ্চয়ই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্দ্ধানে হয়ত সাম্রাজ্যবাদী আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া হাসিতেছে।

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৪

মুস্‌লিম 'কাল্‌চার' : আবুল হুসেন

ইস্‌মাইলী মতবাদ : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলুল করিম

কোর-আনে নারীর মূল্য : আবদুল মজিদ

পথের ডাক [কবিতা] : মহীউদ্দীন

স্কলার [গল্প] : নাজিরুল ইসলাম

আলোচনা

ইসলামে অস্পৃশ্যতা—সৈয়দ উদ্দীন খান

তাজমহলের ইতিহাস : আবু লোহানী

শ্রমিক [গল্প] : রাজিয়া খাতুন

চয়ন

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌

মুসলিম জাহান

আগা খাঁ : মোল্লা নাসিরুল হক্‌

পথের দেখা [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন

বাদ্‌লা পরী [কবিতা] : মহমুদ হোসেন

পদার্থবিদ্যায় আরবীয় মুসলমান : এ, হাছিব

জগতের ধনী

সাময়িক সাহিত্য : নূরী[1]

'কল্লোল' একখানা সুসম্পাদিত মাসিক পত্র।...বাঙলার তরুণদের ভাব, আদর্শ ইত্যাদি ইহার রচনাদিতে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য বুড়োর দল 'কল্লোলের' প্রতি ভারি চটিয়া গিয়াছেন।...

'কালিকলম'ও তরুণদলের আর একখানা মাসিক। ...ইহার কোন কোন লেখায় আর্য্যামীর আস্ফালনের মিথ্যা গোঁড়ামী মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।...

সম্পাদকের দফ্‌তর

কিভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাতীয় অমর্য্যাদার উপর 'গজ-চক্র' মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণের স্মরণ আছে। সম্প্রতি...উহার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে।...গত বরিশাল প্রাদেশিক

১ আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মোসলেম কন্‌ফারেন্সে এবং আরও বহু সভায় সার আবদুর রহীমের নেতৃত্বে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, যতদিন সরকার কুলকাঠি হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিকার না করেন, কিম্বা অন্ততঃ প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন, ততদিন মোসলমানদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে।...

সুতরাং সার আবদুর রহীমকে যখন লাট সাহেব ডাকিয়াছিলেন, তখন মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মত স্পষ্ট কথায় অসম্মতি জ্ঞাপন করাই তাঁহার উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মোসলমান জাতির পক্ষেও সম্মানজনক নহে, বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও নহে।...

মন্ত্রীত্বের প্রার্থীরূপে স্বীয় দলের লোক খাড়া করিয়া তিনি মোসলেম জনমত অমান্য করিয়াছেন।...মন্ত্রীত্বগঠনে লাট সাহেবকে বিরত হইতে উপদেশ দিতে তাঁহার মত একজন সহযোগবাদীর মাথা হেট হওয়া উচিত ছিল।...

...স্বরাজ্যদল প্রথম করপোরেশন দখল করিবার পর যখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু করপোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন, তখন মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরামর্শে আশানুরূপ-সংখ্যক মোসলমানকে করপোরেশনে কাজ দেওয়া হইয়াছিল।...কিন্তু দেশবন্ধুর পরলোকগমনের এবং সুভাষবাবুর কারাগমনের পর হইতে স্বরাজ্যদলের ন্যায়বুদ্ধিতে ভাটা পড়িবার দরুনই হউক, কিংবা হিন্দু সভায় পাণ্ডাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, মুসলমানদের দাবীর প্রতি আবার উপেক্ষা প্রদর্শন আরম্ভ হয়।...

পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৪

পথের দেখা [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন

হিমালয় [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

আলোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়াল —নজমুল হক

বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির বিপরীত দিক—দানেশ আহ্‌মদ

হিন্দু স্বাদেশিকতায় পুতুলপূজা : মন্মথনাথ সরকার

চোর [গল্প] : আকবর উদ্দীন

মুসলিম জাহান

ইমাম গাজ্জালী : সৈয়দ আফ্‌তাব হোসেন

গজল-গীতি : জসিম উদ্দিন আহ্‌মদ[১]

ইস্‌লামে বিশ্বমানবতার স্বরূপ : রিজাউল করিম

বাপের দেনা [গল্প] : আবুল মনসুর আহ্‌মদ

যৌবন-প্রলাপ [কবিতা] : আব্‌দুল কাদের

সাহিত্য-প্রসঙ্গ : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

তাজমহলের ইতিহাস : আবু লোহানী

"ইসলাম কি জয়" [গল্প] : আবুল ফজল

তরুণের কাজ : মুজীবর রহমান[২]

> ... আমি আজীবন রাজনীতি ও জাতীয়তার সেবা করিয়াই কাটাইয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, যে পর্য্যন্ত কোন জাতি রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না।...

জানানা মহ্‌ফিল

স্ত্রীশিক্ষা—তাহেরউদ্দীন আহ্‌মদ

ঘরের বৌ [গল্প] : মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ (বাহার)

সাময়িক সাহিত্য : নূরী

১ "হাফেজের ভাব-অবলম্বনে"।

২ "নিখিল-বঙ্গ মুসলিম যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ"।

সম্পাদকের দফতর

বাঙ্গলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, নবাব মশার্‌রফ হোসেন ও সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মন্ত্রিত্ব গঠনে সম্মত হইয়াছেন।...

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌঃ এ-কে ফজলুল হক মন্ত্রিত্ব গঠনের প্রতিবাদ করিয়া এবং সার আবদুর রহীম উহার সমর্থন করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন। সার আবদুর রহীমের মন্ত্রিত্ব সমর্থনে মুসলমান সমাজে চাঞ্চল্যের স্বষ্টি হইয়াছে।...

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ইশ্‌তাহার বাহির করিয়াছেন। তিনি এই ইশ্‌তাহারে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা খুবই গুরুতর হইলেও দেশবাসী অনেক দিন যাবৎ পুলিসের কার্য্যধারাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। দেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বিদ্যমান আছে, ইহা প্রমাণ কবিবার জন্য পুলিস যে 'এজেণ্ট প্রভোকেটর' নিযুক্ত করিয়া থাকে, এ সন্দেহ আজ দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।...

নিকষ-মণি

আফ্‌গানিস্থানের ইতিহাস। — মৌলভী শেখ ফজ্‌লুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত।...

...সত্যের অনুরোধে আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, ইংরেজ-শাসিত ভারতের সমসাময়িক আফ্‌গান-ইতিহাসই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস লেখক সবিশেষ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।...

... যতই অসম্পূর্ণ হউক, ... বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-বিভাগের একটা অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইল...।

'সওগাতে'র কথা : নাসিরুউদ্‌দীন

পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

১ "হুইটম্যানের অনুরণনে"।

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত গল্পগ্রন্থ 'সওগাত' সম্বন্ধে আপত্তি।

৩ ঢাকার আল-মামুন ক্লাবে পঠিত।

... মুসলমানের যে গৃহ নেই, তার একটা কারণ, আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোনও সংশ্রবেই থাক্‌বে না। মুসলমান পুরুষেরা কেবল কাজ কর্‌বে, আর ঘর শাসন করবে; মেয়েরা কেবল রাঁধবে, বাড়বে, আর ব'সে ব'সে স্বামীর পা টিপে দেবে,... ।...

... গৃহে যখন আমাদের থাক্‌তেই হবে, তখন আমরা এর সংস্কারে লেগে যাই নে কেন? সমাজকেও যখন আমরা বাদ দিতে পারি না, তখন একে সরস শোভন এবং আনন্দময় ক'রেই গড়ে তুলি না কেন?... এই একমাত্র উপায় — যার দ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণতা ও সফলতা লাভ কর্‌বে।

লাল টুপি [গল্প]: মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)
প্রাণীভুক উদ্ভিদ্: এম, ইউসুফ
সম্পাদকের দফ্‌তর:

পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা: পৌষ ১৩৩৪

মুস্‌লিম 'কাল্‌চার': আবুল হুসেন
জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের প্রেম-কাহিনী: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
পূর্ব্ববঙ্গে আর্থিক সফর: তাহেরুদ্দীন আহমদ
যৌবনের দীপ্ত পুরোহিত [কবিতা]: সৈয়দ উদ্দীন
নিরুদ্দেশের যাত্রী [গল্প]: মহীউদ্দীন
কবি হালী: মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন
একখানি চিঠি: ইব্রাহিম খাঁ[১]
চিঠির উত্তরে: নজরুল ইস্‌লাম
ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ও 'ছোট-জাত': মন্মথনাথ সরকার

---

১ নজরুল ইসলামকে লিখিত।

মুসলিম জাহান

বাঙ্গলার কৃষক ও পাটের চাষ—এম, ওয়াজেদ আলী

নাসির খস্রু : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

স্রোতস্বিনী [কবিতা] : মহীউদ্দিন

মৃত্যু-ক্ষুধা [উপন্যাস] : নজরুল ইস্লাম

লাসা ও উহার মুসলমান : মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলল করিম

গজল [গান] : নজরুল ইস্লাম

সাময়িক সাহিত্য : নূরী

সম্পাদকের দফ্তর

বাঙ্গলার শতাধিক যুবককে সরকার বিনাবিচারে আজ চারি বৎসর যাবৎ বিভিন্ন জেলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন...। ...আমরা আর কিছু করিতে না পারি, এই সমস্ত দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিতে পারি।... সুভাষ [চন্দ্র বসু] বাবুর হাতে অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সুতরাং আশা করি, দেশবাসী এই তহ্বিলে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবে না। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা।

পঞ্চম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : মাঘ ১৩৩৪

আয় বেহেশ্তে কে যাবি আয় [কবিতা] : নজ্রুল ইস্লাম

মুস্লিম 'কাল্চার' : আবুল হুসেন

ওবায়দী জাকানী : আবদুল হক ফরিদী

পূর্ব্ববঙ্গে আর্থিক সফর : তাহেরুদ্দীন আহ্মদ

মৃত্যুক্ষুধা [উপন্যাস] : নজ্রুল ইস্লাম

মুক্তির পথে ভারত : মন্মথনাথ সরকার

আলোচনা

মোসলমান ও সুদ-সমস্যা—সৈয়দ উদ্দীন খাঁ

... বাঙ্গলার মোসলমানগণ সুদের ব্যবসায়ে খাতকরূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে অর্থনীতির দিক দিয়া তদ্বারা [তাহারা] মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহাদিগকে সুদের সংশ্রব হইতে এক লাফে সরিয়া দাঁড়াইতে চিরাচরিত উপদেশ দান করা বাতুলতার নামান্তর মাত্র।...

... বর্ত্তমান অবস্থায় সুদব্যবসায়কে প্রতিবন্ধকতাহীন করিতে হইবে; ইহার সহজ গতিতে বাধা দান না করিয়া ইহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিতে হইবে।... ব্যাঙ্কিং প্রণালীতে সুদ-ব্যবসায় যখন বর্ত্তমান জগতের উন্নতির অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন মানুষ হিসাবে অন্যান্য সভ্যজাতি এবং উন্নত প্রতিবেশীদের সহিত সংশ্রব রাখিয়া চলিতে হইলে সুদের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইবেই।...

জনক [গল্প]: আবুল ফজল

আমানুল্লাহ্ [কবিতা]: নজরুল ইস্‌লাম

তাজমহলের ইতিহাস: আবু লোহানী

চাঁদ সোলতানা: শেখ ফজলল করিম

জানানা মহ্‌ফিল

মোসলেম নারী-শিক্ষার পদ্ধতি—রহিমা খানুম মিল্‌কী

বিশ্ব-মায়ের ব্যথার দুলাল তরুণরা সব কই [কবিতা]: মহীউদ্দীন

মাথার কাঁটা [গল্প]: আব্বাসউদ্দীন আহমদ

সাময়িক সাহিত্য

৪ঠা পৌষের 'বাঙ্গলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে।...

...রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার আধুনিক নবীন কবির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু তাঁর মধ্যে নাকি 'চিরন্তনে'র সাধনা নাই। আমরা মনে করি না, 'চিরন্তন' শুধু রবীন্দ্রনাথেরই একচেটিয়া। তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক কবি 'রক্তে'র মত চিরন্তন শব্দের স্থানে মাঝে মাঝে খুন ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা আধুনিক কবির পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন, ''আমি বল্‌চি — নবীনদিগকে আমরা জায়গা ছেড়ে দেব। কিন্তু চিরন্তন যা, তাকে ত্যাগ করে তারা যদি ডিগ্‌বাজী খায় তাহ'লে আমরা থাকব, মরেও মরবা না, কিছুতেই যায়গা ছাড়ব না, তারা যদি উপদ্রব করে।''

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইয়াছে, লজ্জাও হইয়াছে ; কারণ শনিবারী চিঠি-লেখকদের নিকট হইতে আমরা একথা শুনিতে প্রস্তুত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেও আমরা একথা শুনিব, ইহা আমরা কল্পনাও করি নাই।...

'নওরোজে'র সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ইহার সম্পাদক হইয়াছেন মৌলভী মোহাম্মদ মোখ্‌লেসুর রহ্‌মান, বি-এ, আনোয়ারী। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মাসিক-সাহিত্যে 'নওরোজ' একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু নূতন সম্পাদকের পরিচালনাধীনে এই সংখ্যা [কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ] 'নওরোজে'র চেহারা দেখিয়া আমাদের বড় কষ্টে মনে হইয়াছে— 'তে হিন দিবসা গতা'।...

জীবন [গল্প] : মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ (বাহার)

সম্পাদকের দফ্‌তর

ভারতের ভাগ্য-গগন হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। হাকিম আজমল খাঁ সাহেব গত ২৮শে ডিসেম্বর বুধবার রাত্রিতে অত্যন্ত অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।...

...এই হাকিম সাহেব সম্বন্ধেই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, "সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসী নিজেদের স্বার্থ-সম্বন্ধে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া যে-একজন লোকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারে, তিনি এই হাকিম আজমল খাঁ।"...

পঞ্চম বর্ষ, নবম সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩৪

মুস্‌লিম ইতিহাস-বিজ্ঞান : আবুল হোসেন

বাঙ্গালা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দের স্থান : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

রূপসী [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

চাঁদ সোলতানা : শেখ ফজলল করিম

সংস্কারক [গল্প] : আবুল ফজল

আলোচনা

পাণের চাষ ও মুসলমান সমাজ—এম, হাবিবুল্লাহ্

"আনন্দ ও মুসলমান গৃহ"—মুহম্মদ খলিলর্ রহমান

মিসর-প্রবাসীর কথা : মোহম্মদ নূরুল ইসলাম

আল্-গজ্জালী : আব্‌দুল হক ফরিদী

স্নেহের মূল্য [গল্প] : বজলুল হায়দর চৌধুরী

মুসলিম জাহান

শেষ বেলা [কবিতা] : মিসেস এস্, এন, হোসেন

তাজমহলের ইতিহাস : আবু লোহানী

কুড়ানো মাণিক[১]

জানানা মহ্‌ফিল

নারী-সমস্যা—এ, এফ, এম, আবদুল হাকিম

'বিদ্রোহী'-কবির প্রেমের দিক : এস, এম, জহুরউদ্দীন

১ আবদুল কাদের-সংগৃহীত ঈলাল ফকীরের মুর্শিদী গান ও এম, এম, সেকান্দর আলী-সংগৃহীত অন্ধ কবির গ্রাম্য গান।

জল-ভরণী [কবিতা] : জসীম উদ্‌দীন

সাময়িক সাহিত্য

'সাহিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে, তাই নিয়া নরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল, তাহা গত পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রতি লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের চরিত্র আক্রমণ করিয়াছেন। বুড়োবয়সে মানুষের বুদ্ধির গোলমাল হয়, এরূপ একটা কথা আছে। কিন্তু এই বুদ্ধিভ্রষ্টতা যে এক ভদ্রলোককে আর একজন ভদ্রলোকের চরিত্রের প্রতি কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া প্ররোচিত করিতে পারে, তাহা আমাদের জানা ছিল না।...

রবীন্দ্রনাথের অধঃপতনের এখানেই শেষ নহে,—দেখিতেছি, তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য তরুণদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যও তিনি কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন।...

শেষ [কবিতা] : আবদুল কাদের

সম্পাদকের দফ্‌তর

...হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী মিঃ এন্, এন্, সরকার এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক যে সঙ্গীতটী আজকাল 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলা যাইতে পারে না। তিনি তাঁহার উক্তির পক্ষে দুইটি যক্তি দিয়াছিলেন। প্রথম যুক্তি এই যে, সঙ্গীতটির জন্ম মুসলিম-বিদ্বেষ হইতে ; ..দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতা-পূর্ণ ; সুতরাং যে বাঙ্গলা দেশের শতকরা পঞ্চান্ন জন অধিবাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান, সে-দেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে ইহাকে চালানো যাইতে পারে না।...

জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, এবং করি বলিয়াই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটাকে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার আমরা আশু আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি।...

পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩৪

'মুক্তির আগ্রহ' বনাম 'আদেশের নিগ্রহ' : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
মুসলমানের স্বদেশ-প্রেম : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
শিল্প-বাণিজ্যে অ-ভারতীয় মুসলমান : আবুল হুসেন
দু'য়ে দু'য়ে চার [গল্প] : আকবর উদ্দীন
মৃত্যু-ক্ষুধা [উপন্যাস] : নজরুল ইস্‌লাম
আলোচনা

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার সম্বন্ধ—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

পাঠ্য-পুস্তকে মুসলিম বিদ্বেষ—আবদুল মজিদ

তুরস্কের গুপ্ত-সমিতি ও আনওয়ার পাশা : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
এ মোর অহঙ্কার [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম
গজল গানের স্বরলিপি : নজরুল ইস্‌লাম
যুবরাজ দারা-শেকোর চিত্রশালা
'লীডরে কওম' [গল্প] : আবুল মনস্থর আহ্‌মদ
সম্পাদকের দফ্‌তর

মাঘ সংখ্যা 'সওগাতে'র 'সম্পাদকের দফতরে' 'চিন্তার স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনায় আমরা লিখিয়াছিলাম, "ইস্‌লাম মানুষের শেষ ধর্ম্মমত। কারণ সে মানুষকে মানসিক মুক্তির রাজপথে তুলিয়া দিয়াছে। ইহার পর মানুষ নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া অগ্রসর হইলে তার আর পথও ভুল হইবে না, কোনও পথপ্রদর্শকেরও দরকার হইবে না। স্থতরাং হজরত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বর।"

সহযোগী সাপ্তাহিক মোহাম্মদী...আমাদের উদ্ধৃত কথার অর্থ করিতে গিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়াছেন যে, 'সওগাতে'র সম্পাদকের মতে হজরত মোহাম্মদকে পয়গম্বর মানিয়া দরকার নাই।...'মোহাম্মদী'র এই মিথ্যাচরণের কারণ ভ্রান্তি না বাসনা ?... ইচ্ছা করিয়াই যে 'মোহাম্মদী' ঐ কদর্থ করিয়াছেন, তার প্রমাণ 'মোহাম্মদী' পড়িলেই পাওয়া যায়।...

গত ইষ্টারের ছুটিতে বশীরহাটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে।...

সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ মুনিরজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন 'নারীর ধর্ম্মে'র লেখক উদীয়মান সাহিত্যিক মৌলবী সৈয়দ মোকাররম আলী সাহেব। উভয়েই অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, তার কোনও কোনও ব্যাপারে আমাদের মত-বিভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু নিজের বক্তব্য-বিষয় তিনি বেশ গোছাইয়া বলিতে পারিয়াছেন।

পঞ্চম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৫

রহস্যময়ী [কবিতা] : নজরুল ইসলাম

লুথার বার্ব্বাঙ্ক : তাহেরুদ্দীন আহ্‌মদ

তুরস্কের গুপ্ত-সমিতি ও আনোয়ার পাশা : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

বেলাশেষে [গল্প] : আকবর উদ্দীন

ভুরিং [গল্প]

আলোচনা

সুদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

...সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মোল্লাদের ভয়ে সমাজের এই ভয়াবহ রক্তমোক্ষণ-ক্রিয়া [সুদে কর্জ নেওয়া] নীরবে

দেখিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব—সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম—এই নীরবতা ভঙ্গ করেন। তিনি বর্ত্তমান যুগে—বিশেষতঃ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, সুদ আদান-প্রদানের অপরিহার্য্যতা ও তৎসম্বন্ধ 'মোল্লাকী' ফৎওয়া-প্রচারের বিফলতা ও অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হন যে, শরীয়ৎ-নিষিদ্ধ 'রেবা' ও সাধারণ সুদ এক বস্তু নহে।...

সমাজের...হিতকামী ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের মত সমর্থন করিতেছেন।...

সুদ-সমস্যাটি অতীব জটিল ও দুরূহ। কোরআনের একটি শব্দের অর্থ সংশোধন করিলে অথবা কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও সমাজের কথা ধরিয়া বিচার করিলে ইহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। 'কো-অপারেশন' বা সমবায়-নীতির অনুকরণ অথবা অনুসরণ না করিলে ইহার সমাধান হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই।...

তোমার সনে দেখা হ'ল ছোট্ট নদীর কূলে [কবিতা]: জসীমউদ্দীন

আদি মানব: এম, এম, সেকান্দর আলী

পরিণাম [গল্প]: আবুল ফজল

পলাশীর স্মৃতি

সাময়িক সাহিত্য

...চৈত্রের 'কল্লোলে' শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ঢাকার 'প্রগতি' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি অতি সুন্দর এবং বাঙ্গালার তরুণ সাহিত্যিকদের ইহা পড়া উচিত।...

সম্পাদকের দফতর

...আমরা চৈত্র সংখ্যার 'সওগাতে' যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার ভাষাকে সহযোগী ['মোহাম্মদী'] "নানা অভদ্র ভাষার প্রয়োগ" ও "নীচ অভিসন্ধির আরোপ" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

পঞ্চম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

বাড়ন্ত মানবসমাজ : তাহেরুদ্দীন আহ্‌মদ

মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ

... মোল্লাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, প্রাচীন তফ্‌সির লেখক, ইমাম ও মোহাদ্দেস্‌গণের সিদ্ধান্ত ও মতামতের উপর কথা কহিবার অধিকার কাহারও নাই এবং কোরআন-হাদিস তাঁহারা যেরূপে নির্ভুলরূপে বুঝিয়া গিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ কখনও পারিবে না।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, মোল্লাদের মারফতে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সাধারণ সমাজ-মনেও এই অতি ঘোর কুসংস্কারমূলক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।...

... মোল্লারা শ্রেণীগতভাবে (as a class) কখনও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মতভেদ সম্বন্ধে উদার মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান নাই।... তাঁহারা তুচ্ছ মতভেদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্বপ্রদানপূর্ব্বক, মুসলমান সমাজকে শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।...

ফলকথা, মোল্লাদের অনিষ্টকারিতা দূর করিতে হইলে আমাদের শিক্ষিত সমাজকে কোরআনের দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।...

অভিশাপ ["একাঙ্ক রূপক নাটক"] : আকবর উদ্দীন

শিল্প-বাণিজ্যে অ-ভারতীয় মুসলমান : আবুল হুসেন

হিংসাতুর [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম

আলোচনা

ঘুমন্ত মুসলিম—মুহম্মদ ইউসুফ

বাঙ্গালী মুসলমানের সমাজ-ব্যাধি—মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন[১]

দুর্দ্দিনের অতিথি [গল্প]: মহীউদ্দীন

আদি মানব: এস, এম, সেকান্দর আলী

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ঘোষে ঊষার আশীষ-বাণী [কবিতা]: মহীউদ্দীন

করটীয়া

জানানা মহ্‌ফিল

স্ত্রীশিক্ষা—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

ইরানী কুসুম [গল্প]: রশীদ

মতবিরোধ: আবদুল মজিদ

সাময়িক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ বৈশাখসংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্যরূপ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।...

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "নবযুগের কোন সাহিত্য-নায়ক যদি এসে থাকেন, তবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করিয়াছেন?" কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর এ জিজ্ঞাসার কোন দরকার ছিল না। তিনি এ-যুগেব সাহিত্য পড়িয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এযুগের নবীন লেখকদের লেখা তাঁর চোখে পড়ে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাহা তাঁহার চোখে পড়া উচিত ছিল, তাহা হইলেই তাঁহার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইত না। তাহা হইলে তাঁহার চোখে পড়িত, "আধুনিক কথাসাহিত্যে" বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্রতর গতির রূপ—যাহা এ যাবতকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে অপরিজ্ঞাত ছিল।...

১ বাল্যবিবাহ, বরপণ-প্রথা ও কৌলীন্যপ্রথার ("আশরাফ" ও "আতরাফ") আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্য-সাহিত্যের এবং কথাসাহিত্যের নূতন রূপ লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছিলেন, তখনও প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কি নবরূপ তিনি সাহিত্যে আনিয়াছেন।... যে প্রশ্ন তুলিতে পারে শনিচরবাহিনী, সে প্রশ্ন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ তুলিলেন কিরূপে? আমাদের মনে হয়, আধুনিক সাহিত্য চোখে-না-পড়া এবং শনিচরদের অন্ধস্তবই ইহার কারণ। বাঙ্গলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বটে।

সম্পাদকের দফ্‌তর

নিকষ মণি

বাঁধনহারা। পত্রোপন্যাস। কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত।...

ইহাই নজরুল ইসলাম-লিখিত প্রথম উপন্যাস।...কবিতার ন্যায় গদ্যরচনার উপরও যে কবির অসামান্য ও অনাহত অধিকার আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশিত।

সিন্ধু-হিল্লোল। কাব্য। নজরুল ইসলাম প্রণীত।...

...নজরুল-প্রতিভা কাব্যের সেই একঘেয়ে রূপ বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।...

'সিন্ধু-হিল্লোলে'ও কবির অপূর্ব কাব্যপ্রতিভা পরিস্ফুট।...

ধর্ম্মের কাহিনী। মৌলভী মোহাম্মদ এয়াকব আলী চৌধুরী প্রণীত।...

...ধর্ম্মের কথা এমন মর্ম্মস্পর্শী, সহজ, সরল, কাব্যের ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে,...তাঁহার শুচিশুভ্র অন্তরের দিকে পাঠকের মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়।

মুসলিম সমাজের বর্তমান দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার। মৌলভী রইসউদ্দীন আহমদ এম-এ প্রণীত।...

আমরা এই বইখানা পাঠ করিয়া খুশী হইয়াছি।...

পরিচালকের নিবেদন

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

১৯২৬ (জুলাই ১১) হিন্দু-মুসলমান (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক: পান্নালাল দে ও
সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক

পান্নালাল দে কর্তৃক খিদিরপুর প্রেস, ২১ সাকুলার গার্ডেন রীচ রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১১ জুলাই ১৯২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২, মুদ্রণসংখ্যা ৫000, দাম দু পয়সা। অচিরেই মুদ্রণসংখ্যা কমে ১000এ দাঁড়ায়।[১]

১৯২৬ (আগস্ট) অভিযান (মাসিক)

সম্পাদক: মোহাম্মদ কাসেম

শেখ রসুল বক্স কর্তৃক রহ্‌মানিয়া প্রেস, ঢাকায় মুদ্রিত এবং ৮ মিটফোর্ড রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত স্বল্পায়ু পত্রিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩।৵০।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: ভাদ্র ১৩৩৩

"মায়ের আশীষ": মিসেস এম্‌. রহমান
অভিযান [কবিতা]: নজরুল ইসলাম
অভিযান: হেমন্তকুমার সরকার
সম্মোহিত মুসলমান: কাজী আবদুল ওদুদ
অস্ফুট বেদনা [কবিতা]: জসীমউদ্দীন
বোধন [কবিতা]: আবদুল কাদের
ভারতবর্ষীয় শিল্প: জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মুসলিম হলে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ[২]

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৬।
২ "অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত; ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, ঢাকা।"

... পাশ্চাত্য দেশে আমি মানবের কবি বলে সমাদৃত। তার কারণ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আমি কোন কার্য্য করি নি।...

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচেছদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্ম্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ ধর্ম্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম্ম বিরোধের।...

... শুধু হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ নয়, সমাজের মধ্যে ভেদের অন্ত নাই।... আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। লজ্জার কারণ মুসলমানের মধ্যেও ঘটে। এক্ষেত্রে যদি পরস্পর প্রীতি না করি তাহলে বিধাতা যে দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন তার কত বড় অপমান করা হয়।...

স্মৃতির ছবি [কবিতা]: শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

যাত্রা-সঙ্গীত [কবিতা]: মোতাহের হোসেন [চৌধুরী]

নিষেধের বিড়ম্বনা: আবুল হুসেন

হার-ছড়া [গল্প]: অবিনাশচন্দ্র বৈশ্য

ঝড়ের রাতে [কবিতা]: মিসেস্ এস, এন, হোসেন

শ্রাবণ-বেদন [কবিতা]: বুদ্ধদেব বসু

সারথির "পাঁজি"

১৯২৬ (আগস্ট ১২) গণবাণী (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক: মুজফ্ফর আহ্মদ

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের মুখপত্র"। সম্পাদক কর্তৃক ৩৭ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কসমোপলিটান প্রিণ্টিং ওয়র্কস, ৭ মৌলভী লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা। প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসেবে প্যারীমোহন দাসের নামও যুক্ত হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবরের পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, দ্বাত্রিংশ

সংখ্যা ?) প্রকাশের পর 'গণবাণী' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ জুন (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যারূপে) 'গণবাণী' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কালীকুমার সেনের সম্পাদনায়। পত্রিকাটি তখন মুজফফ্‌র আহমদ কর্তৃক ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীসরস্বতী প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হতে থাকে: দাম হয় দু পয়সা।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: ১২ আগস্ট ১৯২৬

আমাদের কথা:

গণবাণী হাতে নিয়ে গণের সেবার জন্যে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলুম। .. আমরা চাই ভারতবর্ষ পর-শাসন-কবল হতে পূর্ণ বিমুক্ত হোক্, কিন্তু সে বিমুক্তির ভিত্তি ভারতের জনসাধারণের মতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—বিশিষ্ট শ্রেণীসমূহের মতের উপরে নয়। জয় গণ-ভারতের জয়।

... বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল "গণবাণী"র প্রকাশভার গ্রহণ করেছেন। এই দলের পূর্ব্ব-প্রকাশিত "লাঙল" "গণ-বাণী"র সহিত একীভূত হয়ে গেছে।... দলের নিজের ছাপাখানা ছিল না ব'লে "লাঙল" প্রকাশে অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছিল...। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিগত ১৫ই এপ্রিলের পর থেকে কাগজ বন্ধ করে দিতে হয়।... দলের অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক মৌলবী কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব নিজে একটা ছাপাখানা করেছেন। তাঁরি ছাপাখানা হতে "গণ-বাণী" ছাপা হয়ে বের হলো।...

কলিকাতায় দাঙ্গা—শ্রমিকের প্রতি নিবেদন: নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

খোলা চিঠি[১]: মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

১ "শিক্ষিত তরুণ মুসলিমগণের বরাবরে"।

১৯২৬ হেলাল (মাসিক)
সম্পাদক : মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও
দেলওয়ার হোসেন

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। সম্ভবতঃ এর একটি সংখ্যাই প্রকাশলাভ করে।

১৯২৬ মুসলিম-বাণী (সাপ্তাহিক)
সম্পাদক : আবুল কাসেম

কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৬ হানাফী (সাপ্তাহিক)
সম্পাদক : [মওলানা] মোহাম্মদ রুহুল আমীন

৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এ পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরে চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ (?) রায়ত-বন্ধু (সাপ্তাহিক)
সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৬ সওগাত (বার্ষিক)
সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

১১ ওয়েলেসলী রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৭ (জানুয়ারী ১) সাহিত্যিক (মাসিক)
সম্পাদক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও
গোলাম মোস্তফা

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র। মোহাম্মদ ওমেদ আলী কর্ত্তৃক ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪২ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও ৪৩ মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে

প্রকাশিত। "অগ্রহায়ণ ১৩৩৩"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ জানুয়ারী ১৯২৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মুদ্রণসংখ্যা ১000, দাম তিন আনা।[১] বার্ষিক চাঁদা দু টাকা চার আনা, সদস্যদের জন্য এক টাকা চার আনা। এক বছর চলে।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

যাত্রা-পথে [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

'সাহিত্যিকে'র কামনা : সৈয়দ এম্‌দাদ আলী

> ...ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র কঙ্কালের উপরে আজ তাঁহারা নূতন প্রেরণা লইয়া মাসিক 'সাহিত্যিকে'র প্রচার করিলেন। ইস্‌লামের মহান্‌ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গ-ভাষার সেবার উদ্দেশ্যেই সমিতি-পত্রিকার এই নবজন্ম বা জাগরণ।...

জীবনের শিল্প : এস্‌, ওয়াজেদ আলি

মরণ-মাধুরী [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

প্রেমের স্বপ্ন ["রূপক"] : গোলাম মোস্তফা

সভ্যতার ধারা : সৈয়দ বদরোদ্দোজা

পুরাণ পুকুর [কবিতা] : জসীম উদ্দীন

মানব-শক্তি ও তাহার ব্যবহার : শেখ হবিবর রহমান

মুর্শীদ্যা গান [সংগ্রহ] : আবদুল কাদের

প্রণয়-পরিণাম [কবিতা] : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এখ্‌ওয়ানুস্‌-সাফা [অনুবাদক] : গোলাম মোস্তফা

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : পৌষ ১৩৩৩

কামনা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

ওমর খাইয়াম : মুহম্মদ মনস্থরউদ্দিন

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২৭।

মানসী বধূ [কবিতা] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী
চর্ম্ম-শিল্প : এ, এফ্, এম্, আব্দুল মহাইমেন
মানবের শক্তি ও তাহার ব্যবহার : শেখ হবিবর রহমান
প্রেম-রহস্য [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন[১]
মেয়ে [গল্প] : এস্, ওয়াজেদ আলি
এখ্‌ওয়ানুস সাফা : গোলাম মোস্তফা
ইস্‌লামের প্রথম মসজিদ : কেশবচন্দ্র গুপ্ত
বাঁশীর বেদন [কবিতা] : আবদুল কাদের
ইসলামের শিক্ষা : এ, লোহানী
হাতেম তায়ী [জীবনী] : শেখ ফজলল করিম
গ্রন্থ-পরিচয়

তাপসী রাবেয়া।...সৈয়দ এম্‌দাদ আলী সাহেব প্রণীত।...

সমিতি-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : মাঘ ১৩৩৩

বিদায় হজ্ : ইব্রাহিম খাঁ
ইসলাম ও ললিতকলা : মোহাম্মদ গোলাম মওলা
জাহানারা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির
এখ্‌ওয়ানুস সাফা : গোলাম মোস্তফা
সাহিত্যের জাত : মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন
'প্রিয়তমা' [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা
ফোয়ারার আত্মকাহিনী : এস্, শম্‌শের আলি
হাতেম তায়ী : শেখ ফজলল করিম
সমিতি-সংবাদ

১ শেলী থেকে।

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩৩

শবে বরাত [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

মানব-চিত্তের তৃপ্তি : [মোহাম্মদ] লুৎফর রহমান

সভানেত্রীর অভিভাষণ : (মিসিস্) আর, এস্ হোসেন[১]

বসন্তের অভিসার [কবিতা] : শাহাদাৎ হোসেন

জবেহ্ ও বলিদান : আবুল হাস্‌নাত

সভাপতির অভিভাষণ : তসদ্দক আহ্‌মদ

হাতেম তায়ী : শেখ ফজলল করিম

গ্রন্থ-পরিচয়

সমিতি-সংবাদ

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩৩

বিশ্ব-সভ্যতায় ইস্‌লামের দান : সৈয়দ এম্‌দাদ আলী[২]

মিথ্যাচার : [মোহাম্মদ] লুৎফর রহমান

সাহিত্যিক [কবিতা] : জাহিদুল হুসাঈন্

তৈল-সৌধ : তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

এখ্‌ওয়ানুস্ সাফা : গোলাম মোস্তফা

মৌখিক বাঙ্‌লা সাহিত্য ও ভাষা : মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

শৈলসন্ধ্যা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

ঝরণার জীবন-স্মৃতি : এ, হাদী

বিদায়ের চিঠি [গল্প] : খলিলর রহমান চৌধুরী

কামনা [কবিতা] : আহ্‌মদর রহমান

১ "Bengal Women's Educational Conference বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতিতে সভানেত্রী মিসিস এস, হোসেন মহোদয় [!] কর্তৃক পঠিত।

২ "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতিব সাহিত্য-সভায় লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক মিঃ ইয়াকুব খান কর্তৃক পঠিত "Islam's Impetus to Civilisation" নামক ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।"

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৪

> ... এই গ্রন্থের[3] রসামৃত পান ক'রে যে বাঙ্গালী পাঠক যুগে যুগে ধন্য হবে সে কথা বলতে আমার কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না।...

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

---

১ "প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক আল্লামা শিব্‌লী নোমানীর 'আল্-গাজ্জালী'র বঙ্গানুবাদ"।

২ "...আবদুল হালিম শরারের 'হাসান্-বিন্ সাব্বাহ্' হইতে অনূদিত।"

৩ মোহাম্মদ আকরম খাঁ-রচিত 'মোস্তফা-চরিত'।

প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩৪

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৪

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৪

> ...মুসলমান সমাজের বিশেষ হিতজনক মূল্যবান গ্রন্থ-রচনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পাঁচজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমিতির বিশিষ্ট সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।
>
> ১। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান (মোস্তফা চরিত প্রণেতা)।
>
> ২। মৌঃ মোঃ শহীদ উল্লা এম-এ, বি-এল।
>
> ৩। মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।
>
> ৪। কবি কায়কোবাদ (মহাশ্মশান প্রণেতা)।
>
> ৫। মৌলবী মোহাম্মদ কে. চাঁদ। (মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস-প্রণেতা)।

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৪

মানুষের কথা : ডাক্তার লুৎফর রহমান

উমর খাইয়াম ও গোঁড়া সম্প্রদায় : ইব্রাহীম খাঁ

বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুসলমান : মোহাম্মদ গোলাম মওলা

কারবালার হত্যাকাণ্ডে এজিদের দায়িত্ব : মোহাম্মদ আবদুব রশিদ

এখ্ওয়ানুস্ সাফা : গোলাম মোস্তফা

পৌর্ণমাসী [কবিতা] : কাজী কাদের নেওয়াজ

তিন বন্ধু : খোন্দকার দাদ এলাহী

গর্ভবতী [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

আল্ গাজ্জালী : মোহাম্মদ মনস্থর উদ্দিন

পুস্তক-পরিচয়

স্বপ্ন-সাধ। কবিতার বই। মৌলবী হুমায়ূন কবির বি-এ, প্রণীত।...হুমায়ুন কবির সাহেবের কবিতার যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁহার কোন কবিতাই কথার ফাঁকা আওয়াজ নয়। প্রত্যেকটির অন্তরালে জীবন্ত প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়।...

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৭

মোহাম্মদ বিন কাসেমের আত্মত্যাগ : মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা

হজরত আবুবকর সিদ্দিকের খেলাফত : মোহাম্মদ আবদুর রশিদ

গজল-গীতি [গান] : কাজী কাদের নওয়াজ

বালক আওরঙ্গজেব : আবদুল কাদের

পল্লীতে নারীশিক্ষা : খাতুন সফিয়া

সুলতান সালাহ্উদ্দিনের মহত্ত্ব : আবদুল কাদের

স্মৃতির পূজা : সি, এস, বেলায়েত হোসেন

ভাটিয়াল গান [সংগ্রহ] : এ, জেড, নূর আহমদ

তিন বন্ধু : খোন্দকার দাদ এলাহী

ফরিয়াদ [কবিতা] : এ, এইচ্, মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ্[১]

আল্-গাজ্জালী : মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন

সমিতি-সংবাদ

সম্পাদকের নিবেদন

১৯২৭ (এপ্রিল ৮) **শিখা** (বার্ষিক)

সম্পাদক : আবুল হুসেন

"মুসলিম সাহিত্য সমাজের[২] মুখপত্র। প্রথম বর্ষ মুসলিম হল, ঢাকা থেকে আবদুল কাদের কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্মদ আলী কর্তৃক ইসলামিয়া প্রেস, সাতরওজা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। "চৈত্র ১৩৩৩"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৮ এপ্রিল ১৯২৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম

১ "বিশ্ব-বিশ্রুত কবি ডাঃ স্যার মোহাম্মদ ইকবালের "শেকওয়া"র অনুবাদ"।

২ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ' (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ১৯৪-৯৫ : "...১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "মুসলিম সাহিত্য সমাজ", মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা', আর তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' Emancipation of the intellect. এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে—কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে, আর হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে।... এই 'সাহিত্য সমাজ' পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পেরেছিল তিন বৎসর—এর প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নজরুল যোগ দিয়েছিলেন এবং এর আদর্শ ও আবেদনের অর্থপূর্ণতা উপলব্ধি করে উল্লসিত হয়েছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পরে এর সাধারণ ও বার্ষিক সব অধিবেশনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হলে' নিষিদ্ধ হয়। অভিযোগ দাঁড়িয়েছিল যে এই সাহিত্য-সমাজ মুসলমানধর্মবিরোধী। ধর্মের বিরোধিতা বলতে যা বোঝায় এ-সমাজ অবশ্য তার কিছুই করে নি।... এই সমাজের বার্ষিক পত্র 'শিখা' পর পর পাঁচ বৎসর প্রকাশিত হয়। এর বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে চলে আরো সাত বৎসর ধরে—দশম বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র এর সভাপতিত্ব করেন। শেষের দিকে বৃহত্তর দেশে সাম্প্রদায়িক অবনিবনাও ... এত বেশি হল যে 'সাহিত্য সমাজে'র মতো অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের প্রতিষ্ঠান অর্থহীন হয়ে পড়ল।"

প্রথম বৎসরের কর্মী সংসদে ছিলেন মুসলিম হলের এ. এফ. এম. আবদুল হক, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের এ. জেড. নূর আহমদ, আনোয়ার হোসেন ও আবদুল কাদের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসেন।

"মুসলিম সাহিত্য সমাজের" মুখপত্র

(মাসিক)

শিখা

সম্পাদক —

অধ্যাপক আবুল হুসেন

এম. এ., বি. এল

আট আনা।[১] পরবর্তী খণ্ডসমূহ সৈয়দ ইমামুল হোসেন কর্তৃক মডার্ন লাইব্রেরী, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ খণ্ড প্রকাশ পায়। প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল হুসেন, পরবর্তী দু বছর সম্পাদনা করেন [পরে ডক্টর] কাজী মোতাহার হোসেন; শেষ দুই খণ্ড যথাক্রমে মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি-এ, বি-টি ও আবুল ফজল। পত্রিকার মটো ছিল: "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"।

প্রথম বর্ষ: ১৩৩৩ (চৈত্র)

প্রকাশকের নিবেদন:

... এক বৎসর চিন্তা চর্চ্চার ফলে আমরা এই 'শিখা' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। 'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্ত্তন-সাধন। শিখার প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে। (সবগুলিই সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত হয়েছিল।) সেজন্য হয়ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদ-বর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই ত আঘাত দিতে পারে।...

"খোশ-আমদেদ" [গান]: নজরুল ইসলাম

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ: এ, এফ, রহমান

... সত্যের মত সাহিত্যও সীমাবদ্ধ নয়। যেমন পৃথিবীর সাহিত্যে আমার অধিকার আছে, তেমনি আমাদের সাহিত্য সত্য হলে পৃথিবী তা আপন করে নেবে।... যে জাতিতে সাহিত্য চর্চ্চা

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

নাই তারা নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে।...

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলি। একটা বিষম আন্দোলন শুনতে পাই যে বাংলা দেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা কি? দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি statistics নেওয়া যায়; ... তা নাহলে মাতৃজাতিকে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে তাঁদের ভাষা কি? কিন্তু এই আন্দোলনের আর একটা অংশ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিৎ?... জাতি বা ধর্ম্ম হিসাবে ভাষা হয় নাই, দেশ হিসাবেই ভাষা হয়েছে। এক এক দেশের এক এক ভাষা। সুতরাং যে দেশে আমাদের বাস তার ভাষাও আমাদের।...

... দেশে জাতীয় উন্নতির একটা হাওয়া চলছে, কিন্তু দেশের আকাশে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কালমেঘও দেখা দিয়েছে। একে অন্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে না জানতে পারলেই মনোবিবাদ হয়। এই সাম্প্রদায়িক মনান্তর দূর করবার জন্য সাহিত্য কতটা সাহায্য করতে পারে, তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিক দিয়েও প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের সাহিত্য জিনিষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করা প্রয়োজন।...

সভাপতির অভিভাষণ: তসদ্দক আহমদ

... বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়।...

এক সম্প্রদায় বলেন, "আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গালা নয়; উর্দ্দু পারশী আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।" কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে এক মস্ত গলদ

রহিয়া গিয়াছে। আমির হামজা বা হাতেম তাঁইয়ের পুঁথি, কাসাসুল অম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।...

... মুসলিম হিন্দুকে কিছু চেনেন কিন্তু হিন্দু মুসলিমের সম্বন্ধে খুবই কম জানেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের পরিচয় এতদিন দিই নাই। এখন দিতে হইবে।... বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিব।...

... আমাদের সমাজে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুসলিম, কিন্তু ইস মকে তাঁহারা বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন; ইসলামের সার্ব্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে ইসলাম এমনি ক্ষণভঙ্গুর যে ব্যক্তিবিশেষের সামান্য ভুলচুকেই ইসলামের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা রসাতলে যাইবে। আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেন; মুসলিমের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু ইসলামের অবশ্যকরণীয় হুকুমগুলি মানিয়া চলা দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন;...।

... শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।... জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইলে ... মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না।...

আবাহন [কবিতা] : হাবিবউল্লা

বার্ষিক বিবরণী : সম্পাদক

...যদি সহিষ্ণু চিন্তাশীল গুটীকতক লোক, স্ব স্ব চিন্তাধারা একমুখী করে সমাজের নিস্পন্দ জীবনের উপর আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব জীবন সম্পদপূর্ণ ও আনন্দে ভবপুর করে তুলতে পারেন তবে সমাজের প্রাণ জেগে উঠতে পারে।...

এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে স্নেহাস্পদ শ্রীমান আবদুল কাদের প্রমুখ আমাদের কতিপয় নবীন সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ১১ দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ—আমাদের চুলপাকা নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম অনুষ্ঠান সভায় মাত্র পাঁচ জনেব উপর এই সমাজের ভার অর্পিত হয়। মৌঃ এ, এফ, এম, আবদুল হক; মৌঃ আনোয়ার হোসেন; মৌঃ আবদুল কাদের; মৌঃ এ, জেড, নূর আহমদ ও সম্পাদক। মজা এই যে কোন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই; কিম্বা কোন বিধি উপবিধিও রচিত হয় নাই; কিম্বা কোন চাঁদাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যানুরাগই এই সমাজের চাঁদার হার। এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চ্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।...

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা : কাজী আবদুল ওদুদ

...ইসলাম কিভাবে মানুষের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে, সেই কথাটা হয়ত আগাগোড়া আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে।—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন

তা যথেষ্ট পরিচ্ছিন্ন; অন্ততঃ তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয় রূপে বিবৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিত কলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরান ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, মুসলমান সমাজের মানুষদের কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হয়েছে এতে করে কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে?...

বাঙলার লোকসঙ্গীত: আবদুল কাদের

বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা: রকীবউদ্দীন আহ্‌মদ

বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ: আনোয়ারুল কাদির

...বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম্মশিক্ষা হতে পারে না। ধর্ম্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির দরুণ আমাদের অবস্থা যা হয়েছে, তা ভাবলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।...

...আমাদের প্রিয় পয়গম্বর...ধর্ম্মের যে এমারৎ রচনা করে গিয়েছেন তা আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। তিনি পুতুল ভেঙ্গে যে নিরাকার অথচ চেতনশক্তি আল্লাহ্‌তালার পূজা করতে বলছেন তা আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন আমরা আবার কতকগুলি অনুশাসনরূপী অর্থহীন পাষাণ প্রতিমার পূজায় নিযুক্ত।...

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর একটী গলদ।...

হজরত মুহম্মদের প্রতিভা : শামসুল হুদা

সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান : কাজী মোতাহার হোসেন

শিক্ষা সমস্যা : মম্‌তাজউদ্দীন আহমদ

...মাতৃভাষাই ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে ; অতএব আরবী পার্শী না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য সঞ্চয় হয় এই কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া এই সকল বিজাতীয় ভাষা ছাড়িয়া দিয়া যদি ছেলেমেয়েদিগকে একমনে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা এই অল্প সময়েই...কর্ম্ম-ধর্ম্ম-নীতি জ্ঞান লাভ করিতে পারে।...

আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত : আবদুর রশীদ

...এখন প্রশ্ন হইতেছে এই—মুসলমানের পক্ষে শরিয়ত ও বিজ্ঞান এই উভয়টিই মানিয়া চলা সম্ভবপর কিনা ? আমি বলি সম্ভব।...

নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ : আবদুস সালাম খাঁ

...সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অভিনয়ের সাহায্য একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে। গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু বা দ্বিজেন্দ্রলাল—নাটকের ভিতর দিয়া অমর ত হইয়াছেনই, উপরন্তু হিন্দু সমাজের ক্রমোন্নতি ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেকটা ওই মহাপুরুষদের জন্য। সামাজিক নাটক লেখার পক্ষে মুসলমান সমাজে খোরাকের বিশেষ অভাব পড়িতে পারে না।...ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।...

বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা : আবুল হুসেন

...আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্দ্ধারণ করা এ

প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে ব্রিটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমতঃ সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের আইন কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চা করা প্রয়োজন।...

ইতোমধ্যে দুইটি কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথম কারণ খৃষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতার তৎকালীন চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু নেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবী ও আন্দোলন।...

...মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম ঢাকা হুগলী মাদ্রাসা ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিংবা ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সাদাত কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নাই। তার কারণ মুসলমান সমাজে তার জন্য তীব্র কোন আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যাহা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাহাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে।...

একশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর এক শত বৎসর পরে আমরা সেই আরবী শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেছি নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ

তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজী জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাচ্ছি।...

...M.E. ও H.E. School হতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে দেখি—

	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
H.E. School	শতকরা ১৫·২%	শতকরা ১৪·৪%	১৩·২%
M.E. School	,, ১৯·৪%	,, ১৮·৫%	১৬ ৪%

কারণ মক্তব ও নবপ্রবর্ত্তিত-মাদ্রাসা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক এই মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
মাদ্রাসা	৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র	২৬,১৫৬	৩১,৬১৩
সরকারী ব্যয়	৩,৩৯,২৯৬৲	৬,১৯,৭৭৬৲...

মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : আনোয়ার হোসেন

পরিশিষ্ট—বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ : সম্পাদক

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ১২টায় "মুসলিম সাহিত্য সমাজের" বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মুসলিম হল আয়তনে এক বিরাট সাহিত্য মজলিস বসেছিল। মজলিসের বিস্তৃত কর্ম্মসূচী অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, ২৮শে ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতেও সাড়ে সাত হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত মজলিসের কাজ চালাতে হয়েছিল।...

...সূচী অনুসারে কোরাণ আবৃত্তির পর একটি গান গাওয়ার দরকার ছিল—কিন্তু গান দ্বারা কোরাণের অবমাননা হতে পারে এই ভয়ে গানটী একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।...অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুসলিম হলের প্রভোষ্ট—মিঃ এ, এফ, রহমান... অভিভাষণ পাঠ করে তিনি সম্মিলনের সভাপতি খান বাহাদুর

তসদ্দুক আহমদ সাহেবকে তাঁর আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেন।...

...শ্রীমান [কাজী] আনোয়ারুল হক তাঁর 'সেতার' শুনিয়ে দেন।... পুনরায় ২-১৫ মিনিটের সময় মজলিসের কাজ শুরু হয়।

প্রথমেই একটী গান ছিল—কিন্তু নমাজের পরই গানটী কারো কারো মতে কেমন খাবাপ লাগে বলে গানটি কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।...অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব জলদগম্ভীর স্বরে তাঁর "সাহিত্য সমস্যা" প্রবন্ধটি পাঠ করেন।... অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব তাঁর "সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান" প্রবন্ধ পাঠ করতে আহূত হন।...তখন কার্য্যসূচীর ধারাবাহিকতা উপেক্ষা করে সভাপতি সাহেব অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির সাহেবকে তাঁর "সামাজিক গলদ" নামক তীব্র প্রবন্ধটি পাঠ করতে আহবান করেন।...

কাজী সাহেব তাঁর প্রবন্ধ শেষ করার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সভাগৃহে উপনীত হন। প্রবন্ধের অপ্রিয় কথা শুনতে শুনতে মজলিস অনেকটা উগ্র হয়ে উঠেছিল; ঠিক সেই সময় কবির আগমনে চাঞ্চল্যটা কথঞ্চিত কমে গেল। সেই অবসরে লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করে ফেললেন। তখন কবি সম্মিলনের সভাপতির সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে রচিত "খোশ্ আম্‌দেদ" নামক গানটি গাইতে বসে গেলেন। গানের ভাব ও ভাষায় মজলিস নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিল।...

পরদিন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় কাজী নজরুলের গজল দিয়ে সভা উদ্বোধন করা হয়। গজলের পর কবি নিজে তাঁর নূতন কবিতা "খালেদ" আবৃত্তি করেন। শুনতে পাওয়া যায় এই

আবৃত্তিতে কয়েকজন স্থিতিশীল মৌলবী সাহেবের চোখ দিয়ে নাকি অশ্রু বের হয়েছিল।...

কার্য্যসূচীর ধারা অনুসারে সমালোচনার জন্য অধ্যাপক আবদুল হাকিম সাহেব আহূত হন।...

...কাজী নজরুল ইসলাম উঠে বলেন, "আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটা কথা—এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌঃ আনোয়ারুল কাদির-প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।...

[পত্র] : নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগর

প্রিয় আবুল হুসেন সাহেব! ১০-২-২৭

...আপনাদের উৎসব দিনের "মুত্‌রিব" হবার গৌরব আমায় দিতে চান, কিন্তু যে গান আমি গাঁথব, তার সুর আপনাদের মনের বেণুকুঞ্জে। কোন্ আনন্দ-মাণিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি, কোন্ বেদনা-সুন্দর এর দেবতা, কোন্ প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজা-বেদী—এর আভাস না পেলে আমি কি করে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকেই গাইতে হয় এ আনন্দ জলসার আগমনী, তাহলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র করে সুর-লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে -শীগ্‌গীর জানাবেন।

আর, আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিসে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী,

—বেদনা শতদলে তাঁর চরণ। যুগযুগান্তের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়ছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ উৎসবের নৌরাত্তির দীপশিখা নিবে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয় ত সে দুঃস্বপ্ন দেখার মত সুন্দরের নেশায় আনন্দ গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্ব্বশী নয়, মর্ত্ত্যের শকুন্তলা,—বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি।...

আপনাদের সুন্দর-পূজার আয়োজন সার্থক হোক্, সুন্দর হোক্, পূর্ণ হোক্! ইতি—

প্রীতিসিক্ত—

নজরুল ইস্লাম

দ্বিতীয় বর্ষ : ১৯২৮ [প্রকাশ ১০ অক্টোবর][১]

নতুনের গান [গান] : নজরুল ইসলাম[২]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মাহমুদ হাসান[৩]

...মাতৃভাষার চর্চ্চা না করলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না।...বাংলা দেশে জোর করে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নেই।...বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।...

সভাপতির অভিভাষণ : আবদুর রহমান খাঁ

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯২৮।
২ "দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত"।
৩ "ইংরেজী বক্তৃতার সার"।

...কেহ কেহ উর্দ্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে চালাইতে চাহেন; কিন্তু তাহা অতি দুরূহ। মুখের কথায় কেহ কোন দেশবাসীর মাতৃভাষা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।...

...মুসলিম-সাহিত্যের বিশেষত্ব থাকিবে তাহার ভাবে, তাহার ভাষায় নহে।...

দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য বিবরণী : সম্পাদক

...এ বৎসর নানা কারণে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য প্রথমে এ বৎসরকার পঠিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা কি বলিতে চাহিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবুল হুসেন এম-এ বি-এল সাহেব। বিষয় "আদেশের নিগ্রহ"। তিনি বলেন,... মুসলমানেরা ইসলামকে যে ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।...যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে...।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী মোতাহার হোসেন এম-এ সাহেব – বিষয় "আনন্দ ও মুসলমান গৃহ"। লেখক বলেন,... মুসলমান সমাজ নির্জীব ও আনন্দহীন। উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই। ইহার প্রধানতম কারণ—শিক্ষার অভাব, শিক্ষা না হইলে সুরুচি জন্মে না, এবং সুরুচি অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না।... সুরুচি সম্পন্ন আনন্দের সন্ধান ও সম্ভোগ করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন

করিতে হইবে। তাহাতে যদি আমাদের সমাজ-গৃহের কিছু সংস্কার করা আবশ্যক হয়, তবে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাও করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলবী আবদুর রশীদ বি-এ, বি-টি সাহেব। বিষয় "মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ"। তিনি বলেন, ... শাসনের কোন নির্দিষ্ট ধারা,—যেমন শরিয়ত —যদিও সাধারণ ভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মারই পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়। ... আদেশের সার্থকতা ঐখানে-- যেখানে তাহা সত্যে পৌঁছিবার পথ নির্দ্দেশ করে।...

চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তরুণ কবি আবদুল কাদের সাহেব। বিষয়—"পল্লীসঙ্গীতে লীলাবাদ"।...

পঞ্চম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবুল হুসেন এম-এ. বি-এল সাহেব। বিষয় "বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ।" তিনি বলেন, বর্ত্তমানে মুসলমান সব দিকে পশ্চাৎপদ।... নেতৃবর্গ শুধু গবর্নমেণ্টের শতকরা হিসাব লইয়া তর্কবিতর্কে ব্যস্ত · কিন্তু তাহাতে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হইতেছে না।...

বাঙলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ

সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য : কমরুদ্দীন আহমদ

মোগল-যুগে চিত্র-চর্চ্চা : আবদুস সালাম

বাঙ্গালার লুপ্ত শিল্প : রকীবউদ্দীন আহমদ

বাঙ্‌লায় পীর পূজা : সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ

মানবমনের ক্রমবিকাশ : কাজী মোতাহার হোসেন

ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক যুগ : আনোয়ার-উল-কাদীর

স্থাপত্য চর্চ্চায় মুসলমান : আবদুল মঈদ চৌধুরী

মোসলেম ভারতে শিক্ষা চর্চ্চা : খান মোহাম্মদ আতাউর রহমান

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাঙলার কৃষক : এ, কে, আহমদ খাঁ

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ : ফজিলতন নেসা

তৃতীয় বর্ষ : ১৯২৯

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

... সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই—দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটী নিয়েই মানুষ। একটা ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই।...

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত।... তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী-উর্দ্দু-বাংলার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব-বীর্য্য সূর্য্য-নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে
উদিত উদয় গিরি-কনক-মরু 'পরি গঞ্জি মঞ্জুমণিবর্ণে।...

২ নম্বর

হলকুমে হানে তেগ 'ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।
আসমান ভরে' গেল গোধূলিতে দুপুরে'
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে।[১]

... কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না।... আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুর্‌আন ও হদীস, মুস্‌লিম ইতিহাস ও মুস্‌লিম জীবন থেকে।... আমাদের সাহিত্য [রসগ্রহণ] করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা পরিচয় হলেই ভাব হবে।

১ সম্পাদকের টীকা : "... আমাদের মতে এই দৃষ্টান্তটী একেবারেই অপ্রযুজ্য। ইহার একটী শব্দও বেমানান বা দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। বরং আরবী ফারসী শব্দের সহিত বাংলা শব্দের মিলনে যে মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয় এই ২ নম্বর তাহারই একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত।"

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : এম, আহমদ[১]

... কোন কিছুই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়।...

তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী : সম্পাদক

... প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয় "হিন্দী সাহিত্য ও মুসলমান" শীর্ষক একটি সুললিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।...

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব। বিষয়, "বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা" দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এসম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলেন হিন্দু মুসলমানের ভিতর শিক্ষার অসমতা দূর করা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য একই আদর্শের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন সুতরাং হিন্দু মুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠান না করিয়া একই স্থানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।...

এ সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লেখকের উদারতা ও স্পষ্টবাদিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলেন,... ।

এই সমাজের তৃতীয় অধিবেশনে পরলোকগত জাষ্টিস্ আমীর আলী মরহুমের জীবনকথা আলোচিত হয়।...

সমাজের একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে বঙ্গের কৃতি মহিলা বিদুষী মিস্ ফজিলতুন-নেসা সাহেবাকে তাঁহার বিলাত গমনের প্রাক্কালে অভিনন্দিত করা হয়। আর একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে আমাদের পুরাতন বন্ধু ইউরোপ-প্রত্যাগত ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবকে অভ্যর্থনা করা হয়।

১ রংপুরের জেলা জজ।

সমাজের চতুর্থ অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। একটি "পর্দ্দাপ্রথা"[১] অন্যটি "নারী-সমস্যা"[২]-বিষয়ে।...

সমাজের পঞ্চম অধিবেশনে নবীন-কবি আবদুল কাদের "পল্লীগানে বৌদ্ধ প্রভাব" সম্বন্ধে একটি অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।...

আমাদের প্রতিষ্ঠানটির নাম "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" হইলেও কার্য্যতঃ ইহা সাম্প্রদায়িক নহে।...

আব্বাসীয় যুগ : কাজী আকরম হোসেন

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : মোহিতলাল মজুমদার

...Race consciousness মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগাইতে হইবে। জাতির মুক্তি জয়যাত্রার পথে ইহাই প্রথম প্রয়োজন।

...বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে বাংলা ভাষায় কি পরিমাণ আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার তাহার প্রাণ ও মনের অবাধ স্ফূর্ত্তির জন্য আবশ্যক, তাহা প্রকৃত সাহিত্য রসিক, ভাবুক ও প্রতিভাবান্ লেখকের শক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে...।...কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য প্রবল হইলে, মুসলমান ভ্রাতাগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন...।

দারার ধর্ম্ম-মত : কালিকারঞ্জন কানুনগো

ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতি : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ : আবদুর রহমান খাঁ

কোরাণে মানবের স্থান ও অর্থনীতি : কমরুদ্দীন আহমদ

ফিকাহ্‌র উদ্ভব ও পরিণতি : মোখতার আহমদ সিদ্দিকী

চলার কথা : আকবর উদ্দীন

...বর্ত্তমানে আমরা সব বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দাবী কচ্ছি; বলছি, এ স্বাতন্ত্র্য যদি না পাই তাহ'লে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না।

১ লেখক আবদুল গণি।

২ লেখক নাজিরুল ইসলাম।

অর্থাৎ, এটা হ'চেছ ভয়ের দাবী যেন আমাদের হৃদরোগ হয়েছে, মরতে বসেছি, সুতরাং কোলাহল ধুলোবালীর দেশ থেকে ফাঁকায় যেতে চাই।

...তের শত বছর আগে মুসলিম যখন বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছিল, তখন পৃথিবীর কোন স্থানে তারা স্বাতন্ত্র্য দাবী করে নি।...

আরবী ভাষা ও কাব্য : ফসীহ্

দার্শনিক ইব্‌নে রোশদ : মোমতাজুদ্দীন আহমদ

ইসলাম ও শরীর-চর্চা : মোঃ বিলায়েত আলী খান

মানব প্রগতি ও মুক্ত বুদ্ধি : নাজিরুল ইসলাম

কুসংস্কারের একটা দিক : মুহম্মদ শামসুল হুদা

ময়মনসিংহের গীত : মোসলেমউদ্দীন খাঁ

আরবী কাব্য : মোহাম্মদ কাসেম

ধর্ম্ম ও সমাজ : কাজী মোতাহার হোসেন

বাংলা সাহিত্যের চর্চা : কাজী আবদুল ওদুদ

সার সৈয়দ আহমদ : আবুল হুসেন

তরুণ আন্দোলনের গতি : আবুল ফজল

Muslim Literary Conference : K C. Mookherjee

চতুর্থ বর্ষ : ১৯৩০ [প্রকাশ ১৮ এপ্রিল ১৯৩১][1]

অভ্যর্থনা : সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন

অভিভাষণ : নাসিরউদ্দীন আহমদ

সম্পাদকের কথা

...বর্ত্তমান বৎসরে বিভিন্ন অধিবেশনে ৬টী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে ২টী প্রবন্ধ ও একটী অভিভাষণ

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, জুন ১৯৩১।

পাঠ করা হয়। প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব ; তাঁহার বিষয় ছিল 'সাহিত্যিকের সাধনা', সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল মৈত্র মহাশয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন মোহাম্মদ কাসেম সাহেব। কাসেম সাহেবের প্রবন্ধ ছিল "স্বভাব কবি ইমরুল কায়েস"। এই সভা বেশ জমিয়াছিল। বেশীর ভাগ আলোচনাই এই কথাটীকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছিল যে, "মুসলিম সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যটুকু শুধু ভাষা দিয়ে রক্ষা করতে হবে না। মুসলিম জীবনের সার্থকতা ও সৌরভ দিয়ে রক্ষা করতে হবে।" কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব রায় দিয়াছিলেন, "জীবনের সমৃদ্ধি দিয়ে সাহিত্য গড়তে হবে, ভাষা দিয়ে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না।"

দ্বিতীয়...সভায় আনোয়ার হোসেন সাহেব "ঢাকার বাহিরে কয়েক দিন" শীর্ষক রচনা পাঠ করেন।...

তৎপর মৌঃ মোস্‌লেম উদ্দীন খান সাহেব তাঁহার একাঙ্ক নাটিকা "একেই কি বলে ইসলাম" পাঠ করেন।...

এই সমিতি সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচ্য বৎসরের প্রধান ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর আবুল হুসেন সাহেবের সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ। তাঁহার অজুহাত ছিল যে তিনি কোনও কারণবশতঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম। চিন্তারাজ্যের অপর কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিমতানুযায়ী চলা তাঁহার পোষাইবে না ; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করায়ও অনেক বিঘ্ন আছে ; সুতরাং আপাততঃ তিনি তাহার চিন্তা ও কলম স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন।...

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন : উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : কামাল-উদ্দিন

তরুণের দায়িত্ব : ফাতেমা খানম

... নারী দুর্ব্বল, পুরুষ সবল, তাই পুরুষ আজ নারীর মাথায় সমস্ত শাস্ত্র এবং শাস্তির ভার চাপিয়ে তাদের পর্দ্দার চাপে চেপে পিষে আধমরা করে রেখেছেন। আর মুক্তি এবং প্রভুত্বের গর্ব্বে নিজেরা এম্‌নি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন যেন তাঁদের জন্য শাস্ত্রও নেই, শাস্তিও নেই।...

... আমাদের চোখের সম্মুখে খ্রীষ্টান জাতির দেওয়া "Sick man" আখ্যাপ্রাপ্ত দুর্ব্বল তুরস্ক আজ এই যে নিরোগ, পুষ্ট এবং বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে, এর মূলে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শক্তি।...

পর্দ্দার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছি; কিন্তু তবু যদি কেউ আমাকে উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক মনে করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন।...

ধর্ম্ম ও শিক্ষা: কাজী মোতাহার হোসেন

... টোল, মাদ্রাসা, হিন্দু-কলেজ, ইসলামিক কলেজ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। যেখানে সঙ্কীর্ণতা ও অপ্রেম বিরাজ করে, পরস্পরকে বুঝবার কোন আগ্রহ বা অবসর নাই, সেখানে কোন বৃহৎ চিন্তা বা কর্ম্মের সূচনা হওয়া সুদূরপরাহত।...

বর্ত্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক: করুণাকণা গুপ্তা
গ্যেটে: কাজী আবদুল ওদুদ
সাহিত্যে শুচিতা: সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমান-আইন: আবুল হুসেন
মুসলিম-জাগরণ: নাজিরউদ্দিন আহ্‌মদ

১৯২৭ (মে) তবলীগ (মাসিক)

সম্পাদক: শেখ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন ও
চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান

৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। তৃতীয় সংখ্যা থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ৩৬ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতায়। প্রতি সংখ্যা দু

আনা, বার্ষিক মূল্য এক টাকা চার আনা। প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। দ্বিতীয় বর্ষে এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

১৯২৭ (জুন) **নওরোজ** (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আফজাল্-উল্ হক

সম্পাদক কর্তৃক নওরোজ প্রেস, ৪৫ বি মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা "আষাঢ় ১৩৩৭"-চিহ্নিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা সাধারণতঃ ১১২। চতুর্থ এবং পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা মোসলেহউদ্দীন শেখ কর্তৃক সুলতানিয়া প্রেস, ৪৫ বি মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংখ্যার সম্পাদক মোখলেসুর রহমান আনোয়ারী।

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩৭

গান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের কথা : [সম্পাদক]

বাঙ্গলার মুস্‌লিম সমাজ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই একদিকে যেমন তাহার সন্তানেরা অধঃপতনের নিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াও চিরাভ্যস্ত গতানুগতিকের অনুসরণ করিয়াই চলিতে চাহিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে সেই পথেই তাঁহাদের কল্যাণ হইবে,– অন্য দিকে তেমনি নানা শ্রেণীর বিদ্রোহীরাও আজ জাগিয়া উঠিয়াছেন—যাঁহারা সমাজের চিরাভ্যস্ত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না ; ধর্ম্ম, নীতি, এমন কি প্রাচীন সামান্যতম বিষয়টুকুও তাঁহারা নূতন করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন — বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতনের পত্তন করিতেও যাঁরা দ্বিধা বা

কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না, তাঁহাদের সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।...

তাই আমাদেরও আজ নওরোজের এই নূতন অভিযান। আমাদের কামনা আমাদের সাধ—নওরোজ এই নব জ্ঞানের সাধনা ও মনুষ্যত্বের বেদনার বাহন হউক।...

নওরোজ [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম
মানবতার বাণী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]
মোস্তফা কামাল পাশা : লোথ্রপ ষ্টডাড
জামী হইতে
কলি ও কাল : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিলনের কথা : কাজী আবদুল ওদুদ
রাখালের রাজগী [কবিতা] : জসীমউদ্দীন
স্বদেশের অধঃপতন ও সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় : আনোয়ার-উল কাদীর

...দেশের কৃতী সন্তান সার পি, সি, রায়ও গতানুগতিকতার অনুসরণ করে অন্যান্য পাঁচ জন সাধারণের মত মুসলমানকে অনেকখানি পর করে দেখেছেন। প্রবল অংশ যদি দুর্ব্বল অংশকে পর বলে মনে করে এবং এদেশ "হিন্দু"রই দেশ আর কারো নয় এইকথা সাহিত্যে ও বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, এক কথায় দুর্ব্বল অংশকে বাড়ী ছাড়া করে দেয়, তবে দুর্ব্বল অংশ ত একটা কোথাও তাদের বাড়ী ঠিক করতে চাইবে। যখন এদেশে পেরে উঠছে না তখন কি করা—লাচার হয়েই তারা সমরকন্দ ও বোখারার স্বপ্ন দেখে।...এবং অনেক সময়ে লাচার ও হতাশ হয়েই যারা তাদের পর বলতে চায় তাদের পর ভাবতে বাধ্য হয়।...

১ "অনূদিত"। "তৃতীয়বার ইতালী পরিভ্রমণ-কালে বিশ্ব-কবি মিলান শহরে এই বক্তৃতা প্রদান করেন"।

সার পি, সি, রায় তাঁর এই প্রবন্ধে[১] হিন্দু সমাজের মঙ্গলকে দেশের মঙ্গল বলতে চান। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীকে নতুন করে ভাবতে হবে। দেশের মঙ্গল অর্থে দশের মঙ্গল বুঝতে হবে। দশ মানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সব। সার পি, সি, রায় বলতে পারেন যে, "হিন্দু" বাদে অন্যে তাঁর কথা মানবে কেন। তাই তিনি তাদের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে সাহস পান না। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁর মন ব্যস্ত, তিনি কে কথা মানবে আর কে মানবে না, সে দিকে তাকিয়ে কাজ করতে পারেন না।...

সার পি, সি, রায় সম্বন্ধে এখানে যে কথাটা বলতে চেয়েছি সেটা আমাদের দেশের সব নেতাদেরই সম্বন্ধে খাটে।...এঁরা কেউ হিন্দুর মঙ্গল কেউ মুসলমানের মঙ্গল চান।...

"ঘোম্‌টাখানি খোল্‌" [কবিতা] : সুনির্ম্মল বসু

নিয়ন্ত্রিতা [উপন্যাস] : সেলিমা বেগম

উপেক্ষিতা [কবিতা] : মিসেস্‌ এস, এন, হোসেন

নমস্কার : ডাক্তার লুত্‌ফর রহমান

বুদ্ধির ও চিন্তার মুক্তির কথা : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

গজল-গান : নজরুল ইস্‌লাম[২]

নিগৃহীতের ব্যথা [উপন্যাস] : নাজিরুল ইস্‌লাম

তব প্রেম [কবিতা] : আবদুল কাদের

অন্ধ কবি [কবিতা] : কাহ্‌লিল জিবরান[৩]

ঝিলি-মিলি ["একাঙ্ক নাটক"] : নজরুল ইস্‌লাম[৪]

---

১ ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত স্যার পি, সি রায়ের বক্তৃতা। ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক অনূদিত ও 'বঙ্গবাণী'তে (চৈত্র ১৩৩৩) প্রকাশিত।

২ "আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি"। রচনা : কৃষ্ণনগর, ১৯ বৈশাখ ১৩৩৪।

৩ অনূদিত।

৪ রচনা : কৃষ্ণনগর, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৪।

পুলক [কবিতা]: হুমায়ুন কবির

প্রকৃতির প্রতিশোধ [গল্প]: বিশ্বমোহন সান্যাল

আষাঢ়-সন্ধ্যায় [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন

কুহেলিকা [উপন্যাস]: নজরুল ইস্‌লাম

ডিটেক্‌টিভ [নক্‌শা]: বাহার-নাহার[১]

মহিলা-মজলিস: শামসুন নাহার

> ...নওরোজের এই অন্দোলন-উৎসবে যোগ দিতে আসিয়া সকলের আগে যাঁহার কথা আমাদের মনে পড়িতেছে—তিনি আজ বহু—বহু দূরে। "বাঙ্‌লার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে" মিসেস্‌ এম. রহমান আজ নাই—বড় অসময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন অন্ধকার-যবনিকার পরপারে।...

চয়নিকা

> আজি হতে শত বর্ষ আগে [কবিতা] —নজরুল ইস্‌লাম[২]
>
> কবি ফেরদৌসী[২]

বন্দী-দশায় আবদুল করিম

নবীন পারস্য

চাষা [কবিতা]: রাজিয়া খাতুন

ওয়েল্‌স ও নর-নারীর সম্বন্ধ: হুমায়ুন কবির

রঙ্‌-বেরঙ্‌

বর্ত্তমান জগৎ

বিদায়-ব্যথা[৩]

মোস্‌লেম-জগৎ

---

১ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) ও বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ। "টুর্গেনিভ হইতে"।

২ 'কল্লোল' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ পাঞ্জাবী লোক-সঙ্গীতের ভাবানুবাদ।

গজল-গান [কথা, সুর ও স্বরলিপি] : নজরুল ইস্‌লাম[১]

ঈদ-উল্‌-আজ্‌হা : মোহাম্মদ আফ্‌জাল্‌-উল্‌ হক্‌

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৪

কিশোরী [কবিতা] : জসীমউদ্‌দীন

শামা ও পরওয়ানা : এস, ওয়াজেদ আলী

গান : অতুল প্রসাদ সেন[২]

মানবতার বাণী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাদা ব্রীজ [নাটক] : নজরুল ইস্‌লাম

টীপু সুলতানের বংশ-পরিচয় : মোজাম্মেল হক্‌

মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্তি আন্দোলন : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মাটীর বেহেশত [কবিতা] : রাজিয়া খাতুন

সান্ত্বনা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

নিয়ন্ত্রিতা [উপন্যাস] : সেলিমা বেগম

বাবরের সাহিত্যিক জীবন : মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ (বাহার)

ফতুর [গল্প] : নৃসিংহদাসী দেবী

খাঁচার পাখী [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

নিগৃহীতের ব্যথা [উপন্যাস] : নাজিরুল ইস্‌লাম

প্রতীকার [নকৃশা] : পরিমল গোস্বামী

গজল-গান [কথা, সুর ও স্বরলিপি] : নজরুল ইস্‌লাম[৩]

পরিত্যক্ত [গল্প] : আকবরউদ্দীন

ইস্‌লামের আধুনিকতা : সৈয়দ আমীর আলী[৪]

কুহেলিকা [উপন্যাস] : নজরুল ইস্‌লাম

---

১ "করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব"। সম্পাদকের টীকা : "নওরোজে প্রকাশিত নজরুল ইস্‌লামের লেখার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত রহিল"।

২ "এবার আসিলে তুমি সুন্দর বেশে"।

৩ "আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি"।

৪ অনূদিত।

শ্রাবণ [কবিতা] : প্রিয়ম্বদা দেবী

চয়নিকা

সাহিত্য-ধর্ম্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী—মোহাম্মদ মন্‌সুর উদ্দীন[১]

ভারতের প্রাচীন কাগজ-পত্র[২]

মৃত্যুর সাথে বিয়া [কবিতা]—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত[৩]

উত্তর-বঙ্গ পল্লী-গীতিকা : মোহাম্মদ ফারাজুল হোসেন

মহিলা-মজলিস

জাপানী মহিলার কৃতিত্ব—শামসুন্ নাহার

নারী ও রাজনীতি—ক্লারা মেনডি[৫]

প্রাচীন রোমান নারী—সত্যেন্দ্র কুমার দাস

লালন শার গান [সংগ্রহ] : মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও মুহম্মদ ইখ্‌লাসউদ্দীন

বর্ত্তমান চীনের কথা : মুসাফির

ভারতের ইতিহাসে মুসলমানের দান : মোহাম্মদ আজিজুল হক্[৬]

মোস্‌লেম-জগৎ

গজল-গান : নজরুল ইস্‌লাম[৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

নওরোজ সম্বন্ধে অভিমত

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৪

গান : জসীমউদ্‌দীন[৮]

মাহ্‌মুদ ও ফেরদাওসী : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

---

১ 'বিচিত্রা' থেকে।
২ 'ভারতবর্ষ' থেকে।
৩ 'সঞ্জীবনী' থেকে।
৪ 'প্রগতি' থেকে।
৫ অনূদিত।
৬ পরে স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক।
৭ "কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি"।
৮ "মনই যদি নিবি কেন মন করিলি খালি"।

গান : অতুল প্রসাদ সেন[১]

মহর্‌রম-তত্ত্ব : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

লালন শার গান [সংগ্রহ] : মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন ও মোহাম্মদ ইখলাসউদ্দীন

কিউপিডের দুষ্টামী [গল্প] : এস, ওয়াজেদ আলী

অভিভাষণ : কাজী আবদুল ওদুদ[২]

কুহেলিকা [উপন্যাস] : নজরুল ইস্‌লাম

ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের গান : মোহাম্মদ আজিজুল হক্

গান : হুমায়ুন কবির

নিগৃহীতের ব্যথা [উপন্যাস] : নাজিরুল ইস্‌লাম

ভাঙা-গড়ার গান [কবিতা] : দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী

নিয়ন্ত্রিতা [উপন্যাস] : সেলিমা বেগম

ইসলামে আধুনিকতা : সৈয়দ আমীর আলী

পিয়াসী [গল্প] : রাজিয়া খাতুন

চরিত্র : আবুল হুসেন[৩]

গজল : নজরুল ইস্‌লাম[৪]

টীপুর অন্তিম-সৎকার : মোজাম্মেল হক্

মুস্‌লিম জ্যোতির্বিজ্ঞান : সুরেশচন্দ্র নন্দী

ভীরু [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম[৫]

পুত্র-হারা [গল্প] : এম, নাসির আলী

ঈমানের পরীক্ষা : মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ (বাহার)

---

১ "আমার পরাণ কোথা যায় — কোথা যায় উড়ে"।

২ "ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত। ১৪-৮-২৭।"

৩ "মুসলিম-হল "বর্দ্ধমান হাউসে"র "আল্-মামুন ক্লাবের" মন-চর্চ্চা বিভাগের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত"।

৪ "কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে"। রচনা : কৃষ্ণনগর ৯ ভাদ্র ১৩৩৪।

৫ রচনা : কৃষ্ণনগর, ৩২ শ্রাবণ ১৩৩৪।
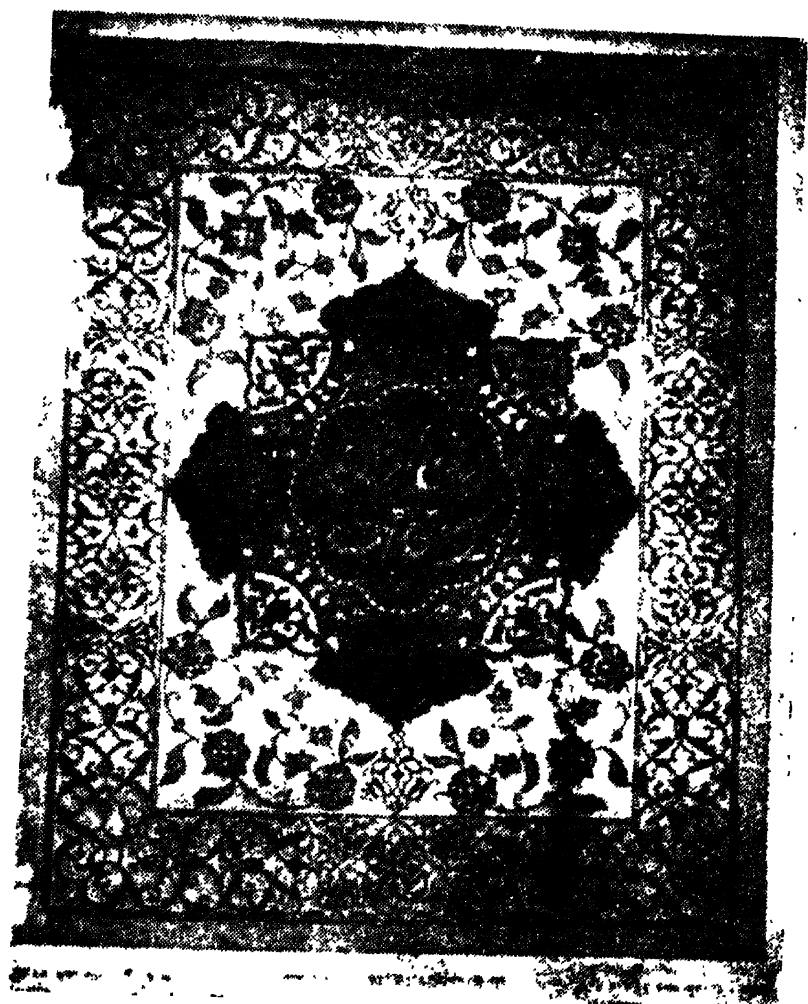
অভাগিনী [গল্প] : বিশ্বমোহন সান্যাল
শারদ-গীতি [কবিতা] : সৈয়দ রাশেদন্-নবী
চয়নিকা
মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী – মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন[১]
কে পশ্চাতে ?[২]
নিয়তি [গল্প] : আকবরউদ্দীন
একখানি চিঠি : ইব্রাহিম খাঁ[৩]
কবি হাফিজের কদর : মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন ও মোহাম্মদ শামসজ্জোহা খান লোদী
শেষোপহার [কবিতা] : সেলিমা বেগম
মহিলা-মজলিস্
মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্তি আন্দোলন : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
জগ্‌লুল পাশা [কবিতা] : হুমায়ুন কবির
চিরঞ্জীব জগ্‌লুল [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম[৪]
জগলুল ও তরুণের দল : টি, এল, ভাসওয়ানী
জগলুল পাশা [জীবনী]
সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৪

তরুণের গান [কবিতা] : মোতাহের হোসেন
ভ্রাম্যমানের জল্পনা : দিলীপকুমার রায়
সামা' : মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন
গজল [কথা, সুর ও স্বরলিপি] : নজরুল ইস্‌লাম[৫]

---

১ 'ভারতবর্ষ' থেকে।
২ 'মোহাম্মদী' থেকে।
৩ নজরুল ইস্‌লামকে লিখিত।
৪ রচনা : কৃষ্ণনগর, ১৬ ভাদ্র ১৩৩৪।
৫ "এত জল ও-কাজল চোখে পাষানী আন্‌লে বল কে"।

শবে-বরাত : মোহাম্মদ আজ্‌হারউদ্দীন

সমুদ্র [কবিতা] : হুমায়ুন কবির

'জাকাৎ'—ইস্‌লামের একটা মহা-নীতি[১]

নিয়ন্ত্রিতা [উপন্যাস] : সেলিমা বেগম

মরু-ভূর প্রেম [কবিতা] : এম, ইদ্রিস

আবর্ত্ত [গল্প] : আকবরউদ্দীন

মহর্‌রম-তত্ত্ব : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

নিগৃহীতের ব্যথা [উপন্যাস] : নাজিরুল ইস্‌লাম

পঞ্চকের চিঠি : পঞ্চক

সাহিত্য-প্রসঙ্গ : জলধর সেন

নওরোজ : মওলানা আগা মোহাম্মদ কাজেম সিরাজী[২]

(অনুবাদ : মোহাম্মদ মোখলেসুর রহ্‌মান)

প্রত্নতাত্ত্বিকের আপদ [গল্প] : অজয়কুমার সেন

মুসলমান কথা-সাহিত্যের গতি ও পরিণতি : আবুল ফজল[৩]

"শরৎচন্দ্র" [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম[৪]

চাঁদ সওদাগরের কাহিনী : মোহাম্মদ ফারাজুল হোসেন

কবি হাফিজ : মোহাম্মদ মনসুরউদ্‌দীন

অকরুণ [কবিতা] : গিরিজাকুমার বসু

মুক্তির পথ : আকবরউদ্দীন

কারাবন্ধ [কবিতা] : আব্‌দুল কাদের

চয়নিকা

১ *Islamic Review* (জুলাই ১৯২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত সি. এ. সুর্মার প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

২ "সার আশুতোষ মুখার্জ্জীর সিলভার জুবিলী উপলক্ষে...লিখিত...।"

৩ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোস্‌লেম হলে পঠিত"।

৪ "স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত"। রচনা : কৃষ্ণনগর, ২৯ ভাদ্র ১৩৩৪।

নিখিল বঙ্গ মোস্‌লেম যুবক-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ - মুজীবর রহমান[১]

বাঙ্গালী মুসলমানের অন্ন-সমস্যা—প্রফুল্ল চন্দ্র রায়[২]

টিপু সুলতানের বংশাবলী[৩]

ফতেয়াবাদ নগর — আমির আলী চৌধুরী ফতেয়াবাদী[৪]

ধরণী [কবিতা] : সৈয়দউদ্দীন

বলিগর্ত্ত [গল্প] : মিসেস, আর, এস, হোসেন[৫]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা

বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানের স্থান

নিখিল বঙ্গ মোস্‌লেম যুবক সঙ্ঘ

শিমলার মিলন বৈঠক

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা : কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

দুঃখের দীক্ষা [কবিতা] : শশাঙ্কমোহন সেন

বাঙ্গালা সাহিত্য : আবদুল মজিদ

মর্ম্ম-বধূ [কবিতা] : গোলাম মোস্তাফা

গণ-যন্ত্র [গল্প] : গিরিজা মুখোপাধ্যায়[৬]

সন্ধ্যারাণী [কবিতা] : মোহাম্মদ মোখ্‌লেসুর রহমান

সুলতান মোহাম্মদ তোগলোক : এ, জেড, নূর আহমদ

গাঁয়ের বুকে [কবিতা] : ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

---

১ বর্দ্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত (১০-১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭) উক্ত সম্মেলনে *The Mussalman* পত্রিকার সম্পাদকের ভাষণ। 'খাদেম' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ "নিখিল-বঙ্গ মোসলেম সম্মিলনীর বর্দ্ধমান অধিবেশনে প্রদত্ত [বক্তৃতা] ও মৌঃ তাহেরউদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক লিখিত।" 'খাদেম' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে।

৪ 'ছোলতান' থেকে।

৫ "নির্জ্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে"।

৬ "গল্পসওয়াদ্দি হইতে"।

১ খুদাবখ্‌শের" Islam as a problem" প্রবন্ধের অনুবাদ।
২ 'আত্মশক্তি' থেকে।
৩ 'দৈনিক ছোলতান' থেকে।
৪ 'প্রগতি' থেকে।
৫ 'যুগদীপ' থেকে।
৬ 'ছোলতান' থেকে।

মত ও পথ[১]

মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল—অম্বিকাচরণ দত্তগুপ্ত[২]

মহাত্মা ও আলী ভাই[৩]

মান্দ্রাজে মোস্লেম-প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন[৪]

তুরস্ক[৫]

দেশেব কথা

প্রাইমারী শিক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

বড়লাট বাহাদুরের সহানুভূতি

কলিকাতার দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পোর্ট কমিশন

পোর্ট কমিশনার অফিসে বাঙ্গালী

আঁধার রাতের সাথী [কবিতা]: এম, ইদ্রিস

সমস্যা [গল্প]: হামিদার হোসেন

"রায়তের কথা": মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন[৬]

মিলন-বেদন [কবিতা]: আহ্মদর রহমান

শিক্ষার প্রতি ইস্লামের অনুশাসন: এম, এম, আহ্মদ

সমালোচনা

সম্পাদকীয়

সম্পাদকের আত্ম-নিবেদন: মোখ্লেসুর রহমান আনোয়ারী

১৯২৭ (সেপ্টেম্বর) ইসলাম (মাসিক)

সম্পাদক আবদল মোনয়েম

রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত।

১ 'প্রবর্ত্তক' থেকে।
২ 'মাতৃ-মন্দির' থেকে।
৩ 'খাদেম' থেকে।
৪ 'ছোলতান' থেকে।
৫ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে।
৬ প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র আলোচনা।

১৯২৭ শিশু-মহল (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আফজাল্-উল্-হক

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

১৯২৭ (নভেম্বর ৬) মাসিক মোহাম্মদী (মাসিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

খায়রুল আনম খাঁ কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "কার্ত্তিক ১৩৩৪"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৬ নভেম্বর ১৯২৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০০, দাম সাড়ে চার আনা।[১] পরে ৮৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতায় কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৫৪) বের হবার পর দু বছরের জন্যে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। একবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) থেকে আবাব প্রকাশ পায় ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা থেকে।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৪

আত্ম-নিবেদন : সম্পাদক

> বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, মোছলেম-বঙ্গের স্তরে স্তরে, আজ এক অভিনব জীবন-সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে পুরাতনের মায়া অন্যদিকে আধুনিকতার মোহ।...
>
> প্রথম দলের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িলেও এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।...পক্ষান্তরে আধুনিকতার মায়ামুগ্ধ তরুণের চারিপার্শ্বে আলোকের অভাব না ঘটিলেও, এছলাম সম্বন্ধে তাঁহারা আজ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।...
>
> প্রথম পক্ষকে বলিতে হইবে—"দ্বার খোল!" ...দ্বিতীয় পক্ষকে বলিতে হইবে—"চোখ মেল!"...

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২৮।

আল্লার কালাম, রছুলের বাণী

স্বাগতম [কবিতা]: কাজী কাদের নওয়াজ

এছ্‌লামের আদর্শ

ওমর খাইয়াম: কাজী নওয়াজ খোদা

ভারতবর্ষ [গল্প]: এস, ওয়াজেদ আলী

এছ্‌লাম ও শাসন-অধিকার: মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান এছ্‌লামাবাদী

মহাপয়গাম [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন

খৃষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি

ক্রন্দসী [কবিতা]: গোলাম মোস্তফা

আহ্‌মদ ছা'দ পাশা জগ্‌লুল: নজির আহ্‌মদ চৌধুরী

কাঁটাফুল [উপন্যাস]: শাহাদাৎ হোসেন

বাদশাহ্‌ আমানুল্লা ও বর্ত্তমান আফগানিস্তান: সৈয়দ মোহাম্মদ নজীর আবু ওবায়দুল্লা চৌধুরী

"হজ্জে-আকবর" [গল্প]: মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্‌ (বাহার)

সঙ্কলন

বাংলার আজীজ [কবিতা]: নজরুল ইসলাম[১]

আলোচনা

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

এছ্‌লামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার: মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আর্টের স্বরূপ: গোলাম মোস্তফা[২]

উন্মেষ [কবিতা]: কাজী কাদের নওয়াজ[৩]

বাংলার মোছ্‌লমান ও প্রাথমিক শিক্ষা: আনওয়ার হোসেন

মহাকবি সা'দী: কাজী নওয়াজ খোদা

---

১ "...অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজীজ সাহেবের পবিত্র স্মরণে লিখিত।..."

২ "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে পঠিত"।

৩ "প্রথম সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী' পাঠে"।

আল্লার কালাম, রছুলের বাণী
সমব্যথী [কবিতা]: মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী
কুড়ানো ফুল [গল্প]: চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান
নেপোলিয়নের ইসলামগ্রহণ: কাজী নওয়াজ খোদা
কাঁটাফুল [উপন্যাস]: শাহাদাৎ হোসেন
সঙ্কলন
আলোচনা
শরৎ-বিদায় [কবিতা]: শাহাদাৎ হোসেন

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: পৌষ ১৩৩৪

এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার: মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আমার গান [কবিতা]: আবদুল কাদের
সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক: মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খাঁ
নির্ব্বোধ [গল্প]: আকবরউদ্দীন
এছলাম ও শাসন-অধিকার: মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান এছলামাবাদী
অঞ্জলি [কবিতা]: মোসাম্মাৎ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী
রাণী ভিখারিণী: মিসিস আর, এস, হোসেন
মহাকবি সা'দী: কাজী নওয়াজ খোদা
অনুলিখন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ: নজির আহ্‌মদ চৌধুরী
ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ: কাজী নওয়াজ খোদা
প্রিয় [কবিতা]: মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী
সঙ্কলন
কাঁটাফুল [উপন্যাস]: শাহাদাৎ হোসেন
আলোচনা

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: মাঘ ১৩৩৪

এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার: মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য: গোলাম মোস্তফা

... বাংলা ভাষাকে মুসলমান করা হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালী মুসলমানও খাঁটী মুসলমান হয় নাই; বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা হইয়াছে বলিয়া বাংলার মুসলমানও আজ অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে!...

বাংলা ভাষার সেই 'চৈতন্যের' যুগ হইতে 'বিদ্যাসাগরের' সময় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মুসলমানদিগের কিন্তু কোনই চৈতন্যোদয় হইল না। তাহারা বৈষ্ণব-প্রেমের যে লীলা-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার গতি অপ্রতিহতই রহিয়া গেল। এত বড় একটা দীর্ঘ যুগের জাতীয় জীবন শুধু ভাষা-সমস্যার জন্য এমনই করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।

এই অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বৈষ্ণব বাংলাকে ধরিয়া আনিয়া তিনি তাহার কর্ণে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইয়া 'শুদ্ধি' করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিলেন।... মুসলমান-দিগের অন্তরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তেমন কোন জাগ্রত বুদ্ধির উন্মেষ বা বেদনার সঞ্চার হইল না।...

সুখের বিষয়, আজ আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।...

... অতীত যুগের মুস্‌লিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে ও সেই লক্ষ্যে চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুইটী দিক থাকিবে, একদিকে 'দীন', আর এক দিকে 'দুন্‌য়া'।...

... বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার নিশ্চয়ই মিলন ঘটিবে। ইতিমধ্যেই এই মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে।...

বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী-পার্সী শব্দ: মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খাঁ

আজমল-বিয়োগে [কবিতা]: কাজী কাদের নওয়াজ

মহাকবি সা'দী: কাজী নওয়াজ খোদা

হজরতের বহুবিবাহ : শেখ ফজলুল করিম

পথের ফকির [গল্প] : আকবরউদ্দীন

পল্লী জননী [কবিতা] : জসীম উদ্‌দীন

নূর-জাহান : মোহাম্মদ আবদুর রশিদ

গিবার বা জাবের এব্‌নে হাইয়ান : কাজী নওয়াজ খোদা

আলোচনা

...রবীন্দ্রনাথ নোবেল-প্রাইজ লাভ করাতে তাঁহার গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে কিনা—জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে, এই ব্যাপারে নোবেল-প্রাইজের নাম ও তাহার গুরুত্ব এদেশে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই নোবেল-প্রাইজের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন জ্ঞান-কেন্দ্র হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র দুইজন ভারতীয় মুছলমানের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছেন—হেজাজীয় অমৃত-মদিরার অনুরক্ত ভক্ত স্বনামধন্য—একবাল। আর একজন হইতেছেন—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার, বহুভাষাবিশারদ পণ্ডিত মাওলানা মোহাম্মাদ এনায়তুল্লা খাঁ এম-এ, এফ-আর-এস্।...

... সাধারণ বাঙালী পাঠকের হিসাবে গীতাঞ্জলীর সহিত যতটুকু পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তদনুসারে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, পার্সী ও উর্দ্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেক কবি গীতাঞ্জলীর সাধ্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এবং মধুরতর রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।...

মছিহুল্-মুল্ক হাকিম আজমল খাঁ : নজীর আহ্‌মদ চৌধুরী

দর্শন ও ঈমান : এস্, ওয়াজেদ আলী[১]

সঙ্কলন

১ "Muslim Review পত্রের Philosophy and Faith প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ"।

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩৪

এমাম বোখারী : কাজী নওয়াজ খোদা

নব-পর্য্যায় না নব-পর্যয়! : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী আবদুল অদূদ ছাহেব "নবপর্য্যায়" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে সাধারণভাবে এবং তাহার "সম্মোহিত মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষরূপে এমন কতকগুলি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা যুক্তির হিসাবে অপ্রামাণ্য, ইতিহাসের হিসাবে ভিত্তিহীন, এবং ধর্ম্মের হিসাবে মারাত্মক।

... কাজী ছাহেব নব-পর্য্যায়ের নামে বস্তুতঃ এছলামের বিপর্য্যয় সাধন করারই চেষ্টা করিয়াছেন।...

এই প্রবন্ধে কাজী ছাহেবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা ঘোর পৌত্তলিক -কারণ তাহারা মহাপুরুষের প্রেরিতত্ত্বে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তাহারা মনে করে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার প্রেরিত বা রছুল। তাঁহার মতে হজরতকে রছুল বলিয়া বিশ্বাস করা আর অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমা পূজা করা, একই কথা। এই প্রতিমা পূজার কল্যাণেই এছলামের "ইতিহাসটা বহুল পরিমাণে ব্যর্থতার ইতিহাসে" পরিণত হইয়াছে এবং এই জন্যই "আধ্যাত্মিক নৈতিকতা ও সাংসারিকতা"র সকল দিকে মুছলমানকে শোচনীয়-রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কাজী ছাহেব বাহ্যতঃ "হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তিগণের" উপর আক্রমণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে আক্র-মণের মূল লক্ষ্য হইতেছেন—স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁহার প্রচারিত এছলাম ধর্ম্ম।...

আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ! : কাজী নওয়াজ খোদা
হিংসুকের প্রতি [কবিতা] : কাজী কাদের নওয়াজ
আরব কবি আবুল আতাহিয়া : আবদুল হক ফরিদী
আমি যবে যাব চলে [কবিতা] : মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী
রমজানের সাধনা : মোহাম্মদ আকরম খাঁ
যৌবনের শেষ [গল্প] : আকবরউদ্দীন
ইসলাম ও বিজ্ঞান : কাজী আবদুল হালিম
কাঁটাফুল [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন
দর্শন ও ঈমান : এস্, ওয়াজেদ আলী
বাঙ্গলা সন : মোবারক আলী খাঁ
প্রকৃত বীরত্ব : আবদুল কাদের
চিত্র-বৈচিত্র্য
সঙ্কলন
বেকার [গল্প] : চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান
আলোচনা

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩৪[১]

বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান : সৈয়দ এমদাদ আলী
গোলামের কথা [কবিতা] : কাজী নওয়াজ খোদা
অকরুণা : মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী
প্রায়শ্চিত্ত [গল্প] : চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান
নবপর্য্যায় না নব পর্য্যয় : মোহাম্মদ আকরম খাঁ
হতাশের আশ্রয় : রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী
খান দাওয়ান নসরৎ জঙ্গ : আবু লোহানী
শক্তি পরীক্ষায় মুসলমান : গোলাম মোস্তফা

১ এই সংখ্যা আমি দেখি নি। বর্ষসূচী থেকে বোঝা যায় যে, এতে উপরোক্ত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

অলৌকিক আত্মত্যাগ : আবদুল কাদের

হাকিম আজমল খাঁ : মোল্লা নাসিরুল হক

পথমাঝে [কবিতা] : মোহাম্মদ সেকান্দর আলী

কাঁটাফুল [উপন্যাস] : শাহাদাৎ হোসেন

আরব কবি মোতাসাব্বী : ফকির আহম্মদ

বসন্তের পরশ : আজিজুল হক

চিত্র-বৈচিত্র্য

জন্ম-শাসন ও মুসলমান

নাভার মহারাজ : আকবরউদ্দীন

সঙ্কলন

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৫

নব পর্য্যায় না নব পর্য্যয় : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

> ...প্রকৃত পক্ষে কাজী ছাহেব কোরানকে হজরত রছুলে করিমের রচনা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এছলামের মূল শিকড়টা কাটিয়া দিতে চান। কিন্তু হঠাৎ স্পষ্ট করিয়া এরূপ কথা বলিয়া ফেলিলে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাই এই শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।...

"এপ্রেল ফুল" [গল্প] : রাজিয়া খাতুন

প্রকৃত বীর [কবিতা] : জছিমউদ্দিন আহমদ[১]

এমাম ফখরুদ্দিন রাজী : এ, জেড্, নূর আহমদ

বিধাতার ভিক্ষা [কবিতা] : আবুল হাসেম

অসীম ধর্ম্মানুরাগ : আবদুল কাদের

হোরার যুদ্ধ ও মদিনা ধ্বংস : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

জেবুন্নেসা বেগম : কাজী নওয়াজ খোদা

১ "শেখ সাদী হইতে"।

২ "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর বশীরহাট অধিবেশনে পঠিত"।

ঈদ-উৎসব [কবিতা]: এ, মালেক

আক্কেল-সেলামী [গল্প]: কে, এ, বসির

কুঁড়ি [কবিতা]: কাজী কাদের নওয়াজ

সতী [গল্প]: মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

ঈদুল ফিৎর: মোহাম্মদ আবুল হক ফরিদী

বাগেরহাটের খাঁজাহান কীর্ত্তি: ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা: এস, ওয়াজেদ আলি[১]

> উর্দ্দু আর বাঙ্গলার কলহ এখন এক রকম শেষ হয়ে গেছে। বাঙ্গলা দেশে উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী নিস্ফলতার কথা বুঝতে পেরে, নিজেদের সংযত করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে আবার সে চেষ্টা যে কেউ করবে, তার বড় একটা সম্ভাবনা নাই।...
>
> ...অনেক দেখে অনেক ঠকে বাঙ্গালী মুসলমান শেষে পরের মাতৃভাষাকে ছেড়ে নিজের মাতৃভাষাকেই তার সাহিত্যের ভাষারূপে বরণ করেছে।...
>
> ...মুসলমানদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ছাড়া তাদের মনের ভাব যথোচিত ভাবে ব্যক্ত করা যায় না।...
>
> ...পুঁথি সাহিত্যকে আল্লার হাতে ছেড়ে আমরা এক নূতন দুনিয়ায় এসে পড়েছি।...
>
> ...যদি এখন আমরা পুথি সাহিত্যের পথে ফিরি তাহলে ভবিষ্যতে হিন্দুর বাঙ্গলা সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে।...আমাদের উভয় জাতির স্বার্থ যখন এক, আর আমাদের পরস্পরের মিলন এবং সহানুভূতির উপর আমাদের ভবিষ্যত যখন একাগ্রভাবে নির্ভর করে, তখন সেই মিলনের পথে এত বড় একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয় না।...

---

১ "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সম্মেলনী"র বশীরহাট অধিবেশনে পঠিত"।

...ধর্ম্ম সম্পর্কীয় যতগুলি বিষয় আছে...সে সবের পরিভাষা আরবী থেকেই আমদানি করা উচিত।...যে সব এল্‌মের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, সে সবের পরিভাষা কতকটা সংস্কৃত থেকে, কতকটা আরবী থেকে, কতকটা ইংরাজী থেকে, আর কতকটা আমাদের কথ্যভাষা থেকে নিলেই চলতে পারে। এ বিষয় হিন্দুকেও উদারতা দেখাতে হবে, আর মুসলমানকেও উদারতা দেখাতে হবে। আর উভয়কে চেষ্টা করে মাতৃভাষাকে যতদূর সম্ভব অন্য ভাষার (তা সে আরবীই হোক আর সংস্কৃতই হোক) ব্যাকরণের এবং অভিধানের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে।...

সহধর্ম্মিনী [ঐতিহাসিক কাহিনী]: মোছলেম খাঁ

সঙ্কলন

এবার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বশীরহাটে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনাব মওলানা মুনীরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।...অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বশীরহাটের কৃতী সন্তান জনাব মৌলবী ছৈয়দ মোকররম আলী ছাহেব...।

আলোচনা

জনৈক বন্ধু জানাইতেছেন—মাসিক মোহাম্মদীতে জনাব কাজী আবদুল অদুদ সাহেবকে ঢাকা ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ভুল, কাজী ছাহেব ঢাকা Intermediate কলেজের অধ্যাপক।...

জনাব কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের জবাবনামা নিম্নে প্রকাশিত হইল...। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গত মাসের লেখায় বস্তুতই স্থানে স্থানে উগ্রতার পরিচয়

মুছলমানেরা গো-বধের অনুকূলে বেদের দুই চারিটা শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিবাদে বিশেষ কোন ফল ফলিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। আজকালিকার দিনে উচ্ছৃঙ্খলতাই হইতেছে প্রধান ধর্ম্ম।...

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩৫

সমস্যা ও সমাধান : মোহাম্মদ আকরম খাঁ
সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা : গোলাম মোস্তফা
নও-জামানার গান [গান] : গোলাম মোস্তফা
যিজ্য়া : রেজাউল করীম
বিদায় হজ্ব্ [কবিতা] : আবুল হাশেম
কবির সমাধি [গল্প] : জাহিদুল হুসাইন
আমাতে কি আমি আছি! [কবিতা] : মোয়াহেদ বখত চৌধুরী
হজরত ওমরের খেলাফৎ-কালে ভূমির রাজস্ব : আবু লোহানী
নারী-হরণ [উপন্যাস] : মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান
আফগান কবিদের কথা : মুসাফির
"জাতীয় সভা" [নক্‌সা] : মোছ্‌লেম খাঁ
চিত্রে মক্কাতীর্থ ; সাময়িক চিত্রাবলী
সকাল সন্ধ্যা [কবিতা] : জসীম উদ্দীন
সঙ্কলন
বাদল বিরহী [কবিতা] : আবু নয়ীম বজলর রশীদ
আলোচনা

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৫

পাণ্ডুয়ার মিনার : মোজাম্মেল হক
ছন্দ-পাগল [গল্প] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

বাদ্‌লা-দিনে [কবিতা]: আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ
সমস্যা ও সমাধান: মোহাম্মদ আকরম খাঁ

...সুদের অর্থাৎ দিন দুনয়ার সকল প্রকার ধ্বংসের হাত হইতে মুছলমানকে রক্ষা করিতে হইলে, কোরআনের ধারা ও তাহার স্পষ্ট শিক্ষা-অনুসারে সর্ব্বপ্রথম বাইতুল মাল তহবিল গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা তাহাদিগকে [আলেমদেরকে] করিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাকাত আদায়ের ও বাইতুলমাল তহবিলের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই।...

অচেনা [কবিতা]: আজিজুল হাকিম
আফগান কবিদের কথা: মুসাফির
আল-কিন্দী: কাজী নওয়াজ খোদা
শুধু নিমেষের ভুল [গল্প]: জাহিদুল হোসাইন
বিদায় দিনে [কবিতা]: ডাঃ এ, মালেক
মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বীর সোলতানা: আবদুল কাদের
নারী-হরণ [উপন্যাস]: মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান
চীনের স্বাধীনতার সমর: শেহাবুদ্দীন আহম্মাদ
গান: জসীমউদ্‌দীন
চিত্রে সাময়িকী[১]
মহাকবি চসার: কাজী কাদের নওয়াজ
পারস্যের রসিকতা
সঙ্কলন
আলোচনা

১ প্রথমে "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশে"র "মৃত্যু-তিথি স্মরণে" তাঁর চিত্র মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৫

ঢাকার অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব ও মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেবের কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া মোসলেম বঙ্গের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁহাদের কোন কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে মাসিক মোহাম্মদীতে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইয়াছিল।...মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেব সম্প্রতি ঢাকার "জাগরণ" পত্রে নিজের কৃতকার্য্যের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।...পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।...

মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন :—

"বলা বাহুল্য, আমরা কোরাণকে খোদার বাণী বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করি এবং আরও বিশ্বাস করি যে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে কোরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং হজরত মুহম্মদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসংস্কারক ও সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মধ্যে তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তাঁর পর কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হবে না। অর্থাৎ হবার দরকার হবে না, কারণ তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতিকথা মানব সমাজের পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমাদের ভাষা হয়ত অনেক স্থলে আমাদের ভাব ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। আমরা সে জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত।"...

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৫

জয় মোহাম্মদ! জয় মোস্তফা!! : মোহাম্মদ আকরম খাঁ[১]

সমস্যা ও সমাধান : মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

...সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ অন্যপক্ষ হইতে যে তিনটী আয়ত উপস্থিত করা হইয়াছে,[২] উপরে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সঙ্গীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সহিত ঐ আয়তগুলির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।...

চতুর্দ্দশ শতাব্দী [কবিতা] : এ, বি, আমিনউদ্দীন আহমদ

মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নদীর দেশে [ভ্রমণকাহিনী] : তাহের উদ্দীন আহ্মদ

ফুপুমার কবরে [কবিতা] : জসীমউদ্দীন

একঘরে [গল্প] : আকবরউদ্দীন

সনেট [কবিতা] : সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী

বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দান : মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন

১ "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী হইতে উদ্ধৃত"।
২ সুরা লোকমান, সুরা নজম, সুরা বনি ইসরাইল।

নারী-হরণ [উপন্যাস] : মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান

রাজ-মাতার স্বর্গ-প্রাপ্তি [গল্প] : রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহিত্যরত্ন

বাংলা দেশে মৎস্যের চাষ : আহমদুর রহমান নিজাম

আফগান কবিদের কথা : মুসাফির

ঘুমটিওয়ালা [গল্প] : মোহাম্মদ হোসেন

সংবাদিকা

> ...বিদেশের জ্ঞানাধ্যয়ন সাঙ্গ করিয়া বহু ভাষাবিদ্ ডাঃ মৌলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ পুনরায় আড়াই বৎসর পরে আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার জন্য ডি, লিট উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, আবেস্তা, তিব্বতীয় ভাষা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রাচীন পারস্য ভাষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে শব্দ-মূলক ভাষাতত্ত্বের জন্যও একটি উপাধি দিয়াছে এবং এই উপাধি ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাইলেন।...ভারতমাতার এই সুধী সন্তানের দীর্ঘ ও নিরাময় আয়ু আমরা কামনা করি।

আরও কিছু আছে ভাই [কবিতা] : মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী

সঙ্কলন

আলোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : কার্ত্তিক ১৩৩৫

সমস্যা ও সমাধান : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

> এছলাম ধর্ম্মে সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করা হইয়াছে—হজরত রছুলে করিমের সেরূপ কোন আদেশ আমরা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। সঙ্গীত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ হজরতের নামকরণে যে সকল তথাকথিত হাদিছের উল্লেখ করিয়া

থাকেন, অভিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের মতে তাহার একটিও বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।...

... হজরত রছুলে করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমতি—এমন কি স্থান বিশেষে আদেশ পর্য্যন্ত—প্রদান করিয়াছেন।

... খায়রুল-কোরূণের স্বর্ণযুগে হজরতের ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সঙ্গীতচর্চা করিতেন।

... বিশ্বস্ত এমাম ও আলেমগণের মধ্যে অনেকেই নিজেরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন ও তাহাকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন।...

মিলন [গল্প] : আকবরউদ্দীন

ঘন অন্ধকারে [কবিতা] : সৈয়দ উদ্‌দীন

শাহ্ মজলিস সাহেব : মোজাম্মেল হক

আফগানিস্তান : কাজী নওয়াজ খোদা

ভবিষ্যতের স্বপ্ন [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

ইসলাম ও নজরুল ইসলাম : নজীর আহমদ চৌধুরী

দূরের নেশা [উপন্যাস] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

মহিলা মহফিল

অবরোধবাসিনী—মিসেস আর, এস, হোসেন

মুন্নি বেগম—আবু লোহানী

রূপের মোহ [গল্প] : একরামদ্দিন

মুসোলিনী [জীবনী] : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মাস-পঞ্জী

সংবাদিকা

মহাত্মা গান্ধী সবরমতী সত্যাগ্রহী আশ্রমে একটি অসুস্থ বাছুরকে ঔষধ প্রয়োগে স্বেচ্ছায় ও বন্ধুবর্গের সহিত বিচার করিয়া হত্যা

করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারতের হিন্দু মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে—কারণ মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি আপনার কার্য্য সমর্থনার্থ লিখিয়াছেন, ধর্ম্ম কখনও জনমতের অপেক্ষা রাখে না।...

... গত ১৩ই অক্টোবর অপরাহ্নে কলিকাতার এলবার্ট হলে এই [নিখিল বঙ্গ মোছলেম যুবক] সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলবী আবদুল করিম, মওলবী মুজিবর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, খান বাহাদুর আহছানুল্লাহ্, মিঃ জে-এল ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন।... ছৈয়দ আমীর আলী, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করার পর আরবী ফারছী গ্রন্থের অনুবাদ, সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাছায় বাঙ্গালার প্রচলন, পল্লী-সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুছলমান লেখকের রচনা পাঠ্য, বৈদ্য শাস্ত্র পীঠের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব সংশোধক বিলের প্রতিবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়-বিল ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অনেক আলোচনার পর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবের স্বপক্ষদল সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।...

ডঃ শহিদুল্লাহ্ সাহেব তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক যুবকের ভাবিয়া দেখা উচিৎ।...

সংগ্রহ

আমার মনের কথা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[১]

রাজা রামমোহন রায়—আবদুল করিম

১ "ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে" দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তর।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

...সুকবি হুমায়ুন কবির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। এবারকার ইংরাজী ভাষার এম, এ পরীক্ষায় ইনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। বি, এ অনার্সেও তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গমন করিয়াছেন।...

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : পৌষ ১৩৩৫

...খোদাদ্রোহিতা, পয়গম্বরদ্রোহিতা, প্রতিমা ও দেব-দেবী-পূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, জেনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা—এই সমস্তই যদি তাঁহার [নজরুলের] বাণী হইল, তবে ইসলামের কিছু রহিল কি ?...

[১] 'তাহেরউদ্দীন আহমদ কর্তৃক অনূদিত''।

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ

সংবাদিকা

৪০ বৎসরব্যাপী কঠোর দেশসেবার পর গত ১৭ই নবেম্বর লালা লাজপত রায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।...

.. তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।...

মাস-পঞ্জী

সংগ্রহ

আলোচনা

...মোস্তফা কামাল পাশার অত্যাচারের ফলে তুর্কীতে যে ধর্ম্মবর্জ্জিত অভিনব জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে, সংবাদ-পত্র পাঠকগণ তাহার পরিচয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি—বাদশা আমানুল্লাহ্ ও মোস্তফা কামাল পাশা নিজেদের হস্তগত সামরিক শক্তির বলে স্ব স্ব দেশে ইউরোপের অনুকরণে মোছলেম জাতীয়তার সর্ব্বনাশ সাধন করার জন্য যে অনাচারের সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ভীষণরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইবে।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : মাঘ ১৩৩৫

প্রকৃতি ও মানব-জীবন : এস, ওয়াজেদ আলী

মাটির মানুষ ["বড় গল্প"] : আকবরউদ্দীন

মাঙ্গলিক [সনেট] : রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী

মোসাদ্দাস-ই-হালী : গোলাম মোস্তফা

সুন্দরী বড় লোকের মেয়ে [গল্প] : একরামদ্দিন

পল্লী-দুলাল [কবিতা] : কাজী কাদের নওয়াজ

আমাদের জাতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার : মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

রাজনৈতিক হরিতকী ["কাহিনী"] : রেয়াজদ্দীন আহমদ সাহিত্যরত্ন

দূরের নেশা [উপন্যাস] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

লাইব্রেরী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

মুসোলিনী [জীবনী] : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রহ

ভারতীয় সংবাদপত্র সমস্যা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শিনওয়ারী বিপ্লবের কাহিনী

সংবাদিকা[১]

মাস-পঞ্জী

আলোচনা

...বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন-সংক্রান্ত আলোচনা উপলক্ষে কলিকাতার সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবারের কএকজন ভদ্রলোক নানা উপায়ে সমাজে নূতন কোন্দল সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুছলমানকে শিখিতে হয় বিদেশী ভাষা, দ্বিতীয় ভাষারূপেও তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় বিদেশী পার্সী বা আরবী, ইহার উপর মাতৃভাষার অপরিহার্য্য চাপ। এই ভাষা সমস্যার চাপে এদেশের মুছলমান ছাত্রদিগের এমনই ত দম আটকাইবার উপক্রম হইয়া আছে। এই দলের নেতারা তাহার উপর আবার উর্দ্দুকে আমদানী করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য জেদ ধরিয়াছেন।... এই গোদের উপর বিষ ফোড়ার ব্যবস্থা করিতে বাংলার মুসলমান সমাজ কখনই প্রস্তুত হইবে না।...

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩৫

জওয়াদ ছাবাত : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

নিরালা রাতে [কবিতা] : বন্দে আলী মিয়া

১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও লীগ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের চিত্র-সম্বলিত।

জাতিচ্যুতা [গল্প] : একরামদ্দীন

জাতীয় পোষাক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মহিলা মহফিল

অবরোধ-প্রথার অপকারিতা—ডাঃ এ, মালেক

দেওয়ানজী বেগম—আবু লোহানী

সেদিন পথের শেষে [কবিতা] : রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

গালিভারের নিদ্রাভঙ্গ ["আষাঢ়ে গল্প"] : এস, ওয়াজেদ আলী

মোসাদ্দাস-ই-হালী : গোলাম মোস্তফা

আরবী বর্ণমালার ইতিহাস : জোলফিকার আলী ও ফকির আহমদ

মাটির মানুষ ["বড় গল্প"] : আকবরউদ্দীন

অভিমান [কবিতা] : মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী

নরওয়ে : আবদুল লতিফ

দূরের নেশা [উপন্যাস] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ : ডাঃ এস, আবুল কাসেম ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

সমাপ্তি [কবিতা] : আবদুল কাদের

সংগ্রহ

অভিভাষণ—রবীন্দ্রনাথ[১]

আর্টের আলোচনা—জলধর সেন

সংবাদিকা

ঋণ পরিশোধ [গল্প] : নূরুল আজফার

মাস-পঞ্জী

আলোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩৫

ঈদ মোবারক [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

পয়ত্রিশ মণ খানা : মিসেস আর. এস, হোসেন

১ বিশ্বধর্ম্ম মহা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ। 'বসুমতী' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২ প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের (ইন্দোর) সভাপতির ভাষণ।

পাপের বোঝা [গল্প] : মোহাম্মদ শাহ্জাহান

একখানি চিঠি [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা[১]

উদার ইসলাম : তাহেরউদ্দীন আহমদ

ব্যর্থ সাধনা [কবিতা] : রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

রিক্ত [কথিকা] : সৈয়দ রাশেদন্নবী

ঈদের আনন্দ [গল্প] : এম, নাসির আলী

বিরহিণী [কবিতা] : কাজী কাদের নওয়াজ

সেনাপতি ওকবা : সৈয়দ আবদুর রউফ

গোরের বাসর [কবিতা] : বন্দে আলী মিয়া

মোওয়াযেজার মোহ : রিজাউল করীম

> ...মুসলমানদের অতি-ভক্তি ও অনুভক্তির প্রাবল্যবশত: যে সকল আজগৈবী গল্প-কাহিনী বিশ্ব-নবীর জীবনীর মধ্যে বেমালুম প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে একরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এক মনীষী মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ব্যতীত একটি শব্দও কেহ উচ্চারণ করিতেছেন না।...

ফাগুনের গান [কবিতা] : সুলতান মাহ্মুদ মজুমদার

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ [সংগ্রহ] : এম, দিদার হোসেন ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

মাটীর মানুষ ["বড় গল্প"] : আকবরউদ্দীন

মহিলা মহফিল

পর্দ্দা ও ইসলাম : আমিনা খাতুন

সনেট [কবিতা] : রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী

সংগ্রহ

বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব : দীনেশচন্দ্র সেন[২]

---

১ "হজযাত্রী জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের প্রতি"।

২ 'বিচিত্রা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সংবাদিকা

মাস-পঞ্জী

আলোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৬

ইকবালের বাণী : গোলাম মোস্তফা

কুলকাঠি-স্মরণে [কবিতা] : রিজাউল করিম

সুবর্ণের মহিমা [গল্প] : একরামউদ্দীন

দূরের ডাক [কবিতা] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

আরবী বর্ণমালার ইতিহাস : জোলফিকার আলী ও ফকির আহমদ

মোওয়ায়েজার মোহ : রিজাউল করিম

চোত্ পূর্ণিমা রাতে [কবিতা] : বন্দে আলী মিয়া

স্বাস্থ্য-কথা : ডাঃ এন, আলী

দীন : এ, গালেব

প্রকৃতি ও মানুষ [কবিতা] : রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী[1]

"সুপ্ত সপ্তক" সম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আন : আবদুল গণী

মাটীর মানুষ [বড় গল্প] : আকবরউদ্দীন

সাথী [কবিতা] : আবুল হাশেম

বাক্‌হীন : মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

নাম-লেখা [গল্প] : জাহিদুল হুসাঈন

মহিলা মহফিল

মুর্শিদাবাদ জিলার মেয়েলী গান—মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন

মোসাদ্দাস-ই-হালী : গোলাম মোস্তফা

করটিয়ায় কামালউদ্দীন : ইব্রাহিম খাঁ

দূরের নেশা [উপন্যাস] : গোলাম জিলানী

১ ওয়ার্ডসওয়ার্থ-অবলম্বনে।

সংবাদিকা

সংগ্রহ

বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুসলমান—আবুল মোজাফফর আহমদ

মোসলেম সাহিত্যের স্বরূপ—মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্[১]

মাস-পঞ্জী

দুরাশা [কবিতা] : জসীমউদ্দীন

আলোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

বাচ্চা সাক্কা [কবিতা] : গোলাম মোস্তফা

সুলতান এবনে সউদ

করুণানিধান [কবিতা] : মীর ফজলে আলী[২]

পিতার ভুল [গল্প] : একরামদ্দীন

খুবস্তক জাতি : সত্যেন্দ্র দাস

মোসাদ্দাস-ই-হালী : গোলাম মোস্তফা

বাঙ্গালা দোভাষী পুঁথি : মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

ঢুলির বাড়ী [কবিতা] : মির্জ্জা আলাউদ্দীন বে

শিশুর শিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য : এম, আজিজর রহমান

প্রসাধন [কবিতা] : এইচ, এইচ, এম্, কে, দাদ

দূরের নেশা [উপন্যাস] : গোলাম জিলানী

ক্ষণিকা [কবিতা] : রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী

মহিলা মহফিল

নারীত্বের আদর্শ—সুবোধবালা বিশ্বাস

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ : ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম, ডাঃ এস, এম, এ, হামিদ ও ফকির আহমদ

---

১ মুসলিম সাহিত্য সমাজ (ঢাকা)-সম্মিলনে ভাষণ। 'শিখা' দ্রষ্টব্য।

২ সুরা আর্ রহ্মানের অনুবাদ।

পথের স্মৃতি [গল্প] : মহিউদ্দিন আহ্‌মদ চৌধুরী

সংবাদিকা

নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী : সৈয়দ মোকাররম আলী

নিবেদন [কবিতা] : কাদের নওয়াজ

"সুপ্ত সপ্তক" সম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আন : আবদুল গণী

মাস-পঞ্জী

স্মৃতি [কবিতা] : মোহাম্মদ ইউসুফ

সংগ্রহ

"আত্মচরিতে"[১] ইসলাম-বিদ্বেষ—মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী

আলোচনা

... উদীয়মান লেখক, আমাদের যুবক বন্ধু মিঃ তাহেরউদ্দীন আহমদ ... বিগত ১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্নে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২২।২৩ বৎসর হইয়াছিল।...

বিগত ৪ঠা বৈশাখ বুধবার ... নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৬৬ বৎসর বয়সে দার্জ্জিলিঙ্গে পরলোকগত হইয়াছেন।...

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩৬

ইসলাম ও সৃষ্টিতত্ত্ব : আবদুল আলী

বাঙ্গালা দোভাষী পুঁথি : মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

ভুল [গল্প] : একরামউদ্দীন

"সুপ্ত সপ্তক" সম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আন : আবদুল গণি

দখিণ হাওয়া [কবিতা] : কাজী কাদের নওয়াজ

মনের মিল [গল্প] : নাজনী বেগম

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ : গোলাম জিলানী, ডাঃ এ, মালেক

সুলতান এবনে সউদ

---

১ শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত।

কালাম আজাদের ন্যায় তাহা মিটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আজ এই দুশ্চিন্তায় অস্থির হইতে হইত না।...আমীর আমানুল্লা গত যুদ্ধের পর...কাবুল প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান দেশসেবকগণের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং সরদার আবদুল হাদী খাঁর মারফতে যে কুকর্ম্ম করিয়া মাহমুদল হাছন, মওলানা আজাদ ও মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি মহাজনগণের অশেষ কর্ম্মভোগের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি। কিন্তু এইভাবে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যাওয়া কি এছলামের উদার সেবকগণের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? মওলানা আজাদও ত সে ব্যাপারে কম উৎপীড়িত হন নাই। কিন্তু মহামনা আজাদ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন—মানুষের মত, মুছলমানের মত সেসব বিস্মৃত হইয়া, যথাসাধ্য চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে আমানুল্লাকে সমর্থন করিয়া।...

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৬

না'ৎ : গোলাম মোস্তফা[1]

হজরতের আবির্ভাব [কবিতা] : কাজী বদরুদ্দীন আহ্মদ

বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ : শেখ আবদুর রহিম

সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা,—আমার প্রথম যৌবনে যখন ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া এক অজানা আকর্ষণের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাহিত্যের পুণ্য ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করি,—সেই সময়ের সহিত এখনকার কি বিস্ময়কর পার্থক্য!...

উপরোক্ত অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণ শক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-

১ হায়দ্রাবাদের নিজাম স্যার ওসমান আলী খান ফতেহ্জঙ্গের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

আসবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, তখন একটীমাত্র প্রবল চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সে চিন্তাটী এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তম স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমান-দিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব,—কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দিরে লইয়া আসিব—এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব?...

...দেখিলাম,—সেই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে সমাজের দুইটি ধ্রুবতারা অন্ধকারে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে—তাহার একটী পরলোকগত মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, এবং অন্যটী মৌলবী নইমুদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেব। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার আশা আরও বাড়িয়া গেল। এবং কর্ম্মক্ষেত্রে আমার প্রিয় বন্ধু মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ, কবিবর মোজাম্মেল হক্‌, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহমদ ও মুন্‌শী আবদুল হামিদ খাঁন ইউসফজী সাহেবকে পাইয়া আমার উৎসাহ উদ্যম ও আশা শতগুণে বাড়িয়া গেল। এস্থলে মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা, সমাজগতপ্রাণ, আদর্শ আলেম জ্বলন্ত উৎসাহী, শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মেয়ারাজউদ্দিন আহমদ মরহুম মগফুর সাহেবের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেননা তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া আমার সাহিত্য সাধনা প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতঃপর আমি এই সুদীর্ঘকাল জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া "সুধাকর", "মিহির", "মিহির ও সুধাকর"-এর উদয়াস্ত এবং জাতীয় হিতব্রতের নবপ্রেরণা "হাফেজ", "মোসলেম প্রতিভা", "মোসলেম হিতৈষী", "ইসলাম দর্শনের" অভ্যুদয়ের সহিত আমার সাহিত্য-জীবনের এই আনন্দময় সুপ্রভাতে

পাঠকবর্গের সহিত সম্মিলিত হইবার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছি...।

সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাকে বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃত ভাষার সহিত জোড়াতালি দিয়া এবং মৈথিলী কবিতা ও বৌদ্ধ দোহা আবিষ্কার পূর্ব্বক উহাকে "আদি বাঙ্গালা" নামে অভিহিত করিয়া উহার প্রাচীনতা, প্রবীণতা ও বয়সের পরিমাণ সহস্র বৎসরের অধিক প্রমাণিত করিবার জন্য কোন কোন পণ্ডিতের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইলেও বেচারী বঙ্গবালার বয়স যে পাঁচ শত বৎসরের অধিক নহে এবং উহা যে মুসলমান আমলের পরবর্ত্তী ভাষা, একথা এখন একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত।...

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, "মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ।"...

মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

হজরত মোহাম্মদের সাধনার ফল : রিজাউল করিম

দূরের নেশা [উপন্যাস] : মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

সাধ [কবিতা] : রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

মহিলা মহফিল

অবরোধ বাসিনী—মিসেস আর, এস, হোসেন

খোশ মহ্‌ফিল [কবিতা] : গোলাম জিলানী

জামে-আজহার : সৈয়দ আফতাব হোসেন

পল্লী-গাথা-সংগ্রহ : এম, দিদার হোসেন লালপুরী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, রইস্‌উদ্দীন আহমদ

"সুপ্ত সপ্তক" সম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আন : আবদুল গনি

গোপন-বাণী [কবিতা] : কাজী কাদের নওয়াজ

সন্দেহ [গল্প] : একরামদ্দিন

দূর থেকে ভালবাসি [কবিতা] : আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

মুসোলিনী [জীবনী] : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণলতা [কবিতা] : আজিজুল হাকিম

মাটীর মানুষ ["বড় গল্প"] : আকবরউদ্দীন

সংবাদিকা

সংগ্রহ

মোপলা—হামিদ আলী

মাস-পঞ্জী

আলোচনা

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৩৬

মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

পর্দ্দা-সমস্যা : আবদুল গনি

কর্ম্ম-সমবায় : কলিমউদ্দীন আহমদ

স্বর্গ-চ্যুতা [কবিতা] : আজিজুল হাকিম

লুই পাস্তুর : গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার

মহিলা মহফিল

বৃটিশ পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য

কুরূপা [গল্প] : একরামদ্দিন

বঙ্গভাষা ও মোসলমান সমাজ : শেখ আবদুর রহিম

...আলাওলই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা কবিতার মনোহর অঙ্গে নানাবিধ ভাব ও ছন্দের অলঙ্কার পরাইয়া দেন।...

আলাওলের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পদ্মাবতীই প্রধান। আলাওল এই কাব্যখানিতে স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও হিন্দু প্রীতি প্রকাশ করার ফলে যদিও জাতীয়তার দিক দিয়া মুসলমান-দিগের নিকট একটু হানিকর হইয়াছে, তথাপি পদ্মাবতী কাব্য-সাহিত্যে রূপরাণী পদ্মাবতীরই ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে চিরদিন প্রাচীন মুসলমানগণের বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে বিরাজ করিবে।...

প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩১ জানুয়ারী ১৯২৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪, মুদ্রণ-সংখ্যা ১০০০, দাম বার্ষিক এক টাকা।[১]

১৯২৮ (এপ্রিল ১৪) জাগরণ (মাসিক)

সম্পাদক : এম, আহ্‌মদ আলী

সম্পাদক কর্তৃক ইসলামিয়া প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "বৈশাখ ১৩৩৫"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল ১৯২৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম তিন আনা।[২] অষ্টম-নবম যুক্ত-সংখ্যা প্রকাশের খবর পাচ্ছি।[৩]

১৯২৮ (এপ্রিল) মোয়াজ্জিন (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব

খাদেমুল এনছান সমিতির[৪] মুখপত্র। ইউসুফ আলী চৌধুরী কর্তৃক ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত এবং এন. সি. মজুমদার কর্তৃক অম্বিকা প্রেস, ফরিদপব থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩৩৫" বলে চিহ্নিত। দ্বিতীয় বর্ষে মাসিকপত্র বলে ঘোষিত হলেও আসলে প্রকাশ পেয়েছে দ্বিমাসিকরূপে। তৃতীয় বর্ষে (?) পত্রিকা-কার্যালয় কলকাতায় (৩৩ কলেজ স্ট্রীট) স্থানান্তরিত হয়। এ বছরে মোট দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় থেকে চৈত্র। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা "অগ্রহায়ণ ১৩৩৯" বলে চিহ্নিত। তারপর থেকে মোটামুটি নিয়মিত বের হয়েছে। অন্ততঃ একাদশ বর্ষ পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৮।

২ ঐ, জুন ১৯২৮।

৩ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২৯।

৪ সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রথম বর্ষে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, দ্বিতীয় বর্ষে মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পীর বাদশা মিয়া।

১৯২৮ (মে ২৫) **সেবক** **(ত্রৈমাসিক)**

সম্পাদক : জ্যোৎস্নাময় সরকার ও
এম, এস. উদ্দীন

সৎসংঘের মুখপত্র। সুশীলকুমার মিত্র কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৫ মে ১৯২৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম চার আনা।[১]

১৯২৮ (মে) **সওগাত** **(সাপ্তাহিক)**

সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

১১ ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৮ (অক্টোবর) **তরুণ** **(দ্বিমাসিক)**

সম্পাদক : এম. নেছের আলী

সম্পাদক কর্তৃক প্রজাবাহিনী মেশিন প্রেস, বগুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ''ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৫''-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার দাম চার আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪। চার সংখ্যা প্রকাশের খবর পাচ্ছি।[২]

১৯২৮ (অক্টোবর) **সঞ্চয়** **(মাসিক)**

সম্পাদক : কে. এম. আবদুর রহমান

সম্পাদক কর্তৃক ৮ ফুলবাড়িয়া রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বাণী প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা থেকে স্বত্বাধিকারী ডাক্তার জালালউদ্দিন আহ্মদ পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। প্রথম সংখ্যা ''আশ্বিন ১৩৩৫''-চিহ্নিত। প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

মিসেস্ আর এস্, হোসেন : কাজী আবদুল ওদুদ

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৮।
২ ঐ, মার্চ ১৯৩০।

...বাস্তবিকই মিসেস আর, এস, হোসেন একজন সত্যিকার সাহিত্যিক। তাঁর একটা বিশিষ্ট style আছে; সেই style এর ভিতর দিয়ে ফুটেছে তাঁর তীক্ষ্ দৃষ্টি আর কাণ্ডজ্ঞান, আর বেদনা-ভরা অথচ মুক্তি-অভিসারী মন। অবশ্য compromiseও তাঁর জীবনে ও রচনায় কম নেই, কিন্তু সে-compromise তাঁর নারীর নমনীয়তা ও স্নেহ—বড় স্বাভাবিক। জীবিত ও মৃত বুড়োদের মধ্যে সত্যিকার মুসলমান সাহিত্যিক সংখ্যায় অতি অল্প — মীর মোশাররফ হুসেন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, কায়কোবাদ, কাজি ইমদাদুল হক্ ও মিসেস, আর, এস, হোসেন। এঁদের মধ্যে কাল মিসিস্ আর, এস, হোসেনকে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেবে। শুধু মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে নয়, গোটা বাংলার নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে মিসেস আর, এস, হোসেনের আসন অতি উচ্চে — সর্ব্বোচ্চে কি না, তা এখন পুরোপুরি বল্তে পারছি না, কিন্তু সময় সময় তাই মনে হয়।...

ওমর খৈয়ামের ভাবধারা : আবদুল কাদের

বিশ্ব-যৌবন [কবিতা] : মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

দুই রাত্রি [গল্প] : : আবুল ফজল

"সওগাত" বনাম তরুণদল : এম্ আস্‌গর আলী

আধুনিক বাঙলার তরুণ মুস্‌লিম সাহিত্যিকদের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে — ঢাকার "তরুণপত্র" ও "অভিযান" এবং রেঙ্গুনের "যুগের আলো" —এই তিনখানি তরুণ পরিচালিত মাসিকপত্রের কথা।...

...যে কয়জন তরুণ মুসলিম একটা নূতন চিন্তা ও সুর দিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঐ পত্রিকাত্রয়ের মধ্যে দিয়া সর্ব্বপ্রথম আপনাদের অভিনব অভিযান শুরু করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে "তরুণপত্র" ও "অভিযান" অল্পদিনেই বন্ধ হইয়া যায়; আর ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের

অমানুষিক নিগ্রহে অকালে আলো নিভিয়া যায় "যুগের আলোর"।

ইতোমধ্যে ঢাকায় —"মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজ" নাম দিয়া যে একটা প্রতিষ্ঠান—আবদুল কাদের, আবদুল মজিদ, প্রমুখ তরুণদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশিত হয় "শিখা"।...

...তিন বৎসর পূর্ব্বে...'আগেকার সওগাত' বা আল্‌ এস্‌লামের আদর্শ হইতে বিশিষ্ট কোনো নূতন আদর্শের বাহন হইয়া নব-পর্য্যাযে "সওগাত" জন্মগ্রহণ করে নাই, বা লালিত হয় নাই।...

...উদ্দেশ্য-আদর্শের অভিন্নতা হেতু "তরুণপত্র" "অভিযান" এবং "যুগের আলো"র দলের প্রায় সকলেই "সাহিত্য সমাজের" দলভুক্ত হইয়া পড়েন; তাঁহারা একে একে তখন "সওগাতে" লিখিতে আরম্ভ করেন।

"শিখা"র সংস্কার-আদর্শ, আবুল হুসেন ও আবদুল কাদেরের নামে রচিত কথা, "সম্মোহিত মুসলমান"[১]—প্রভৃতিকে জড়াইয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশে যখন একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, তখন "সওগাত" স্বাধীন চিন্তাকে সমর্থন করিয়া প্রথম কথা কহিলেন। এবং সম্ভবতঃ "শিখা"র আদর্শের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই কলিকাতা-প্রবাসী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পরলোকগত তাহেরুদ্দীন আহ্‌মদ প্রমুখ তরুণেরা "সওগাতে" কিছুটা স্বাধীনভাবে লিখিতে লাগিলেন। কাজী নজরুল ইস্‌লাম, মহীউদ্দিন, আবদুল কাদের—কবিতার মধ্য দিয়া, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, আবুল ফজ্‌ল, দিদারুল আলম—গল্প রচনার মধ্য দিয়া, আবুল হুসেন, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌,

১ কাজী আবদুল ওদুদের রচনা।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পরলোকগত তাহেরুদ্দীন আহ্‌মদ, কাজী মোতাহার হুসেন ("শিখা"-সম্পাদক), মুহম্মদ আবদুর রশীদ (সহ-সম্পাদক মুসলিম সাহিত্য-সমাজ) প্রভৃতিরা প্রবন্ধ ও আলোচনাদির মধ্য দিয়া এক নবযুগের আগমন পথ রচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এবং "সওগাতে" এই উৎসাহ আয়োজন দেখিয়া বাঙ্গলার তরুণ-সাধারণ কুতূহলী ও আশান্বিত হইয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, "সওগাত" ঢাকার তরুণদের আদর্শ ও চিন্তার যোগ্য বাহন হইতে মোটেই সমর্থ হইল না। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের লেখা প্রকাশিত করিতে "সওগাত" ভয় পাইয়া গেল। তাই অগত্যা, ঢাকা হইতে "জাগরণ" নামে নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইল; সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব ও আবদুল কাদের। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সাত সংখ্যার বেশী তাহা প্রকাশিত হইল না।

"জাগরণ" বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মুসলিম বাঙ্গলার তরুণ আন্দোলনে যেন ভাটা আসিয়াছে! বাস্তবিক ভাটা পড়ে নাই, তবে বাহিরের কলকোলাহল মাত্র থামিয়া গিয়াছে।...

মিলন-গজল : মিস্ মমতাজ, করটীয়া

সাহিত্য-সংবাদ : শমসের উল আজাদ

... মওলানা আক্রম খাঁ আমাদের সাহিত্য সম্রাট। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে কম কিসে? বঙ্কিম উপন্যাস লিখিয়া কৃষ্ণচরিত লিখিয়াছিলেন, মওলানা মোস্তাফা চরিত লিখিয়া উপন্যাস লেখা শুরু করিয়াছেন[১]—প্রতিভাবান লোক অন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ

১ 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত একটি বারোয়ারী উপন্যাসের মোহাম্মদ আকরম খাঁ-রচিত রচনা।

করেন না। বঙ্কিম ডিপুটী ছিলেন বলিতেছেন? তবে শুনুন, মওলানা আক্রম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন, যাহা বঙ্কিমের স্বপ্নেরও অগোচর। বঙ্গদর্শন? মাসিক মোহাম্মদীর কথা বলিব না—সাপ্তাহিক মোহাম্মদী দেখিয়াছেন? গ্রাহক হউন ত আগামী শীতে ছেলেমেয়েদের জন্য আর র‍্যাপার কিনিতে হইবে না।...

গান: নজরুল ইসলাম[১]

আর্টের আঁটুনি

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা: পৌষ ১৩৩৬

অতি-আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র

বছর দুই তিন আগে কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন—'শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল কল্লোল-কালিকলমের' প্রশংসা করিতে যাইয়া সেইদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত অসঙ্গত কড়া কথা শুনাইয়া ছিলেন। আবার এই সেইদিন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার পূর্ব্ব মতামতের জন্য তৌবা করিয়া তরুণ সাহিত্যকে গ্লানির বস্তু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।...শরৎচন্দ্র আন্দাজী ঢিলা ছুঁড়িলেন কেন?

...দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্র তরুণ সাহিত্যের বিচার করেন নাই, বিচারকের সহৃদয়তা নিয়া তিনি তরুণ সাহিত্য পড়েন নাই।...

মতিচূর [গল্প]: মাহবুব উল্ আলম

আমারে কি বলিবে না [কবিতা]: আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

ঢাকার অধ্যাপকদ্বয়ের তওবা?: মোহম্মদ নূরুল ইস্‌লাম

১ 'জাগরণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত। "পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম"।

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ ও অধ্যাপক আবুল হুসেন এম-এ বি-এল, বাঙলার শিক্ষিত সমাজের নিকট যথেষ্ট সুপরিচিত।... তাঁহারা দুইজনেই যে মুসলমান-সমাজের প্রভূত কল্যাণ কামনা করিয়া প্রবন্ধ রচনায় নামিয়াছিলেন, তাহা... বুঝা যায়।...

...আমাদের গোঁড়া-সম্প্রদায় অধ্যাপকদ্বয়ের মনোবৃত্তি যথার্থ রূপে বুঝিতে পারেন নাই।—ইতিমধ্যে তরুণ-আন্দোলনের বেগ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে; প্রবীণরাও এই আন্দোলনকে সংহত করিবার জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন!—শেষে হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম—অধ্যাপকদ্বয়ের "তওবা-নামা"(?) প্রকাশিত হইয়াছে।.. এই "তওবা-নামা" লইয়াও তরুণ-প্রবীণে যথেষ্ট বচসা হইল।...আবদুল কাদের "বাংলার বাণী"তে "আমি বা কাফের হই?" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তরুণদের অবনমিত পতাকাকে উত্তোলিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।...

উক্ত "তওবা-নামা" প্রকাশিত হওয়ার প্রায় এক বৎসর পরে দেখিলাম—আবদুল ওদুদ সাহেবের "নব-পর্য্যায়"—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, আবুল হুসেন সাহেবের প্রবন্ধ "আদেশের নিগ্রহ" "শান্তিতে" ছাপা হইয়াছে। "তওবা-নামা" প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা দুইজন যে-ভাবে কথা বলিতেন, এখন যে তাহা হইতে সুর কিছুমাত্র নামাইয়া কহিয়াছেন, তাহা নহে।...

...তবে মাঝখানে সমাজের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভয় পাইয়া তওবা করিয়াছিলেন কেন?

...আবুল হুসেন সাহেবের তওবা-ব্যাপারে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। আমরা চিরকালই জানি তিনি অত্যন্ত অভিমানী, সমাজ তাঁহাকে সত্যভাবে বুঝে না বলিয়া তিনি অভিমান করিয়া বিপরীত কিছুই যে-কোনো সময়ই করিয়া

ফেলিতে পারেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে তিনি বারবার দোল খাইয়াছেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠকগণ জানেন।...

উপসংহারে আবদুল ওদুদ সাহেবের নিকট আমাদের নিবেদন,—তিনি স্পষ্ট করিয়া বলুন "তওবা নামা" (?) পেশ করার মধ্যে তাঁহার কী উদ্দেশ্য ও মনোভাব গোপন ছিল?...তিনি মুস্লিম বাঙ্গলার তরুণ আন্দোলনের অন্যতম thought-leader তাঁহার চলা-সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিলে "ফাল্গুনীর" যৌবনের দলের মতন বাঙ্গলার যৌবনের দলের মধ্যেও চলা-পথে ক্লান্তির অবসাদ দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

নবী-সঙ্গিনী : এ, জেড, নূর আহ্মদ[১]

নারী [কবিতা] : সৈয়দা খোর্শেদ তাহা ফেরদৌসমহল সিরাজী

বনিয়াদী ভিখারী : আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন

কৃষ্ণ দুর্গ [গল্প] : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

আলোচনা :

হজরত মোহাম্মদ (দ) এর হেজরত, ও সম্রাট জাহাঁগীর প্রণয় আসক্তি : খোরশেদউদ্দীন আহ্মদ শরিফী[২]

অতন্দ্র [সনেট] : খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন

আর্টের আঁটুনি

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল : শমশের উল আজাদ

দীনে এলাহি : আব্দুল কাদের

...দীনে এলাহী একটা সুদীর্ঘ যুগের বিরাট culture এর synthesis. ...আকবরের দীনে-এলাহি ব্যর্থ হয় নাই, তাহার অন্তঃপ্রবাহীধারা পরবর্ত্তীকালের বহু সাধকের ধর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

১ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনা।

২ প্রথম বর্ষ, প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা 'সঞ্চয়ে' প্রকাশিত "মোস্তবর স্মৃতি" ও "শের আফগান স্মৃতি" প্রবন্ধের সমালোচনা।

দ্বীনে এলাহি ছিল court-religion. তাহা জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই ; সেই দার্শনিক-ধর্ম্মমতকে গ্রহণ করিবার মতন যোগ্যতা সেই কালের জনসাধারণের ছিল কি না, তাহার পরীক্ষার দিকে আকবর দৃষ্টিই দেন নাই। cultured মানুষের জন্যই তিনি এই ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।...

একখানি পত্র : আবুল হুসেন

..."সাহিত্য সমাজের" মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিন্তা চর্চ্চা করা। কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান সমাজে চিন্তা-চর্চ্চা করা অসম্ভব বলে মনে করি।...সম্প্রতি আমার 'আদেশের নিগ্রহ' নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে তাতে আমি এটুক বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী দার্শনিকের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না বরং তার কথার উল্‌টা অর্থ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। আমার position ঠিক দার্শনিকের নয়, আমার position কতকটা কল্যাণপিপাসু সামান্য কর্ম্মীর।...আমার চিন্তার ফল যদি জন-সাধারণকে কর্ম্মের প্রতি আগ্রহান্বিত না করতে পারে বরং তার প্রতি আরও বেশী উদাসীন করে তোলে তাহলে আমার উদ্দেশ্যটী ব্যর্থ হবে।

গতকল্য [৮ ডিসেম্বর ১৯২৭] সন্ধ্যার পর "আহসান মনজিলে" একটি ছোটখাট মজলিস হয়েছিল।

...সমবেত ব্যক্তিবর্গ একবাক্যে যে রায় দিলেন সেটা এই,—"আমি ইসলামের (?) শত্রু। ইসলামকে নিয়ে উপহাস করেছি। মুসলমানের কল্যাণ আমি চাই না।..."

ঐ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কালই ইহার পুনর্ব্বিচার করবে। তবে এখন বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে যখন আমি কাজ করতে চাই তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই রায় মাথা পেতে নিতে হবে এবং আমি নিয়েছি। আমি বলেছি—আমি অপরাধী (?)। এরপর আমি আর

"সাহিত্য সমাজের" সম্পাদক থাকা ত দূরের কথা, সভ্য থাকাও সঙ্গত মনে করি না।...

১৯২৮ আল-মুসলিম (মাসিক)

সম্পাদক : ফজলুল হক সেলবর্ষী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৮ (ডিসেম্বর ১৫) বার্ষিক মোহাম্মদী (বার্ষিক)

সম্পাদক : মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ

সম্পাদক কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ অপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। "১৩৩৫ সাল"-চিহ্নিত এই সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৮, মুদ্রণসংখ্যা ৪০০০, দাম এক টাকা বারো আনা।[১]

১৯২৯ (জুন ১৬) দীন দুনিয়া (মাসিক)

সম্পাদক : আবুল মওলা মোহাম্মদ শামসুল হুদা

মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ্ খান ইউসফী কর্তৃক নকী প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং পাঁচবাগ, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত। "আষাঢ় ১৩৩৬"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৬ জুন ১৯২৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, দাম ছ পয়সা। চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের খবর পাচ্ছি।[২]

১৯২৯ (সেপ্টেম্বর ৭) নওজোয়ান (ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক : নাসিরুদ্দীন আহমদ

জলপাইগুড়ি ছাত্র সাহিত্য সমিতির মুখপত্র। সম্পাদক কর্তৃক কোহিনূর প্রিণ্টিং ওয়র্কস, জলপাইগুড়ি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "ভাদ্র

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯২৯।
২ ঐ, ডিসেম্বর ১৯২৯।

১৩৩৬"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮, মুদ্রণসংখ্যা ২০০, দাম চার আনা।[১]

১৯২৯ (নভেম্বর ৯) আল্ হক্ ম্যাগাজিন (বার্ষিক)

সম্পাদক : মহিউদ্দীন আহ্মদ

আল্ হক সাহিত্য সমিতির মুখপত্র। সম্পাদক কর্তৃক পাকুণ্ডিয়া, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং এম. কামাল নাজির কর্তৃক ইউনিভার্সাল প্রেস, ৭৫ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৯ নভেম্বর ১৯২৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০, দাম আট আনা।[২]

১৯৩০ (ফেব্রুয়ারী ২৮) মাদ্রাছা ম্যাগাজিন (দ্বিমাসিক)

সম্পাদক : আবুল মওলা মোহাম্মদ

শামসুল হুদা

মোহাম্মদ কায়কোবাদ কর্তৃক পাঁচবাগ, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং এম. সাইজুদ্দীন কর্তৃক নক্‌ভী প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। "জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৩০"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ২০০০, দাম ছ পয়সা।[৩]

১৯৩০ (এপ্রিল) জয়ন্তী (মাসিক)

সম্পাদক : আবদুল কাদের [কাদির]

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/বি বুদ্ধু ওস্তাগার লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মেট্‌কাফ প্রেস, ১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যা "বৈশাখ ১৩৩৭" চিহ্নিত ছিল। কার্যালয় : ১৪৪ কড়েয়া রোড, কলকাতা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক দু টাকা চার আনা। তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এর প্রচার রহিত হয়।

১ বেঙ্গল লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৯।
২ ঐ, মার্চ ১৯৩০।
৩ ঐ, মার্চ ১৯৩০।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৭

চাঁদনী রাতে [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম

আল্‌-মামুন : আবুল হোসেন

গান : নজরুল ইসলাম[১]

বিংশ শতাব্দী [গল্প] : আবুল ফজল

গান : নজরুল ইসলাম[২]

'রবীন্দ্রকাব্যপাঠে'র ভূমিকা : কাজী আবদুল ওদুদ

প্রাতিকা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার মেয়ে [কবিতা] : জসীমউদ্‌দীন

যুক্তিবাদ ও ইসলাম : নাসিরউদ্দীন আহমদ

গ্রন্থ-সমালোচনা

মৃত্যুক্ষুধা—(উপন্যাস) কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত।... "মৃত্যুক্ষুধা" মাসিক "সওগাতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষাংশের সঙ্গে ইহার শেষাংশের কোন সাদৃশ্য নাই।... ...অপূর্ব্ব রচনা।

সম্পাদকের পাঁজি

...একদিকে ওহাবী-নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে স্যার সৈয়দ, ভারতের মুসলমানদের মাটির দিকে দৃষ্টি দিতে বাধা দিলেন। তাই আজ দেখি—মুসলমানেরা মাটিতে পা ফেলিয়া চলে না।...

...প্যান-ইসলামিজমের স্বপ্ন মুসলমানরা বহুদিন দেখিয়াছে, আজও অনেকে দেখিতেছে। এ স্বপ্নমোহ কবে টুটিবে, কে জানে?

সমস্ত প্রকার মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া মুসলমানদের দেশের মুক্তির কাজে নিযুক্ত করার ভার লইয়াছিলেন ব্যারিষ্টার

১ "জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা"।

২ "বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধবো গো"।

আবদুব রসুল। তাঁহার অকাল মৃত্যু তাঁহার এই ব্র তকে সমাপ্ত করিতে দিল না।...

বিগত স্বদেশী-আন্দোলনের একটা মার। ক ত্রুটি ছিল এই যে, সেই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মনে হিন্দুভারত গঠনের স্বপ্নই ছিল প্রবল।...

বহুবারের বহু ব্যর্থতার পর এই স্বাধীনতা-আন্দোলন আজ এমন বৃহত্তর ও মহত্তর হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে; ইহা হইতে সরিয়া না থাকিয়া আমাদের উচিত কোন দ্বিধা না করিয়া হিন্দুর পার্শ্বস্থান অধিকার করা।...

অভিনন্দন: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

রুবাইয়াত-ই-হাফিজ [কাব্যানুবাদ]: নজরুল ইস্‌লাম

যোগ-বিয়োগ [গল্প]: প্রবোধকুমার সান্যাল

খেলা-ধূলা [উপন্যাস]: কাজী আবদুল ওদুদ

গান: গোলাম মোস্তফা

রাষ্ট্রীয় সভ্যতার প্রগতি: মাহ্‌বুব-উল্‌ আলম

গান: সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গ্যেটে: কাজী আবদুল ওদুদ

কবিতার কাঁটা [গল্প]: আবুল ফজ্‌ল

একখানি পত্র: কাজী আবদুল ওদুদ

..."সম্পাদকের পাঁজি"তে তুমি ওহাবী-আন্দোলন ও স্বদেশী-আন্দোলনকে যে এক পর্য্যায়ে ফেলেছ, ও-তে আমার আপত্তি আছে।...স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা বৃহত্তর দেশের economic resource এর ইত্যাদির কথা যত অল্পই হোক ভেবেছিলেন, তাই সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও তা Nationalist আন্দোলন; কিন্তু ওহাবী আন্দোলন মূলতঃ religious আন্দোলন, অথবা বড় জোর

বিজিতদেব একবার গা ঝাড়া দেওয়ার চেষ্টা। হিন্দু যদি হিন্দু-ভারতও গড়তে চায় তবু তাকে Nationalist আন্দোলন বলা যেতে পারে যে-পর্যন্ত দেশের প্রধান জনশক্তি হিন্দু।...বড় জোর তুমি বলতে পারো, হিন্দুরা মুসলমানদের কথা না ভেবে কিছু কম বুদ্ধির বা দুর্ব্বল কল্পনার পরিচয় দিয়েছে—কিন্তু তাদের এ-কাজ আদৌ অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক নয়।...

তুমি বর্ত্তমান আন্দোলনকে প্রকৃত 'মুক্তি-আন্দোলন' বলেছ। ও-তেও আমার আপত্তি আছে।...

...civil disobedience জিনিষটাই ভয়ানক এক extreme measure. যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সভ্য সমাজের ভিত্তি তাই চূর্ণ করে দেওয়া হয় এতে।...

রতি-দেবতা [কবিতা]: হেমচন্দ্র বাগচী

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা: আষাঢ় ১৩৩৭

বধূ-প্রসাধন [কবিতা]: মোহিতলাল মজুমদার

খেলা-ধূলা [উপন্যাস]: কাজী আবদুল ওদুদ

অভিবাদন [কবিতা]: নজরুল ইস্‌লাম

মার্টিন লুথার: রিজাউল করীম

আমি পথ [কবিতা]: ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১]

মেয়েলোক [একাঙ্কিকা]: আবুল ফজ্‌ল

অহঙ্কার: কাজী মোতাহার হোসেন

আষাঢ়ে [কবিতা]: কুমারী কল্পনা মিত্র—শান্তিনিকেতন

বলি ["চিত্রকথা"]: প্রবোধকুমার সান্যাল

অবেলায় [কবিতা]: জসীম উদ্‌দীন

জ্ঞান ও প্রেম: কাজী আবদুল ওদুদ

---

১ "Alice Meynell"

গ্যেটে : কাজী আবদুল ওদুদ

গ্রন্থ-সমালোচনা : কাদের নওয়াজ

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কাব্যানুবাদ)—কবি নজরুল ইস্‌লাম অনূদিত।

...যুগপৎ মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য না হয়ে পারছি নে।...

সম্পাদকের পাঁজি

...ব্যক্তিত্ববিকাশের সাধনা, প্রেমের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা এ-সবকিছুকে আজ পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে এই আর্থিক অস্বচ্ছলতা। দেশবাসীর দ্বারা শাসনতন্ত্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অর্থনৈতিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধান আশা করা যায় না।... অবিলম্বে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য।...

...নানক-কবীর-আকবর-দাদু দারা-রামমোহন প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধকবৃন্দ বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের বিরাট ভারতীয় জাতি গঠনের যে মহিমময় স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা ভিন্ন এ [সাম্প্রদায়িক] সমস্যার অন্য সমাধান নাই।...

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৭

গান : নজরুল ইসলাম[১]

সৃষ্টি-রহস্য : কাজী মোতাহার হোসেন

হিতে-বিপরীত [''কীর্ত্তন''] : নজরুল ইস্‌লাম

জন্ম-জন্ম [গল্প] : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সার্থক জীবন : ডাক্তার লুত্‌ফর রহমান

খেলাধূলা [উপন্যাস] : কাজী আবদুল ওদুদ

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১ ''দীওয়ান-ই-হাফিজ হইতে''। ''আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা''।

একখানি পত্র : আবদুল্লাহ্-আল্ আজাদ

গ্রন্থ-সমালোচনা : নজরুল ইসলাম

হারামণি—(গ্রাম্যগানের সংগ্রহ) মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন এম এ সম্পাদিত ;... ।

...আর কার কেমন লাগ্‌বে জানিনে কিন্তু আমার চোখে জল এসেছে।...

কাল রাতে [কবিতা] : প্রণব রায

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৩৭

গান : নজরুল ইস্‌লাম[১]

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা : কাজী আনোয়ার-উল্ কাদীর

... আমাদের সাহিত্যে যেখানে হিন্দু মুসলমান উভয়কে আঁকা হ'য়েছে সেখানে হিন্দুকে শুধু হিন্দু ব'লেই বড় করার চেষ্টা হ'য়েছে। বাঙ্গালী জাতির কল্যাণকে উদ্দেশ্য ক'রে আমাদের সাহিত্য গড়ে ওঠে নি।...

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, পড়শীর প্রতি অবিশ্বাস, অপ্রেম, এত বড় দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির চেষ্টা করা সবার দরকার।...

খেয়ালের খেলা [গল্প] : আবুল ফজ্‌ল

আমাদের কথা : কাজী আবদুল ওদুদ

পল্লী-বর্ষা [কবিতা] : জসীম উদ্‌দীন

সম্পাদকের পাঁজি

... বাহিরের সমস্ত সভ্যতা এদেশের ঐক্যের সাধনায় হিন্দুত্বের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে ও যাইতে বাধ্য—এ-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের। মনে হয়, রবীন্দ্রপন্থীদের এ-চিন্তাধারা অভ্রান্ত ও কল্যাণকর নয়।...

১ "ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান আসিবে বন্ধু মোর।"

বিদায় দেহ' গো রূপসী নগরী [কবিতা]: রামেন্দু দত্ত
নবীনচন্দ্র [কবিতা]: নজরুল ইস্‌লাম

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: আশ্বিন ১৩৩৭

প্রথম অশ্রু [কবিতা]: নজরুল ইস্‌লাম
উভয় সঙ্কট: নাজিরুল ইস্‌লাম
খেলাধূলা [উপন্যাস]: কাজী আবদুল ওদুদ
গান: সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মায় ভূখা হুঁ [গল্প]: আবুল ফজ্‌ল

প্রথম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা: কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

কবি-নমস্কার [কবিতা]: মোহিতলাল মজুমদার
মানুষ মোহাম্মদ: কাজী মোতাহার হোসেন
'কারাগারে'র গান: নজরুল ইস্‌লাম[১]
অমাবস্যা [গল্প]: ডাক্তার লুত্‌ফর রহমান
অতি-বিবাহ [একাঙ্কিকা]: কামালউদ্দীন
গ্রন্থ-সমালোচনা: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ভৈরবী-চক্র (উপন্যাস)—শ্রীকাল ভৈরব প্রণীত;..।
খেলাধূলা [উপন্যাস]: কাজী আবদুল ওদুদ
অর্ঘ্য [কবিতা]: জসীম উদ্‌দীন

প্রথম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা: পৌষ-মাঘ ১৩৩৭

'কারাগারে'র গান: নজরুল ইস্‌লাম[২]
লেখা: কাজী আবদুল ওদুদ
পুঁথি সাহিত্যের নায়িকা: এম্ নাসির আলী

১ "তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ-মুরারী আগত ঐ।"
২ "কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ।"

পুরাতনী [কবিতা] : আবদুল কাদির

দিদারুল আলম-স্মৃতিবার্ষিকী : কাজী আবদুল ওদুদ

পরদেশিয়া [গল্প] : আবুল ফজ্‌ল

খেলাধূলা [উপন্যাস] : কাজী আবদুল ওদুদ

সম্পাদকের পাঁজি

> এক-জাতীয় (mono-national) রাষ্ট্রই কার্যাকরী রাষ্ট্র, এ-কথা একালের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা বহু শোকাবহ অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।...
>
> ... রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্ব বলিতে ভারতের বিশিষ্ট পরিবেষ্টনে-বিকশিত মনুষ্যত্বই বুঝিয়াছেন; আমাদেরও লক্ষ্য যদি হয় এদেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশ তবে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত হিন্দুত্বকে অবাঞ্ছনীয় বলা যুক্তিবিরোধী হয় না কি?...

প্রথম বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৭

শিশু-যাদুকর [কবিতা] : নজরুল ইস্‌লাম

সাহিত্যের ভিটামিন : কাজী মোতাহার হোসেন

খেলাধূলা [উপন্যাস] : কাজী আবদুল ওদুদ

মোরে কান্দালি তুই [গান] : জসীম উদ্‌দীন

বাঙ্গালী মুসলমানের অর্থসমস্যা : কাজী আনোয়ার-উল কাদীর

গ্যেটে : কাজী আবদুল ওদুদ

গান : জসীম উদ্‌দীন

ব্যক্তিগত চিঠি : ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একটি সকাল [একাঙ্কিকা] : আবুল ফজ্‌ল

মোর শাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক তাজমহল [কবিতা] : প্রেমেন্দ্র মিত্র

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : আবদুর রব চৌধুরী[১]

১ মুসলিম সাহিত্য-সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

অভিভাষণ: হাকিম হবিবুর রহমান[১]

আমাদের রাজনীতি: আবুল হোসেন[২]

> ... স্বতন্ত্র নীতি দুর্ব্বলের নীতি। সে নীতির ফল হচ্ছে চিরদাসত্ব ...।

নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গ: আবদুল্লাহ্-আল আজাদ

গান: নজরুল ইস্‌লাম[৩]

সম্পাদকের পাঁজি

> ... পাশ্চাত্য জাতীয়তা যে কল্যাণমুখী নয় তার প্রমাণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্লান্ত য়ুরোপেরই মর্মন্তুদ প্রতিবাদ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যে জাতীয়তা-সৃষ্টির কাজ চলিয়াছিল তাহারই পুনরায়োজন আমাদের জন্য আজ সত্য হোক্।...

১৯৩০ (মে ৫) মকতব (মাসিক)

সম্পাদক: সাখাওয়াত হোসেন

শিশুপাঠ্য পত্রিকা। জে. কে. চৌধুরী কর্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "জেলহজ্জ ১৩৪৮ হিজরী"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৫ মে ১৯৩০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, মুদ্রণসংখ্যা ২০০০, দাম চার আনা।[৪]

১৯৩০ (আগস্ট ২৪) সেবকের বাণী (মাসিক)

সম্পাদক: কাজী নূরুল ওসমান

সম্পাদক কর্তৃক কল্যাণী প্রেস, যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "ভাদ্র ১৩৩৭"-চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৪ আগস্ট ১৯৩০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মুদ্রণসংখ্যা ৩০০০, দাম এক আনা।[৫]

---

১ মুসলিম সাহিত্য-সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

২ পূর্বোক্ত অধিবেশনে পঠিত।

৩ "কুসুম-কুমার শ্যামল-তনু হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।"

৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী, মার্চ ১৯৩১।

৫ ঐ, ডিসেম্বর ১৯৩০।

পুনশ্চ

১৯২১ **তরুণপত্র** (মাসিক)

সম্পাদক : মুহম্মদ ফজলুল করীম মল্লিক।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত। অন্ততঃ দু সংখ্যা প্রকাশের খবর পাচ্ছি।[১] ১৯২৫এ প্রকাশিত 'তরুণপত্র' কি তাহলে এর নবপর্যায় ?

১৯২২ **মুসলিম-জগৎ** (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : আবদুর রশীদ সিদ্দিকী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত।[২]

১৯২৩ **বাহাদুর** (মাসিক ?)

সম্পাদক : মোহাম্মদ জয়নোল আবেদীন লোদী ও মোহাম্মদ রুমিযোদ্দীন বশিরী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত। অন্ততঃ এক বছর প্রকাশ পায়।[১]

---

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের তালিকা থেকে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম-সংগৃহীত তথ্য।

২ আবুল ফজল, "সাধনা : একটি সাহিত্য-মাসিকী", মাহে নও, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন সূত্র থেকে আরো কিছু পত্রিকার নাম পাওয়া যাচ্ছে, যা ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পত্রিকাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের অভাবে পরিশিষ্টে এগুলোর নামোল্লেখ করা হল।

আরাধনা। সৈয়দ আহম্মদ আলী-সম্পাদিত।

আলোকর। এম. এম. আলী-সম্পাদিত।

জমজম। মঈনুদ্দীন হোসায়েন-সম্পাদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা; কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

দীপিকা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র।

বগুড়ার কথা।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী গেজেট। নাটোর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা।

বৈভব। মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও ফনীন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত। ১৯২৬।

মুজাহিদ। আলী আজম-সম্পাদিত।

রত্নাকর। আসানসোল থেকে প্রকাশিত।

রায়ত।

শিক্ষা-সেবক। শিক্ষা-বিষয়ক মাসিকপত্র। ১৯২৪।

শিশু-মহল। শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সাপ্তাহিক আজাদ। ১৯২৫?

স্নেহময়ী। ইব্রাহিম আড্ডি সম্পাদিত। ১৯২৩।

নির্ঘণ্ট ঃ ব্যক্তি